শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বিজয়।

(বঙ্গ ভাষায় আদি কাব্য)

মহানুভব

শ্রীল মালাধর বসু—উপাধি গুণরাজ খাঁন

মহোদয় প্রণীত।

শ্রীযুত বাবু কেদার নাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ

মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে,

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

সভ্রাত শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত কর্ত্তৃক

১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, রামবাগান,

বৈষ্ণব ডিপজিটারী বা ভক্তিগ্রন্থালয়ার্থে

প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০১।

উপক্রমণিকা।

এই কাব্যখানি বঙ্গবাসীগণের পক্ষে বিশেষ আদরের ধন। অনেক যত্নে সংগ্রহ করিয়া ইহাকে আমরা প্রকাশ করিলাম। আশা করি সকলেই ইহাকে আদর করিয়া পাঠ করিবেন।

যে পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছি তাহাতে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, এই গ্রন্থখানি বঙ্গভাষার আদিকাব্য। আদিকবি গুণরাজ খাঁন মহাশয় তেরশত পঁচানব্বুই শকাব্দায় ঐ গ্রন্থ প্রণয়নে নিযুক্ত হন, এবং চৌদ্দশত দুই শকাব্দায় গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন। ইহার পূর্ব্বে চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি-ঠাকুর বঙ্গভাষার কিছু কিছু রচনা করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কোন কাব্য রচনা করেন নাই। তাঁহাদের রচিত কতকগুলি অসংলগ্ন গীত মাত্র আমরা দেখিতে পাই, চৌদ্দশত শকের পূর্ব্বে রচিত কোন বঙ্গ ভাষার কাব্য আমাদের চক্ষু গোচর হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের রচনা অতিশয় সরল, এমত কি বঙ্গীয় অর্দ্ধশিক্ষিতা রমণীগণ ও সামান্য বর্ণজ্ঞান বিশিষ্ট নিম্ন শ্রেণীর পুরুষগণ এই গ্রন্থ অনায়াসে পড়িতে ও বুঝিতে পারেন। এই গ্রন্থের ভাষা অলঙ্কৃত নয়। ইহার পদ্য অনেক স্থানেই সুমিষ্ট হয় নাই। চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারের অনেক স্থলে ষোল সতর অক্ষর বা বার তের অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অনেক শব্দই তাৎকালিক ব্যবহৃত শব্দ। সে সকল শব্দের অর্থ নিতান্ত প্রাচীন লোক ব্যতিত বুঝিতে পারেন না। ইহাতে যতই দোষ থাকুক, বিলাতি লোকেরা যেরূপ চসারকে ব্যক্ত করেন, আমরা কাব্য সম্বন্ধে ইহাকে

অনুরূপ ব্যক্ত করি। এই পুস্তকের অভাব থাকিলে কোন বঙ্গীয় পুস্তকাগারকে সম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে না।

অধিকন্তু এই গ্রন্থ পারমার্থিক লোকদিগের পক্ষে পরম আদরণীয়। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য পূজ্যপাদ শ্রীগুণরাজ খাঁন মহাশয় সর্ব্বশাস্ত্র শিরোমণি শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের দশম একাদশ স্কন্ধের সাধারণের আদরণীয় অনুবাদরূপ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। অধিকন্তু এই গ্রন্থের যে কি মাহাত্ম্য তাহা এই ক্ষুদ্র উপক্রমণিকায় আমরা বলিতে পারিনা। বৈষ্ণব জগতে এই গ্রন্থখানি সর্ব্বত্র পূজনীয়। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, মধ্যখণ্ডে, পঞ্চদশপরিচ্ছেদে কুলীনগ্রামের বসু বৈষ্ণবদিগের প্রশংসা স্থলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এইরূপ কহিয়াছিলেন:—

কুলীন গ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লঞা॥
গুণরাজ খাঁন কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাহে এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁহার বংশের হাত॥
তোমার কি কথা তোমার গ্রামের কুকুর।
সেহ মোর প্রিয় অন্য জন রহু দূর॥

এই গ্রন্থের প্রামাণ্য, পূজনীয়তা ও উৎকর্ষ উপরোক্ত পদ্যের দ্বারা প্রমাণীত হইতেছে। যে গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, সে গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে যে কত আদর লাভ করিবে তাহা আমাদের বলা বাহুল্য।

এখন পাঠকমহাশয় ঔৎসুক্য সহকারে শ্রীগুণরাজ খাঁন মহাশয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন, সন্দেহ নাই। আমরা যে কিছু অবগত আছি তাহা লিখিতেছি। বঙ্গীয় সম্রাট আদিশূর বৌদ্ধধর্ম্ম দূষিত বঙ্গদেশে আচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি না দেখিতে পাইয়া কান্যকুব্জ হইতে পাঁচটি সুব্রাহ্মণ ও পাঁচটি সুকায়স্থ আনয়ন করেন। সেই পঞ্চ জন কায়স্থের মধ্যে সুসভ্য ও সমাজপতি দশরথ বসু মহাশয় গৌড় দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারই বংশের ত্রয়োদশ পর্য্যায় শ্রীগুণরাজ খাঁন উৎপন্ন হন। ইঁহার প্রকৃত নাম শ্রীমালাধর বসু, গৌড়ীয় সম্রাট দত্ত উপাধি গুণরাজ খাঁন। পর্য্যায় যথা:—

রহিল পূনরপি গর্ভ কেহ না পায়॥ হরি হরি নারায়ণ গর্ভ বাস কৈল। ত্রিজগত মোহনরূপ দৈবকী ধরিল॥ দেখিয়াত তেজময় সব অনুচরে। দৈবকীর উদরে গর্ভ জানাইল রাজারে॥ শুন শুন ওহে বীর কংশ নৃপবরে। দুইমাস গর্ভ হইল দৈবকী উদরে॥ শুনিয়াত কংশ রাজা দেখিতে আইল। দৈবকীর গর্ভ দেখি ত্রাস উপজিল॥ কাল কাল মম মম বলে নরপতি। তাল মতে রাখিহ সবে করিয়া শকতি॥ এতিমাসে আসিয়া মোরে করাইহ স্মরণ। স্মরণেত এইগর্ভে আমার মরণ॥ বলিয়াত কংশরাজা গেলা নিজবাস। মৃত্যুরূপে গর্ভকৃষ্ণ চিন্তিল আকাল॥ তিন চারি পাঁচ মাস গণি অনুচরে। প্রতি দিন রাজারে কয়সে গোচরে॥ ধরিল দৈবকী গর্ভ দেখি তেজময়। দেবলোক মর্ত্তলোক করে জয় জয়॥ নিরঞ্জন নিরাকার দেব শ্রীহরি। মনুষ্য শরীরে আসি গর্ভ বাস করি॥ অদ্ভুত চমৎকার সকল সংসারে। ব্রহ্মা আদি দেবগণ আইলা দেখিবারে॥ জ্যোতির্ময় দেখি ব্রহ্মা দৈবকী উদরে। দণ্ডবৎ প্রণাম স্তুতি করিল বিস্তরে॥ তুমি দেব নিরঞ্জন তুমি প্রজাপতি। তুমি দেব মহেশ্বর তুমি সর্ব্বগতি॥ তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি তারাগণ। তুমি ইন্দ্র বরুণ তুমি হুতাশ পবন। দশদিগ-পাল তুমি সবার কারণ। তুমি দিবারাত্রি তুমি দণ্ড প্রহরণ। তুমি জপ তুমি তপ তুমি যজ্ঞদান। তুমি যোগ তুমি ভোগ তুমি ব্রহ্মজ্ঞান। সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় তুমি সে নারায়ণ। তোমার নিদ্রায় নিদ্রা জাগিলে জাগরণ। নির্গুণ নির্লেপ তুমি কৈলে গর্ভবাস। ভক্তবৎসল তুমি করিলে প্রকাশ॥ মোহিয়াত কংশ মায় মানুষশরীরে। পৃথিবীর ভার হর মারিয়া অসুরে॥ এতবলি ব্রহ্মাদি দেব প্রণাম করি। চলি গেলা দেবগণ যার যেই পুরী॥ দশমাস পূর্ণগর্ভ দৈবকী উদরে। দ্বিগুণ রক্ষক দিল কংশ নৃপবরে॥ ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমি শুভ তিথি। শুভক্ষণে শুভদিনে রোহিণী নিশাপতি॥ দিন অস্ত গেলা রাত্রি প্রথম প্রহর। মেঘে আচ্ছাদিত হইল সকল নগর॥ গগণমণ্ডল সব মেঘে আচ্ছাদিল॥ অতি ঘোর অন্ধকার দিশাভাগ হইল। দুয়ারি প্রহরী ভরে সবে নিদ্রা গেল॥ অতিশয় নিদ্রায় সবে অচেতন হইল। দুই প্রহর রাত্রি হৈল চন্দ্রের উদয়। সবে আসি শুক্র দৈবে বুধের তনয়॥ বৃষে উচ্চ চান্দ নক্ষত্রে তুমি যুত। তুলায় শনি কন্যায় বুধ অতি অদ্ভুত॥ চান্দের দোয়ারে মেঘে বিদ্যুৎ সঘন। ভড়িদেহু দৈত্য শুক মিথুনে অর্দ্ধকায়। প্রসন্ন দশদিক প্রসন্ন যামিনী। প্রসন্ন তারাগণ প্রসন্ন রোহিণী॥ প্রসন্ন মন্দনদী প্রসন্ন সাগর। দেবগণ লইয়া সুখে দেখে পুরন্দর। হেনই সময় কৈল

কানাই খাইছে মাটী হের দেখ আসি। আসি নিবেদিল তবে খায় মাটি
হাসি ॥ ধাইয়া যশোদা রাণী পুত্র করি কোলে। কেন মাটী খাও বাছা কিছু
নাহি বলে ॥ মাটী নাহি খাই আমি মিছা বলিলেন গিয়া। হইল এ মুখ মোর
দেখহ আসিয়া ॥ মাটী মুখে নাহি দেখে দেখে ত্রিভুবন। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল
দেখে দেখে ত্রিভুবন ॥ চন্দ্র সূর্য্য দিবারাত্রি সাগর পর্ব্বত। ভূগোল সব নদী
আছে ত্রিজগত ॥ অদ্ভুত দেখিয়া যশোদা মনে মনে গণি ॥ কিবা দেখি
কোথা আছি কিছুই না জানি ॥ কিবা রাত্রি কিবা দিবা কি দেখি স্বপন ॥
কিবা ইন্দ্রজাল কিবা কৃষ্ণের কারণ ॥ জানিলেন হেন বুঝি দেব শ্রীহরি ॥
দেখাইয়া বিশ্বরূপ শিশুরূপ ধরি ॥ খণ্ডিলেক যশোদার সব মোহপাশ ॥
পুত্র লইয়া কৌতুকে গেলা গৃহবাস ॥ হেনক কৃষ্ণের ক্রীড়া শুন এক মনে ॥
গুণরাজ খাঁন ভনে গোবিন্দ চরণে ॥

বিভাষরাগ ॥

তবে কত কালে গোকুলে দেব শ্রীহরি। ধরিয়া মানুষ তনু বাল্য ক্রীড়া
করি ॥ ক্ষণে হাতে ক্ষণে পায় ধূলি ঘরে ঘরে। ছাওয়ালের সঙ্গে বুলে ধুলায়
ধূসরে ॥ দুই ভাই এক ঠাঞি ছাওয়ালের সঙ্গে। ছাওয়ালের সঙ্গে ক্রীড়া
করে নানা রঙ্গে ॥ একদিন গোকুলেতে নন্দের ঘরণী। গৃহকর্ম্মে দাসীগণ
ডাক দিয়া আনি ॥ আপনি মথয়ে দধি করি উচ্চৈঃস্বরে। গীতরূপে গায় যত
কৈল গদাধরে ॥ রোহিনী সহিত গায় কৃষ্ণের কাহিনী। শিশু ক্রীড়া যত
কৈল দেবচক্রপাণি ॥ গাভি দুহিতে আর বাছা না পাঠাহ। দধি দুগ্ধ খাইয়া
ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলায় ॥ দধি মথনদণ্ড চাপিয়াছ ধরে। চাপড় মারিয়া কৃষ্ণে
এক ভিত করে ॥ সকল দধি দুগ্ধ শিকায় তুলিয়া। কেমনে খাইবে [illegible]
আসিয়া ॥ মায়ের বচন শুনি হাসে মনে মনে। ছাওয়াল চরিত্র কিছু করে
মারাপণে ॥ পিড়ির উপর পিড়ি দিয়া উদূখলে চড়ি। শিকায় হাত দিয়া
শিকার ভাণ্ডপাড়ি ॥ তা দেখিয়া যশোদা হাতে বাড়ি লঞা। বাড়ি দেখি
গোবিন্দাই গেল পলাইয়া ॥ হাতে বাড়ি যশোদা পাছু গেঞা যায়। হাসি
হাসি গোবিন্দাই ধাইয়া পলায় ॥ ধাইয়া যশোদা যায় আউলাইয়া চুলে। ধাইতে
যশোদা হইল ঘামে [illegible] ॥ মায়ের দুঃখ দেখিয়া সদয় অন্তর। মায়ে
ধরা দিয়া কৃষ্ণ কাঁদে উভরায় ॥ গৃহকর্ম্ম নাহি পাই তোমার লাগিয়া। দুগ্ধ
দুগ্ধ খায় ভাণ্ড ফেলায় ভাঙ্গিয়া ॥ ধরে আনি যশোদা উপায় ভাবিয়া ॥

বিকলতের মাঝে বাঁধে উদুখলে দিয়া॥ তখনত শ্রীহরি করিল কপটে। যত দড়ি আনে রাণী বাঁধিতে না আঁটে॥ আসিতে যাইতে তার ঘর্ম্ম নিকলিল। তাহা দেখি গোবিন্দের দয়া উপজিল॥ কৃষ্ণের কৃপাতে দড়ি বাঁধিতে আঁটিল। কৃষ্ণ দেখি যশোদা হরষিত হইল॥ বাঁধিয়ে যশোদা বলে শুনহ কানাঞী। কেমনে যাইলে নড়ি দেখিব হেথায়॥ বন্ধনে থাকহ যাই নাহি নড়িবারে। গৃহকর্ম্ম করি আসি শিখাব তোমারে॥ কৃষ্ণ বাঁধি যশোদা ঘর যায় সুখে। বন্ধনে থাকিয়া হরি দুই বৃক্ষ দেখে॥ ঋষি শাপে দুই বৃক্ষ বড় পায় দুঃখ। শাপ খণ্ডাইয়া আজ করাইমু সুখ॥ সেইত বৃক্ষের কথা শুন এক মনে। যমলার্জ্জুন দুই বৃক্ষ হইল যেমনে॥ নলকুবেরের পুত্র এ দুই কুমার। মদে মত্ত হয়ে করে জলেতে বিহার॥ স্ত্রী লয়ে ক্রীড়া করে যমুনার জলে। বিবস্ত্র করয়ে ক্রীড়া যমুনার কূলে॥ হেন বেলা সেই পথে নারদ তপোধন। মুনি দেখি সম্ভ্রমে উঠিল নারীগণ॥ কূলে উঠি বস্ত্র পরি কৈল সম্ভাষণ। মত্ত হয়ে বস্ত্র নাহি পরে দুইজন॥ দেখিয়া কুপিত হইল নারদ তপোধন। মত্ত হয়ে কর ক্রীড়া ছাড়িয়ে বসন॥ লোকপালের পুত্র হয়ে হেন তোর মতি। বিবস্ত্রে করহ ক্রীড়া লইয়া যুবতি॥ বলদর্পে কর তুমি এত অহঙ্কার। তোর অধিক পাপী নাহি সংসার ভিতর॥ মনে কষ্ট করি শাপ দিল মুনিবর। বৃক্ষ হয়ে থাক গিয়া গোকুল নগর॥ দ্বাপরে আসিবে হরি মনুষ্য রূপ হয়ে। হরিবে পৃথিবী ভার গোকুলে আসিয়ে॥ তাঁর প্রসাদে হবে শাপ বিমোচনে। বৃক্ষ হয়ে থাক শত বৎসর দেবমানে॥ শাপ দিয়া অন্তরিক্ষে গেলা তপোধন। বৃক্ষ হয়ে উপজিল সেই দুই জন॥ মুনির বচনে হউক দুই জনের গতি। ধীরে ধীরে তার পাশে গেলেন শ্রীপতি॥ দুই বৃক্ষের মধ্য দিয়া গেল গোবিন্দাই। আড় হয়ে উদুখল লাগিল তথাই॥ টানিলত উদুখল শুনি মড় মড়ি। ভাঙ্গিলত দুই বৃক্ষ যায় গড়াগড়ি॥ গাছের শব্দ শুনি লোক পাইল তরাস। নির্ঘাত শব্দে যেন পড়িল আকাশ॥ বৃক্ষ হইতে বাহির হইল দুই সহোদর। গোসাঞী পরশে হৈল দ্বিগুণ সুন্দর॥ হাঁত জোড় করি স্তবে বলে দুইজনে। প্রণাম করিয়া স্তুতি করে নারায়ণে॥ তুমি দেব নারায়ণ দেব মহেশ্বর॥ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি সর্ব্বেশ্বর॥ কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের তুমি অধিকারী। আমার শকতি স্তুতি কি করিতে পারি॥ ভাল হইল ঋষি মোরে দিল শাপ বাণী। যাঁহার প্রসাদে আমরা দেখিনু চক্রপাণি॥ তোমার নাম লিয়ে সেই হউক বাণী। মুনির প্রসাদে মোরা দেখিনু

সেই বস্তু হউক্ যে তোমায় কর্ম করে। সেই বস্তু হউক্ যে চক্রপাণি॥ সেই বস্ত হউক্ যে তোমার কর্ম করে। সেই বস্তু হউক্ যে তোমারে নমস্কারে॥ সেই চক্ষু হউক্ যে তোমাকে নিরখয়। সেই কর্ণ হউক্ যে তোমাকে ধ্যায়॥ সেই পাদ হউক্ যে তোমায় সেব যায়। সেই জীহ্বা হউক্ যে তোমার প্রসাদ খায়॥ এতেক কহিল স্তুতি সেই দুই জন। হাসিয়া তখন কহি কৈল নারায়ণ॥ নলকুবের দুহে চলহ বাহ ঘরে। আমার প্রসাদে ভক্তি থাকিব তোমারে॥ আমা বন্ধনে লোকের না হয় বিকল। যার চিত্তে যেই বাঞ্ছে হয়ত সকল॥ বর পাইয়া দুই জনে প্রদক্ষিণ করি। প্রণাম করিয়া দুহে গেলা নিজপুরী॥ হেনক অদ্ভুত কথা শুন এক মনে। মালাধর বসু বলে গোবিন্দ চরণে॥

সুহই রাগ।

পড়িলক্র গাছ সবে ধায় উভরড়ে। বিনি ঝড় বরিষণে গাছ কেন পড়ে॥ নন্দ যশোদা ধায় বুকে কর হানি। ধাইয়া গিয়া বুকে তুলিল চক্রপাণি॥ কে ভাঙ্গিল গাছ বলে সব শিশুগণে। কেমতে এড়াইল মোর কুলের নন্দনে॥ সকল ছাওয়াল বলে শুন নন্দরাণী। তোমার পুত্র ভাঙ্গিল গাছ উদুখল টানি॥ তা সবার বোল শুনি নন্দ মনে মনে হাসি। উপহাসে তোমরা কেন মোর পুত্রে দুষি॥ কাঁখে করি নন্দঘোষ গোবিন্দাই আনি। স্নান করাইয়া রক্ষা বান্ধে নন্দরাণী॥ হেন মতে কপট ক্রীড়া করে চক্রপাণি। কিনিবে ফল বলি তারে ডাক শুনি॥

রামক্রী রাগ।

ডাক শুনি গোবিন্দাই ধান্য নিয়া করে। রত্ন দিয়া যায় কৃষ্ণ ফল আনিবারে॥ ধান্য দিয়া গোবিন্দাই লইল তার ফল। নানা রত্ন হইল তার ধান্য সকল॥ গোসাঞীর প্রসাদে তার হইল নানা ধন। ছাওয়াল লইয়া ফল খায় নারায়ণ॥ রজনী প্রভাত রাম কৃষ্ণ দুই ভাই। খেলাইতে পুনরপি আইল তথাই॥ ছাওয়াল সঙ্গে ক্রীড়া করে দেব দামোদর। আকাশেত বেলা হইল দ্বিতীয় প্রহর॥ ভোজন করিতে নন্দঘোষ আসি ঘরে। যশোদারে কৈল ডাক রাম দামোদরে॥ পুত্র আনিতে যশোদা যমুনা কুল যায়। ছাওয়ালের সঙ্গে তথা গোবিন্দ খেলায়॥ আইস আইস বেলা হইল দ্বিতীয় প্রহর। ভাত নাহি খাও কেন নাহি আইস ঘর॥ বেলা দুই প্রহর হইল আইলা বিহানে।

[illegible] খাটি যাও কেন না কর জলপান। পাঠাইল অন্ন মোর [illegible] খাও আসি। তোমারে দিলেন অন্ন মায়েন উপবাসী॥ সব শিশু [illegible] দেখিতে সকল। তুমি দুই ভাই কেন মুনার পুতর॥ আইল বলাই তুমি কানাঞী লইয়া। ভাত খাইয়া ফুলরশি বেধিহ আসিয়া॥ হাতে ধরি যশোদা আনিল দুই জনে। সব আনি [illegible] তোমারে॥ হেনমতে প্রায় কানাঞী করে অদ্ভুত লীলা। বালকের সঙ্গে পাতে নিতি নিতি খেলা॥

মল্লার রাগ।

হেনকালে নন্দঘোষ মনে মনে গুণি। ডাক দিয়া মুখ্য মুখ্য গোয়ালাত আনি॥ গোকুলে আসিয়া হইল বড়ই উৎপাত। কত ভয় যে হইব না পাই সোয়াস্ত॥ পুতনা রাক্ষসী হৈল অদ্ভুত শরীরে। আচম্বিতে শকট ভাঙ্গিল মোর ঘরে॥ তৃণাবর্ত্ত মরিল দেখি মোর মকলন। বিনিবার আসিয়া পড়ে যমল অর্জ্জুন॥ যবে আসি হিংসে মোর গোকুলের নন্দনে। কত বিঘ্ন এড়াইব শুন সর্ব্বজনে॥ পরিহার করিব গো শুন সর্ব্বজনে। গোকুল ছাড়িয়া চল যাই বৃন্দাবনে॥ ভাল ভাল করি সব গোয়ালা উঠিল। গোকুল ছাড়িয়া সবে বৃন্দাবন চলিল॥ শকটে চাপিয়া গেলা শিঙ্গা বাজাইয়া। ঘর দ্বার সজ্জা কৈল একত্র হইয়া॥ যমুনার তীরে গোবর্দ্ধন নিকটে। বৃন্দাবন পাইয়া সবে রহিল শকটে। বান্ধিল গোয়ালা ঘর বিবিধ প্রকারে। গাছ পালা রুইল তবে হইল নগরে॥ মহা সুখে বৈসে নন্দ সেই বৃন্দাবনে। কৌতুকে বাছুর রাখে নন্দের নন্দনে॥ একদিন রামকৃষ্ণ সব শিশু লইয়া। বাছুর রাখিতে গেলা যমুনাকুল পাইয়া॥

বসন্ত রাগ।

যমলঅর্জ্জুন ভাঙ্গে শুনে কংশ রায়ে। কানাঞীর মরণ হবেক কেমন উপায়ে॥ এত অনুমানি কংশ বৎসক ডাকি আনি। সকই প্রবল শত্রু হইল চক্রপাণি॥ গোকুলে বাছুর রাখে বালকের সঙ্গে। মায়া কায়া পাতি তারে মার গিয়া রঙ্গে॥ রাজার আদেশে বৎস যমুনার তীরে। বাছুর রূপে সান্ধাইল বাছুর ভিতরে॥ দেখিয়া জানিল কৃষ্ণ চিনিল অসুরে। অঙ্গুলি দিয়া দেখাইল ভাই বলাইরে॥ হেরে দেখ ভাই বৎসক পাপমতি। আমাকে মারিতে পাঠায়েছে কংশ নরপতি॥ মারিতে আইল পাপ মরিবে এক্ষণে। কৌতুক দেখহ

ভাই উহার মরণে ॥ এত বলি গোবিন্দাই পরি পীত ধড়ি। উভু ছান্দে বান্ধে চূড়া দিয়া ছান্দন দড়ি ॥ মাল সাট মারিয়া চলিলা দেব শ্রীহরি। অসুরে মারিতে কৃষ্ণ নিজ রূপ ধরি ॥ দাণ্ডাইল গদাধর গোঠের ভিতরে। বাছুর দুই পায় লেজে ধরিল দামোদরে ॥ উভ করি পাক দিয়া ফেলিলেন দূরে। গাছে ঠেকি প্রাণ দিল দুরন্ত অসুরে ॥ পড়িল বৎসক বীর হরিষ সর্ব্বজনে। গোবিন্দ উপরে কৈল পুষ্প বরিষণে ॥ জয় জয় দুন্দুভি বাজিল আকাশে। দেখিয়া পাইল ত্রাস গোকুলে যত কৈসে ॥

কানড়া রাগ।

বৎসক মরণ শুনি অদ্ভুত কথা। বড়ই প্রবল শত্রু বাড়ে মোর তথা ॥ কেমনে মারিব এবে চিন্তে মনে মনে। ডাক দিয়া বক ভাই আনিল তখনে ॥ শুন শুন বক ভাই না করিহ হেলা। বড় শত্রু হইল মোর নন্দঘোষের বালা ॥ ছাওয়াল সঙ্গে বাছুর রাখে যমুনার তীরে। সত্বরেত গিয়া তুমি মারহ তাহারে ॥ কংশের আদেশে বক নড়িলা সত্বরে। বকরূপে রহে গিয়া যমুনার তীরে ॥ বাছুরা রাখিয়া শ্রান্ত হইলা কানাঞী। যমুনার জল খাইতে চলিলা তথাই ॥ আচম্বিতে বকাসুরা গিলিল নারায়ণে। আকাশেত হাহাকার করে দেবগণে ॥ হেনকালে গোবিন্দাই বক মায়া জানি। আড় হইয়া তার বুকে লাগে চক্রপাণি ॥ না পারে গিলিতে বকা পোড়য় শরীর। উগারিয়া ফেলে কৃষ্ণে হইলা বাহির ॥ নিজ মূর্ত্তি ধরে বকা দেখিতে ভয়ঙ্কর। দুই যোজন হয় বকের শরীর ডাঁগর ॥ বক বীর দেখি দেবতা পায় ডরে। পুনরপি বকা যায় কৃষ্ণ গিলিবারে ॥ হাঁসি হাঁসি বৈল তারে দেব গদাধরে। পড়িলা আমার হাতে নাহিক নিস্তারে ॥ তোর ভয়ে পথে নাহি রহে দেবগণ। আজিত প্রসন্ন তোরে যমের কারণ ॥ তোরে মারি তুষ্ট করিব দেবতা সমাজে। ভালমতে ভয় যেন পায় কংশরাজে ॥ এত বলি গোবিন্দাই পরি পীত ধড়ি। উভু করি চূড়া বান্ধে দিয়া ছাঁদন দড়ি ॥ মালসাট মারিয়া চলিল শ্রীহরি। দুই হাতে দুই ঠোঁট চাপিয়াত ধরি ॥ ঈষৎ হাঁসিয়া কৃষ্ণ মারিলেন টান। মাঝামাঝি চিরিয়ে করিল দুইখান ॥ জয় জয় শব্দ হইল সকল সংসারে। বক মহাবীর মারে নন্দের কুমারে ॥ আকাশে দুন্দুভি বাজে হরিষ দেবগণ। গোবিন্দ উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥ চলিলাত দেবগণ যার যেই স্থান। বক মারি ঘরে আইল নন্দের গোকান ॥ গিলিলেক বকা কৃষ্ণ দেখিল

সর্বজন। না বুঝিল কৃষ্ণ হৈল বকার মরণে ॥ আনন্দেতে শিশু সব যায় নিজ ঘর। কহিল যে মনে বকা মাইল গদাধর ॥ বক মহাবীরে মাইল নন্দের কুমারে। হেন অদ্ভুত কর্ম্ম কে করিতে পারে ॥ শুনিতে কৃষ্ণের কথা লাগিল তরাস। গুণরাজ খাঁন বলে গোবিন্দের দাস ॥

যমুনার কূলে কৃষ্ণ বক বধ কৈল। শুনিয়াত কংশ রাজার ত্রাস উপজিল ॥ কহ কহ আরে দূত কহ আরবার। কেমনে মারিল বক নন্দের কুমার ॥ মহাশক্তি বক বীর বিদিত সংসারে। একেশ্বর বক ইন্দ্র জিনিবারে পারে ॥ শিশু হয়ে কৃষ্ণ তারে মারিল লীলায়। স্বরূপ হইল বৈল কুশি মহাশয় ॥ চিন্তিয়া গণিএগ কংশ ছাড়িল নিশ্বাস। ডাক দিয়া অঘাসুরে আনিল নিজ পাশ ॥ শুন শুন অঘাসুর অদ্ভুত কাহিনী। উপজিয়া মার কৃষ্ণ আমার ভাগিনি ॥ তৃণাবর্ত্ত মহাবীরে মারিল লীলায়। পাণিপিতে মারিল কৃষ্ণ বক মহাকায় ॥ শিশু হয়ে করে সেই এত বড় কর্ম্ম। আমার মরণ হেতু গোকুলে তার জন্ম ॥ তোমার বিষম মায়া এ তিন ভুবনে। ঝাট করি মার গিয়া নন্দের নন্দনে ॥ কংশের কাতর বোল শুনি অঘাসুরে। না করিহ চিন্তা কিছু মারিব তাহারে ॥ এ বোল শুনিয়া কংশ আনন্দে বিহ্বোল। সিংহাসন হইতে নামি তারে দিলা কোল ॥ রাজার আদেশে যাই হরষিত মনে। অজাগর মূর্ত্তি হয়ে রহি বৃন্দাবনে ॥ এথা গোবিন্দাই তবে পোহাইল রাতি। বাছুর রাখিতে যান শিশুর সংহতি ॥ শিকা করি ভাত নিল সকল ছাওয়ালে। বৎস রাখি ভাত খায় যমুনার কূলে ॥ নড়িলাত কানাঞী সব ছাওয়াল লইয়া। নিজ নিজ বাছুর সবে গেল চালাইয়া ॥ শিঙ্গা বাজাইয়া যান রাম দামোদর। বাছুর চালায়ে গেল বনের ভিতর ॥ শিশু সঙ্গে বৃন্দাবনে বৎস সব রাখি। আচম্বিতে মহা সর্প অজাগর দেখি ॥ কুড়ি যোজন সর্প দেখিতে ভয়ঙ্কর। তিন যোজন সর্প হয় আড়েতে ডাঁগর ॥ একখান ওষ্ঠ তার পৃথিবী ভিতরে। আর ওষ্ঠ খান তার আকাশ উপরে ॥ রাঙ্গা মুখ খান তার অরুণ কিরণ। দেখিয়া তরাস পায় এ তিন ভুবন ॥ সকল ছাওয়াল তারে সান্ধালে উদরে। সবে রহিল মাত্র শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে ॥ কৃষ্ণ নাহি সান্ধায় অসুর চিন্তে মনে। মুখ খান নাহি বুজে কৃষ্ণের কারণে ॥ বাহিরে থাকিয়া চিন্তে নন্দের গোপাল। অসুর গোটা মারিলে জিয়ে সকল ছাওয়াল ॥ যাবৎ জঠরে ছাও-য়াল নাহি মরে। তাবৎ মারিব অসুর চিন্তে গদাধরে ॥ দৃঢ় করি ধরি বাঁধি সান্ধাল উদরে। আকাশে থাকিয়া দেব হাহাকার করে ॥ ব্রহ্মা আদি

দেবগণ পরমাদ গুণি। অঘের উদরে প্রবেশিলা চক্রপাণি॥ উদরে প্রবেশিয়া কৃষ্ণ অসুরে দেখিল। দুই ধারা একত্র করি মুখখানি বুজিল॥ উদরে থাকা-ইয়া কৃষ্ণ মায়াত পাড়িল। সকল গায়ে তার বায়ু বন্দি কৈল॥ বায়ু নাহি বাহির হয় ফুটিল শরীর। মাথা ফুটি দ্বার করি হইলা বাহির॥ দ্বার পথ প্রসর করি গোবিন্দ রহিল। সেই পথে বৎসক শিশু সব বাহির হইল॥ প্রাণ বাহির হইল তাহার সেই পথ দিয়া। কৃষ্ণ দেহে প্রবেশ করে জ্যোতি-র্ময় হইয়া॥ যেই পথে বাহির হয় সকল ছাওয়াল। সেই পথে বাহির তবে হইলা গোপাল॥ গোলাকীর পরশে সেই পাপিষ্ঠ অসুরে। স্বধর্ম্ম রূপ গেল সান্ধাইল কৃষ্ণের শরীরে॥ মুক্তিপদ পাইয়া অসুরা দেখে দেবগণ। গোবিন্দ উপরে কৈল পুষ্প বরিষণ॥ পড়িল অঘাসুর দুষ্ট কংশ রাজা শুনে। মালাধর বসু বলে গোবিন্দ চরণে॥

তুড়ি রাগ।

মারিলত অঘাসুর দেব বনমালী। হরিষে ছাওয়াল সব সেই কোলা-কুলি॥ ছাওয়াল সব বলে ক্ষুধা পাইল আমারে। শিকা মুকাইয়া ভাত খায় যমুনার তীরে॥ পানি পিয়া সুখে চরুক বাছুর গণ। চৌদিকে ছাওয়াল সব মধ্যে নারায়ণ॥ সকল শিকার ভাত এক এক করিয়া। সবাকারে ভাত কৃষ্ণ দিলেন বাঁটিয়া॥ কেহ হাথে কেহ পাতে কেহ ফল দানে। কেহ শিকার কেহ চুপড়ি কেহ নিল কোলে॥ যেই যতি সেই তথি করিল ভোজন। হেনমতে বাল্য ক্রীড়া করে নারায়ণ॥ স্বর্গ হইতে দেখে ব্রহ্মা কৌতুক বড় হৈল। কৃষ্ণে পরিক্ষিতে ব্রহ্মা তথারে আইল॥ যমুনার তীরে যত বাছুর আছিল। একবারে ব্রহ্মা তারে সব হরি নিল॥ এথা সব শিশু বলে শুন গোবিন্দাই। কোথা গেল বৎস সব দেখিতে না পাই॥ ভাত না এড়িহ কেহ বলিল নারায়ণ। বাছুর উদ্দেশে আনি করিব গমন॥ বাছুর চাহিতে গেলা আপনি গোপাল। এথা আসি ব্রহ্মা চুরি করিল ছাওয়াল॥ উদ্দেশ করিয়া কৃষ্ণ বৎস নাহি পাইল। লেউটিয়া আসি তথা শিশু না দেখিল॥ বৎস শিশু না দেখিয়া কৃষ্ণ মনে গুণি। ধ্যানে জানিল ব্রহ্মা হরিল আপনি॥ মায়া পরিক্ষিতে ব্রহ্মার আশা উপজিল। যত বৎস শিশু নিল তখনি সৃজিল॥ যেন রূপে যেমত শিশু যেমত বরন। যেন মতি যেমত প্রকৃতি যেমন বেশ॥ সেই মত কথা যার যেমত কর্ম্ম করে। আকৃতি প্রকৃতি সৃজিল গদাধরে॥

যার যেবা বাছুর লইয়া ঘরে গেলা যত। সেই বেশেতে গিয়া তুষ্ট করে॥ সেই সেই ঘরে গেলা আপনার ঘরে। যেমতে ব্রহ্মাকে মোহিল গদাধরে॥ বৎস শিশু লইয়া খেলা আপনার সুখে। কেহ লখিত নহিল এক বৎসরে॥ দিন দুই তিন আছে বৎসর পুরিতে। দুই ভাই বন গেলা বাছুর রাখিতে॥ পুনরপি আসি ব্রহ্মা দেখিল কানাঞী। সেই বৎস ছাওয়াল দেখিল তথাই॥ যত বৎস ছাওয়াল আমি হরি লৈল। কেমনে পুনরপি এথাকে আইল॥ সেই গুলা আইল কিবা আমাকে ভাণ্ডিয়া। সবে তথা আছেন ব্রহ্মা দেখিল আসিয়া॥ গোসাঞীর মায়া ব্রহ্মা মনে মনে গুণি। মায়াপাতি রক্ষিল মোরে দেব চক্রপাণি॥ হাসিয়াত ধ্যান ব্রহ্মা যথা দামোদর। না দেখিল বৎস শিশু কৃষ্ণ একেশ্বর॥ তবে কতক্ষণে দেখি দ্বিতীয় বলাই। বৎস শিশু পুনরপি দেখিল তথাই॥ সভাকারে চতুর্ভুজ দেখে প্রজাপতি। শঙ্খচক্র গদাপদ্ম লক্ষ্মী সরস্বতি॥ এক জনাকে এক ব্রহ্মা করয় স্তবন। মূর্ত্তিময় দেখি ব্রহ্মা পারিষদগণ॥ আপন হেন ব্রহ্মা দেখে সবার নিকটে। দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মা পড়িলা শঙ্কটে॥ হেন মায়া হৈলা মোরে মনে মনে গুণি। পাছে নির্দ্দয় হয়েন মোরে চক্রপাণি॥

ললিত রাগ।

রথে হইতে উলি ব্রহ্মা প্রণাম করি। করপুটে স্তুতি কয়ে দুই কর যুড়ি॥ চারি মুকুট ভূমে লোটায় ভিতো আঁখির জলে। কান্দিতে কান্দিতে ব্রহ্মা সকরুণ বলে॥ এত মায়া কেন গোসাঞী পাতহ আমায়। আমা হেন কোটী ব্রহ্মা নিমেষেকে হয়॥ আজ হেন নাম মোর ত্রিজগতে রৈল। সেই বোলে অন্ধ হৈয়া গোয়ালা চিনিল॥ তোমার নাভি পদ্মে গোসাঞী আমার উৎপত্তি। আমি অজ নহি তুমি অজ সে শ্রীপতি॥ আদ্য অনাথ তুমি নারায়ণ। অখিল ব্রহ্মাণ্ড তুমি তুমি সে কারণ॥ সত্ত্ব রজ তম তুমি তিন গুণ কারি। আমারে স্বজিলে তুমি দেব শ্রীহরি॥ তোমার মহিমা বলি কাহার সাহসে। কোটী কোটী ব্রহ্মা তোমার লোমকূপে ভাসে॥ কোটী ব্রহ্মার এক আমি তাহার ভিতরে। আউট হাত প্রমাণ আমার কলেবরে॥ আঁখির নিমিষে কোটী ব্রহ্মার স্বজন। কটাক্ষে সৃজহ পুন করহ নিধন॥ সংসারের সার তুমি জগত কারণ। আদি অন্ত মধ্য নাহি নাম নারায়ণ॥ তোমার সেবক সভে কত পুণ্যে পাই। না পাতিহ মায়া মোরে শুন গোবিন্দাই॥ অবস্থ রাখয়ে

[illegible] জননী উদরে। চরণ আঘাত বাজে মায়ের শরীরে॥ সেই যদি পাপ [illegible] [illegible] নারায়ণ। কোটি ব্রহ্মা উদিতে কহয়ে বচন॥ তবে বিদর যেন হইতে চক্রপাণি। কান্দিতে কান্দিতে ব্রহ্মা বৈল এত বাণী॥ ব্রহ্মার করুণা শুনি দেব শ্রীহরি। আছিল যতেক মায়া সকল সংহারি॥ দুই ভাই শিশুরূপ হৈলা নারায়ণ। হরষিত হৈলা ব্রহ্মা আনন্দিত মন॥ আনিয়াত দিল ব্রহ্মা বৎস ছাওয়ালে। প্রদক্ষিণ হইয়া চলে শ্রীরাম গোপালে॥ হরষিতে ব্রহ্মা গেলা আপনার ঘর। হেন দুই যেন শিশু রাখিল বৎসর॥ হাতে ভাত করি শিশু ডাকিল গোপালে। ভাত খাও শিশু বৎস যমুনার কূলে॥ হেনমতে ক্রীড়া করে সব ছাওয়াল। বেলা অবসান ঘর উঠিলা গোপাল॥ সকল ছাওয়াল সঙ্গে শিঙ্গা বাজাইয়া। নড়িলাত গদাধর সব শিশু লৈয়া॥ অঘাসুর বধ দেখি সব ছাওয়ালে। ঘরে গিয়া বলে শিশু অসুর মারিল গোপালে॥ শুনিয়া সকল কথা যত ব্রজবাসী। কৃষ্ণের যতেক কথা শুনি না হয় মানুষি॥ দেব হৈয়া উপজিল নন্দের কোঙরে। দেবের অসাধ্য যত সব কর্ম্ম করে॥ যতেক অসুর আইসে কৃষ্ণ মারিবারে। অগ্নির পতঙ্গ যেন আসিয়া পড়ি মরে॥ অঘাসুর মারি কৃষ্ণ রাখিল বন্ধুজনে। তার শত্রু নাশ হউক শুনে যেই জনে॥ ঘরে ঘরে কৃষ্ণ কথা সকল গোকুলে। গুণরাজ খাঁন বলে বন্দিয়া গোপালে॥

সারেঙ্গ রাগেন গীয়তে।

রজনী প্রভাত হইল রাম দামোদরে। বাছুর লইয়া যান যমুনার তীরে॥ ভোজন করিয়া সবে শিঙ্গা বাজাইয়া। পাছু যায় শিশুগণ বৎস চালাইয়া॥ একত্র হইয়া সবে যমুনার তীরে। নানাবিধ জলক্রীড়া করি ধীরে ধীরে॥ কোথাহ মর্কট শিশু লাফ দেই রঙ্গে। হেনমতে যান কৃষ্ণ ছাওয়ালের সঙ্গে॥ চিত্র বিচিত্র গতি ময়ূরে নৃত্য করে। তাহা দেখি তেমত নাচে রাম দামোদরে॥ কতিহোঁ কোকিল পাখি সুস্বর নাদ পুরে। তাহার সঙ্গে রাকাড়ে রাম দামোদরে॥ কতিহোঁ পক্ষগণ আকাশে উড়িয়া। তার ছায়া সঙ্গে বুলে দুই ভাই ফিরিয়া॥ কোথাহ বুলে ফুল তুলিয়া মুরারী। কত গলে কত কাণে কত মাথে পরি॥ হেনমতে বৃন্দাবনে বিহরে গোপাল। শ্রম ক্ষুধা পাইয়া কিছু বলে ছাওয়াল॥ শুনহ বলরাম শুনহ মুরারী। বনে কিছু না খাইলে চলিতে না পারি॥ হেরি তাল বন এই দেখিল সমুখে। কংশের তাল বন খে [illegible] বীর

[illegible]॥ ধেনুক নাম তথা অসুর থাকয়ে তথা। তোমার মনে যদি লয় [illegible]
গোপাল॥ শুনিয়া রাখালের কথা হাসে নারায়ণ। তাল খাইবারে চলে
সব শিশুগণ॥ হাসিয়া বলিলা কৃষ্ণ শিশুর কথা শুনি। তাল খাইবারে শিশু
সঙ্গে যায় চক্রপাণি॥ বালকের সঙ্গে তাল বনে প্রবেশিল। তাল গাছে গিয়া
তবে বলাই চড়িল॥ গাছে উঠি বলদেব তাল নাড়া দিল। যত ছিল পাকা
তাল সকলি পড়িল॥ আনন্দে বালক শিশু তাল কুড়াইয়া খাই। বালকের রঙ্গ
দেখি হাসে গোবিন্দাই॥ আরবার বলাই গিয়ে তালে নাড়া দিল। কাঁচা পাকা
যত ছিল সকলি পড়িল॥ গাছের ধমকে ধেনুক বীর শুনি। কে ভাঙ্গিল
তালবনী খাইল আপনি॥ দূরে হইতে দেখে তাল গাছে বলাই। ব্রজ ছাও-
য়াল তাল কুড়াইয়া খাই॥ আসিয়া ধেনুক বলাইর গলা চাপি ধরি। ক্রোধে
বলদেব তাকে এক লাথি মারি॥ লাথি খাইয়া বলদেবে ক্রোধে চাপিয়া ধরে।
তুলিয়া ফেলিল ধেনুক গড়ে গিয়া দূরে॥ হাড় গোড় চূর্ণ হৈল মইল অসুরে।
মইল ধেনুক বীর গেল যম ঘরে॥ বলাইর লাথির ঘায়ে ধেনুক মরিল। তার
ঠেকা ঠেকিয়ে তাল অনেক ভাঙ্গিল॥ গাছে ঠেকি ধেনুক ভূমে পড়ি মরে।
নাকে মুখে কাণে রক্ত পড়ে শতধারে॥ মারিয়া অসুর বলাই ভাঙ্গিল তাল
বন। তাল কুড়াইয়া খায় সকল শিশুগণ॥ মরিল ধেনুক বীর দেখিল ছাও-
য়াল। হরিষে চলিলা ঘর নন্দের গোপাল॥ বালকের সঙ্গে রাম কানু গেলা
ঘরে। জানাইল দূত গিয়া কংশ বরাবরে। ধেনুক মারিয়া কানাঞী সব তাল
খাইল। শুনিয়া চিন্তিত রাজা নিশ্বাস ছাড়িল॥ অন্তর কম্পিত কংশ পাইলেক
ত্রাস। মনে মনে গুণি কংশ না করে প্রকাশ॥ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় সব শুন এক
মনে। গুণরাজ খাঁন ভনে গোবিন্দ চরণে॥

যমক ছন্দ।

আর দিন প্রভাতে কৃষ্ণ সব শিশু লইয়া। বাছুর রাখিতে যান বলাই
এড়িয়া॥ নানা রঙ্গে চলে চলে দেব বনমালী। কৌতুকে কৌতুকে গেলা
যথা নাগকালী॥ তৃষ্ণায় আকুল হইয়া পিল তার জল। বিষ জল খাইয়া
শিশু মরিল সকল॥ চারিদিগে চাহেন কৃষ্ণ সব শিশু মৈল। কালীর বসতি
কৃষ্ণ মনেতে জানিল॥ অমৃত দৃষ্টি দিয়া কৃষ্ণ সবারে জিয়াইল। তখনে ছাও-
য়াল সব হরিষ হৈল॥ কেমনে দুষ্ট কালী চিন্তিল তথাই। ইহার বসতি
যোগ্য এই স্থানে নয়॥ শিশু লইয়া ক্রীড়া করিব এই স্থানে। ইহারে ঘুচাইয়া

[illegible]

[illegible] ॥ [illegible] যমুনা [illegible] ভিতরে ॥ [illegible]

মানুষের শব্দ শুনি । সেই নাগে [illegible] ॥ [illegible]

আসিল [illegible] লইল [illegible] । সেই [illegible] তার [illegible] ॥

ভাঙ্গিল দংশন সর্প পালাইল ডরে । ধাইয়া গিয়া কালী নাগে কহিল গোচরে ॥ শুন শুন নাগরাজ কি অদ্ভুত কথা । এক গোটা নর আসি করিল অবস্থা ॥ তাহা সনে আমরা বিস্তর কৈল রণ । ভাঙ্গিল মস্তক কার পড়িল দশন ॥ মজিল তোমার পুরি পাইল তরাসে । পলাইয়া সবে আইলাম তোমার পাশে ॥ প্রাণ রাখ প্রাণ রাখ শুন নাগরাজ । এক গোটা শিশু আসি করিল অকাজ ॥ হেনক অদ্ভুত নাহি শুনি ত্রিভুবনে । মনুষ্য হইয়া করে নাগের অপমানে ॥ শুনিয়া ধাইল কালী নাগের বচনে । বেড়িয়া কামড় খায় শিশুর মর্ম্মস্থানে ॥ কালীদহে ঝাঁপ দিল কানাঞী দেখিয়া । গোয়াল ছাওয়াল নন্দঘোষে জানাইল গিয়া ॥ শুন শুন যশোদা নন্দ গোয়াল । কা[illegible]দহে ঝাঁপ দিল বালক গোপাল ॥

মারাটী রাগ ।

কি কর কি কর নন্দ যশোদা রোহিণী । কি করহ গোয়ালা সব শুনহ কাহিনী ॥ বাছুর রাখিতে গেলা যমুনার কূলে । তৃষ্ণায় আকুল হইয়া পিল তার জলে ॥ বিষ জল খাইয়া মৈল সকল ছাওয়াল । সবাকারে জিয়াইল সুন্দর গোপাল ॥ জিয়াইয়া দিল ঝাঁপ কালীর উপরে । বেড়িয়া খাইল নাগ কৃষ্ণ তথা মরে ॥ নির্ঘাত শব্দ হইল রক্ত বরিষণ । উল্কাপাত হইল তথা অনিষ্ট লক্ষণ ॥ ভূমিকম্প হইল তথা ঘোর দরশন । নিশ্চয় জানিল সবে কৃষ্ণের মরণ ॥ ধাইয়া যায় যশোদা বুকে কর হানি । কান্দিতে কান্দিতে তার সঙ্গে চলিলা রোহিণী ॥ ধাইয়া যায় নন্দঘোষ আউদড় চুলে । স্ত্রী পুরুষ ধাইল

বদনে, তুমি তার বন্ধন, গোকুলেতে ছিলে অবতার॥ গোকুলের যত জন্তু
তুমি তার প্রাণধন, তোমা বিনা বধির শ্রবণ। আমার বচন শুনি, যাদ্য
হাত চক্রপাণি, কালী মারে কর বিবেচন॥ মায়ের বচন শুনি, মায়ের
ক্রন্দন দেখি, হাসিয়াছ দেব শ্রীহরি। কালীদহের ভিতরে, উঠিয়াছ গদাধরে,
কালীর মস্তকে নৃত্য করি॥ বিষভয় দূরি হয়, কালী মায়ের প্রাণ যায়,
দোষ দেখ সর্প অধিকারী। দেখিয়া নাথ পাইল, কালী নাগের স্ত্রী আইল,
স্তুতি করে যোড় হাত করি॥ হরির চরণে মনে, ভাবিয়া দীন জনে, কৃষ্ণ
জয় জয় সর্বজনে। কলিকালে সর্প ভয়, নাহি আর কোন ভয়, হরি হরি
কেবল স্মরণে॥

গান শ্রীরাগ।

তুমি দেব মাধাধব জগত অধিকারী। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে তুমি অধি-
কারী॥ তুমি দেব নিরঞ্জন সবার কারণ। তুমি দেব তুমি নর পশু পক্ষিগণ॥
সকল সৃজিলে তুমি জগত সংসারে। তুমি প্রাণ নিলে প্রাণ কেবা দিতে
পারে॥ তুমিত সৃজিলে মোরে খল রূপ করি। ভাল মন্দ জ্ঞান নাই পাইলে
সংহারি॥ কত উপবাসে কত কৈল আরাধন। তে কারণ পাইল কালী
তোমার চরণ॥ কোটি কোটি জন্ম যদি তপ করি মরি। তবুত তোমার মায়া
বুঝিতে না পারি॥ কত কত জন্মজন্মী তপ করি মৈল। তার ফলে তোমার
পাদপদ্ম পরশিল॥ হেন পাদপদ্ম কালীর মস্তক উপরি। কালীর কতেক
ভাগ্য বলিতে না পারি॥ ভাল হৈল নাগ জন্ম হৈল মহীতলে। ভাল হৈল
বাস কৈল যমুনার জলে॥ আজি হৈ প্রভাত হৈল কালীকে দিনমণি। মস্তকে
পাদপদ্ম দিলেন চক্রপাণি॥ এত বলি নাগিনী যুড়ি দুই কর। কালী নাগ
দেহ মোরে ত্রিদশ ঈশ্বর॥ নাগিনীর করুণা শুনি দয়া উপজিল। কালীর
মাথায় পাদপদ্ম ঘুচাইল॥ তবে কালী নাগ কিছু লজ্জিত হইয়া। করযোড়ে
স্তুতি করে গোবিন্দ দেখিয়া॥ খল জন্ম করি মোরে সৃজিলে শ্রীহরি। আপন
স্বভাব আমি পাসরিতে নারি॥ জাতি ধর্ম দোষ কৈল ক্ষমা কর মোরে।
কি করিব আজ্ঞা কর দেব গদাধরে॥ এতেক শুনিয়া তবে দেব বনমালী।
যমুনা ছাড়িয়া যাহ ঝাঁট নাগ কালী॥ যেই জন জল পিয়ে মরয়ে তখন।
তোমার বিষাগ্নে কার না রহে জীবন॥ শুনিয়া কৃষ্ণের বোল কালী এক
মনে। অবধান কৈলে গোসাঞী কর নিবেদনে॥ তোমার বচন নাহি কাহার

শরণে। আপন দুরাত্ম করি তোমার চরণে॥ গরুড় সহিতে বাদ বিদিত তোমারে। যথা যায় পায় তথা খাইত আমারে॥ হেন মতে নাগ কুল ক্ষয় হইল। তবে পন্নগ মিলি করুণ তপোধন কৈল॥ দিনে দিনে এক সর্প দিবেক উপহার। না খাইবে তবে গরুড় নাগ তোমার॥ এমন নিয়ম করি কত কাল গেল। আমার মরণ হেতু দিন আসি হৈল। উপহার করি রাখে গরুড়ের পাশে। খাইব খাইব করি পাইল তরাসে॥ আচম্বিতে মনে মোর পড়িল তখন। যমুনার হ্রদে গেলে গরুড়ের মরণ॥ পূর্ব্বে শান্ত ঋষি মুনি তপস্বী বিশাল। এই হ্রদে তপ ভিতো কৈল চিরকাল॥ এক গোটা মৎস্য চরে নিজ শিশু লইয়া। গিলিলেক মৎস গোটা হ্রদে সাম্ভাইয়া॥ দেখিয়া করুণ চিত্তে সেই তপোধন। ক্রোধে মুনি শাপ তবে দিল ততক্ষণ॥ সেই পক্ষি আসিবে মৎস্য খাইবারে। জল পরশিলে সেই ছাড়িবে শরীরে॥

বসন্ত রাগ।

না জানিয়া সেই পক্ষি আসিবে এই জলে। প্রাণ ছাড়ে পক্ষি সব জল পরশিলে॥ সে কারণে কোন পক্ষি এথা নাহি আসি। পরম হরিষে আমি যমুনাতে বসি॥ আর কেহ নাহি জানে এ সব উত্তর। জানিয়া এথাকে আমি আইলাম সত্বর॥ পলাইয়া আসিতে গরুড় আমারে দেখিল। আমারে খাইতে গরুড় পাছু খেদা দিল॥ পলাইয়া এথা আমি আইলাম রড়ে। মুনির শাপ স্মরিয়া গরুড় বাহুড়ে॥ সে কারণ বসি এথা শুন চক্রপাণি। কেমনে গরুড় ঠাই রাখিব পরাণি॥ কালীয় বচন শুনি হাসে গদাধর। না খাইব গরুড় আর না ভাবহ ডর॥ আমার পায়ের চিহ্ন তোমার মস্তকে দেখিয়া। না খাইবে গরুড় তোরে যাইব ছাড়িয়া॥ গোসাঞীর আদেশে কালী হরষিত হইয়া। প্রদক্ষিণ হইয়া নড়ে পরিবার লইয়া॥ গোসাঞীরে আনি দিল যত উপহার। নানা মণি নানা রত্ন বিবিধ প্রকার॥ ছাড়িয়া যমুনা কালী আর ঠাঞী বসি। নানা রত্নে ভূষিত হৈয়া গোবিন্দাই আসি॥ উঠিয়া সয়নে তবে দেখে চক্রপাণি। রহিল শরীরে যেন পাইল পরাণি॥ ধাইয়া আসি কোলে কৈল যশোদা সুন্দরী। নন্দ আদি গোপ নাচে উভ বাহু করি॥ কালীয় দমন কথা শুনে যেই জনে। সর্প হৈতে মৃত্যু তার না হয় ভুবনে॥ কৃষ্ণ কথা শুনিলে তিন লোকে তরি। গুণরাজ খাঁন বলে বলিবা শ্রীহরি॥

মল্লার রাগ।

কদম্বের বাহুড়ে কালী নাগ চলিল। দেখিয়া গোকুল বাসী আর [illegible] [illegible] ॥ [illegible] [illegible] [illegible] দেব গদাধরে। শিশু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভরে ॥ [illegible] [illegible] বিষ জ্বালা সহিতে না পারি। [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীহরি ॥ বড় বড় সর্প সব উঠিয়া চলিল। গহন কানন [illegible] [illegible] [illegible] গিল ॥ কোটি কোটি সর্প যায় নাহি [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] নাহি [illegible] ভগবান ॥ যশোদা রোহিণীর চিত্তে দয়া উপজিল। পুত্র পুত্র বলি দুহে কান্দিতে লাগিল ॥ মায়াত পাতিয়া তবে দেব গদাধরে। যশোদা রোহিণীর কোলে পুত্র ভাব করে ॥ অনাথ করিয়া মোরে আছিলে কানাঞী। মোর ভাগ্যে তোমাকে রাখিল গোসাঞী ॥ হেনমতে হরিষে সবে করয়ে কাহিনী। দিন মণি অস্তে গেল প্রবেশ রজনী ॥ ফল মূল দিয়া দুগ্ধ যে কিছু খাইয়া। শুতিলা সকল লোক যমুনা কূল পাইয়া ॥ নিদ্রা যায় সকল লোক অচেতন হইল। দাবাগ্নি আসিয়া তবে সবারে বেড়িল ॥ জ্যৈষ্ঠ মাসে দাবাগ্নি বনে উপজিল। পুড়িয়া সকল বন যমুনা হ্রদ পাইল ॥ শুনিয়া অগ্নির শব্দ সকল ছাওয়াল। ত্রাসে উঠি রোল সবে করিল বিশাল ॥ ওহে রাম ওহে কৃষ্ণ করহ উপায়। দাবাগ্নি পুড়িয়া মারে তোমার বাপ মায় ॥ সবেত বসিয়া আছে তুমি সে জীবন। দাবাগ্নি পোড়াইয়া মারে রাখ নারায়ণ ॥ তুমিত সবার প্রাণ যে এথা বসয়। তোমার সাক্ষাতে মোদের প্রাণ লৈয়া যায় ॥ এতেক কাকুতি কৃষ্ণ সবাকার শুনি। বিশ্বরূপ হৈয়া কৃষ্ণ অগ্নি গিলে চক্রপাণি ॥ খণ্ডিল সবাকার ত্রাস প্রভাত হইল। আনন্দে গোয়ালা সব ঘরকে চলিল ॥ কৃষ্ণ কথা বই আর অন্য নাহি মনে। গোবিন্দ বিজয় গুণরাজ খাঁন ভনে ॥

গৌড়িয়া মল্লার রাগ।

কালীয় দমন কথা কংশেত শুনিল। কেমন প্রকারে কৃষ্ণ দাবাগ্নি ভখিল ॥ শুনিয়া মূর্চ্ছিত হৈল কংশ নৃপবর। প্রলম্ব অসুরে রাজা ডাকিয়া সত্বর ॥ শুনহ প্রলম্ব ভাই বলিছে তোমারে। বড় শত্রু হৈল মোর গোকুল নগরে ॥ যাহা পাতি মার গিয়া রাম দামোদরে। শুনিয়া প্রলম্ব বীর [illegible] সত্বরে ॥ শিশু ভাব করি তারে না করিহ হেলা। মার গিয়া দুই ভাই পাতিয়া নানা ছলা ॥ রাজার আদেশে অসুর মায়াকপট ধরি। বৃন্দাবনে রহে গিয়া

ছাতা টানাইয়া॥ যমুনার তীরে যাহা হ্রদে জল যায়। রৌদ্রে পীড়িত হৈয়া
রহি তরু ছায়॥ যেন বেলা আচম্বিতে বন পুড়ি আইসে। পলাইতে নারে
শিশু পড়িলা তরাসে॥ শুন শুন সাধু কৃষ্ণ আমার বচন। প্রাণিতে আইলে
অগ্নি কর বিমোচন॥ তুমিত গোপের ঠাকুর তোমার শরণ। তোমা বিনা
মানে কেন আমা সবার মরণ॥ একবার যদ্যপি লোক তোমার নাম লয়।
তবে জন্ম পুনর্যদি পৃথিবীতে না লয়॥ ইহাতে তোমার আমি সবের শকতি।
কি করিতে পারে মোর অগ্নির শকতি॥ ছাওয়ালের কথা শুনি হাসে চক্র-
পাণি। আঁখির নিমিষে কৃষ্ণ গিলত আগুনি॥ দেখিল বালক অগ্নি গিল
নারায়ণ। ঊর্দ্ধ বাহু করি নাচে সব শিশুগণ॥ তবে নারায়ণ সব শিশুগণ
লইয়া। কৌতুকে ভ্রমর বনে আনন্দিত হইয়া॥ জল জন্তু স্থল জন্তু সুন্দর
রূপ ধরে। বৈষ্ণব শরীর যেন দেখিয়া হরিরে॥ বরিষার ধারা পাইয়া গিরি
সিদ্ধ হইল। হরি দেখি লোক সব চৈতন্য পাইল॥ দুই দিকে বন বাড়ি
পথ আইসা দিল। বেদনা জানিয়া যেন দ্বিজ নষ্ট হইল॥ মেঘের শবদে যেন
বিজুলি আসি যায়। নিধন পুরুষ যেন কামিনী না পায়॥ মেঘের শব্দেতে
যেন ময়ূর নৃত্য করে। বৈষ্ণব জন যেন বিষ্ণু অনুচরে॥ নানা রূপ ধরে
গিরি বরিষার জলে। কৌতুকে খেলায় কৃষ্ণ ছাওয়ালের মিসালে॥

ভৈরবী রাগ।

মিষ্ট মধু দধি দিয়া যমুনার তীরে। ছাওয়ালের সঙ্গে ভুঞ্জে দেব দামো-
দরে॥ হেনমতে গেল তথা বরিষা সময়। হরষিত সর্ব্বলোক শরত উদয়॥
আকাশে নির্ম্মল পথ শরদে ঘুচিল। হরিষে বিমল যেন নির্ম্মল হইল॥
অগাধ জলচর যেন না জানে টুটাপাণি। কুটুম্ব পোষণে নর যেন দুঃখ নাহি
জানি॥ দৃঢ় করিয়া আনি কৃষক রাখে পাণী। গোবিন্দ দেখিয়া যোগী
যেন রাখয় পরাণী॥ শরতের শীত তাপ চন্দ্রমা করিল। গোবিন্দ পরশে
যেন যোগী তুষ্ট হইল॥ শরতের পুষ্প ফুটে সুগন্ধি বায়ু বহে। বৃন্দাবনে
বংশী বাএ নন্দের তনয়॥ দেখি শুনি গোবিন্দাইর অদ্ভুত চরিত। শুনিয়া
বংশীর নাদ যুবতি মোহিত॥ মাথায় ময়ূর পুচ্ছ কানে পুষ্প কড়ি। নর্ত্ত-
কের বেশ কৃষ্ণ পরি নানা ধড়ি॥ ব্রজ বনিতা সব দেখি মোহিত কায়।
দেখিয়া সুন্দর কানু প্রাণ স্থির নয়॥ মানুষ শকতি রূপ বর্ণিতে না পারি।
কৃষ্ণের মোহন রূপ কহয় মুরারী॥

পাহিড়া রাগ।

শরত নিরিক্ত হৈল হিমের উদয়। ব্রজকন্যা জলক্রীড়া করিতে চলয়॥ যমুনার জলে বস্ত্রঅলঙ্কার এড়ি। বিবস্ত্রে করিয়া স্নানপুজি দেবী চণ্ডী॥ মৃত্তিকা প্রতিমা করি দেই পুষ্প পানি। বর মাগে স্বামী হউক্ দেব চক্রপাণি॥ তোমার প্রসাদ দেবী হউক্ আমারে। স্বামী করি দেহ মোরে নন্দের কুমারে॥ প্রতি দিন আসি সবে যমুনার কুলে।. পুজন্তি পার্ব্বতী সবে যমুনার কুলে॥ এক দিন বস্ত্র এড়ি সব কন্যা গণে। হরষিতে জল ক্রীড়া করে এক মনে॥ ধীরে ধীরে গোবিন্দাই তথাকারে গিয়া। উঠিলা কদম্ব গাছে সব বস্ত্র লইয়া॥ কত ক্ষণে জলে হইতে উঠি কন্যাগণ। কুলে আসি না দেখিল বস্ত্র আভরণ॥ হরিয়াত কেবা নিল বস্ত্র অলঙ্কার। কেমনে যাইব ঘর নাহি প্রতিকার॥ এত দিন ক্রীড়া করি যমুনার জলে। এত পরমাদ কভু না হয় আমারে॥ কংশ রাজ দুরবার তবু চোর আছে। আচম্বিতে দেখি কানাঞী কদম্বের গাছে॥ আনন্দে বস্ত্র পরি হাতে লৈয়া অলঙ্কার। গাছে থাকি বৈল তবে নন্দের কুমার॥ কানাঞী দেখিয়া গোপী বলে রুষ্ট বাণী। কেন হেন কর্ম্ম কর নন্দের পোথানী॥ জলেতে থাকি আসিতে বড় দুঃখ পাই। বস্ত্র অলঙ্কার দেহ সবে ঘর যাই॥ নহেবা গোহাকে যবে কংশ বরাবরে। চোর বান্দে ধরি যেন তোমার সাজাই করে॥ আপনা চিহ্নিয়া দেহ বস্ত্র অলঙ্কার। বস্ত্র অলঙ্কার দেহ সবে পরি যাই ঘর॥ বস্ত্র অলঙ্কার দেহ নন্দের নন্দনে। বিনতি করিয়া বলি তোমার চরণে॥ গোপীর বচনে কৃষ্ণের হাস্য উপজিল। গাছে থাকি বস্ত্র লইয়া ভূমিতে উত্তরিল॥ শুন শুন নারী সব আমার উত্তর। কি করিতে পারে তোর কংশ নৃপবর॥ রুষ্ট হইয়া তুমি যদি করিবে গোহারী। কংশের শকতি আমার কি করিতে পারি॥ কত বীর পাঠাইল কংশ আমা মারিবারে। সবাই মারিয়া পাঠাই আমি যম ঘরে॥ আমাকে মাগহ বর করিয়া ভকতি। আমার বচন শুন সকল যুবতি॥ বিবস্ত্রে করহ স্নান যমুনার জলে। এই পাপে ব্রত তোমার হইব বিফলে॥ যদিবা সফল ব্রত হইবে তোমার। কুলে উঠি বস্ত্র লহ করি নমস্কার॥ কৃষ্ণের বচনে লাজে হেঁট মাথা করি। কি করিব সব সখী অনুমান করি॥ শীতে কম্পমান সবে জলে স্থির নহে। না শুনিলে কৃষ্ণের কথা প্রাণ নাহি রহে॥ ত্রাসে শীতে নারী গণ অভিমান করি। উঠিলাত নারীগণ লজ্জা পরিহরি॥ দক্ষিণ হস্তে

স্ত্রী সব দু স্তন ধরিয়া। বাম হস্তে ভগ ঢাকি লজ্জিত হইয়া॥ একত্র হইয়া তবে সব কন্যাগণ। ধীরে ধীরে বস্ত্র লইতে করিল গমন॥ দেখিয়াত হাস্তে কৃষ্ণ কান্দে বস্ত্র লইয়া। ঝাঁট চলি আইস সবে বস্ত্র লহত আসিয়া॥ দর্প করি কত তোমা বলিলে আমারে। কর যোড় করি বল দোষ ক্ষমহ আমারে॥ কৃষ্ণের বচনে হেঠ গুনিয়া যুবতি। যোড় হাতে সবে তবে করিয়া প্রণতি॥ দেখিয়া সবার অঙ্গ হাসে গোবিন্দাই। পরম হরিষে হরি সবা পানে চাহি॥ এক হাতে এক হাতে সবার বস্ত্র দিল। দেখিয়া সবার অঙ্গ আনন্দ পাইল॥ বস্ত্র অলঙ্কার পাইয়া সব কন্যাগণ। আনন্দিত হইয়া সবে করিল গমন॥ কন্যাগণ চলি যায় হরষিত হৈয়া। কৃষ্ণের চরিত্র পথে কহিয়া কহিয়া॥ কৃষ্ণ ছাড়ি গোপীকার ধ্যান নাহি মনে। গুণরাজ খাঁন ভণে গোবিন্দ চরণে॥

রামক্রী রাগ।

বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া নন্দের গোপাল। নড়িলা ভণ্ডির বনে যথা ছাওয়াল॥ আর ছাওয়ালে তথা নানা ক্রীড়া করে। আগু হইয়া শিশু সব বলে দামোদরে॥ শুন শুন রামকৃষ্ণ আমার বচন। ক্ষুধা বড় পাইলেক করাহ ভোজন॥ ছাওয়ালের বচন শুনি দেব শ্রীহরি। কোথা গেলে পাব অন্ন অনুমান করি॥ যোগ নিদ্রা মনে করি চিন্তিল গোপাল। যজ্ঞ শালে অন্ন গিয়া আনহ ছাওয়াল॥ অঙ্গিরস নামে বিপ্র যজ্ঞ যে করান। তথা অন্ন আন গিয়া খাউক্ সর্ব্বজন॥ জানিয়া সকল তত্ত্ব বৈল নারায়ণ। শ্রীদাম গোপেরে বৈল শুনহ বচন॥ চল যাহ যজ্ঞ যথা করে বিপ্রগণ। যজ্ঞ স্থান যাহ শুন আমার বচন॥ আমার নাম করি অন্ন আনহ মাগিয়া। দিবেক প্রচুর অন্ন ঝাঁট আন গিয়া॥ কৃষ্ণের বচনে যায় কত শিশুগণ। যজ্ঞ শালে যজ্ঞ যথা করয় ব্রাহ্মণ॥ প্রণাম করিয়া কৈল যুড়ি দুই কর। বোল দুইচারি বল শুন দ্বিজবর॥ নন্দের নন্দন দুই কানাই বলাই। প্রণাম করিয়া পাঠাইল তোমাদের ঠাই॥ দুই ভাই বাছুর রাখেন যমুনার তীরে। ক্ষুধা যুক্ত হইয়াছেন তাঁহার শরীরে॥ তোমার যজ্ঞের শব্দ দুই ভাই শুনিয়া। বলিলেন অন্ন কিছু আনহ মাগিয়া॥ এ বলিয়া আমা সবায় পাঠায় নারায়ণে। অন্ন দিলে লইয়া যাই শুনহে ব্রাহ্মণে॥ না শুনিল দ্বিজবর তাহার বচন। সমাদরে নাহি ভাবে গোবিন্দ চরণ॥ না শুনিল বচন কেহ নাহি দিল তার। বেউটিয়া

আইল শিশু যথা জগন্নাথ ॥ না দিলেক ভাত দ্বিজ কহিল কৃষ্ণের ঠাঞী ॥ শুনিয়া হাসেন রাম কৃষ্ণ দুই ভাই ॥

মল্লার রাগ ।

আমার বচন শিশু না কর লঙ্ঘন । আর বার যাহ শিশু শুনহ বচন ॥ যেখানে রন্ধন করে বিপ্র নারীগণ । তাঁ সবারে কহ গিয়া আমার বচন ॥ নন্দের নন্দন দুই রাম কানু ভাই । অন্ন মাগি পাঠাইল তোমা সবার ঠাঞী ॥ ইহা বলি অন্ন মাগ মোর নাম করি । পাইবে প্রচুর অন্ন দিবেক বিপ্র নারী ॥ শুনিয়া কৃষ্ণের বোল যায় আরবার । সত্বরে পাইল গিয়া যজ্ঞের দুয়ার ॥ ধীরে ধীরে গেল যথা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী । নিভৃতে বলিল শুন সব ঠাকুরাণী ॥ রাম কৃষ্ণ দুই ভাই বাহুর রাখিয়া । পাঠাইল তোমা সবার ঠাঞী অন্ন মাগিয়া ॥ দেহত বিশিষ্ট অন্ন শুন নারীগণ । খাইয়া তুষ্ট যেন হয়েন নারায়ণ ॥ শুনিয়া শিশুর বোল দ্বিজের রমণী । আজি সুপ্রভাত কিবা পোহাল রজনী ॥ তারা-বতারণে রাম কৃষ্ণ অবতার । মাগিয়া পাঠাইল অন্ন ত্রিদশ ঈশ্বর ॥ সফল হইল জন্ম শুন নারীগণ । অন্ন নিয়া দেখি গিয়া গোবিন্দ চরণ ॥ বিবিধ প্রকারে অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া । হাতে থাল করি সব ব্রাহ্মণী চলিলা ॥ কোথা যাইস্ কোথা যাইস্ ডাকি উচ্চরায় । ভাই বন্ধু নিষেধে নিষেধে বাপ মায় ॥ শাশুড়ী শ্বশুর স্বামী সবে নিষেধিল । তাহা সবার বোল তারা কানে না শুনিল ॥ উন্মত্ত চিত্ত হইয়া সবেত চলিল । সত্বরেত গিয়া গোবিন্দ চরণ দেখিল ॥ হাতে থালে অন্ন লৈয়া সব দ্বিজনারী । দাঁড়াইল গোবিন্দ ঠাঞী দিয়া এক সারী ॥ এক ভাবে চিন্তে সবে গোবিন্দ চরণ । তা সবারে তুষ্ট হইয়া বলিল নারায়ণ ॥ কেন হেন সাহস করিলে দ্বিজ নারী । আপনি আইলে কেন যজ্ঞ পরিহরি ॥ স্ত্রী হইয়া এতদূর করিলে গমন ॥ ছাড়িলেক তোমাকে স্বামী যত বন্ধুজন ॥ গোবিন্দ বচন শুনি সব নারীগণে । হাসিয়া বলিল তবে গোবিন্দ চরণে ॥ কি করিব স্বামী পুত্র সব বন্ধুজন । তোমার স্মরণে ঘুচে সকল বন্ধন ॥ না লিহে স্বামী মোর সেই ভাল হইল । তোমার চরণ পদ্ম দরশন পাইল ॥ তুমি স্বামী তুমি পুত্র তুমি বন্ধু জন । তুমি ইষ্ট তুমি মিত্র তুমি নারায়ণ ॥ কি করিব ঘর দ্বার সব মায়া বন্ধ । তোমারই সত্য নাহি সব মায়া ধন্ধ ॥ তোমাকে জানয় সব এ সব সংসারে । মহিমা বলিতে তোমার অনন্ত না পারে ॥ শিব শুক নারদ প্রহ্লাদ দৈত্য শিশু । সনক সনাতন রূপ জানে কিছু

কিছু॥ ব্রহ্মা আদি মুনি যার অন্ত নাহি পায়। উদ্দেশে তার গুণ ভক্ত সব গায়॥ হেন নারায়ণ তুমি নর রূপ ধরি। বৃন্দাবনে ক্রীড়া কর আপনি শ্রীহরি॥ কেমতে দেখিব তোমা চিন্তি মনে মনে। কত তপ কলে তোমা দেখিনু নয়নে॥ কৃপা করি অন্ন মোরে মাগিলে নারায়ণে। তেঞী সে দেখিনু মোরা তোমার চরণে॥ সফল মানিল আজি আমার জীবন। জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার চরণ॥ দ্বিজ নারীর বোল শুনি দেবঁ গদাধর। সদয় হইয়া তারে দিলেন উত্তর॥ স্ত্রী হইয়া কৈলা তুমি এমন সাহস। আসিতে এথাকে না শুনিলে অপজস॥ আমার বিষয় তোমার এত বড় আরতি। ঘর ছাড়ি অন্ন লৈয়া আইলা শীঘ্র গতি॥ না ছাড়িব কেহ তোমার মাতৃ বন্ধু পতি। আমার প্রসাদে তোমরা হবে উত্তম গতি॥ আমার প্রসাদে স্মৃতি থাকিব তোমারে। ইহা বলি বিপ্র নারী পাঠাইল ঘরে॥ নড়িলা সকল নারী হরষিত হইয়া। ঘর গেলা সব নারী গোবিন্দে অন্ন দিয়া॥ শুনিয়া ব্রাহ্মণ সব নারীর বচন। অভাগ্য করিয়া মানে আপন জীবন॥ কেন তপ করিনু কেন পড়িনু অক্ষরে। নারীর সমান বুদ্ধি নহিল শরীরে॥ গোসাঞী মাগিল ভাত ইহা না শুনিল। গোবিন্দ মায়াতে চিত্ত স্থির না হইল॥ বিবাদ করিয়া দ্বিজ করে আত্মঘাই। কংশ ভয়ে নাহি গেলা গোবিন্দের ঠাঞী॥ ইহা বলি বিপ্র সব আক্ষেপ না করি। যজ্ঞ করি গেলা সবে যার যেই পুরী॥ এথা সেই অন্ন লইয়া রাম দামোদরে। সব শিশু মিলি বসি যমুনার তীরে॥ ভুঞ্জিয়া সকল অন্ন নড়িলা গোপালে। সব ছাওয়াল লৈয়া খেলে নন্দলালে॥ কৃষ্ণের চরিত্র নর শুন এক মনে। অন্তকালে যাবে নর বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥ শ্রবণে অমৃত দুঃখ শোক নাহি রহে। গুণরাজ খাঁন ভণে গোবিন্দ চরণে॥

কৌরাগ।

হেন মতে কত কাল রাম গোবিন্দাই। ইন্দ্র যজ্ঞ সম্ভ্রম হইল তথাই॥ নন্দ আদি গোপ যত একত্র হইয়া। করিব ইন্দ্রের পূজা উপহার লইয়া॥ ঘোষনাত দিল নন্দ সকল নগরে। দধি দুগ্ধ মিষ্ট অন্ন লইয়া সত্বরে॥ নড়িলা যমুনা কূলে ইন্দ্র পূজিবারে। তা দেখিয়া হাসিয়াত বলে গদাধরে॥ কার পূজা কর বাপ কহনা আমারে। কোথা বাহ সাজাইয়া কাহা পূজিবারে॥ কৃষ্ণের বচন শুনি নন্দ আদি গোয়াল। কহিল সকল কথা শুনহ গোপাল॥ গোপ জাতি আমি চাহি গোধন পোষণে। ভাল মতে ঘাষ হইলে জীয়েত গোধনে॥

বিনা বৃষ্টি ঘাষ নহে শুন গদাধর। বৃষ্টির কারণ পূজি দেব পুরন্দর॥ তার পূজা করি আমি সকল সময়। তুষ্ট হৈয়া ইন্দ্ররাজ ভাল বরিষয়॥ তে কারণ পূজি ইন্দ্র যমুনার কূলে। তাঁহার প্রসাদে গরু থাকয় কুশলে॥ কহিল সকল কথা শুন দামোদরে। বসিয়া হরিষে দেখ পূজি পুরন্দরে॥ বাপের বচন শুনি হাসে চক্রপাণি। কোথাহ না শুনি ইন্দ্র বরিষয় পাণি॥ বিধাতা লিখিত কর্ম্ম সেইসে হইবে। কাহার শকতি উহাধিক কে করিবে॥ হেন বিপরীত কথা তোমারে বুঝাইল। গোসাঞীর নিবন্ধ তবে কেবা ঘুচাইল॥ ছাওয়াল জ্ঞান যদি না কর আমারে। বোল দুই চারি আমি কহিয়ে তোমারে॥ কোথাহ বৈসহ তুমি কোথা পুরন্দরে। কেমতে খায় সে পূজা কোথা হিত করে॥ তোমারে বুঝাইল যেবা তাহার নাহিক চেতন। যাহা হৈতে ভাল হয় না জানে কোন জন॥ গোয়ালাত জাতি আমি অবশ্য করি যর। আমার সহায় গোবর্দ্ধন গিরিবর॥ তাহার প্রসাদে গরু সুখে ঘাস খাইয়া। আপনার ইছাএ সুখে থাকেত সুতিয়া॥ যবে মন্দ করে গিরি সহস্র শিখরে। এক শৃঙ্গ পেলিয়া চাপিয়াত মারে॥ ইহা এড়ি পূজা কেন কর পুরন্দরে। পর্ব্বত মারিলে কি করিবে সুরেশ্বরে॥ ভাল ভাল করি উঠে সকল গোয়াল। ভাল কথা কহিলেক নন্দের ছাওয়াল॥ চল চল নন্দঘোষ যাই সেই ঠাঞী। পর্ব্বত পূজিতে ভাল কহিল গোবিন্দাই॥ এক চিত্ত হইয়া যায় সব গোপজনে। ছাড়িল ইন্দ্রের পূজা কৃষ্ণের বচনে॥ দধি দুগ্ধ ঘৃত অন্ন উপহার লইয়া। কৃষ্ণের সহিত গিরি পূজিতে চলিলা॥ পূজিল পর্ব্বত গোপ হরষিত হইয়া। কৃষ্ণ বলভদ্র দুভাই সহায় করিয়া॥ তবে দেব দামোদর মনেতে গণিল। এক মূর্ত্তি গোপ সঙ্গে তথাই রহিল॥ আর এক মূর্ত্তি হইয়া পর্ব্বত উপরে। মূর্ত্তিময় পর্ব্বত দেখিল সংসারে॥ গোয়ালা লইয়া গেল যত উপহার। দধি দুগ্ধ মিষ্ট অন্ন যতেক প্রকার॥ পর্ব্বতের রূপ হৈয়া কানাঞী ভক্ষিল। দেখিয়া গোয়ালা সব চমৎকার হইল॥ নন্দের নন্দন কৃষ্ণ ভাল বোল বৈল। হেনক অদ্ভুত আর কভু না দেখিল॥ পর্ব্বত হইয়া মানুষ রূপ হইল। এত কাল পূজি ইন্দ্র কভু না দেখিল॥ প্রত্যক্ষ হইয়া দ্রব্য কভু না খাইল। দেখিয়া গোয়ালা সব ত্রাস উপজিল॥ ভাল শুভ হইল এতকালে গোকুলে। পর্ব্বত পূজিতে বৈল নন্দের গোপালে॥ মূর্ত্তিমান হইয়া গিরি সকল ভক্ষিলে। এত কালে শুভ দিন হইল গোকুলে॥ প্রদক্ষিণ হইয়া গিরি সবে ঘরে যাই। হাসিতে হাসিতে ঘর গেলা দুই ভাই॥

কোপ নারায়ণ পড়হুঁ চরণে। আমাকে করহ কৃপা দেব নারায়ণে॥ ইন্দ্রের
আঁখির জলে চরণ ভিজিল। চরণে পড়িয়া ইন্দ্র বিস্তর বন্দিল॥ অবশ্য থাকয়
পুত্র জননী উদরে। চরণের ঘাও বাজে মায়ের শরীরে॥ সেই অপরাধ যেন
মায়ে নাহি লয়। তেমত আমাকে গোসাঞী হউন সদয়॥ সুরাসুর অভি-
মানে তোমা না চিনিল। বিষয় বিষ হৈয়া তোমা পাসরিল॥ বারেক ক্ষমহ
দোষ পড়হুঁ চরণে। আমাকে করহ কৃপা দেব নারায়ণে॥ ইন্দ্রের বচন শুনি
দেব শ্রীহরি। ক্ষমিল সকল দোষ যাহ নিজ পুরি॥ তবে পুরন্দর শুদ্ধ গঙ্গা
জল দিয়া। কৃষ্ণের অভিষেক করে সুরভির দুগ্ধ দিয়া॥ কৃষ্ণে অভিষেক
করি কইল পুরন্দর। আজি হৈতে নাম তোমার গোবর্দ্ধন ধর॥ এতেক
বলিয়া ইন্দ্র প্রদক্ষিণ করি। হরিষে চলিলা ইন্দ্র আপনার পুরী॥ গোবর্দ্ধন
ধারণ কথা কংশেত শুনিল। মূর্চ্ছিত হইল রাজা ভূমিতে পড়িল॥ লীলায়েত
গোবর্দ্ধন ধরিল গোবিন্দ। গুণরাজ খাঁন বলে পাঁচালী প্রবন্ধ॥

কানাড়া রাগ।

পর্ব্বত ধরিয়া হরি গোকুল রাখিল। আপনি আসিয়া ইন্দ্র অভিষেক
কৈল॥ দেখিয়া গোয়ালা বলে মানুষ নহে কান। ঘরে ঘরে এই কথা সর্ব্ব
লোক গান॥ হেন মতে শ্রীহরি গোকুলে বসয়। দ্বাদশীতে নন্দঘোষ স্নান
করয়॥ রাক্ষসী বেলাতে নন্দ যমুনাতে নাই। ধরিয়া বরুণ দূতে নন্দ লইয়া
যাই॥ দেখিয়া বরুণ ভাল বলিল দূতেরে। ভাল কৈলে দূত তুমি আনিলে
ইহারে॥ ইহাঁর প্রসাদে আমি দেখিব গদাধর। ভারাবতারণে গোসাঞী
গোকুলে অবতার॥ ইহার উদ্দেশে প্রভু করিবে গমন। সবাকে দেখিব
আমি তাহার চরণ॥ হরষিত হৈয়া নন্দে রাখিল বরুণে। কৃষ্ণেরে কহিল
গিয়া দেখিল যেই জনে॥ দেখিল যশোদা রাণী অদ্ভুত কাহিনী। যমুনাতে
নন্দঘোষে খাইল কুম্ভিরিণী॥ যমুনাতে নন্দঘোষ যখন ডুবাইল। পুনরপি
নন্দঘোষ উঠি না আইল॥ যমুনাতে মৈল নন্দ দেখিল দাণ্ডাইয়া। উদ্দেশ
করহ তাহার কানাঞী লইয়া॥ বজ্রাঘাত হেন বাক্য যশোদা শুনিল।
জন্মান্তরে কত আমি খণ্ড ব্রত কৈল॥ ভূমে লোটাইয়া কান্দে যশোদা
সুন্দরী। আজি হইতে অন্ত হৈলা আমার মুরারী॥ বিধবা হইলাম মুঞী
টুটিল গৌরব। কান্দয়ে যশোদা রাণী করিয়া রৌরব॥ তোমার বাপ গেল
বাছা স্নান করিবারে। বাহুড়িয়া পুনরপি না আইল ঘরে॥ অচেতন হইলা

কান্দে যশোদা সুন্দরী। যমুনাতে গৈল নন্দ শুনহ শ্রীহরি॥ সংসারের সার তুমি দেব চক্রপাণি। যমুনাতে তোমার বাপে খাইল কুম্ভিরিণী॥ কেমনে উদ্ধার হব কহনা উপায়। মায়ের বোল শুনি কৃষ্ণ যমুনাতে যায়॥ কটি তটে পীত ধড়া টানিয়া পরিল। নন্দের উদ্দেশে কৃষ্ণ যমুনায় নামিল॥ যমুনার জলেতে প্রবেশে গোসাঞী। সব হ্রদে উকটিল নন্দ কোথাও নাই॥ না দেখিল নন্দঘোষে না দেখিল কুম্ভিরিণী। ক্ষণেক রহিয়া মনে চিন্তে চক্রপাণি॥

মল্লার রাগ।

ধ্যান করি চিন্তি মনে দেব শ্রীহরি। ধরিয়া বরুণ দূতে নিল তার পুরী॥ সেই পথে জলমধ্যে করিল গমন। বরুণের পুরী গেলা দেব নারায়ণ॥ দেখিয়া বরুণ তবে শ্রীমধুসূদন। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল চরণ বন্দন॥ পাদ্য অর্ঘ্য হাতে করি দাণ্ডাইল লোকপাল। এক মনে স্তুতি তাঁরে করিল বিশাল॥ ভারাবতারণে গোসাঞী আইলা গোকুলে। দেখিতে চরণ পদ্ম মোর বড় কুতুহলে॥ কেমনে চরণ তোমার আইসে মোর পুরী। তে কারণে নন্দঘোষ আমি কৈল চুরী॥ আর কোন মতে তোমার নহিব গমন। লেহত আপন পিতা শ্রীমধুসূদন॥ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে তুমি অধিকারী। মুক্তি দায়ক তুমি দেব শ্রীহরি॥ সফল হইল জন্ম দেখিনু চরণ। বাপ লইয়া ঘর গোসাঞী করহ গমন॥ এতবলি আনি দিল নানা উপহার। নানা মণি নানা রত্ন দিল অলঙ্কার॥ হরষিতে নন্দঘোষ সঙ্গে গদাধর। বরুণের পুরী হৈতে ছুটে আইলা ঘর॥ মরি জীলা নন্দঘোষ শুনে ব্রজবাসী। নন্দকে দেখিতে সব গোয়ালাত আসি॥ শুনিয়া সকল কথা নন্দঘোষ মুখে। হরিষে গোপ সব নাচে নানা সুখে॥ শুন শুন নন্দঘোষ যশোদা রোহিণী। মানুষ রূপে তোর ঘরে জন্মিলা চক্রপাণি॥ হেন কর্ম্ম নাহি পারে দেবের শকতি। দেবের অধিক কথা শুন ব্রজপতি॥ শুনিয়া গোপের বাক্য শ্রীনন্দ গোয়াল। মানুষ নহে কানাঞী আমার ছাওয়াল॥ নারায়ণ অংশ গোসাঞী শিশু রূপ ধরি। পৃথিবীর ভার হরি দুষ্ট দৈত্য মারি॥ ইহা হইতে ভয় কিছু নহিব আমার। এ বোল বলিল মোরে গর্গ মুনিবর॥ মুনির বাক্য মিথ্যা নহে পরতেক হইল। কৃষ্ণের প্রসাদে কতেক সঙ্কট এড়াইল॥ তবে পাঠাইয়া দিল কংস অনুচরে। সবারে মারিয়া কৃষ্ণ পাঠাইল যম পুরে॥ দেবরাজ ইন্দ্র আসি

বায়ু বরিষণ কৈল। পর্ব্বত ধরিয়া কৃষ্ণ গোকুল রাখিল॥ কৃষ্ণ হৈতে ভয় নাই ভন সর্ব্বজনে। গুণরাজ খাঁন ভণে গোবিন্দ চরণে॥

বিভাস রাগ।

কৃষ্ণের প্রসাদে গোপ বৈসে বৃন্দাবনে। রোগ শোক ভয় কিছুই না জানে॥ সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বজন গোবিন্দ গাইল। জন্ম জন্ম কৃত পাপ সব দূর হৈল॥ হেন কালে হৈলা কৃষ্ণ দ্বাদশ বৎসর। ভুবন মোহন রূপ অতি মনোহর॥ পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি বদন কমল। খঞ্জন জিনিয়া শোভে নয়ন যুগল॥ ময়ূরের পুচ্ছ শিরে কুটিল কুন্তল। হীরা মণি মাণিক্য শোভে কর্ণের কুণ্ডল॥ নানা বর্ণের পুষ্পমালা হৃদয় উপরে। সুবর্ণ অঙ্গুরী সাজে বলয়া দুই করে॥ পায়েতে নূপুর সাজে মুকুট শোভে মাথে। বালকের সঙ্গে বৎস রাখে জগন্নাথে॥ পীত ধড়া পরিধান দেব বনমালী। নূতন মেঘেতে যেন পড়িছে বিজলী॥ নীলমণি দর্পণ যেন মুখ নিরমান। তার মাঝে শোভে যেন বিন্দু বিন্দু ঘাম॥ দেখিয়া যুবতি সব স্থির নহে মন। কামেতে পীড়িত গোপী চিন্তে কৃষ্ণের চরণ॥ মদনে দগধ চিত্ত যুবতি সমাজ। স্বামীরে ছাড়িয়া ভয় খণ্ডিলেক লাজ॥ রাত্রি দিনে যুবতি গোবিন্দে হৈল মতি। গৃহকর্ম্ম ছাড়িলেক সকল যুবতি॥ কোথা আছে গোবিন্দাই যাব তাঁর ঠাঞী। কোন প্রকারে তাঁর দরশন পাই॥ হেন মতে গোবিন্দেরে চিন্তে গোপীগণ। অন্তর্যামী গোসাঞী জানিল তখন॥ জানিয়াত গোবিন্দাই পাতি যোগ মায়া। করিবত রাস ক্রীড়া বৃন্দাবনে গিয়া॥ নড়িলা যমুনাতীরে সুন্দর কানাঞী। নানা বৃক্ষ পুষ্পলতা আছয় তথাই॥ এক চিত্তে শুন নর সংসার তারণ। গুণরাজ খাঁন বলে গোবিন্দ চরণ॥

কৌরাগ।

তুলসী মালতী যুতি, অমলক কুন্দ তথি, বর বক চাম্পা নাগেশ্বর। অড়িলা বকুল মালী, মধুকর করে কেলি, গন্ধ ঝিটি কেতকি কেশর॥ অশোক বাধক কেয়া, কিংশুক রঙ্গিল চুয়া, সেফালিকা বৃক্ষের উপর। অপূর্ব্ব পাকড়ি তাল, নারিকেল গুবাল, রামগুয়া দেখিতে সুন্দর॥ শিমুলি পনস শত, গুয়া কদলাই কত, কাঁকরাঙ্গা রক্ত চন্দন। অর্জ্জুন খেজুর খিরি, বিকশিত বহু জাতি, নরাঙ্গি হৈতালের বন॥ নানা বর্ণের বৃক্ষ পাতা, কোথাহ মাধবী

লতা, নানা পুষ্প নাহি মনোহর। শারি শুক নানা পুষ্পে, ময়ূর ময়ূরী নাচে, নানা বৃক্ষ দেখিতে সুন্দর॥ আকন্দ পারুল ফুলে, ফুল শুভ্র শতদলে, চম্পক চম্পক মনোহর। পদ্ম নীলোৎপল দলে, শালুক কুমুদ জলে, শিরীষিত শোভে সরোবর॥

রামকেলী রাগ।

নানা বর্ণে সম্পূর্ণ সেই বৃন্দাবন। গোপী সঙ্গে ক্রীড়া করিবারে হৈল মন॥ শারদী পূর্ণিমা শশী করিল উদয়ে। সুগন্ধি শীতল বায়ু মনোহর বহে॥ কোকিলের কলরব ভ্রমর ঝঙ্কার। কুসুমিত দশ দিক্ বসন্ত অবতার॥ নব কিশলয় বৃক্ষ শোভে বৃন্দাবনে। অধিক বাড়িল দীপ্তি চন্দ্রের কিরণে॥ কাম অবতার করি বংশীতে নাদ দিল। শুনিয়া গোকুল নারী মূর্চ্ছিত হইল॥ জানিল গোবিন্দ বংশী বায় বৃন্দাবনে। চলিল সকল নারী একচিত্ত মনে॥ কেহত স্বামীর কোলে আছিল শুতিয়ে। কেহ উপকথা কহে বন্ধুজন লয়ে॥ কেহত রন্ধন করে কেহ করয়ে ভোজন। শিশু স্তন পিয়ে কেহ শয্যায় শয়ন॥ স্বামীকে অন্ন দেয় কেহ কেহ নারী। শাশুড়ির সঙ্গে কেহ গৃহে কর্ম্ম করি॥ স্বামী সঙ্গে রসে কেহ করয়ে সুবেশ। কেহ কার মস্তকের আচড়য়ে কেশ॥ অলক তিলক করে নয়নে কাজল। কণ্ঠে হার পরে কেহ শ্রবণে কুণ্ডল॥ তাম্বুল খায় কেহ সুবাসিত কর্পূর। মৃগমদ লেপে কেহ কপালে সিন্দূর॥ যেই জন যেমতে ছিল চলিল সত্বরে। বৃন্দাবনে বংশী রায় নন্দের কুমারে॥ কাহারে যাইতে বাধে কার নিজ পতি। অনেক যতনে রহে কৃষ্ণে দিয়ে মতি॥ গোবিন্দে চিন্তিতে তার প্রাণ করিল গমন। মুক্তিপদ পাইলা সেই খণ্ডিল বন্ধন॥ আর সব নারীগণ কৃষ্ণ পাশে গিয়া। শ্রীকৃষ্ণে বেড়ি দাণ্ডাইল মণ্ডলি করিয়া॥ চিত্রের পুতলি যেন চারি দিকে চায়। লজ্জা ভয়ে কেহ তারা কিছু নাহি কয়॥ কামেতে পীড়িত তবে গোপী সব হয়ে। দাণ্ডাইল গোপী সব কৃষ্ণকে বেড়িয়ে॥ গোবিন্দ দেখিতে গোপী এক দুই হইল। হাসি হাসি গোবিন্দাই তবে কিছু কৈল॥ কেন আইলে গোপী সব এই বৃন্দাবনে। না করিলে ভয় কিছু গহন কাননে॥ রাত্রিকালে ঘোরতর কানন ভিতরে। শিবাগণ নাদ করে গহন গভীরে॥ স্বামী ছাড়ি নারী আইলা কেমন সাহসে। এত রাত্রে বৃন্দাবনে কাহার উদ্দেশে॥ না কর সাহস শুন আমার বচন। ঘরে ঘরে চাহি বুলে তোমার বন্ধুজন॥ কাঁট ঘর যাহ গোপী

না থাকিহ হেথা। উত্তম না পেলে স্বামী দুঃখ পাবে তথা॥ স্বামী ছাড়ি
কেহ নাহি রহেত সংসারে। স্বামীর সেবা করিলে হয় নরক উদ্ধারে॥
স্বামী ধর্ম স্বামী স্বর্গ স্বামী সে মুকতি। স্বামী রুষ্ট হইলে হয় নরকে বসতি॥
এড়িয়াত স্বামী পুত্র ত্যজি বন্ধুজন। আমার ঠাঞী গোপ বধূ আইলে কি
কারণ॥ ঝাঁট চল গোপ বধূ আপন ভবন। স্বামী সেবা কর শিশু পুত্রের
পালন॥ এতেক বচন যদি গোবিন্দ বলিল। হেট মাথা করি গোপী কান্দিতে
লাগিল॥ বুক বহি আঁখির জলে পড়ে ভূমিতলে। স্নান করিল যৈছে নয়নের
জলে॥ কি করিব কি বলিব অনুমান করি। পদাঙ্গুলি ভূমে লিখি বলে ধিরি
ধিরি॥ কামে হত চিত্ত গোপী অনুমান গুনি। লাজ সন্তাপ মুখে নাহি সরে
বাণী॥ সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে করে নমস্কার। কেন নিদয় হয়ে প্রভু বল ব্যব-
হার॥ ছাড়িয়াত স্বামী পুত্র ত্যজি বন্ধুজন। এক ভাবে চিন্তি গোঁসাই তোমার
চরণ॥ কি করিব ঘর দ্বারে স্বামী বন্ধু জন। তোমায় দেখিতে প্রাণ যাউক
এখন॥ ছাড়ি যাউক স্বামী মোর তায় নাহি কথা। তোমার নিগ্রহ বচন
মনে লাগে ব্যথা॥ কি লাগি নিঠুর এত বল চক্রপাণি। তোমার চরণ
চিন্তি ছাড়িব পরাণি॥ জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার চরণ। তুমি স্বামী
তুমি পুত্র তুমি বন্ধু জন॥ না যাইব ঘর সব যত গোপ নারী। অধর অমৃত
দিয়া চলহ মুরারী॥ নহেত স্ত্রীবধ দিব তোমার উপরে। স্ত্রী ঘ তক যেন
লোক বলয়ে তোমারে॥ তবে সে ঘুঁচিবে গোঁসাই আমাদের দুঃ[illegible] একেত
কলঙ্কী হৈনু তাহাতে বিমুখ॥ যত আশা চিত্তেতে করিনু তো[illegible]র ঠাঞী।
না পুরালে আশা শেষে বঞ্চিলে গোসাঞী॥ কৃপা নিধি হরি [illegible] না করিলে
তুমি। ঘৃণা করি পরিহর কি বলিব আমি॥ কায়মনোবাক্যে আমি
তোমাকে চিন্তিল। তথাপি তোমার চিত্তে দয়া না জন্মিল॥ এতেক বিনতি
যবে গোপী সব কৈল। সদয় হৃদয় কৃষ্ণ দয়া উপজিল॥ কোটী কামদেব
জিনি অতি মনোহর। গোপা মনোরথ পূর্ণ কৈল গদাধর॥ চির পিপাসিনী
যত চাতকিনীগণে। মেঘ দেখি তারা যেন আনন্দিত মনে॥ চাতকীর প্রায়
গোপী আছি বৃন্দাবনে। বাঞ্ছা পূর্ণ কৈলে তার শ্যাম নব ঘনে॥ বৃন্দাবনে
গোপী সনে ভ্রমে নারায়ণ। চন্দ্র বেড়িয়া যেন শোভে তারাগণ॥ আচম্বিতে
গোপী মধ্যে নাই নারায়ণ। এক নারী লয়ে কৃষ্ণ করিল গমন॥ তার সঙ্গে
ক্রীড়া করি যমুনার তীরে। সুগন্ধি কুসুম তুলে বুলে ধীরে ধীরে॥ বাম
হাতে. তার কাঁধে দিয়াত কানাই। নানারঙ্গে শৃঙ্গার সুখ করিল তথাই॥

অদ্ভুত সুন্দরী মনে গর্ব উপজিল। চলিতে না পারি আমি কহয়ে গোবিন্দ ॥ আমা লয়ে আছহ ইচ্ছা ক্রীড়া করিবারে। কাঁধে করি লহ মোরে বলিনু তোমারে ॥ বোল বলে এই ঠাঁই চলিতে না পারি। কত দূরে জীবনে নাহি হও শ্রীহরি ॥ শুনিয়া গোপীর বোল মনে মনে হাসি। নেউটিয়া গোপীর তাঁর পাশে আসি ॥ চলিতে না পার যদি গোয়ালার নারী। কাঁধে উঠ বসি সব ত্রৈলোক্য সুন্দরী ॥ গোবিন্দের বাক্যে গোপী অনুমতি দিল। কাঁধে চড়িতে কৃষ্ণ অন্তর্ধান হৈল ॥ চারি দিকে চাহি কৃষ্ণ দেখিতে না পায়। মূর্চ্ছিত হইয়া রাধা ভূমেতে লোটায় ॥

করুণা শ্রীরাগ।

কেন দৈব বিধি মোর লিখিল কপালে। কড়হের মত মুই হারাইনু গোপালে ॥ কুবুদ্ধি লাগিল মোর গোসাঞী বঞ্চিল। তে কারণে মোর মনে মান উপজিল ॥ কুবোল বাহির হৈল আমার বদনে। তে কারণে ত্যজি গেল নন্দের নন্দনে ॥ হরি হরি প্রাণ মোর কেন নাহি যায়। কথা গেলে গোবিন্দের দরশন পায় ॥ কে নিল হরিয়ে মোর আজি প্রাণনাথ। কান্দিতে কান্দিতে বলে আইস জগন্নাথ ॥ সহজে অবলা আমরা বুদ্ধিতে পাতল। কি বলিতে কি বলিনু পাইনু তার ফল ॥ এত বলি কাঁদে গোপী অচেতন হয়ে। শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ হৃদয়ে ভাবিয়ে ॥ হেথা গোপীগণ মধ্যে নাহি গোবিন্দাই। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোপী চাহিয়া বেড়াই ॥ শুন শুন লোকগণ হয়ে এক মনে। মালাধর বসু বলে গোবিন্দ চরণে ॥

গৌড় রাগ।

উন্মত্ত বাউলি গোপী আন নাহি মানে। কৃষ্ণকে চাহিয়া বলে সব গোপীগণে ॥ গাছে গাছে চাহে গোপী সব তরুতলে। কৃষ্ণের উদ্দেশে যায় যমুনার কূলে ॥ কত দূরে তুলসীরে দেখি গোপীগণ। বেড়িয়া বসিল তবে জিজ্ঞাসা কারণ ॥ গোবিন্দের প্রিয় তুমি ত্রিজগতে জানি। কোন দিকে গেল কৃষ্ণ শুন ঠাকুরাণী ॥ না ভাণ্ডিহ সত্য কহ পড়হুঁ চরণে। সপত্নীক ভাব কিছু না করিহ মনে ॥ অধর সুধারে বশ করেছ গোপালে। তে কারণে ভ্রমর বুলয় মুখে মুখে ॥ মিথ্যা না বলিহ দেবী তোমার দাসী হব। কোথা গেলে গোবিন্দের দরশন পাব ॥ ইহা বলি আর ঠাঁঞী যায় সব সখী।

জাতি যুথি মালতি সবে তারা দেখি ॥ তুমি কি যাইতে দেখিলে গোবিন্দ মুরারী। তোমা অনুগত বড় দেব শ্রীহরি ॥ আর কত দূরে দেখি মাধবের লতা। আইস বলি শুন সখি কৃষ্ণের বনিতা ॥ কোথাকারে গেলে দেখা পাইব কানাঞী। এত বলি বেড়ি তথা বসিল সবাই ॥ তথা নাহি চক্রপাণি দেখিয়া তথায়। না পাইয়া প্রাণ নাথ ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥ তবে কত দূর দেখি কদম্ব তরুবর। তোমার তলায় সদা থাকে গদাধর ॥ গলায় তোমার মালা মাথার উপর পাখা। কাল মেঘে চিকুর আকাশে হেন দেখা ॥ হেন প্রাণনাথ কৃষ্ণ কোন দিকে গেল। অভাগিনী নারী আমরা গোসাঞী রহিল ॥ কোন্ উদ্দেশে না বল কদম্ব তরুবর। বিরস সন্তাপে মোর পুড়ে কলেবর ॥ বিলাপ করিয়া বলে সকল যুবতি। আকাশের মুখ চাহি দেখে নিশাপতি ॥ কৃষ্ণ মুখ জ্ঞান করি হরিষ অন্তরে। আমা ছাড়ি নারী লয়ে কৃষ্ণ ক্রীড়া করে ॥ চাহিতে জানিল নহে কানাঞী সুন্দর। তারাগণ মধ্যে শোভা করে শশধর ॥ কহ কহ নিশাপতি স্বরূপ উত্তর। আমা এড়ি কোথা গেল দেব গদাধর ॥ শুন শুনে তারাগণ বলি এক চিত্তে। বিরহ বেদনা তুমি জান ভালমতে ॥ হেন মতে বৃন্দাবনে ঘুরে অচেতনে। একে একে জিজ্ঞাসিল সব তরুগণে ॥ কেহন বলিল আমি দেখিল কানাঞী। কৃষ্ণ ক্রীড়া গোপীগণ রচিল তথায়। কৃষ্ণের বিরহে গোপী হইল অবেশ। কৃষ্ণ ক্রীড়া রচে গোপী প্রকার বিশেষ। কেহবা পুতনা হৈল কেহ হৈল কাল। গলা চাপি কেহ তার লইল পরাণ। কৃষ্ণ হয়ে কেহ তার গলা চাপি ধরে। বুকেতে বসিয়া কেহ তার প্রাণ হরে। যশোদা হইয়া কেহ করে দধি মন্থন। চোর হয়ে কেহ করে নবনী ভক্ষণ। ধর বলিয়া তারে বলে কোন জন। দামোদর হয়ে করয়ে ক্রন্দন ॥ দ[illegible] চোরা বলি কেহ বাঁধে দিয়া দড়ি। যমলার্জ্জুন হয়ে কেহ যায় গড়াগড়ি আর কোন জন তবে বৎস রূপ হয়ে। কৃষ্ণ হয়ে কোন জন মারিল ধরিয়ে আর কোন জন তবে বকরূপ হৈল। কৃষ্ণ হয়ে কোন জন তারে বধ কৈল অঘাসুর হইলেক কেহ হৈল কাল। অঘাসুর মারি কেহ লইল পরাণ আর কোন জন তবে কালী নাগ হৈল। কৃষ্ণ হয়ে কোন জন তার মস্তকে উঠিল ॥ কৃষ্ণ কেহ কালীয়ের মস্তক উপরি। কেহ আসি স্তুতি করে হয়ে তার নারী ॥ ইন্দ্র হয়ে আসি কেহ বরিষণ কৈল। কেহ বলে বরিষণ সহিতে নারিল ॥ আর কোন জন তবে কৃষ্ণ রূপ হৈল। [illegible] আসি পর্ব্বত ধরিল ॥ না করিহ ভয় কেহ আসি গদাধরে। যত সখিগণে [illegible]

রাখিব তোমারে ॥ রচিয়া কৃষ্ণের লীলা সকল রূপসী। কৃষ্ণ লীলা রচিয়া যমুনা কূলে আসি। তবে কত দূরে এক নারীকে দেখিল। তাহারে এড়িয়া ধরাধর পলাইল ॥ হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি করেন স্মরণ। নয়নে নিরবে ছাড়ে করয়ে ক্রন্দন ॥ তবে সব গোপী গিয়ে তারে জিজ্ঞাসিল। গোবিন্দ কপট যত কহিতে লাগিল ॥ আমা লয়ে গোবিন্দাই এই বৃন্দাবনে। করিলা যতেক ক্রীড়া যত ছিল মনে ॥ তবেত আমার মনে মনে উপজিল। চলিতে না পারি আমি তাহাকে বলিল ॥ তবেত আমাকে কৃষ্ণ বলিলা বচন। আমার কান্ধেতে গোপী কর আরোহণ ॥ তাঁহার বচনে আমি অনুমতি দিল। চড়িতে কানাঞী অন্তর্ধান হৈল ॥ গোসাঞীর কপট ক্রীড়া সকলে শুনিয়া। কৃষ্ণে চাহি বুলে গোপী একচিত্ত হৈয়া ॥ বসিয়া যমুনা তীরে সকল নারীগণ। কৃষ্ণের চরিত্র যত করয়ে বাখান ॥ ত্রিভঙ্গ হইয়া প্রভু নন্দের নন্দন। সুস্বর বংশীর নাদ পুরয়ে তখন ॥ যত স্বর্গ বিদ্যাধরী দেবতার নারী। কাম বাণে হত হয়ে আপনা পাসরি ॥ বৃন্দাবন মাঝে যবে বংশীনাদ পুরে। অকালে ফুটয়ে ফুল সকল তরুবরে ॥ বৎসগণ সঙ্গে আসি বেণু বাজাইয়া। গোকুল জনের চিত্ত লইল হরিয়া ॥ যমুনার কূলে যবে দিল বংশী গান। শুনিয়া যমুনা নদী ধরয়ে উজান ॥ দরবে পাষাণ সব বংশীনাদ শুনি। যা শুনিয়া তপ ছাড়ে যত ঋষি মুনি ॥ কদম্বের তলে যবে বংশীনাদ দিল। তা শুনিয়া ময়ূর পক্ষী নাচিতে লাগিল ॥ সুখান যতেক বৃক্ষ ছিল বৃন্দাবনে। বংশীনাদে ফল ফুল ধরিল তখনে ॥ যত সব পক্ষি আছে এই বৃন্দাবনে। কৃষ্ণের বংশীর নাদ কান পাতি শুনে ॥ হেন বংশীনাদ কৃষ্ণ কেন নাহি পুরে। কোথা গেলে পাব আমি নন্দের কুমারে ॥ হরি হরি কিনা বিধি লিখিল কপালে। কড়ছের রত্ন আনি [illegible] গোপালে ॥ মনুষ্য নহেন গোসাঞী কৃষ্ণ অবতার। ব্রহ্মার বচনে আসি [illegible] ভার ॥ দুষ্ট মারি কর গোসাঞী শিষ্টের পালন। আমা সবার প্রাণ [illegible] কি কারণ ॥ যবে না দেখিব তোমায় দণ্ড দুই চারি। শত যুগাধিক বাসি [illegible] কখন্ আইল কৃষ্ণ ছাওয়ালের সঙ্গে। গোধন চাবায়ে শিঙ্গা বাজাইয়ে [illegible] হাতে মোহন বাঁশী রূপ কন্দর্প সমান। সেরূপ চিন্তিয়া মনে ছাড়িব পরাণ ॥ কোথা আছ কোথা কেন্ন গহন কাননে। আমা সব মরে যাই তোমার বিরহে ॥ প্রণতি করিয়া বলি তোমার চরণে। আইল আইল প্রাণনাথ দেহ দরশনে ॥ কাঁদে সব ব্রজনারী ভূমে লুটাইয়া। দয়া করি গোবিন্দাই মিলিলা

জাগিয়া॥ গোবিন্দ দেখিয়া তবে সব গোপীগণ। মরিলে শরীরে যেন পাইল জীবন॥ প্রসন্ন বদন হৈল সব গোপীগণে। হরিষে পড়িল অশ্রু সবার নয়নে॥ ধাইল সকল গোপী দেখি গদাধর। চারি দিকে রহিল গোপী যুড়ি দুই কর॥ উলসিত পুলকিত সব গোপীগণে। সঘনে কাম্পিত তনু সাত্ত্বিক লক্ষণে॥ জড় প্রায় সব গোপী হরষিত হয়ে। শ্যাম অঙ্গ নিরখিয়ে চিত্ত মজাইয়ে॥ যেই অঙ্গ যেই নারী কৈল নিরীক্ষণ। সেই অঙ্গে মজি রহে সে জনার মন॥ চৌদিকে গোপনারী মধ্যে নারায়ণ। চন্দ্রমা বেড়িয়ে যেন রহে তারাগণ॥ যত গোপী তত মূর্ত্তি হৈল গদাধর। এক গোপী এক কৃষ্ণ দেখিতে সুন্দর॥ মুকুতার মাঝে যেন শোভিত প্রবালা। নীলমণি গাঁথিল যেন কনকের মালা॥ গোপিনী সিন্দুর পরে নীত পীতবাস। নীলমেঘে যেন শত ধনুর আভাস॥ হেনমতে গোপী সঙ্গে নন্দের কুমার। কামে হত চিত্ত হয়ে ভুঞ্জিল শৃঙ্গার॥ আলিঙ্গন চুম্বন ঘন জঘন তাড়ণ। বিপরীত করে করে করিল তোষণ॥ হেন মতে রাস ক্রীড়া করিলা নারায়ণ। জল ক্রীড়া করিবারে করিলা গমন॥ নানাবিধ জল ক্রীড়া করি গদাধর। নড়িলাত গোপী সব যার যেই ঘর॥ স্বামীর শয্যাতে গিয়া যুবতি সুতিল। কোলে যেন আছে নারি সবাই জানিল॥ কেহ নাহি জানে কৃষ্ণ ক্রীড়া করি রঙ্গে। প্রতিদিন বৃন্দাবনে ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে॥ ধর্ম্মময় গোবিন্দ হেনই কর্ম্ম করি। সংসারের নাশ হয়ে পরের নারি হরি॥ আত্ম পর নাহি তার জগত ভিতরে। পাপ পুণ্য যত তার না লাগে শরীরে॥ ভাল মন্দ পুড়ে অগ্নি দেখে সর্ব্বজনে। যেই দ্রব্য পুড়ে হয় অগ্নির সমানে॥ সংসারের নাথ কৃষ্ণ সব জীর্ণ পায়। অন্য জন হইলে তারে নরক ভুঞ্জায়॥ চৌরাশী সহস্র কুণ্ড আছে যম লোকে। পর দার করিলে তাহা ভুঞ্জে একে একে॥ না করিহ পর দার শুন সর্ব্বজনে। পরশিলে পর নারী নরক গমনে॥ রাস ক্রীড়া পূর্ণ হৈল শুন সর্ব্বজনে। গুণরাজ খাঁন ভণে গোবিন্দ চরণে॥ শ্রীভাগবত গ্রন্থ ব্যাসদেব কৈল। গুণরাজ খাঁন তাহা পাঁচালি রচিল॥ কৃষ্ণ বিজয় থুইল পাঁচালির নাম। সর্ব্বজন মনোরথ অতি অনুপাম॥ কৃষ্ণ বিজয় পুঁথি না থাকে সবার ঘরে। থাকে ঘরে যাকে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে॥

শ্রীরাগ।

শুন শুন ওহে নর শুন সাবধানে। আর দিবে আর ক্রীড়া কৈল নারায়ণে॥ দ্বাদশ বৎসর হৈতে ক্রীড়ে গদাধর। চৌদ্দ বৎসরের বেলা বেড়িতে

সুন্দর॥ কিশোর বয়েস কৃষ্ণ যৌবনের ছটা। শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ যেন জলধর পাটা॥ কল্পতরু মূলে চিন্তা করি একেশ্বর। যোগ পিঠে বসি করে আসন সুন্দর॥ তাহার উপরে বসি আছে নন্দবালা। পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় ষোলকলা॥ গোপীগণের সৃষ্টি ষোড়শ নায়িকা। ষোড়শ নায়িকা সৃষ্টে একলা রাধিকা॥ বাম পার্শ্বে রাধিকা দক্ষিণে চন্দ্রাবলী। আসে পাশে যুথে যুথে রমণী মণ্ডলী॥ চিন্তামণি মন্দিরের চারিখান দ্বার। পশ্চিম মুখেতে প্রভু রাধাকান্তের বার॥ চারি দ্বারে চারি দ্বারি সে চারি গোয়াল। কৃষ্ণের সমান বেশ দেখিতে রসাল॥ শ্রীদাম গোয়ালা দ্বারী পশ্চিম দুয়ারে। পূর্ব্বেতে সুদাম দ্বারি দাম উত্তরে॥ দক্ষিণ দ্বারেতে দ্বারি কিঙ্কিণীক নাম। আনন্দেতে বৃন্দাবনে বিহরয়ে কান॥ চিন্তামণি মন্দিরে বালক লাখে লাখে। সুবল আদি বালক সব মন্দির রাখে॥ নানা অলঙ্কার শোভে গলে বনমালা। কৃষ্ণের সমান বেশ জানে নানা কলা॥ কেহ কাল কেহ গৌর সবাই কিশোর। অঙ্গের কিরণ তার অতি সে উজর॥ মাথায় ময়ূর পুচ্ছ গোঁজা মনোহর। সকল গোয়ালা সেই কৃষ্ণের দোসর॥ কাঁধে শিঙ্গা হাতে বেণু কার করে বেত। কটি তটে ধটী শোভে সব পাট শ্বেত॥ কৃষ্ণের আনন্দে সব আনন্দে গোয়াল। সুস্বরেতে গীত গায় ধরিয়া সে তাল॥ কৃষ্ণেরে সেবিয়া সব কৃষ্ণ গত চিত্ত। মন্দিরে বেড়িয়া সব গায় নানা গীত॥ সেই মন্দির মাঝে ক্রীড়া করে নন্দবালা। চন্দনে সজ্জিত অঙ্গ গলে বনমালা॥ শিরেতে ময়ূর পুচ্ছ হাতে মোহন বাঁশী। সুরঙ্গ অধরে তার মৃদু মন্দ হাঁসি॥ ব্রজাঙ্গনা বেষ্টিত নাগর শিরোমণি। পঞ্চম আলাপে গোপী মনোহর ধ্বনি॥ রমণী মণ্ডল মাঝে দেব নারায়ণ। প্রত্যেকে সবারে কৃষ্ণ করেন তোষণ॥ পদ্মিনী গোপীকা সব অঙ্গে পদ্ম গন্ধ। রসিক নাগর সনে রস অনুবন্ধ॥ কার সঙ্গে বিলসই অঙ্গে অঙ্গ দিয়া। কার অঙ্গ ঠেসি রহে ত্রিভঙ্গ হইয়া॥ কাল কাল রমণীর কোলে গিয়া বসি। মুখে মুখ দিয়া করে সঙ্গে বাএ বাঁশী॥ এক সঙ্গে মুখ দিয়া দুজনে বাজায়। ভুবন মোহন সুরে পঞ্চম গায়॥ পঞ্চম আলাপ শুনি দরবে পাষাণ। পঞ্চম আলাপে যমুনা বহয়ে উজান॥ পঞ্চম আলাপে আবেশ হইলা গোপীগণ। গান শুনি সবাকার উল্লাসিত মন॥ তরু যতেক বৃক্ষ বৃন্দাবনে ছিল। পঞ্চম আলাপে সব তরু মঞ্জরিল॥ ক্ষণে গায় ক্ষণে নাচে নানাবিধ রঙ্গে। রাস ক্রীড়া দেখি লজ্জা পাইল অনঙ্গে॥ কার সঙ্গে নাচে গায় কার সঙ্গে হাসে। আনন্দ সাগর মাঝে ব্রজাঙ্গনা ভাসে॥

রসের আবেশে গিয়া কেহ দেয় কোল। কাণ পাতি শুনি তার মিঠি মিঠি বোল॥ অধরে অধরে চাপি করয়ে চুম্বন। মুখারবিন্দে দেয় কার তাম্বুল চর্ব্বণ॥ কার মুখে মুখ দেয় কার বুকে হাত। কার গলে তুলি দেয় পুষ্প পারিজাত॥ কার সনে রঙ্গে বসি কার সনে হাসি। আনন্দ সাগর মাঝে ব্রজাঙ্গনা ভাসি॥ কুচ পরশিয়া লয় অঙ্গের সুগন্ধ। কত কাম কলা জানে রঙ্গ অনুবন্ধ॥ কুচে নখাঘাত দিয়া অধর দংশিল। দৃঢ় আলিঙ্গন দিয়া কারে সান্তাইল॥ চুম্বন করয়ে কার ধরিয়া কবরী। কাহারে চুম্বন করে চিবুক যে ধরি॥ চিকুর চিবুক ধরি করে চুম্ব দান। রসবতী গোপী সঙ্গে বিলসই কান॥ কার সনে বিলাসিতে কার হয় মান। তা সনে নয়ন করে মদন সন্ধান॥ নয়ন সঘনে তার মান ভঙ্গ করি। ত্রিভঙ্গ লীলায় আনি ভুবাহু পশারী॥ সম্মুখে আনিয়া তারে ভেটী দেয় কোল। বিপরীত আলাপ কত রসের হিল্লোল॥ সুর নারী সহ নাহি সপত্নীক ভাব। আনের সনে বিহারেতে আনের প্রেম লাভ॥ এক সঙ্গে বিহারেতে আনের সন্তোষ। কাহার বিহারে কার নাহি হয় রোষ॥ কেহ কারে ভিন্ন নহে সবে এক তনু। অন্য পুরুষ নাহি পুরুষ মাত্র কানু॥ সম্মুখেতে চন্দ্রাবলী বামেতে রাধিকা। তিনে বেড়ি দাণ্ডায়েছে ষোড়য নায়িকা॥ ষোড়য নায়িকা বেড়ি রমণী মণ্ডল। রূপ আভরণে সব করে ঝলমল॥ সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী সব চন্দনে সজ্জিতা। ভুবন মোহন রূপ গুণে অলঙ্কৃতা॥ রম্ভা মেনকা রতি শচী উর্ব্বশী পার্ব্বতী। ইহারে জিনিয়া রূপ ব্রজের যুবতী॥ ত্রিভুবনে নাহি ব্রজ কন্যার তুলনা। তার রূপ গুণ সব তাহাতে গণনা॥ গমন না চান তার কথা সব গীত। যার রূপ গুণে কৃষ্ণ হইল মোহিত॥ বড় প্রিয়তমা কৃষ্ণের রাধা চন্দ্রাবলী। শশীরেখা চিত্তরেখা দুহে সমতুলি॥ প্রিয় বন প্রিয় রমা মদন মঞ্জরী। ভুবন মোহন রূপ এ চারি সুন্দরী॥ শ্রীমতী মধুমতী মাধবী কাদম্বিনী। নবরঙ্গা রতি লেখা কুন্তিনী শ্রীমন্তিনী॥ ষোড়য নায়িকা সব কৃষ্ণের প্রিয়তমা। মধুরস মাধুরী কৃষ্ণের সব সমা॥ ষোড়য নায়িকা মধ্যে দুজনে প্রধান। রাধা চন্দ্রাবলী দুঁহে একই সমান॥ সমান রূপ সমান বেশ সমান গুণ ধরে। রাধা কৃষ্ণ দুই জন একি কলেবরে॥ একলা রাধিকা ধরে এই তিন নাম। বৃন্দাবন বিলাসিনী নাম অনুপাম॥ বৃন্দাবন বিলাসিনী রাধা কৃষ্ণ প্রিয়া। তন্ত্রে ছিল তিন নাম দিল প্রকাশিয়া॥ সকল গোপীর শ্রেষ্ঠ একলা রাধিকা। রাধার অংশেতে এই সকল গোপীকা॥

অষ্টাদশ নায়িকা রাধা চন্দ্রাবলী সনে। চন্দ্রাবলীর অংশেতে জানি অষ্ট জনে ॥ রাধার অংশেতে জানিহ আর অষ্ট জন। পরম তত্ত্ব কহি আমি তত্ত্বের বচন ॥ ষোল জনের অংশে হয় ষোল জন আর। অংশা অংশী গোপীগণ কহিতে অপার ॥ ষোল জনায় অংশ আর ষোল জন কহি। এতেক কহিল যবে আছে ইহাঁ বহি ॥ ষোল অংশে শুন আর ষোল জনায় নাম। ভুবনে মোহন রূপ অতি অনুপাম ॥ রূপে গুণে অনুপমা ললিতা সুন্দরী। স্তনপরি লেপিয়াছে সুগন্ধ কৌস্তুরি ॥ সামলা ধবলা রতি তাঁহার সমান। ভদ্রা পদ্মা হরিপ্রিয়া বিশাখা প্রধান ॥ ইন্দুমুখি সুমুখি বল্লবী চন্দ্রিকা। বিলাসতি নিবসন্তি অপ্সরা গোপীকা ॥ চতুরা মধুরা সনে ষোড়য় নায়িকা। যুথে যুথে অংশা অংশী সকল গোপীকা ॥ এ সব গোপীকা সঙ্গে নিতি নিতি রাস। ইহা শুনিতে লোকের বড় অভিলাষ ॥ রসের আয়াসে গিয়া যমুনার কূলে। গোপী সঙ্গে ক্রীড়া করে যমুনার জলে ॥ ব্রজাঙ্গনা বেষ্টিত হইয়া শ্রীহরি। যমুনা পুলিনে গিয়া জল ক্রীড়া করি ॥ যুথে যুথে ব্রজনারী মধ্যে নারায়ণ। জল ছিটাছিটি করে সব গোপীগণ ॥ চুয়া চন্দন সব কোটরা পুরিয়া। গোবিন্দের অঙ্গে গোপী দিল ছড়াইয়া ॥ কেহ মুখে দেয় কেহ দেয়ত শ্রবণে। কেহ অঙ্গে দেয় কেহ দেয়ত নয়নে ॥ দুই হাতে গোবিন্দাই সম্বরিতে নারি। চৌদিকে গোপের নারী পলাইয়া মারি ॥ আস্তে ব্যস্তে গোবিন্দ ধরিল রাধার হাতে। জল ছিটাইয়া দিল তার কাণে মাথে ॥ কাতর হইয়া রাধা বলে কাকুর্ব্বাণী। তোমার স্মরণ লৈনু শুন চক্রপাণি ॥ রাধার মিনতি শুনি গোবিন্দাই হাঁসে। ধেয়ে যায় বনমালী চন্দ্রাবলীর পাশে ॥ হাঁসিয়াত চন্দ্রাবলী পলায় যায় দূর। খসিয়ে পড়িল তার পায়ের নূপুর ॥ চিন্তিত চন্দ্রাবলী নূপুর নাহি পায়। হেন বেলা নূপুর তার পাইল শ্যাম রায় ॥ ধড়ার অঞ্চলে কৃষ্ণ নূপুর লুকাইয়া। চন্দ্রাবলী সঙ্গে বুলে নূপুর চাহিয়া ॥ কৃষ্ণ বলে কোন জন নূপুর কৈল চুরি। ভাল বেস্ বলহ সবে রাজার কুমারী ॥ আপনা আপনি গোপী করয়ে মন কাজ। নূপুর করহ চুরি নাহি লেশ লাজ ॥ সকল যুবতি মেলি হৈল এক ঠাঞী। মুখে জল নাহি দিল কার ভয় নাই ॥ গোবিন্দের বোল শুনি গোপী সব আসি। সবাকারে গোবিন্দাই বলে হাসি হাসি ॥ নেতের বসন সবে পরহ ঝাড়িয়ে। আপনার ঘরে সবে যাহ শুদ্ধ হয়ে ॥ গোবিন্দের বাক্যে গোপী হাসিতে লাগিল। অন্য অন্যে আপন বস্ত্র কাড়িয়ে পরিল ॥ তবে চতুরাপরা অপ্সরা মধুমতী। কৃষ্ণকে

বেড়িয়া ধরে এ চারি যুবতী॥ শশীরেখা চিত্তলেখা কমলা সুন্দরী। মদন মঞ্জরী সনে অনুমান করি॥ খসাইল পীত ধড়া এ চারি সুন্দরী। আকাশে থাকিয়া দেখে যত বিদ্যাধরী॥ ধড়ায় আঁচলে তবে নূপুর পাইল। চোর কৃষ্ণ বলি তবে হাসিতে লাগিল॥ শিশু হৈতে চোর তুমি এখন কর চুরি। চোর বাদে বান্ধিল তোমা যশোদা সুন্দরী॥ স্নান করিতে গেলে বস্ত্র কর চুরি। জল ক্রীড়ায় নূপুর চুরি করিলে শ্রীহরি॥ একবার দুইবার নহে হৈল তিন বার। নারীর সমাজে তোমার ঘুচিব সংসার॥ বিবস্ত্রে থাকিলা কৃষ্ণ যমুনার জলে। পীত ধড়া লয়ে সব গোপী উঠি কূলে॥ ব্রজাঙ্গনা বলে শুন দেব নারায়ণ। বিবস্ত্রে থাকিলে জলে কেমন করে মন॥ হাস্য পরিহাস করে সব গোপ নারী। বিনয় করিয়া বস্ত্র মাগিলা শ্রীহরি॥ হাসিয়া সুন্দরী রাধা বস্ত্র আনি দিল। বস্ত্র পরি গোবিন্দাই ঘরকে চলিল॥ অদ্ভুত অদ্ভুত কথা শুন এক মনে। এ জল বিহার গুণরাজ খাঁন ভণে॥

কল্যাণ রাগ।

হেনমতে বৃন্দাবনে সব গোপী বসি। কাত্যায়নী মহোৎসব দিন হৈল আসি॥ প্রতি ঘরে পূজা দ্রব্য নানা উপহার। স্ত্রী বেশ করিয়া সবে পরিল অলঙ্কার॥ গোবর্দ্ধনের নিকটে গেলা কানন ভিতর। দেবী পূজিবারে সবে চলিল সত্বর॥ পূজিয়াত ভগবতী কৈল জাগরণ। নৃত্য বাদ্য ফুল ফল করি আহরণ॥ আচম্বিতে মহা সর্প সেই বৃন্দাবনে। নন্দঘোষে বেড়িলেক খাইবার মনে॥ হরি হরি বলি নন্দ বলে উভরায়। তোমা হেন থাকিতে পুত্র মোর প্রাণ যায়॥ শুনিয়াত গেল কৃষ্ণ সর্পের নিকটে। যেদিকে [illegible] যায় আইসে দশন বিকটে॥ কোপে কৃষ্ণ তার মাথে এক লাথি মারি। সর্প রূপ ছাড়ি বিদ্যাধর রূপ ধরি॥ রথে চড়ি গন্ধর্ব্ব হয়ে কৃষ্ণে স্তুতি করে। মুনির শাপ হৈতে প্রভু উদ্ধারিলে মোরে॥ সুদর্শন নাম মোর গন্ধর্ব্ব অধিপতি। কৌতুকে করিয়া ক্রীড়া লইয়া যুবতি॥ সেই পথ দিয়া যায় অঙ্গিরা তপোধন। জটাভার মস্তকে মুনি করিলা গমন॥ বিরূপ দেখিয়া হাসি পাইল আমার। কোপে শাপ দিল মুনি না কৈল বিচার॥ আপনি সুন্দর তেঞী কর উপহাস। সর্প হয়ে বৃন্দাবনে কর গিয়া বাস॥ অবতারে আসিব দেব নারায়ণ। তাহার পরশে হবে পাপ বিমোচন॥ সকল সম্পাত হৈল শুন গদাধর। তুয়া পদাঘাতে মুক্ত মোর কলেবর॥ কৃষ্ণে প্রণমিয়া রাজা

স্বর্গপুরী যায়। দেখিয়া সকল লোক চমৎকার পায়॥ দেখিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম সব গোপগণ। কানাই মানুষ নহে সত্য নারায়ণ॥ দেখিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম সব গোপগণে। কাত্যায়নী মহোৎসব গুণরাজ ভণে॥

বসন্ত রাগ।

চারিদিকে গোপীগণ মাঝে দামোদর। তারাগণে বেষ্টিত যেন শোভে শশধর॥ হেন বেলা শঙ্খচূড় আইল মায়া ধরি। কুবেরের অনুচর হরে গোপনারী॥ আচম্বিতে লয়ে যায় গোপী এক জন। রাখ গোবিন্দাই বলি করয়ে ক্রন্দন॥ আর্ত্তনাদ শুনি কৃষ্ণ ধাইল সত্বরে। বলরাম থুয়ে গেল গোপী রাখিবারে॥ মালসাট মারিয়া জায়েন শ্রীহরি। কোথা আসি ওরে দুষ্ট হর পরনারী॥ মোর হাথে পড়িলে আজি যাবে কোন খানে। আজিত প্রসন্ন তোকে যমের কারণে॥ এত বলি চুলে ধরি পাড়িলা ভূতলে। গলা চাপি প্রাণ নিল পড়িল কিঙ্করে॥ দেখিয়া যুবতিগণ হরষিত হৈল। ক্রীড়া সম্বোলিয়া কৃষ্ণ ঘরকে চলিল॥ কৃষ্ণ বিজয় শুন নর হয়ে একমতি। ভুঞ্জিয়া সংসার সুখ পাইবে মুকতি॥

বসন্ত রাগ।

শুনিয়াত কংশ রাজা চিন্তিল অন্তরে। ডাকিয়া অরিষ্ট বীরে আনিল সত্বরে॥ শুনহ কৃষ্ণের কথা অরিষ্ট মহাশয়। বিপরীত কর্ম্ম করে নন্দের তনয়॥ বড় বড় কর্ম্ম কৃষ্ণ শিশুকালে কৈল। সাত বৎসরের শিশু পর্ব্বত ধরিল॥ সুদর্শন গন্ধর্ব্বেরে করিল মোচন। শঙ্খ চূড় মারি কৈল গোপীর রক্ষণ॥ আপন মরণ মুনি বলিল তোমারে। তার হেন মহাবীর নাহিক সংসারে॥ তোমা হেন বীর নাহি আমার সমাজে। তোমরা থাকিতে মরি এই বড় লাজে॥ কাতর হইয়া কংশ যবে এত কৈল। শুনিয়া অরিষ্ট বীর হাসিতে লাগিল॥ না করিহ ভয় [illegible] কংশরাজ। ছাওয়াল কটা মারিব [illegible] বড় [illegible]॥ [illegible]কিতে পাঠাও কেন অন্য জনে। না পারে [illegible] যোবে [illegible]নে॥ মেলানিত দেহ যাই গোকুল নগরে। রাম কৃষ্ণ মারিয়া [illegible] ঘরে॥ ইহা বলি বন্দে বীর কংশের চরণ। কৃষ্ণ মারিবারে শীঘ্র করিল গমন॥ ধরিলেক বৃষ রূপ দেখিতে ভয়ঙ্কর। দশ যোজন করিল তবে শরীর ডাগর॥ স্কন্ধ গোটা দেখি যেন পর্ব্বতের চূড়া।

স্কন্ধে ঠেকি বৃক্ষ সব হয়ে যায় গুঁড়া॥ পদে পদে ভূমিকম্প অরিষ্ট গমনে। ডাইনে বামে ঘর ভাঙ্গে অঙ্গের ঠেসনে॥ অতি ভয়ঙ্কর রূপ আইসে গোকুলে। দেখিয়া পাইল ত্রাস সকল গোয়ালে॥ বিপরীত শব্দ করে নারে দুই কান। ডাকে উপড়িয়া গরু ত্যজিল পরাণ॥ গর্ভিনী গাভিগণের গর্ভপাত হৈল। ত্রাসে গোয়ালা বলে গোকুল মজিল॥ গেয়োলার বোল শুনি কানাই সত্বর। দেখিলাত মহা বৃষ গোঠের ভিতর॥ হাসিয়া চলিল তবে দেব শ্রীহরি। মরিতে আইলে অসুর বৃষরূপ ধরি॥ পৃথিবীর ভার হরিব তোমাকে মারিয়া। মালসাট মারি কৃষ্ণ চলিল ধাইয়া॥ দুই হাতে দুই শৃঙ্গ লাফ দিয়া ধরি। ধরিয়া বুলয়ে যেন চাক ভাঙরি॥ ছাড়িয়া ফেলিল তারে পড়ে হাত সাতে। পুনরপি শৃঙ্গ নাড়ি আইসে মারিতে॥ ক্রোধে শৃঙ্গ উপাড়িয়া শিরে মাইল বাড়ি। পড়িল বাড়ির ঘায় যায় গড়াগড়ি॥ পুনরপি উঠে ধায় কৃষ্ণে মারিবারে। লেজে ধরি গোবিন্দাই আছাড়িল তারে॥ সেই ঘায় দুরন্ত অসুর পড়ি মরে। গোবিন্দ উপরে দেব পুষ্পবৃষ্টি করে॥ আনন্দে নাচয়ে গোপ গোকুল নগরে। অসুর মারিল যবে দেব গদাধরে॥ সকল গোকুলে মহা চমৎকার হৈল। হেনই অদ্ভুত কর্ম্ম কেহ না করিল॥ ঘরে ঘরে এই কথা কহে সর্ব্বজনে। শুনিলাত কংশ রাজা অরিষ্ট মরণে॥ অচেতন হয়ে রাজা গুণে মনে মনে। পাত্র মিত্র লোক যত ডাক দিয়া আনে॥ আনিল যতেক বন্ধু সবারে ডাকিয়া। হেন বেলা নারদ মুনি মিলিল আসিয়া॥ নারদ দেখিয়া উঠে কংশ নরপতি। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল বিস্তর প্রণতি॥ তুষ্ট হয়ে মুনিবর বলে প্রিয় বাণী। নিশ্চিন্তে আছহ কেন কংশ নৃপমণি॥ তোমাকে যে বলেছিনু দৈবকী উদরে। অষ্টম গর্ভেতে হরি আপনি অবতারে॥ উপজিলে হরি তুমি নাহি দিলে মন। গোকুলে নন্দের ঘরে সেই দুই জন॥ বসুদেব থুইল লয়ে নন্দঘোষের ঘরে। যশোদার কোলে আনি ভাণ্ডিল তোমারে॥ প্রবল হইল শত্রু শুন নৃপবর। যেন মতে হয় ভাল চিন্তহ সত্বর॥ এতেক বলিল যদি নারদ মুনিবরে। পাত্র মিত্র লয়ে রাজা কুমন্ত্রণা করে॥ বসুদেব দৈবকীকে আনিল সত্বরে। চুলে ধরি খাঁড়া নিল দুহেঁ কাটিবারে॥ তবে মুনিবর বলে তার হাতে ধরি। রাজা হয়ে কেন হেন অব্যবহার করি॥ ভগিনীপতির বধ কোথাও না শুনি। যেজন তোমার শত্রু তারে মার আনি॥ ইহারে মারিলে হয় ধর্ম্মের লঙ্ঘন। ধর্ম্ম লঙ্ঘনে হয় নিকট মরণ॥

মল্লার রাগ।

নিগড় দিয়া দুহাঁকারে রাখহ কারাগারে। শত্রু মারিতে যত্ন করহ সত্বরে॥ মুনির বচনে রাজা ক্রোধ সম্বরিল। কেশী মহাসুরে তবে ডাকিয়া আনিল॥ গোকুল যাইতে রাজা তারে আদেশিল। মনেতে ভাবিয়া কিছু তাহাকে কহিল॥ চল মহাশয় কেশী গোকুল নগরে। রাম কৃষ্ণ মারিয়া তুমি আইসহ সত্বরে॥ তোমা হৈতে যদি তার না হয় মরণ। অক্রূর পাঠায়ে হেথা আনিব দুই জন॥ চিন্তিত হইয়া কংশ গুণে মনে মনে। অক্রূরে ডাকিয়া তবে আনিল তত্তক্ষণে॥ আমার বচনে তুমি চলহ সকাল। বড় শত্রু হৈল মোর নন্দের গোপাল॥ উঠিয়া আপনি রাজা অক্রূর হাথ ধরি। আমার বচনে চল গোকুল নগরী॥ বলি পাঠাইল রাজা তোমা দুহাঁর ঠাঞী। মল্ল যুদ্ধ জান ভাল তোমরা দু ভাই॥ শুনিয়া কৌতুক বড় রাজার হইল। আন গিয়া দুই ভাই আমারে পাঠাল॥ করাইব মল্ল যুদ্ধ মল্লের সংহতি। কর লয়ে চল আজ্ঞা দিল নরপতি॥ প্রবন্ধ করিয়া হেথা আন দুই জনে। মল্ল যুদ্ধ করাইয়া বধিব পরাণে। ধনুর্ম্মখ বস্ত বিপ্র করুক যজ্ঞশালে। পতাকা নগরে দেহ প্রতি ঘরের চালে॥

পাহাড়ি রাগ।

সর্ব্ব রাজা আনহ কৌতুক দেখিবারে। সুবর্ণের মঞ্চ কর সভার ভিতরে॥ কুবলয় হস্তি রাখ মধ্য দুয়ারে। আসিতে নন্দের পুত্র পথে যেন মারে॥ হেনমতে আনিয়া মারহ দুই জনে। তবেত আমার শত্রু নাহি ত্রিভুবনে॥ জরাসন্ধ আদি যত মহারাজা বৈসে। সবেত আমার পক্ষে পাইব হরিষে॥ নিষ্কণ্টকে পৃথিবী ভুঞ্জিব এক মনে। মন্ত্রণা করিয়া রাজা গেলা নিজ স্থানে॥ মহাবীর কেশী যায় গোকুল নগরে। ঘর ভাঙ্গি বৃক্ষ ভাঙ্গি গরু মানুষ মারে॥ ধাইয়া গোয়ালা সব জানাইল গদাধরে। শুন শুন রামকৃষ্ণ কি কর বসিয়া। গোকুল নাশ করে এক অসুর আসিয়া॥ অশ্বরূপ ধরে অসুর পর্ব্বত আকার। ঘর ভাঙ্গি মানুষ মারে নাহিক নিস্তার॥ এত দিনে নষ্ট হৈল তোমার গোকুল। কেহ রক্ষা নাহি পাবে করিল নির্ম্মূল॥ তোমার স্মরণ যত গোকুল নগরী। অসুর মারিয়া রক্ষা করহ শ্রীহরি॥ শুনিয়া ধাইয়া যায় দেব দামোদর। অসুর মারিতে কৃষ্ণ হইলা সত্বর॥ দেখিলাত মহা অশ্ব অসুর রূপ ধরে। পৃথিবীকে দলে খুরে গোঠের ভিতরে॥ ত্রাস পাইল লোক সব তার

ডাক শুনি। কেমনে মারিব অসুর মনে মনে গুণি॥ অনুমান করি গেলা অসুর নিকটে। কৃষ্ণকে খাইতে আইসে দশন বিকটে॥ বুঝিয়া তাহার মন দেব শ্রীহরি। লেজে ধরি ফিরায় যেন চাক ভাওরি॥ লীলায় ফেলিল তারে দেব দামোদরে। পড়িলত গিয়া হাত শতেক অন্তরে॥ পুনরপি ধেয়ে আইসে কৃষ্ণ গিলিবারে। হাত পুরাইল কৃষ্ণ তাহার উদরে॥ বাড়াইল হাত খান শরীর ভিতরে। সকল দ্বারের বায়ু বন্দি কৈল তারে॥ বন্দি করিল বায়ু নহেত বাহিরে। উদর ফুটিয়া মরয়ে মহাবীরে॥ তার ডাকে থর হর কাঁপেত সংসারে। ভূমিতে পড়িয়া মরে কেশী দুষ্টাসুরে॥ ফুটিয়া কাঁকুড়ি যেন হয় খান খান। বাহির করিল কৃষ্ণ হাত দুই খান॥ পড়িয়া মরিল কেশী দেখয়ে সংসারে। কেশব নাম হইল তাঁর সেই কালে॥ যোড় হাতে স্তুতি করি দেব গেল ঘর। শিশু সঙ্গে ক্রীড়া করে রাম গদাধর॥ যমুনার কূলে কৃষ্ণ করে নানা কেলি। চোর রাজা খেড়ি খেলে দেব বনমালী॥ কেহ রাজা কেহ চোর খেলে সেই ঠাঞী। ব্যোম নামে অসুর আসি মিলিল তথায়॥ ধরিতে আইসে অসুর অলক্ষিত মনে। চুরি করে লয়ে যায় শিশু জনে জনে॥ পর্ব্বত কন্দরে শিশু রাখে লুকাইয়া। দ্বার ঢাকিল পাথর চাপা দিয়া॥ বারে বারে শিশু লয়ে রাখে সেই ঠাঞী। অল্প ছাওয়াল দেখি চিন্তিল কানাই॥ অনেক বালক সঙ্গে আইনু খেলিবারে। কে নিল কোথায় গেল চিন্তে গদাধরে॥ মনে মনে চিন্তে তবে দেব নারায়ণ। চুরি করি অসুরা নিল সব শিশুগণ॥ অসুর মারিতে কৃষ্ণ হইল সত্বর। দুই জনে যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর॥ জগতের নাথ হরি করে মহারণ। কাননের গাছ আনি করিল বরিষণ॥ আছাড়িয়া গোবিন্দাই ফেলিল তাহারে। মল্ল ছাঁদে ছাঁদে তার গলা চাপি ধরে॥ পড়িয়া মরিল দুষ্ট অরণ্য ভিতরে। নড়িলাত দামোদর শিশু আনিবারে॥ পাথর ঘুচায়ে দ্বার কৈল নারায়ণ। হরিষে বাহির হৈলা সব শিশুগণ॥ শিশুগণ লয়ে তবে নন্দের কুমার। যমুনার কূলে করে জল বিহার॥ স্নান করি শিশুগণ যায় নিজ স্থানে। কেশী ব্যোম বধ কথা কংশরাজা শুনে॥ ত্রাসে মোহ গেল কংশ পড়ে ভূমিতলে। গুণরাজ খাঁন বলে বন্দিয়ে গোপালে॥

শ্রীরাগ।

তথায় নারদ মুনি আসি কৃষ্ণের ঠাঞী। কংশের মন্ত্রণা যত কহিল তথায়॥ যেমতে মারিতে কংশ বসুদেব বৈল। আমি হাতে ধরি তার মন্ত্রণা

রাখিল ॥ তোমরা দুভাই নিতে পাঠাব অক্রূরে। অক্রূর পাঠাবে হুঁহা মিব মধুপুরে ॥ কাট পিয়া যার গোসাঞী দুষ্ট কংশরায়। বন্দিশালে দুঃখ পায় তোমার বাপ মায় ॥ এতেক বলিল যবে নারদ মুনিবর। হাঁসিয়াত গদাধর দিলেন উত্তর ॥ আসুক অক্রূর যাব মথুরা নগরে। মল্লযুদ্ধ করিয়া তেটীব নৃপবরে ॥ তবেত নারদ মুনি গেলা নিজ ঘর। শিশু সঙ্গে লইয়া ক্রীড়া করে দামোদর ॥ রাজার আদেশে অক্রূর ঘরকে আসিয়া। কৌতুকে বঞ্চিল নিশী হরষিত হৈয়া ॥ কালিত দেখিব গোসাঞী শ্রীমধুসূদন। কোটী জন্মের পাপ সব হইব খণ্ডন ॥ এত মনে করি অক্রূর রজনী বঞ্চিল। প্রভাতে উঠিয়া অক্রূর গোকুল চলিল ॥ পথেতে চলিলা অক্রূর রথেতে চড়িয়া। কৃষ্ণ দরশনে যায় হরষিত হৈয়া ॥ ভাল হৈল কংশ বৈল কৃষ্ণ আনিবারে। তেঞী দেখিব আজি দেব গদাধরে ॥ ব্রহ্মা আদি দেবগণ কত তপ কৈল। তবুত নারায়ণ মূর্ত্তি দেখিতে না পাইল ॥ সেই জগন্নাথ প্রভু দেখিব গোকুলে। চরণ বন্দিয়া করিব জনম সফলে ॥ প্রণাম করিব গিয়া পড়িয়া শরীরে। অক্রূর বলিয়া আমা তুলিব গদাধরে ॥ হাতে ধরি জিজ্ঞাসিব দেব নারায়ণ। তখন জানিব আমি সফল জীবন ॥ পথেতে যাইতে অক্রূর অনুমান করি। দিন অবশেষে পাইলা গোকুল নগরী ॥ দেখিয়া রাম দামোদর বৎসকের সঙ্গে। হাসিতে খেলিতে শিঙ্গা বাজাইয়া রঙ্গে ॥ রথে হৈতে উলি অক্রূর প্রণাম যে করি। ভূমে লোটাইয়া কৃষ্ণের পায়ে ধরি ॥ বন্দিল বলদেবে অক্রূর মহাশয়। নন্দঘোষ যশোদাকে করিল বিনয় ॥ নন্দ যশোদা তবে সম্ভ্রমে উঠিল। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তারে বিনয় করিল ॥ মিষ্ট অন্ন পান দিয়া করাইল ভোজন। জিজ্ঞাসিলা বার্ত্তা কেন করিলে গমন ॥ তবে অক্রূর বলে করিয়া বিনয়। ধনুর্দ্ধর যজ্ঞ তথা করে কংশরায় ॥ তেকারণে মোরে হেথা পাঠাইল সত্বর। অতএব আইলাম আমি তোমা বরাবর ॥ দধি দুগ্ধ ঘৃত লহ শকটে পুরিয়া। সত্বরে চলহ নন্দ রাজকর লৈয়া ॥ দুই পুত্র লহ নন্দ করিয়া সংহতি। মল্লযুদ্ধ দুহাঁর দেখিবে নরপতি ॥ মহাবল তোমার পুত্র শুনিয়া নৃপতি। মল্লযুদ্ধ করাইবে মল্লের সংহতি ॥ যুদ্ধ দেখিতে রাজার কৌতুক বড় মনে। তেকারণে আইলাম আমি তোমার সদনে ॥ রাজার আদেশ রাখ শুন নন্দঘোষ। বিলম্ব না কর নন্দ চলহ সন্তোষ ॥ অক্রূরের বচন শুনি নন্দ গোয়াল। কি করিব আজ্ঞা কর নন্দ গোপাল ॥ ভাল ভাল বলিয়া উঠিলা গদাধর। করিবক মল্লযুদ্ধ তেটীব নৃপবর ॥ দধি দুগ্ধ লহ নন্দ শকটে পুরিয়া।

অক্রূর যজ্ঞ রাজার দেখিবত গিয়া॥ ইহা শুনি হৈল তবে সকল নগরে। কর লহ যাব সবে রাজার দুয়ারে॥ কংসের আজ্ঞা হৈল যাইতে তথাকারে। সংহতি করিয়া লহ রাম দামোদরে॥ কংসের আরতি আনি দিল পাত্রবরে। সঙ্গে যাবে দুই ভাই রাম দামোদরে॥ এত বোল হৈল নন্দ সভা বিদ্যমানে। শুনিল শ্রীমতী কৃষ্ণ মথুরা গমনে॥ এত শুনি গোপীগণ হৈল অচেতন। লাজ ভয় দূরেকরি করিল ক্রন্দন॥ অনেক ভাগ্যের ফলে জন্ম হইল গোকুলে। তেকারণে সঙ্গ পাইল নন্দের গোপালে॥ হেন নিধি যায় সখী আমার ছাড়িয়া। কত ধন পাব সখী জীবন রাখিয়া॥ প্রাণের প্রাণনাথ মোরে যায়ত এড়িয়া। তিলেক না জীব সখি কানু না দেখিয়া॥ যে কানু দেখিতে সখী নিমিষ নাই করি। আঁখির আড়াল হৈলে নিমিষেকে মরি॥ তিলেক বিচ্ছেদ হৈলে কত যুগ মানি। রাত্রি দিন কৃষ্ণ বিনে অন্য নাহি জানি॥ গুরু গর্বিত দেখি ভয় না করিল। জাতি ভয় লাজ কুল সকল ত্যজিল॥ কে করিব ঘর দ্বার স্বামী বন্ধুজন। আর না দেখিব সখী শ্রীমধুসূদন॥ যখন মথুরা কৃষ্ণ করিবে গমন। ধরিয়া রাখিব সখী কমললোচন॥ যদি গুরুজনা লাজ দিবেক আমারে। সকল ত্যজিব সখী জীয়ন্ত শরীরে॥ অনুমান করি সব গোপী গেলা ঘরে। সুসজ্জা রহিলা সবে কৃষ্ণ রহাবারে॥ রজনী প্রভাত হৈল অক্রূর উঠিয়া। স্নান তর্পণ কৈল যমুনায় গিয়া॥ নন্দঘোষ লয়ে অক্রূর করিল গমন। সংহতি করিয়া নিল রাম নারায়ণ॥ দধি দুগ্ধ ঘৃত নন্দ আয়োজন করি। কর দিতে যায় নন্দ মথুরা নগরী॥ রামকৃষ্ণ লয়ে নন্দ চড়ে গিয়া রথে। দাণ্ডাইয়া যুবতীগণ কাঁদে সেই পথে॥ দেখিল অক্রূর লয়ে যায় চক্রপাণি। কেঁদে কেঁদে গোপীগণ পড়িল ধরণী॥ অক্রূর বলিয়া নাম কোন পাপী থুইল।* তোমাকে অধিক ক্রূর কোথা না দেখিল॥ জগতের নাথ গোসাঞী আছিল এথাই। সবার প্রাণ হরি লয়ে যাও সে কানাই॥ আজি শূন্য হৈল মোর গোকুল নগরী। গোকুলের রত্ন কৃষ্ণ যায় মধুপুরী॥ আজি শূন্য হৈল মোর রসের বৃন্দাবন। শিশু সঙ্গে কেবা আর রাখিবে গোধন॥ অনাথ হইল আজ সব ব্রজবাসী। সব সুখ নিল বিধি দিয়া দুঃখরাশী॥ আর না যাইব নাথ চিন্তামণি ঘরে। আলিঙ্গন না করিব দেব গদাধরে॥ আর না দেখিব সখী সে চাঁদ বদন। আর না করিব সখী সে মুখ চুম্বন॥ আর না যাইব সখী কল্পতরু তলে। আর কানু সঙ্গে সখী না গাঁথিব ফুলে॥ শিরস না দিব আর কানাইর হাতে। মালা ফুল আর কৃষ্ণ

না পরাবেন মাথে ॥ আর না দিবেন কৃষ্ণ চর্ব্বণ তাম্বুল । কানুর বিহনে গোপী কান্দিয়া ব্যাকুল ॥ কৃষ্ণ গেলে মরিব সখী তাহে কিবা কাজ । কৃষ্ণের সাক্ষাতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ ॥ অল্প ধন লোভ লোকে এড়াইতে পারে । কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে ॥ কা সনে করিব ক্রীড়া যমুনার কূলে । কে আর ঘুচাবে সখী বিরহ আকুলে ॥ কেমনে ধরিব প্রাণ কানু না দেখিয়া । রথে চড়ি যান কৃষ্ণ না চান ফিরিয়া ॥ মথুরা গেলেন কৃষ্ণ না আসিবে হেথা । নানারূপে যুবতিগণ নিবসয়ে তথা ॥ তাহা সনে ক্রীড়া যবে করিব মুরারী । পাসরিব আমা সবা আমি বনচারী ॥ যতদূর যায় অক্রূর কানাঞী লইয়া । ততদূর চাহে গোপী একদৃষ্টি হৈয়া ॥ না দেখিয়া রথ খান ধূলা মাত্র দেখি । চাহিতে চাহিতে গোপী না নিমিষে আঁখি ॥ কৃষ্ণ স্মরিয়া কান্দে সব গোপ নারী । রামকৃষ্ণ লৈয়া অক্রূর যায় মধুপুরী ॥ মধ্যাহ্ন সময়ে গেলা যমুনার কূলে । স্নান করে গিয়া অক্রূর যমুনার জলে ॥ জলের ভিতরে দেখে রাম দামোদরে । দেখিল কৌতুক বড় আনন্দ অন্তরে ॥ অনন্ত মূর্ত্তি রাম দেখে সহস্র মস্তকে । চারি ভিতে করে স্তুতি সব নাগ-লোকে ॥ কেউরমণ্ডল হার সহস্র ফণা ধরে । শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম দেখি গদাধরে ॥ লক্ষ্মী সরস্বতী দেবী দেখে দুই পাশে । দুই ভাই দেখি অক্রূর মনে মনে হাসে ॥ কূলে ছিল রামকৃষ্ণ কেমনে আইল এথা । কূলে আসি দেখে রামকৃষ্ণ আছে তথা ॥ পুনরপি জলে নামি দেখে দুই জনে । অদ্ভুত দেখিয়া অক্রূর ভাবে মনে মনে ॥ আজি পুণ্য প্রভাত কিবা পোহাইল মোরে । চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিলাম গদাধরে ॥ কোটী জন্মের পাপ মোর খণ্ডিল বন্ধন । আমারে সদয় হৈলা দেব নারায়ণ ॥ স্নান সমর্পিয়া তবে অক্রূর চলিল । কৃষ্ণ সনে রথে চড়ি মথুরা আইল ॥ নন্দ আদি গোপ যত থাকি মথুরা নিকটে । বিলম্ব করিয়া আছে রহিয়া শকটে ॥ হেনকালে অক্রূর আসি বলিল তাহারে । বাসা করি রহ আজি আমার মন্দিরে ॥ আইস আইস মোর ঘর রাম দামোদর । পদরজ দিয়া শুদ্ধ কর মোর ঘর ॥ তোমার পদরজে গঙ্গা ত্রৈলোক্য ভিতরে । মুক্তিপদ পায় তথায় যেই জন মরে ॥ হেনই চরণ গোসাঞী আসুক মোর ঘরে । সবাকারে পবিত্র আমা কর দামোদরে ॥ তবে গোবিন্দাই বৈল তার হাতে ধরি । রাজা সম্ভাষিয়া যাব তোমার নগরী ॥ আমি উত্তরিব আজি রমা এক স্থানে । প্রভাতে চলিব সব রাজা সম্ভাষণে ॥ কৌতুক আমার আছে মনের ভিতরে । ঘরে ঘরে ফিরিব আজি মথুরা

ভিতরে॥ এত বলি রামকৃষ্ণ যান রাজ পথে। কংশের ঠাকুর যান অক্রূর চড়ি নিজ রথে॥ প্রণতি করিয়া বলে শুন নৃপবর। আনিলত নন্দঘোষ রাম গদাধর॥ রাজকর লয়ে আজি রহিল নগরে। কালি প্রভাতে আসিব সাক্ষাৎ তোমারে॥ রাজাকে বলিয়া অক্রূর গেলা নিজ ঘর। বালক সঙ্গতি হেথা খেলে দামোদর॥ কতদূরে রজক দেখি নন্দের নন্দন। বলিল পরিতে দেহ উত্তম বসন॥ শুনিয়া কৃষ্ণের বোল হাসিতে লাগিল। কেমরে পাপিষ্ঠ গোপ হেন বোল বল॥ ধরতর বড় রাজা কংশ নৃপবর। তার বস্ত্র পাখালি আমি তার অনুচর॥ বনে থাক ধেনু রাখ না বুঝহ কথা। মরণকে ভয় নাহি হেন কহ কথা॥ পথ ছাড়ি পলা ঝাঁট নন্দের কুমার। এখন শুনিলে তোর নাহিক নিস্তার॥ পুনরপি হেন কথা না কহিও আর। বস্ত্র লয়ে যাই আমি রাজার দুয়ার॥ রজকের বোলে কৃষ্ণে রহস্য উপজিল। ঘাড় ধাক্কা মারি তার-বস্ত্র কাড়ি নিল॥ চুলে ধরিয়া তার মারিল আছাড়। ঠায় প্রাণ ছাড়ে তার চূর্ণ হৈল হাড়॥ নগর ঢুকিতে কৃষ্ণ রজক মারিল। দেখিয়া সকল লোক ত্রাসযুক্ত হৈল॥ আর যত অনুচর চাপড়ে মারিয়া। লইল সকল বস্ত্র গোবিন্দ কাড়িয়া॥ কোন কোন ভাল বস্ত্র পরিধান কৈল। ছাওয়ালেরে কতক দিয়া নগরে ফেলিল॥ নগরিয়া লোক সব বস্ত্র কুড়াইল। তা দেখিয়া রামকৃষ্ণ হাসিতে লাগিল॥ দূত গিয়া জানাইল কংশ নৃপবরে। রজক মারিয়া বস্ত্র লৈল গদাধরে॥ শুনিয়াত কংশ রাজা গণে পরমাদ। অবনী লোটায় কাঁদে ভাবিয়া বিষাদ॥ হরির চরণে গুণরাজ খাঁন ভণে। পুনরপি জন্ম নহে চিত্ত নারায়ণে॥

সিন্ধুড়া রাগ।

বস্ত্র লয়ে বেশ করে রাম দামোদর। কন্দর্প জিনিয়া রূপ দেখিতে সুন্দর॥ কতদূরে মালাকারে দেখি গদাধর। সুগন্ধি কুসুম মাল্য দেহত আমারে॥ আমা হৈতে অনেক ভাল হইবে তোমার। বলিয়া বসিল পাশে নন্দের কুমার॥ দেখিয়াত মালাকার সম্ভ্রমে উঠিয়া। পুজিলত দুই ভাই পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া॥ গন্ধ পুষ্প মালা দিল উত্তম বসন। নানা ভোগ তাম্বূল দিয়া পুজিল দুই জন॥ তুষ্ট হয়ে বর তারে দিলা গদাধর। নানা সুখ ভুঞ্জবে মালী সংসার ভিতর॥ উত্তম জাতি হৈল মালী গোবিন্দের বরে। সর্ব্ব লোক আইল মালাকার ঘরে॥ হরিষে বর দিয়া গেলা মালাকারে। রাজ পথে

চলি যায় মথুরা নগরে ॥ নানা রঙ্গে চলি যান বালকের সঙ্গে। দেখিয়া কুবজী নারী বড় পাইল রঙ্গে ॥ তিন ঠাঞী বঙ্কা দেখি হাস্য উপজিল। কার নারী কিবা নাম কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিল ॥ কৃষ্ণের বচন শুনি কুব্জী একমনে। হাসিতে হাসিতে বলে গোবিন্দ চরণে ॥ ত্রিবঙ্কা নাম মোর কংশ অনুচরী। গন্ধ চন্দন যোগাই কুমকুম্ কস্তুরী ॥ যোগান লইয়া যাই কংশের দুয়ারে। কি আজ্ঞা করহ মোরে নন্দের কুমারে ॥ কন্দর্প সমান দেখি তোমরা দুই জন। তোমাকেত ভাল সাজে এগন্ধ চন্দন ॥ লেহত সকল গন্ধ রাম দামোদরে। যে করুক কংশ রাজা তারে নাহি ডরে ॥ এতেক বলিয়া গন্ধ গোবিন্দেরে দিল। হাঁসিয়াত দুই ভাই সকলি পরিল ॥ শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ কুম্‌কুম্ পরিল। নীলমেঘে শক্র ধনু যেমন সাজিল ॥ স্ফটিকের বর্ণ বলাই কস্তুরী পরিল। কৈলাস শিখরে যেন কালিমা দেখিল ॥ গন্ধ পরিয়া তুষ্ট হইল মুরারী। খণ্ডিল কুবজা হৈল ত্রৈলোক্য সুন্দরী ॥ এত বলি কুব্জী গোবিন্দ পায়ে ধরি। বাম হাত পৃষ্ঠে দিয়া কুব্জ সোজা করি ॥ চিবুক মুকরি দিয়া মুখানি তুলিল। গোবিন্দ পরশে কুব্জা বিদ্যাধরি হৈল ॥ খণ্ডিল কুব্জ হৈল ত্রৈলোক্য সুন্দরী। কামে হত চিত্ত হয়ে গোবিন্দ পায় ধরি ॥ কাম বাণে পুড়ে মোর সকল শরীরে। ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গারে তুষ্ট করহ আমারে ॥ তোমারে মজিল মন শুন জগন্নাথ। পুড়য়ে শরীর মোর না পাই সোয়াস্ত ॥ আলিঙ্গন দিয়া পদ রাখ গদাধর। নহেত [illegible]থ দিব তোমার উপর ॥ কুব্জীর বচনে কৃষ্ণের হাস্য উপজিল। ডাহিনে চাহিতে ভাই বলাই দেখিল ॥ লজ্জিত হইয়া তারে বলেন দামোদর। করিব সন্তোষ তোমা আজি যাহ ঘর ॥ পথিকের প্রায় যেন পথিকের নারী। তোর ঘরে রহিয়া যাব মথুরা নগরী ॥ লেউটিয়া যাহ কিছু না করিহ মনে। বস্ত্র ছাড়ি দেহ যাব রাজ দরশনে ॥ কুব্জী মেলানি দিয়া রাম দামোদর। কৌতুকে ভ্রমিয়ে বুলেন সকল নগর ॥ স্ফটিকের ঘর সব মুকুতার ঝারা। নেতের পতাকা উড়ে সুবর্ণের ধারা ॥ সুধাকর নির্ম্মিত ঘর স্ফটিকের চাল। বিচিত্র বিচিত্র বৃক্ষ দেখিতে বিশাল ॥ নানা বৃক্ষ দেখে সব বাঁধান পাথরে। গুয়া নারিকেল শোভে [illegible]য়ারে দুয়ারে ॥ নানা বর্ণে বিচিত্র কংশের মধুপুরী। স্বর্গে শোভা করে যেন ইন্দ্রের নগরী ॥ মন্দ মন্দ গতি চলে নন্দের নন্দন। কংশকে দেখিতে চলে মথুরা ভুবন ॥ শিশুগণ সঙ্গে যায় যেন বনমালী। রাজপথে যাইতে করিল নানা কেলী ॥ ধনুর্ম্মখ যজ্ঞ তবে দেখিল কত দূরে। যজ্ঞ করে দ্বিজগণ রাখয়ে

নিকটে ॥ দেখি দেখি বলি কৃষ্ণ করেন প্রবেশ। কার যজ্ঞ কর দ্বিজ কহ উপদেশ ॥ কেন অদ্ভুত ধনু ঘরে কোন জন। বাম হাতে ধরিয়া ইহাতে দেহ গুণ ॥ তাহার বচনে কৃষ্ণ করিল পরিহাস। বাম হাতে ধরি কৃষ্ণ ধনুকে দিল টান ॥ আকর্ণ পুরিয়া কৃষ্ণ ধনুকে দিল টান। দশ দিক শব্দ হৈল ভাঙ্গিল ধনুখান ॥ মথুরার লোক সব শব্দমাত্র শুনি। কর্ণে তালা লাগিল তাই কিছুই না শুনি ॥ যত রক্ষক ছিল যত অনুচর। ধনুকের বাড়িতে জীবন গেল তার ॥ পলাইয়া যায় দূত কংস বরাবরে। ধনুক ভাঙ্গিয়া কৃষ্ণ চলে ধীরে ধীরে ॥ দিন অন্ত গেল হৈল নিশীথ প্রবেশে। বাসা করিতে যান নন্দঘোষের পাশ ॥ নগর নিকটে ভাল পুষ্পের উদ্যান। বিশ্রাম করিল নন্দ সেই রম্য স্থান ॥ মিলিলত গিয়া রামকৃষ্ণ দুই ভাই। ভক্ষ্য দ্রব্য খাইয়া কিছু সুখে নিদ্রা যাই ॥ হেথা কংস নৃপবর দূত মুখে শুনি। কত কর্ম্ম কৈল কৃষ্ণ মনে মনে গুনি ॥ নিদ্রা না হয় তার মরণ নিকটে। অসুখ অশুভ স্বপ্ন দেখিল সঙ্কটে ॥ স্বপ্নেতে অমঙ্গল দেখে নরপতি। রাঙ্গা মালা পরিয়াছে সকল যুবতি ॥ চতুর্দ্দিকে দেখে হয় রক্ত বরিষণ। ভয়ে চমকিত রাজা শয়নে জাগরণ ॥ ত্রাসযুক্ত হয়ে রাজা বঞ্চিল রজনী। প্রভাতে উদয় করি উঠে দিনমণি ॥ মল্ল যুদ্ধ করিতে রাজা দিলেন আদেশ। ডাক দিয়া আনিল পাত্র মিত্র বন্ধুদেশ ॥

ভৈরব রাগ।

দেখিব সকল লোক মঞ্চেতে বসিয়া। বসুদেব দৈবকীরে আন ডাক দিয়া ॥ এক মঞ্চে বসিয়া দেখুক পুত্রের মরণ। হস্তী ঘোড়া রথ আন [illegible] সাজন ॥ কুবলয় হস্তী রাখ মধ্য দুয়ারে। আসিতে নন্দের পুত্র দন্তে যেন মারে ॥ তথা যদি নাহি মরে সেই দুই জন। মল্লযুদ্ধ করাইয়া বধিব জীবন ॥ আদেশিয়া সর্ব্বজনে মঞ্চের উপরে। অস্ত্র লয়ে উঠে তাহে কংস নৃপবরে ॥ তথা রামকৃষ্ণ তবে প্রভাতে উঠিয়া। যমুনার কুলে স্নান আচরিল গিয়া ॥ নানা অলঙ্কার পরি উত্তম বসন। নৃত্যকের বেশ ধরি করিল গমন ॥ গোওয়াল সংহতি তবে নড়িলা দুই ভাই। কর লৈয়া গেল নন্দ কংস রাজার ঠাঞি ॥ কর লয়ে আদেশ তবে দিল নৃপবর। মল্লযুদ্ধ দেখ উঠি মঞ্চের উপর ॥ হেথা পশ্চাতে যান রাম দামোদরে। হাসিতে হাসিতে যান রাজার দুয়ারে ॥ দ্বারের মধ্যেতে হস্তী আছে হয়ে-

রয়। জানিতে না পারে কৃষ্ণ মাহুতেরে কয়॥ পথ ছাড়ি দেহ মামার ঠাঁই যাই। পথ ছাড়ি না দিলে তোমার গতি নাই॥ শুনিল মাহুত শুনি কৃষ্ণের বচনে। হস্তী হাঁকারিল কৃষ্ণ মারিবার কারণে॥ কহিয়া আইল হস্তি কৃষ্ণ মারিবারে। লাফ দিয়া লাঙ্গুলেতে ধরে গদাধরে॥ মুখে ধরিতে শব্দ বিপরীত করে। শুণ্ডে বেড়ি মারিবারে যায় দামোদরে॥ দন্ত এড়ি গোবিন্দাই শুণ্ড চাপি ধরি। শুণ্ড তুলিতে মারে বুকে চাক ভাণ্ডরি॥ বড় শব্দ করি হস্তী ভূমে দন্তসারি। টানিয়া ছিঁড়িল শুণ্ড দেব শ্রীহরি॥ লাফ দিয়া চড়িল সেই হস্তীর উপরে। সেই ভরে গেল হস্তী যমের দুয়ারে॥ তার দন্ত উপাড়িয়া নিল দুই ভাই। সেই দন্তে মাহুত মারি যমঘরে পাঠাই॥ হস্তি সনে মাহুত মারিল গদাধরে। হস্তী দন্ত কাঁধে করি সান্ধাল ভিতরে॥ হস্তি মইল রক্ত লাগিল সকল শরীরে। একেত সুন্দর কৃষ্ণ অধিক রূপ ধরে॥ হাসিতে খেলিতে দুঁহে করিল গমন। সেই বেলা নানা মূর্ত্তি ধরেন নারায়ণ॥ মল্ল সব দেখে যেন ব্যাঘ্রের সমান। ধার্ম্মিক রাজাগণ দেখে সুন্দর সেই কান॥ স্ত্রীগণ দেখে যেন অভিনব মদন। নন্দ আদি গোপ সব দেখে শিশুগণ॥ দুষ্ট রাজাগণ দেখে যেন দণ্ড কাল। কোলের ছাওয়াল বসুদেবকে দেখান॥ প্রাণ নিতে যম আইসে দেখে কংশ রায়। যদুবংশ বৃষ্ণিবংশ দেখেন তথায়॥ কুলের প্রদীপ মোর সুন্দর কানাঞী। এমন অদ্ভুত আমি কভু দেখি নাই॥ বিবিধ প্রকারে রূপ দেখি পুরী জন। মথুরা হইতে এই করিল গমন॥ বসুদেব থুইল লয়ে নন্দঘোষ ঘরে। যশোদার কোলে আনি ভাণ্ডিল রাজারে॥ পুতনা রাক্ষসী এই করিল নিধন। তৃণাবর্ত্ত মারি কৈল শকট ভঞ্জন॥ যমল অর্জ্জুন দুই বৃক্ষ যে ভাঙ্গিয়া। বৎসক মারিল এই গোঠ মাঝে গিয়া॥ অঘাসুর মারি এই এক বক বধ কৈল। ধেনুক মারিয়া বনে তাল যে খাইল॥ দাবাগ্নি ভক্ষণ এই কৈল শিশুকালে। প্রলম্ব মারিয়া গরু রাখিল গোপালে॥ যমুনা হইতে এই কালী ঘুচাইল। পর্ব্বত ধরিয়া এই গোকুল রাখিল॥ অরিষ্ট কেশীকে এই করিল নিধন। সর্প হৈতে নন্দে এই করিল বিমোচন॥ গোপবধূ লয়ে ক্রীড়া কৈল গদাধরে। নিধন করিল এই ব্যোম অসুরে॥ মথুরা প্রবেশে এই রজক মারিল। কুব্জী সুন্দরী করি ধনুক ভাঙ্গিল॥ কুবলয় হস্তী মারি মধ্য দুয়ারে। এত কর্ম্ম করি দুহেঁ সান্ধাইল ভিতরে॥ এ কথা কহিতে হৈল মহা গণ্ডগোল। নানা বাদ্য বাজে কেহ না শুনয়ে বোল॥

মেঘমল্লার।

তবেত চানুর আসি সভার ভিতরে। বোল দুই চারি বলিল মন্দের কুমারে॥ বলে থাক গরু রাখ নন্দের ছাওয়াল। মল্ল যুদ্ধ শুনি বড় হরিষ অন্তর॥ রাজাকে সন্তোষ পূজা করে সর্ব্বজন। রাজা খুশি হৈলে ভালবাসি সর্ব্বজন॥ মল্লের যুদ্ধ রাজা দেখিব কৌতুকে। তোমা দুহার সনে যুদ্ধ বড় পাব সুখে॥ সুসজ্জা করিয়া মল্ল যুদ্ধ কর আসি। কৌতুক দেখিবে লোক সব সভায় বসি॥ শুনিয়া চানুর বোল হাসে গদাধরে। কাল উপেন্দ্র কৃষ্ণ তারে দিলেন উত্তরে॥ যেই পূজা হয় সেই করে রাজ সুখ। কখনত মল্ল যুদ্ধ নহিব বিমুখ॥ কিছু এক বোল বলি শুন মহাশয়। যেই জনা যাগে যুদ্ধ তাহা দিতে হয়॥ আমিত ছাওয়াল তুমি হই মহাশয়। তুমি [illegible] দুহে যুদ্ধ সমকক্ষ নয়॥ শুনিয়া কৃষ্ণের বোল বলে হেঁসে বাণী। [illegible] ছাওয়াল তুমি নন্দের গোঁসানি॥ শিশু ক্রীড়ায় মারিলে তুমি বড় বড় [illegible]। সহস্র-বল হস্তী তুমি মারিলে দুয়ারে॥ তুমি যদি ছাওয়াল হও [illegible] কুমার। তোমাকে অধিক বল কেবা আছে আর॥ না করিহ মায়া কি[illegible]ন্দের নন্দন। তুমি আমি মুষ্টিক বলাই এই চারি জন॥ চানুর বচনে হাসে [illegible]ন্দের নন্দন তোমার মনে আছে যদি কর এসে রণ॥ দৃঢ় কাছ করি তবে বাঁধিল মুরারী। বাহু পসারিয়া দুই জনে যুদ্ধ করি॥ গোবিন্দ চানুর বীরে হৈল মহারণ। হাহাকার করি তবে বলে সর্ব্বজন॥ হের দেখ রামকৃষ্ণ কমল শরীর। হের দেখ বজ্র অঙ্গ আর দুই বীর॥ হেনই অন্যায় যুদ্ধ না দেখি কোথায়। বীর সঙ্গে ছাওয়াল যুঝয়ে গাথায়॥ রাজা হয়ে হেন করে কে আর বুঝায়। হেথা থাকিলে পাপ হয় চল ঘর যাব॥ বসুদেব দৈবকী পুত্রের মুখ চাই। হাহাকার করিয়া চিন্তেন গোবিন্দাই॥ না জানি পুত্রের বল মনে মনে গুণি। কেমনে মল্লের ঠাঞী বাঁচিবে পরাণি॥ বাপ মায়ের চিন্তা দেখি শ্রীমধুসূদন। চক্র মারিবারে মন কৈল নারায়ণ॥ নানামত প্রকারে মহারণ কৈল। আচম্বিতে কোঁলে তার কৃষ্ণ সান্ধাইল॥ দুই পায় ধরি তার আছাড়িয়া মারি। বাম হাতে দিয়া তার গলাচাপি ধরি॥ ডাহিন হাতে মুষ্টুকি মারি ভাঙ্গিল দশন। মুখে নাকে রক্ত পড়ে ঘোর গরজন॥ দেখিয়াত চমৎকার সর্ব্বজনে কৈল। বালক হইয়া কৃষ্ণ মহারণ কৈল॥ মহাবীর চানুর সেই ঘা সহি। কৃষ্ণ কেলা-ইয়া বলে আজি যাবি কহি॥ ধরিয়া কৃষ্ণের চুল মুষ্টকিত মারে। ঘুপিয়া

কানাই পুনঃ ধরিল তাহারে ॥ মধ্যদেশ ধরি তারে আছাড়িয়া মারি। প্রাণ ছাড়িয়া চাণুর গেল যমপুরী ॥ মুষ্টিক বলদেবে হইল মহারণ। চাণুর সহিত যেন কৈল নারায়ণ ॥ বলাই সহিত মুষ্টিক মহারণ কৈল। পড়িলা মুষ্টিক ভবে বলাই বসিল ॥ চাপনের ভরে দুষ্ট মারিল অসুরে। জয় জয় শব্দ হৈল সকল সংসারে ॥ চাণুর মুষ্টিক ভবে মরিল দুইজনে। আর মল্ল ডাকি কংশ আনিল ততক্ষণে ॥ যত মল্ল আনিল সবার বধিল জীবন। প্রাণ লয়ে পলাইল যত মল্লগণ ॥ দেখিমাত্র কংশ রাজা চিন্তিল অন্তরে। দুঃখ দূর কর আজ্ঞা করিল নৃপবরে ॥

মল্লার রাগ।

শুন শুন বীর ভাগ আমার বচন। সভা হৈতে বাহির করহ দুইজন ॥ নন্দঘোষে বাহির করি লহ কারাগারে। মারিয়া সকল ধন লহত উহারে ॥ বসুদেব দৈবকী দুইজনাকে লইয়া। মাথাকাটি কেল লঞা শ্মশান ভূমে গিয়া ॥ উগ্রসেন বাপে লহ মাথা কাটিবারে। বাপ হয়ে প্রাণহিংসা করয়ে আমারে ॥ ঘুঁচাহ বাসনা সব কিছু নাহি কাজ। মরণ নিকটে হেন বলে কংশরাজ ॥ কংশের বচন শুনি কৃষ্ণ মনেতে চিন্তিল। সবাকে মারিতে দুষ্ট ভবে আজ্ঞা দিল ॥ একলাফে উঠে কৃষ্ণ মঞ্চের উপরে। যেই মঞ্চে বসিয়াছে কংশ নৃপবরে ॥ কৃষ্ণ দেখি কংশ রাজা সত্বরে উঠিল। সাক্ষাতেতে যম যেন ধরিতে আইল ॥ খাণ্ডা বাহিয়ে যুঝয়ে নৃপবর। মত্ত সিংহ প্রায় যেন কাঁপে গদাধর ॥ বাম হাত দিয়া তার গলা চাপি ধরি। ডাহিন হাতে খাণ্ডা কাড়ি লইলা শ্রীহরি ॥ মঞ্চ হৈতে পড়ে রাজা ভূমের উপর। লাফ দিয়া বুকে তার বসিল গদাধর ॥ সংসারের ভর হৈল সকল শরীরে। সেই ভরে মরিল রাজা দুষ্ট কংশাসুরে ॥ হাহাকার হৈল ভবে অসুর সমাজে। হরষিতে পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেবরাজে ॥ বসুদেব দৈবকী নন্দ আদি যত। ঘুঁচিল সবার ভয় হৈল হরষিত ॥ কংশের বন্ধু বান্ধব ছিল যত ভাই। ভায়ের মরণে যুদ্ধে আইল তথায় ॥ সবাকে মারিল তথা রাম গদাধরে। জলন্ত অনলে যেন পতঙ্গ পুড়ি মরে ॥ সবংশে মরিল কংশ দেখে সর্ব্বজনে। জয় জয় শব্দ কৈল যত দেবগণে ॥ শুন শুন ওহে ভাই শুন একমনে। কংশের মরণ গুণরাজ খাঁন ভণে ॥

মল্লার রাগ।

কংশ নারীগণ যত আইলা সেইখানে। মরাস্বামী কোলে করি করেন ক্রন্দনে॥ আজ হৈতে অনাথ হৈল কংশের সুন্দরী। কোথাকারে প্রাণনাথ গেলে তুমি ছাড়ি॥ তখনি জানিনু প্রভু কুবুদ্ধি ঘটিল। গো ব্রাহ্মণ দেবতা যখন হিংসিল। ব্রহ্মহিংসা করে যেই অকালে সেই মরে। আমারে অনাথ করি ছাড়িলে শরীরে॥ আজ হৈতে শূন্য হৈল মো সবার ঘর। অকালে ছাড়িলে প্রাণ কংশ নৃপবর॥ ত্রৈলোক্যের নাথ হয়ে লোটাও ভূমিতলে। তোমার নারীগণ কাঁদে তোমা লয়ে কোলে॥ এতবলি বিলাপ করি কংশের যত নারী। ভূমে লোটাইয়া কাঁদে স্বামী কোলে করি॥ দেখিয়াত নারায়ণের দয়া উপজিল। সদয় হৃদয়ে কৃষ্ণ তারে প্রবোধিল॥ দৈবেতে করিল হেন শুন নৃপনারী। করিব সকল ভাল যত আমি পারি॥ স্ত্রীগণেরে প্রবোধিয়ে বলিল সবারে। শ্রাদ্ধ শান্তি কর গিয়া রাজার সংকারে॥ এতবলি বাপ মাতা আনি গদাধর। বন্ধন ঘুঁচায়ে পাঠাইল নিজ ঘর॥ কংশাসুরে বধ যেন কৈল নারায়ণ। তার শত্রু নাশ হউক শুনে যেই জন॥ কৃষ্ণের চরিত্র নর শুন একমনে। কলি-ভব-সংসার যাতে করিবে তারণে॥ হেন কথা শুনিতে ভাই না করিহ হেলা। ভবসিন্ধু তরিবারে এই এক ভেলা॥ শুন শুন ওরে ভাই বলি বার বার। গুণরাজ খাঁন বলে গোবিন্দ অবতার॥

রামকেলি রাগ।

বাল্যক্রীড়া করি কৃষ্ণ কংশ বধ কৈল। দেখিয়া সকল লোক [illegible]ংকার হৈল॥ জয় জয় শব্দ হৈল সকল ভুবনে। কংশ পক্ষ রাজা যত [illegible]াস পাইল মনে॥ লীলায় মারিল কৃষ্ণ কংশ মহাশয়। একলা মারিল যারে না কৈল সহায়॥ উগ্রসেনে গদাধর আনিল সত্বরে। যদুবংশে নৃপবংশে কৈল নৃপ-বরে॥ তুমি মধু নৃপপুরে বৈস নৃপাসনে। সেবক হইয়া আমি করিব পালনে॥ যদুবংশে নৃপাসনে নাহি অধিকার। তুমি বৃদ্ধ মাতামহ তোমাকে দিল ভার॥ সেবক হয়ে বিপক্ষ মারিব তোমার। উগ্রসেনে রাজা কৈল মথুরা নগর॥ রামকৃষ্ণ গেল মাতা পিতা দেখিবারে। মায়া পাতি কোলে বসি কাঁদিল বিস্তরে॥ শিশুভাব করি দুহেঁ করিল ক্রন্দন। শিশুকালে বাপমায় না করিনু লালন॥ ব্যর্থ হৈল ভূমিতলে আমার জীবন। মায়ের স্তনের দুগ্ধ না কৈনু

স্তকণ॥ কোলে নাহি শুতিলাম আমি শিশুকালে। বাপমায়ে মারাপাতি গোবিন্দাই বলে॥ বসুদেব দৈবকী কৃষ্ণের কথা শুনি। উচ্চৈস্বরে কাঁদে হুহেঁ পড়িয়া ধরণী॥ মোহ পেয়ে দুইজন পুত্র কৈল কোলে। শরীর তিতিল দুই নয়নের জলে॥ ঘরে লয়ে গেলা রামকৃষ্ণ দুইজনে। ডাকাইয়া আনাইল পুরোহিত ব্রাহ্মণে॥ যতেক ধর্ম্ম বিধান করিল চূড়াকর্ণ। শাস্ত্র বিহিত করিল যজ্ঞোপবীত ধারণ॥ গোসাঞীর জন্মকালে যত মনে কৈল। বিংশতি সহস্র ধেনু বিপ্রে দান দিল॥ কংস ভয়ে পলাইল যত বন্ধুজন। সবারে আনিল গোসাঞী শ্রীমধুসূদন॥ আবাসিয়া রাজ্যভার দিয়া উগ্রসেনে। পড়িবারে দুই ভাই করিল গমনে॥ অবন্তীনগরে বৈসে বিপ্র সান্দীপনি। সর্ব্বশাস্ত্র বেত্তা যেন ব্যাস তপোধন॥ পড়িল সকল শাস্ত্র তাঁর উপদেশে। পড়িল চৌষট্টী বিদ্যা চৌষট্টী দিবসে॥ দেখিয়া গুরুর মনে ত্রাস উপজিল। মায়া-পাতি কোন্ দেব আসিয়া পড়িল॥ বিদ্যা সমর্পিয়া তবে কৈল দুইজনে। নিবেদিল দুইজনে গুরুর চরণে॥ গুরুদক্ষিণা কি দিব বল দ্বিজবর। তোমার প্রসাদে সকল বিদ্যা হইল গোচর॥ বিদায় আজ্ঞা হইলে যাই নিজ ঘরে। কোন দান দিব দ্বিজ আজ্ঞা কর মোরে॥ শিষ্যের বচনে গুরু গুণে মনে মনে। ছলিবারে কোন দেব করিল গমনে॥ দম্পতি যুকতি করি বৈল তার ঠাঞী। স্বরূপে দক্ষিণা দিব আজি যাহা চাই॥ সাগরের জলে মৈল বালক আমার। পুত্র আনি দেহ দক্ষিণা না লব তোমার॥ গুরুর বচনে গেলা যমুনার তীরে। গুরুপুত্র দেহ কৃষ্ণ বৈল সমুদ্রেরে॥ শুনিয়া সাগর তবে কৃষ্ণের বচন। সত্বরে আসিয়া কৈল চরণ বন্দন॥ তোমার গুরুর পুত্র আমি নাহি মারি। পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ তার প্রাণ মারি॥ আমার জলেতে বৈসে সেই পাপমতি। নিষেধ করিতে নারি আমার শকতি॥ সমুদ্রের বোল শুনি হাঁসে গদাধর। জলে প্রবেশিয়া তারে বধিলা সত্বর॥ শঙ্খরূপ ধরি তার শরীর বিদরি। তাহার উদরে শিশু না পাইল হরি॥ সেই পাঞ্চজন্য শঙ্খ লয়ে গদাধর। যমরাজপুরী গেলা যথা যমঘর॥ পুরী প্রবেশিলা তবে দেব দামোদর। পাঞ্চজন্য নাদ কৈল শুনি ভয়ঙ্কর॥ চমকিত যমরাজ গুণে মনে মনে। ধ্যানে জানিল আইল দেব নারায়ণে॥ হরষিতে পুলকিত ধর্ম্মরাজে-শ্বর। নয়ন ভরিয়া আজ দেখি গদাধর॥ পরশিনে কবে আমা কমললোচন। সফল হইব তবে আমার জীবন॥ পাদ্য অর্ঘ্য লয়ে যম উঠে যোড়হাতে। প্রণাম করিয়া স্তুতি করে জগন্নাথে॥ ভারাবতারণে গোসাঞী করিলে অব-

তারে। বড় বড় বীর মারি খণ্ডালে ভূমিভারে॥ আজি মোর জন্ম কর্ম্ম হইল সফলে। পরশিল মুঞী তোমার চরণকমলে॥ আজ্ঞাকর কোন কর্ম্ম করিব শ্রীহরি। তোমার পদরজে মুক্ত হৈল মোর পুরী॥ শুনিয়া যমের বোল হাঁসে চক্রপাণি। অকালে মরিল গুরুপুত্র দেহ আনি॥ গোসাঞী বচনে বড় ত্রাস পাইল মনে। কেন হেন বোল মোরে বল নারায়ণে॥ তোমার স্থজিত স্থষ্টি তুমি অধিকারী। আমার শকতি কারে আনিবারে পারি॥ কর্ম্মসূত্রে আনে যার যত কর্ম্ম করে। সাক্ষিরূপে আমারে এড়িয়াছ দামোদরে॥ না ভূঞাইলে কর্ম্ম ঘুঁচাতে না পারি। কর্ম্ম খণ্ডাইয়া শিশু লহত শ্রীহরি॥ যমের বচনে তুষ্ট হইল দুই ভাই। কোলে করি শিশু লয়ে চলিল তথাই॥ যেমত মরিল শিশু সমুদ্রের জলে। তেনমতে আনি দিল গুরুদেবের কোলে॥ গুরু দক্ষিণা দিয়া লইল আদেশ। জানিল সকল শাস্ত্র যাব নিজ দেশ॥ দেখিয়াত গুরুদেব চিন্তে মনে মনে॥ দেবতা গন্ধর্ব্ব নহে এই দুই জনে॥ গোসাঞী ছলিল কিবা মানুষ রূপ ধরি। হেন অদ্ভুত কর্ম্ম কার প্রাণে করি॥ উঠিয়া সম্ভ্রমে গুরু করিল বিনয়। পাইনু দক্ষিণা পুত্র যাহ নিজালয়॥ হরষিতে ঘর যান দেব নারায়ণ। আচম্বিতে গোকুলপুরী হইল স্মরণ॥ হেনকালে উদ্ধব তথা আসিয়া মিলিল। তা দেখিয়া নারায়ণ মনেতে চিন্তিল॥ হাত ধরি উদ্ধবেরে কৈল দামোদরে। রথে চড়ি যাহ তুমি গোকুল নগরে॥ আমার বিচ্ছেদেতে গোকুলে যত বৈসে। অনাথ হইয়া আছে স্ত্রী আর পুরুষে॥ নন্দ আর যশোদার মনে সর্ব্বক্ষণ। আমাকে ছাড়ি[illegible] তারা নাহিক সম্বরণ॥ বিশেষ যুবতীগণ হত কামানলে। তার প্রাণ [illegible] গিয়া শিক্ষি প্রিয়বোলে॥ এতেক শুনিয়া সেই উদ্ধব মহাশয়। কৃষ্ণের চরণ বন্দি গোকুলে চলয়॥ বেলা অবশেষে গেলা গোকুল নগরে। প্রবেশ করিলা গিয়া নন্দঘোষ ঘরে॥ জানিয়া কৃষ্ণের সুত সম্ভ্রমে নন্দঘোষ। পাদ্য অর্ঘ্য আসন দিয়া করিল সন্তোষ॥ হৃদয়ে সন্তোষ করি দিলা আলিঙ্গন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কৈল অনেক ক্রন্দন॥ ক্রন্দন সম্বলি তবে বলিল তাহারে। কুশলেত আছেন তথা রাম দামোদরে॥ বসুদেব দৈবকী রোহিণী সর্ব্বজন। তাহা সবা লইয়া সুখে আছে নারায়ণ॥ আমারে ছাড়িল কৃষ্ণ দেব নারায়ণ। আমা সম পাপী নাহি এ তিন ভুবন॥ সংসারের সার গোঁসাই দেব নিরঞ্জন। তাহাতে তোমার এত মজিয়াছে মন॥ কোটী কোটী জন্ম যদি তপ করি মরি। তভু নারায়ণের মন লভিতে না পারি॥ মুক্ত পুরুষ তুমি শুন প্রজাপতি।

তোমার শরণে লোক পায়ত মুকতি॥ এতেক বলিয়া উদ্ধব মনে তুষ্ট কৈল। ফল মূল অন্ন খেয়ে রজনী বঞ্চিল॥ রজনী প্রভাত হৈল সব গোপীগণ। কৃষ্ণ বলি দেখিতে সবে করিল গমন॥ হের রথ খানি দেখ নন্দের দুয়ারে। পাপিষ্ঠ অক্রূর কিবা আইল আরবারে॥ দেখিল অক্রূর তবে নাহিক তথায়। প্রাতঃক্রিয়া করি উদ্ধব আইল সেই ঠাঞী॥ কৃষ্ণ হেন জ্ঞান করি সেই গোপীগণে। সত্বরে উঠিয়া মুখ করিল নিরীক্ষণে॥ হয় নহে কৃষ্ণ কেহ বলিতে না পারি। আসিয়া বলিল উদ্ধব স্মরিয়া শ্রীহরি॥ বিস্ময় না কর গোপী স্থির কর মন। আসিবে দেখিতে তোমা কমললোচন॥ কৃষ্ণ দূত উদ্ধব জানি গোপ নারী। কহিতে লাগিল কিছু মনে মনে করি॥ মধুকর লক্ষ্য করি বলে ধিরে ধিরে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোপী কাঁদে উভরে॥ অন্য স্ত্রী সঙ্গে সেথা কৃষ্ণ কেলি করে। কপট করি আইলে তুমি আমা ভাণ্ডিবারে॥ স্ত্রীজিত কৃষ্ণ সহজে জানিনু কপটে। সীতা লাগি সূর্পণখার নাক কাণ কাটে॥ তা হতে অধিক কপটীয়া নাহিক সংসারে। বলি ছলি থুইল লয়ে রসাতল পুরে॥ রাত্রি দিনে তাহা বিনে অন্য নাহি মন। তবুত ছাড়িল মোরে কমললোচন॥ তাহার কপট বড় বিদিত সংসারে। জানিয়ে কি কৈছু কাজ পুড়য়ে শরীরে॥ কৃষ্ণ হেন জ্ঞান আর আছয়ে শরীরে। গুণিতে গুণিতে সেই ছাড়ে কলেবরে॥ হেন জন চিত্তে আমি হৈল সর্ব্বক্ষণ। কেমনে পাইব রক্ষা শুন সখীগণ॥ বনচারী আমরা কুচ্ছিত দেখিয়া। ছাড়িয়া আমার আর শোতা না পাইয়া॥ কহত কৃষ্ণের দূত স্বরূপ উত্তর। কুশলে আছেন তথা রাম গদাধর॥ বাপ মাতা বন্ধু জন লয়ে নিজ ঘরে। তখন আমা সবাকে কি স্মরে গদাধরে॥ শত্রু মারি কেলি করে লয়ে পর নারী। আমা কেন স্মরণ করিবে আমি বনচারী॥ এত বলি বিলাপ করি কাঁদে ভূমিতলে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি তিতে নয়নের জলে॥ দেখিয়া উদ্ধব মনে বিস্ময় জন্মিল। গোবিন্দ চরণে গোপী যত ভক্তি কৈল॥ প্রণাম করিয়া কৈল সবার চরণে। তোমা হেন ভাগ্যবতী নাহি ত্রিভুবনে॥ অন্য স্ত্রী হইয়া তুমি নারায়ণে মতি। খণ্ডিবে বন্ধন তোমার হইবে মুকতি॥ না কর বিবাদ গোপী স্থির কর মন। আশ্বাসিয়া গোপীগণ সেই বৃন্দাবন॥ মাগিল মেলানি উদ্ধব গোপীর চরণে। কৃষ্ণের চরিত্র গুণরাজ খাঁন ভণে॥

সংসারের সার গোঁসাই কমললোচন। আচম্বিতে কুব্জী মনে হৈল ততক্ষণ॥ উদ্ধব সংহতি করি দেব গদাধরে। কৌতুকে প্রবেশ কৈল কুব্জীর

মনে॥ দেখিয়া কুবজ্জী হৈল কামে অচেতন। মুচ্ছিত হইয়া ভূমে হরিয়ে চেতন॥ নূতন সঙ্গম হেতু নাচয়ে ব্যাকুলি। বসাইল গোবিন্দ পাশে হাতে ধরি তুলি॥ করিল শৃঙ্গার গোঁসাই বিবিধ বিধানে। যেনমতে চিন্তিল কুব্জী পুরাণ তার মনে॥ ভক্তি করে চিন্তেন শ্রাম দামোদরে। তাহারে প্রসন্ন গোঁসাই নাহি আত্মপরে॥ দ্বারি হয়ে উদ্ধব আছিল যেই ঘরে। কুব্জীর মনোরথ সিদ্ধ কৈল গদাধরে॥ ভুঞ্জিয়ে সরস রস দেব নারায়ণ। হাতে ধরি উদ্ধবেরে করিল গমন॥ হাঁসিতে হাঁসিতে পথে দেব দামোদর। বলভদ্র সঙ্গে গেলা অক্রূরের ঘর॥ সম্ভ্রমে আসিয়া অক্রূর তুঁহে কোলে করি। বসাইল নিজ পাশে পুজিয়া শ্রীহরি॥ দুই পদ পাখালিয়া অক্রূর জল লৈল। সবংসে মস্তকে দিয়া পবিত্র হইল॥ সফল আমার জন্ম তোমার গমনে। পদ-রজ দিয়া মুক্ত কৈল নারায়ণে॥ ভারাবতারণে গোঁসাই করিতে অবতার। তোমার কটাক্ষে ভব সাগর হব পার॥ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি মাত্র সার। তোমার প্রসাদে হব সংসারে উদ্ধার॥ এতেক উত্তর যদি অক্রূর বলিল। শুনিয়া হৃদয়ে কৃষ্ণ দয়া উপজিল॥ প্রণাম হইয়া করি যুড়ি দুই হাত। তুমি মাত্র গুরুজন আমার খুল্লতাত॥ আমি গুরু ভ্রাতৃপুত্র পোষ্য তোমার। কেন গুরুজন হয়ে বল অব্যবহার॥ এতেক প্রবন্ধ করি মোহিয়া তার মন। পুন-রপি তারে কিছু কৈল নারায়ণ॥ চল ঝাঁট যাহ তুমি আমার বচনে। হস্তিনা নগরে যথা পাণ্ডুর নন্দনে॥ অকালে মরিল রাজা পাণ্ডু নরপতি। কোন মতে শিশু তার পায় অব্যাহতি॥ বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র বুঝিয়া তার মন। কেমতে তা সবাকে করয়ে পালন॥ কিবা বা তাহার শত্রু করে নরপতি। একে একে বুঝিও তুমি সবাকার মতি॥ কৃষ্ণের বচনে অক্রূর হস্তি[illegible] চলিল। রথে চড়ি হস্তিনাপুরে প্রবেশিল॥ সবাকে দেখিল অক্রূর স[illegible]র। প্রত্যেকে ভ্রমিল সব কটুম্বের ঘর॥ দেখিলন্ত ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর কুমার। পুত্র সব লয়ে রাজা করেন ব্যবহার॥ শোকেতে ব্যাকুলি কুন্তি দেখিল অক্রূরে। সম্ভাষিয়া সবা আইলা মথুরা নগরে॥ কহিল কৃষ্ণকে আসি রাজার চরিত। বড় দুঃখ পায় কুন্তি কহিল বিদিত॥ দুর্যোধন হব রাজা কহিল তোমারে। বুঝিয়া গোঁসাই তবে কর প্রতিকারে॥ অক্রূরের কথা শুনি হাঁসেন গদাধর। পাণ্ডবের কিছু চিন্তা নাহি জাম্বুবর॥ হেনমতে মধুপুরে রাম নারায়ণে। সুখে নিবসয়ে রাজা গুণরাজ ভণে॥

শোক প্রাপ্তি কংশ নারী মগধ ঈশ্বরী। কৃষ্ণ কংশে মাইল বলি করিল

গোহারি ॥ চক্রবর্ত্তী রাজা তুমি মগধ নৃপতি। পাতালে বাসুকি কাঁপে স্বর্গে বসুমতি ॥ যত রাজা সব বৈসে পৃথিবী মণ্ডলে। সবে তোমার বাপ থাকে মর্ত্ততলে ॥ রামকৃষ্ণ দুই ভাই নন্দের তনয়। গরু রাখে শিশু সঙ্গে গোকুল নিলয় ॥ মারিল পুতনা শিশুকালে স্তনপানে। তৃণাবর্ত্ত শকট ভাঙ্গে যমলার্জ্জুনে ॥ পর্ব্বত ধরি গোকুল রাখি সাত বৎসরে। প্রলম্বক সুরে মাইল বক অসুরে ॥ ঝাঁপ দিয়া কালীদহে কালীকেঁ ঘুঁচাই। ধেনুকে মারিয়া তাল খাইল দুই ভাই ॥ কেশী আরীষ্ট বাপ তোমাকে গোচর। কুবলয় হস্তি মারে যমের দোষর ॥ চানুর মুষ্টিক মাইল কংশ নরপতি। সবাকে মারিল কৃষ্ণ শুন মহামতি ॥ বিধবা হইনু বাপ তোমা বিদ্যমানে। যতেক করিল কৃষ্ণ কৈল নিবেদনে ॥ শিশু হয়ে এত কর্ম্ম কৈল দুইজনে। মথুরা নগরে রাজা কৈল উগ্রসেনে ॥ এতেক দুহিতা বোল শুনি জরাসন্ধ। রামকৃষ্ণ মারিবারে করিল প্রবন্ধ ॥ যত যত রাজা বৈসে পৃথিবী ভিতরে। সবারে পাঠাইল দূত মগধ ঈশ্বরে ॥ মথুরার রাজা মারিব দামোদরে। সাজ সাজ বলি বলে সকল নগরে ॥ আশ্বাসিয়া কন্যা পাঠাইল নিজ ঘরে। যাত্রা করি যুঝিতে যায় মথুরা নগরে ॥ তেইশ অক্ষোহিণী সেনা একত্র করিয়ে। বেড়িল মথুরাপুরী রাজ চক্র লয়ে ॥ বেড়ি লোক হাট বাট পাইক থরে থরে। না করিহ ভয় কেহ কৈল গদাধরে ॥ নগর বাহির হয়ে রাম নারায়ণ। আপনার অস্ত্র দোঁহে লইল তখন ॥ আইল দোঁহার অস্ত্র বৈকুণ্ঠপুরী হৈতে। শঙ্খচক্র গদাপদ্ম নিল জগন্নাথে ॥ লাঙ্গুল মুষল বলাই হাতে করি নিল। তাম্রধ্বজ রথখানে আরোহণ কৈল ॥ গড়ুধ্বজ রথে কৃষ্ণ আরোহিল। দুই ভাই গিয়া সৌম্যে দরশন দিল ॥ সৈন্যদোষ কৈল কৃষ্ণ শুন হলধর। ইহা হৈতে খণ্ডিবেক পৃথিবীর ভার ॥ প্রাণে না মারিও রাজা শুন নরপতি। রাজা এড়ি মারহ সকল সেনাপতি ॥ না মারিহ মহারাজা মগধ ঈশ্বর। পুনরপি সৈন্য লয়ে আসিবে সত্বর ॥ সেইবার সৈন্য মারি পাঠাব যমঘর। পুনঃ পুনঃ আইসে যেন মগধ ঈশ্বর ॥ এত বলি গেলা কৃষ্ণ সৌম্যের ভিতরে। দেখিয়াত রাম কৃষ্ণ বৈল নৃপবরে ॥ মোর ঠাঞী মরিবারে আইলা ছাওয়াল। প্রাণ লয়ে পলাহ গরুর রাখাল ॥ যদিবা আমারে আলি দিতে দরশন। তোমাকে সকল আজি যমের কারণ ॥ জরাসন্ধের বোল শুনি হাঁসে গদাধর। রথ চালাইয়া দিলা সংগ্রাম ভিতর ॥ সৈন্য সমরে সাজে কৃষ্ণ দুইভাই। গোবর্দ্ধন সকল হইল এক ঠাঞী ॥ রথি মহারথি পড়িল বলিতে না পারি। হস্তি ঘোড়া

পড়িল মৃত লোটায় সারি সারি॥ তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা কৃষ্ণ দুইভাই। কাটিয়া ফেলিল সেনা পলাইতে ঠাঞী নাই॥ শিশুপাল দন্তবক্র কাশী নরপতি। একে একে পলাইলা সকল নৃপতি॥ রথ এড়ি পলায় জরাসন্ধ নরপতি। মুষল লয়ে যায় বলাই তাহার সংহতি॥ ধর ধর বলাই তারে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে। প্রাণে কাতর হইয়া পলায় নৃপবরে॥ পলায় লাঙ্গল দিয়া তারে পাড়ে ভূমিতলে। মস্তকে মারিতে খা তুলিল মুষলে॥ হেনকালে আকাশবাণী অন্তরীক্ষে হয়। না মারিহ জরাসন্ধে তোমায় বধ্য নয়॥ তখনিত বলদেব দুঃখিত হয়ে মনে। এড়িলত জরাসন্ধে আকাশ বচনে॥ নড়িলাত জরাসন্ধ পেয়ে বড় লাজ। লেউটীয়া দুই ভাই রহে রণমাঝ॥ অতি ঘোরতর নাদ সংগ্রাম ভিতরে। শিরাশত সঙ্কুল সৈন্যের রুধিরে॥ কৃষ্ণ বলভদ্র কৈল নদীর প্রবন্ধ। গুণরাজ খাঁন বলে ভঙ্গ জরাসন্ধ॥

বসন্ত রাগ।

যুদ্ধে যিনি দুইভাই আইল মধুপুরী। নানাবিধ বাদ্য বাজে ধুসরি মোহরি॥ জয় জয় শব্দ হৈল সকল ভুবনে। আকাশেতে পুষ্প বৃষ্টি কৈল দেবগণে॥ পূর্ণ বনিতা সব মঙ্গল দ্রব্য লয়ে। দুঁহার উপরে ঢালে জয় জয় দিয়ে॥ বাপ মায়ের কৈল কৃষ্ণ চরণ বন্দন। মিষ্ট অন্ন পানে দুঁহে কারল ভোজন॥ হেথা জরাসন্ধ রাজা গিয়া নিজালয়ে। পাত্রমিত্র লয়ে যুদ্ধের অপমান কহে॥ তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা বড় বড় বীর। দুই ভায়ের যুদ্ধে কেহ নহে স্থির॥ একেশ্বর যুদ্ধ করে রাম দামোদর। বিরথি করিল আমা সংগ্রাম ভিতর॥ হেন অপমান কৈল শুন বন্ধুজন। কৃষ্ণকে মারিতে পুন করিয়া সাজন॥ বাছিয়া কটক লৈল তেইশ অক্ষৌহিণী। যেনমতে রাম কৃষ্ণের জীয়ে নাহি প্রাণী॥ মন্ত্রণা করিল তবে মগধ ঈশ্বর। কটক লয়ে বেড়িলেক মথুরানগর॥ পুনরপি রামকৃষ্ণ চড়ি দুই রথে। কাটিয়া সকল সৈন্য পাঠাল যম পথে॥ পলাইয়া ঘর গেলা মগধ নরপতি। পুন মথুরাতে গেল লজ্জ্যা সেনাপতি॥ সেইমত যুদ্ধে হারি গেলা পাপাশয়। সপ্তদশ যুদ্ধ করি পাইল পরাজয়॥ অপমান পেয়ে রাজার পুড়য়ে শরীরে। অষ্টাদশ যুদ্ধের রাজা উদ্যোগ সে করে॥ কাল যবন সঙ্গে মন্ত্রণা করিয়া। শাল্ব রাজা পাঠাইল মধ্যস্থ করিয়া॥ আমি পূর্ব্বদিকে যাব রাজচক্র লয়ে। বেড়িব মথুরাপুরী চক্রবর্ত্তী হয়ে॥ তিন কোটী ম্লেচ্ছ আছে তোমার সংহতি। বেড়হ দক্ষিণ

দিকে ধরে যোদ্ধাপতি॥ উত্তরে সাব পাণ্ডু কাশীর ঈশ্বর। [illegible] সবে বেড়িল সত্বর॥ বাণ ভৌম মহারাজা পশ্চিম দিক দিয়া। [illegible] কৃষ্ণ একত্র হইয়া॥ সকল পৃথিবী মোর সুবাসিত হব। সকল [illegible] নয় বিভক্তীব॥ সাব রাজা দিলা কৈল এ সব বচন। শুনি হরষিত হৈল সে কালযবন॥ ভাল হৈল মহারাজা আইলা মোর ঘরে। কৃষ্ণ মারিবারে আমি চলিব সত্বরে॥ সাজিয়া আইসে গিয়া সকল নৃপবর। দক্ষিণে চাপিয়া যায় মথুরা নগর॥ পাপিষ্ঠ রাজা সব কুমন্ত্রণা কৈল। প্রবোধিয়া জরাসন্ধে মহা সুখি হৈল॥ এত সব যুক্তি তবে শুনি গদাধর। বলদেব সনে যুক্তি করিল সত্বর॥ মথুরা ছাড়িয়া যাব সমুদ্রের তীরে। দুর্গ করি রব যেন মারে কোন বীরে॥ যুক্তি করি মেলিলা তবে রাম দামোদর। সমুদ্রের ঠাঁই গেলা দুই সহোদর॥ সমুদ্র বলিয়া হরি দিলেন হাঁকার। আসিয়া মিলিলা সমুদ্র লয়ে উপহার॥ দণ্ডবত হয়ে হরিকে পূজিলা উত্তর। কি করিব আজ্ঞা কর দেব দামোদর॥ সমুদ্রের বোল শুনি দেব নারায়ণ। জল ছাড়ি দেহ মোরে দ্বাদশ যোজন॥ ঘর করি রব আমি তাহার ভিতরে। দুই রাজাগণ যেন লঙ্ঘিতে না পারে॥ কৃষ্ণের বচনে দিল দ্বাদশ যোজন। তথায় করিল গোসাঞী নগর পত্তন॥ বিশ্বকর্ম্মাকে গোসাঞী স্মরণ করিল। আসিয়াত বিশ্বকর্ম্মা উপনীত হৈল॥ আজ্ঞা কর নারায়ণ ত্রিদশ ঈশ্বর। কেমন রচিব পুরী কেমন নগর॥ ইন্দ্রের পুরী যেন ইন্দ্রের সদন। তাহার অধিক কর আমার ভুবন॥ গোসাঞীর বচন বিশাই শিরেতে ধরিয়া। বিশ্বকর্ম্মা রচে পুরী বৈকুণ্ঠ ভাবিয়া॥ রত্নাগারে যত যত রতন আছিল। দিব্য দিব্য রত্ন আনি নগর গড়িল॥ বিচিত্র চৌখণ্ডী ঘর দেখিতে সুন্দর। আকাশ মণ্ডলে লাগে গোসাঞীর ঘর॥ নাটশালা পাঠশালা প্রাচীর সুসজ্জিত। চতুঃশালা গোশালা ঘর অতি বিচিত্রিত॥ উগ্রসেন রাজা আনি তার পাঠ কৈল। উদ্ধব অক্রূরের ঘর বিচিত্র রচিল॥ পাত্র মিত্র বন্ধু বান্ধব যতেক আছিল। একে একে সবাকার পুরীত রচিল॥ গড় পরীক্ষা কৈল দুই রাম গদাধরে। নানা জাতি ঘর হৈল বিচিত্র নগরে॥ চারু চতুঃশালা বিশাই করিল ঠাঁঞী ঠাঁঞী। রচিয়া মথুরা আইলা রাম গোবিন্দাই॥ সবারে পাঠায়ে দিলা দ্বারকা নগরী। দুই ভাই দুই রথে রহিলা শ্রীহরি॥ হেনই সময়ে জরাসন্ধ নরপতি। বেড়িল মথুরাপুরী রাজার সংহতি॥ তেইশ্ অক্ষৌহিণী সেনা মগধ ঈশ্বর। কালযবন শিশুপাল বড় নৃপবর॥ দেখিয়াত দুইভাই রথ চালাইয়া। গোমন্ত গিরিবরে

লুকাইল গিয়া ॥ দেখিয়াত জরাসন্ধ যত নৃপবর। সকল সেনা লিয়ে সঙ্গে যাইল সত্বর ॥ বেড়িল সকল সেনা পর্ব্বত আর বন। লুকাইল দুই ভাই পর্ব্বত ভিতর ॥ যাহ কাঠ পর্ব্বত ভরে পর্ব্বতে উঠিয়া। চাহি না পাইল কৃষ্ণ সব সেনা লৈয়া ॥ উঠিয়াত জরাসন্ধ প্রকৃত করিল। তৃণ কাঠ আনি তবে পর্ব্বত যোড়াইল ॥ অগ্নি দিয়া পোড়ে গিরি হয় খান খান। পর্ব্বতবাসী সবাকার নাহি পরিত্রাণ ॥ পশু পক্ষী পোড়ে যত বৈসে মুনিবর। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল বল উঠিল সত্বর ॥ শুনিয়াত কলরব দেব নারায়ণ। কেমনেতে রক্ষা পাইব পশু পক্ষিগণ ॥ বিরক্তর মুর্ত্তি ধরি দেব বিশ্বেশ্বর। চাপিল পর্ব্বত গেল ধরণীর তল ॥ উঠিল পাতালের জল পর্ব্বত উপরে। নিবাইল অনল দেখি দেব সবাকারে ॥ জল তরে হৈল গিরি উঠে নিজ স্থান। অস্ত্র লয়ে দুই ভাই করিল গমন ॥ দশ যোজন লাফ দিয়া পর্ব্বত এড়াই। কোন খানে গেলা ঢুঁড়ে দেখিতে না পাই ॥ তবে জরাসন্ধ রাজা না পাই উদ্দেশ। চলিলা সকল রাজা যার যেই দেশ ॥ দ্বারকা আইল কৃষ্ণ বহু জন লঞা। সুখে নিবসয়ে রাজ্য উগ্রসেনে দিয়া ॥ হেথা কালযবনরাজা দূত পাঠাইল। রাজার আদেশে দূত দ্বারকা চলিল ॥ কৃষ্ণেরে দ্বারকায় গিয়া বলিল বচন। জানাহ দ্বারি, যথা আছে রাম নারায়ণ ॥ এতেক শুনিয়া দ্বারি কৃষ্ণকে আসি কৈল। কালযবন গোসাঞী দূত পাঠাইল ॥ দূতকে আনিতে কৈল সভার ভিতরে। দাণ্ডাইয়া কহে দূত যবন উত্তরে ॥ যত যত রাজা বৈসে পৃথিবী মণ্ডলে। সকল রাজা খাটে আসি আমা সবার তলে ॥ সকল আমার রাজ্য আমি অধিপতি। দস্যুবৃত্তি কর তুমি বড় দুষ্টমতি ॥ বড় বড় রাজা সনে যুদ্ধেতে আসিয়া। শৃগাল সদৃশ হেন যায় পলাইয়া ॥ পলাহ দ্বারকা ছাড়ি করহ গমন। নহেত সম্মুখে আসি কর গিয়া রণ ॥ কহিল তাহার আজ্ঞা এইত উত্তর। কহিব রাজারে গিয়া নড়িব সত্বর ॥ দূতের বচন শুনি হাসিতে লাগিল ॥ সন্দেশ লইয়া যাহ দূতেরে বলিল ॥ কৃষ্ণ সর্প একটা ঘটেতে পুরিয়া। উত্তম বসনে বাঁধি সুদৃঢ় করিয়া ॥ দূতে দিয়া ঘট পাঠাইল নারা-য়ণে। তোমার রাজারে মোর দিও এই ক্ষণে ॥ সন্দেশ লইয়া দূত করিলা গমন। কহিল রাজার ঠাঞী কৃষ্ণের বচন ॥ শুনিয়া যবনরাজা ঘট খুলা-ইয়া। দেখিলত কৃষ্ণসর্প উঠে ফোঁসাইয়া ॥ জানিল কৃষ্ণ মোরে করিল বিড়ম্বন। কৃষ্ণসর্প হেন মনে আপন জীবন ॥ দেখিয়াত সর্প ক্রোধ বাড়িল বিস্তর। পিপিলিকা ঘটে পুরি পাঠাইল সত্বর ॥ ঘট লয়ে পুনরপি আইলা

কৃষ্ণ ঠাঞী। সর্প যদি জীয়ে তবে জীবেক কানাই॥ [illegible]
শুন গদাধরে। লুকাইয়া রৈল সর্প নাহিক ভিতরে॥ [illegible]
ঘটের চারি পাশে। বাহিরা যাইল সর্প কাটা [illegible]
গোবিন্দাই শুনে বসে বসে। নিকট সেখানে আছে সে কালযবনে॥ বিশে-
ষতঃ গর্গমুনি বর বড় হৈল। যদুসবের [illegible] যবন জন্মিল॥ [illegible]
অবধ্য দুষ্ট সে কালযবন। মনে মনে জানি কৃষ্ণ তাহার মরণ॥ মান্ধাতার
পুত্র আছে মুচকুন্দ নৃপবর। শয়ন করিয়া আছে গুহার ভিতর॥ ত্রেতাযুগে
তিঁহ বহু অসুর মারিল। দেখিয়াত দেবগণ বড় তুষ্ট হৈল॥ বর মাগ নৃপবর
কৈবল্য প্রীতিয়া। বড় তুষ্ট কৈলে তুমি অসুর মারিয়া॥ শুনিয়া দেবের বোল
বলে নৃপবরে। দেবমান রাখিলাম দ্বাদশ বৎসরে॥ অহোরাত্র দৈত্য মারি
সুখরাত্রি না পাই। এবে সত্য দেহ বর সুখে নিদ্রা যাই॥ যেবা আসি নিদ্রা
মোর করিবে ভঞ্জন। আমা দরশনে তার হইবে মরণ॥ বর দিয়া দেবগণ
গেলা নিজ ঘর। সুখে শুয়ে নিদ্রা তবে যায় নৃপবর॥ এইত উপায় চিন্তি
কৈল নারায়ণ। চলি যাহ দূত তুমি তারে দিব রণ॥ সাজিয়া অসুর রাজা
বলিহ তাহারে। আসুক তোমার রাজা যুদ্ধ করিবারে॥ কহে তবে দূত
গিয়া কৃষ্ণের বচন। যুদ্ধেতে সাজিয়া আইসে সে কালযবন॥ বলভদ্র আদি
করি বাহিরে রাখিয়া। বাহির হইলা কৃষ্ণ রথেতে চড়িয়া॥ কালযবনের সনে
বড় যুদ্ধ কৈল। বিস্তর সেনা দেখি কৃষ্ণ রণে ভঙ্গ দিল॥ তার পাছে ধায়
দুষ্ট সে কাল যবন। না পালাও না পালাও বলে কঠোর বচন॥ হের রথ
এড়ি কৃষ্ণ পলাইয়া যায়। রথ চড়ি যাই আমি ক্ষত্র ধর্ম্ম নয়॥ উলিয়া চলিল
রাজা কৃষ্ণের অনুসারে। সান্ধাইল কৃষ্ণ গিয়া গুহার ভিতরে॥ ধর ধর বলি
সান্ধায় গুহার ভিতরে। গুহার ভিতরে সান্ধাইল গদাধরে॥ তথায় মুচকুন্দ
রাজা ছিলেন শুইয়া। নিজ পীত বস্ত্র তার অঙ্গে ঢাকা দিয়া॥ নিভৃতে রহিল
লুকাইয়া নারায়ণ। কাল যবন গিয়া দেখে করেছে শয়ন॥ কৃষ্ণ জ্ঞান করি
তারে কৈল নরপতি। পলাইয়া নিদ্রা যাইস্ শুন পাপমতি॥ ধর্ম্মে শুনিয়াছি
নিদ্রা জনে না চিয়াই। তেকারণে বাপা নিদ্রা যাইস্ গোবিন্দাই॥ পলাইলে
গোপ তুমি ধর্ম্ম সে জানিল। ইহা বলি লাথি মারি বীরে চিয়াইল॥ আঁখি
মুছিয়া দেখে সে কালযবন। দরশনে ভস্মরাশি হৈল ততক্ষণ॥ ভস্মরাশি হৈল
রাজা সে কালযবন। জয় জয় শব্দ কৈল যত দেবগণ॥ বিস্ময় হৈল মনে মুচ-
কুন্দ নৃপবর। চাহিল যে চারিদিকে গুহার ভিতর॥ দেখিল পুরুষ এক শ্যামল

সুন্দর। শঙ্খচক্র গদাপদ্ম বনমালাধর॥ বিচিত্র ময়ূর পুচ্ছ মুকুট শোভে শিরে। গলায় কৌস্তভ মণি বলয়া দুই করে॥ স্বর্ণ অঙ্গুরি হস্তে পারিজাত মালা। পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় ষোল কলা॥ সত্বরে উঠিল সে মুচকুন্দ নরপতি। দুই কর যোড়ি করে অনেক প্রণতি॥ মান্ধাতার পুত্র আমি বিদিত সংসারে। দেব বরে নিদ্রা যাই গুহার ভিতরে॥ কায় করি নিদ্রা যাই আমি চিরকাল। যতকাল দরশন না পাই গোপাল॥ তারাবহনে হরি আসিবে মহীতলে। তাঁহার দরশনে ধন্য হইব সকলে॥ সূর্য্য হেন তেজ দেখি তোমার শরীরে। কহত সকল কথা না ভাণ্ডিহ মোরে॥ রাজার বচন শুনি হাসে নারায়ণ। কহিল সকল কথা যত বিবরণ॥ পৃথিবীর বচনে ব্রহ্মা কিরোদেতে গিয়ে। করিল অনেক স্তুতি দেবগণ লয়ে॥ তাহার বচনে জন্ম হৈল মহীতলে। এতেক চিন্তিয়া তবে দেবগণ বলে॥ কংশ মারি কৈলু আমি দ্বারকা নিলয়। যবনেরে বধ কৈলু তোমারে সহায়॥ হের দেখ যবন তোমার বিদ্যমানে। কহিলু আপন কথা শুন মহাজনে॥ এতেক শুনিয়া রাজা পোলকিত কায়। দণ্ডবৎ প্রণাম করি ধরি দুই পায়॥ হরিষে আঁখির জল ধরাতে নারে। করপুট করি স্তুতি করে নৃপবরে॥ তুমি ব্রহ্মা তুমি রুদ্র তুমি নারায়ণ। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি সে কারণ॥ জল স্থল সম তুমি পবন হুতাশ। তুমি ইন্দ্র তুমি বায়ু তুমিত্ত আকাশ॥ ভব সাগর মধ্যে প্রলয় সর্ব্ব জন। তোমা যেই চিন্তে নাই তাহার মরণ॥ শুনিয়া করুণা রাজার হাঁসে গদাধর। বর মাগ যেই ইচ্ছা দিব নৃপবর॥ প্রভুর বোলেতে রাজার ত্রাশ মনে গণি। তোমা দরশনে বর মাগি চক্রপাণি॥ তোমার চরণ পদ্ম করিল পরশে। ইহা বৈ আর বর কি করিব আশে॥ এত বলি কাঁদে রাজা পড়ি ভূমিতলে। হাসিয়া তাহারে কিছু বলিল গোপালে॥ আমার ভজনে তুমি মন কৈলে স্থির। বরে ভুলাইল কভু নহিলে বাহির॥ আমার বচনে কর উত্তরে গমন। বদরিকাশ্রমে যথা নর নারায়ণ॥ ছাড়িয়া শরীর জন্ম ব্রাহ্মণী উদরে। মুক্ত পদ দিল তারে যাহ নিজ পুরে॥ প্রভুর বচনে রাজা করিল গমন। পুনরপি দ্বারকা আইল নারায়ণ॥ যবনের ধন জন যতেক আছিল। সকল আনিয়া কৃষ্ণ দ্বারকা পুরিল॥ মরিল যবন দুষ্ট সকল সংসারে। সুখে নিবসয়ে কৃষ্ণ হরি ভুমি তারে॥ হেন অদ্ভুত কথা শুন সাবধানে। পুনরপি গর্ভবাস নহিব গমনে॥ কৃষ্ণ চিত্ত কৃষ্ণ গাও না করিহ আন। হরির চরণে ভণে গুণরাজ খাঁন॥ •

নগরে। শুভক্ষণে রেবতী বিভা কৈলা হলধরে॥ অতি দীর্ঘকায় কন্যা যোগ্য
অনুসারে। তাহার সদৃশ কন্যা নাহিক সংসারে॥ দেখিয়াত বলদেব লাঙ্গল
আনিল। [illegible] বিভা [illegible] হৈল॥ সর্বাঙ্গ সুন্দরী হৈলা
কি কহিব কথা। [illegible] অদ্ভুত বনিতা॥ বিভা করি বলদেব
গেলা নিজ [illegible] তাহার [illegible]॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

বিদর্ভ নগরে বৈসে ভীষ্মক মহাশয়। রুক্মিণীর যৌবন দেখি প্রথম সময়॥
স্বয়ম্বর স্থান রচি কৈল সর্বজনে। রুক্মিণীর বিভা দিব কয় আয়োজনে॥
আদেশিল নরপতি হরষিত হয়ে। রাজা আনিবারে দূত দিল পাঠাইয়া॥
পুরীর নির্মাণ কৈল বিচিত্র সুবেশে। মেঘের পতাকা উড়ে সুবর্ণ কলসে॥
নানা চিত্র ধাতু কৈল নগর উত্তর। দ্বারে দ্বারে কলা কইল গুবাক সুন্দর॥
স্বয়ম্বর স্থান কৈল কনকে রচিত। দুই সারি মঞ্চ করি রত্ন বিভূষিত॥ যেই
যেই রাজা আসি দেখিবে স্বয়ম্বর। তার তরে কৈল রাজা সোনা রূপার ঘর॥
বড় বড় সৈন্যে রাজা করিবে গমন। তার তরে এড়িল বিস্তর আ[illegible] স্থান॥
শুনিয়া রুক্মিণীর বিভা সব নৃপবর। শুনিয়া আইল সবে বিদর্ভ নগর॥ জরা-
সন্ধ মহারাজা রাজচক্র লয়ে। কৌতুক দেখিতে আইল রুক্মিণী [illegible]বয়ে॥
শিশুপাল দন্তবক্র কাশী নরপতি। বাণ ভৌম লয়ে আইল সাব[illegible] মতি॥
দুর্য্যোধন শত ভাই পাণ্ডব পঞ্চজন। দ্রোণ কর্ণ লয়ে সবে ক[illegible] গমন॥
আইলা সকল রাজা দেখিতে স্বয়ম্বর। পূজিয়া বসাইল সবে বিদর্ভ ঈশ্বর॥
মিষ্ট অন্ন পান দিয়া করাইল ভোজন। গন্ধ চন্দন পুষ্প দিল নানা আভরণ॥
রাজমণ্ডলি করি বৈসে রাজার ভিতরে। দুই হাত যুড়ি বলে বিদর্ভ ঈশ্বরে॥
বিভা যোগ্য কন্যা আছে আমার নিলয়ে। নিবেদিয়ে সবাকারে আপন
বিনয়ে॥ বসুদেব সুত কৃষ্ণ দ্বারকায় বৈসে। তারে কন্যা দিই যদি সবার
মন তোষে॥ শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ প্রথম যৌবনে। আমার কন্যার যোগ্য বর
লয় মোর মনে॥ এতেক বলিল রাজা সভার ভিতরে। শুনিয়াত ক্রোধ মনে
বলে উচ্চৈঃস্বরে॥ গোয়ালা পুষিল উগ্রসেনের অনুচর। আমার ভগিনীর
যোগ্য চিন্তিল তার বর॥ চণ্ডাল বসতি করে সমুদ্রকূলে রহে। সংগ্রামে
দেখিলে যেন শৃগাল পলায়ে॥ আছে এক যোগ্যবর জানে সর্বজনে। আমার
সত্র কুলে শীলে গুণের বিধানে॥ দমঘোষসুত বীর বিদিত সংসারে।

শিশুপাল [illegible] বলিছু তোমারে ॥ [illegible] হৈতে রাজা [illegible] বিদিত। আমার অধিক কুলশীল [illegible] নিশ্চিত ॥ [illegible] আমার অন্যত্র কন্যা দিবে না কহিল ॥ [illegible] কভু [illegible] করি নাহিক নিষেধ ॥ [illegible] রাজা জগতে [illegible] আরে কন্যা দিতে কেন তোমার মন যায় ॥ তোমার কন্যার যোগ্য শিশুপাল রাজা। [illegible] ॥ [illegible] পতি। [illegible] ॥ চোর বড় দুষ্ট কৃষ্ণ দস্যুবৃত্তি করে। উদাস করিয়া [illegible] কন্যা চুরি করে ॥ আবং সকল রাজা [illegible] আহারে। শিশুপালে কন্যা দেহ বলিল তোমারে ॥ ইহা বলি সর্ব্ব রাজা অনুমতি দিল। শিশুপালে কন্যা দিতে ভীষ্মক চলিল ॥ আবং রুক্মিণী দেবী মনেতে চিন্তিল। শিশুপাল বরিবে পিতা করুণ জানিল ॥ মূর্চ্ছিতা পড়িল ভূমি ছাড়িয়া নিশ্বাস। হরি হরি দৈব দোষে করিল নৈরাশ ॥ শুনিল কৃষ্ণের কথা শিশু কাল হৈতে। আরাধিছু হরগৌরী একমন চিত্তে ॥ সেইত হইব স্বামি ত্রিদশ ঈশ্বর। তবে কেন বাপের চিত্ত হৈল অন্য বর ॥ একমনে চিন্তিল আমি চণ্ডীর চরণ। অবশ্য হইবে স্বামী কমললোচন ॥ এতেক চিন্তিয়া দেবী স্থির কৈল মনে। ডাক দিয়া আনিল বৃদ্ধ কুলের ব্রাহ্মণে ॥ প্রণতি করিয়া কৈল দ্বিজের চরণে। আমার সংবাদ লয়ে করহ গমনে ॥ দ্বারকায় যাহ যথা জগত ঈশ্বর। আমার বিবাহ কথা করাহ গোচর ॥ লোক মুখে শুনি কৃষ্ণ জগতে পুজিত। কামদেব জিনি রূপ কামিনী মোহিত ॥ সংসারের সার গোলাক্ষী কমললোচন। হইবে আমার স্বামী দেব নারায়ণ ॥ কায়মন বাক্যে আমি চিন্তিছু গদাধরে। তবে কেন বাপের চিত্ত হৈল অন্য বরে ॥ বিস্তর প্রণতি আমার বলিহ তাঁহারে। ঝাঁট আসি লউন আমায় দেব গদাধরে ॥ যদিবা আমারে কিছু বলেন গদাধরে। কেমনে হরিব কন্যা রাজার ভিতরে ॥ তবে তাঁহারে তুমি বলিহ উত্তর। আছয়ে উপায় শুন ত্রিদশ ঈশ্বর ॥ কুল ক্রমাগত আছে বিভা রাত্রি দিনে। অবশ্য পূজিব গৌরী বাহির উদ্যানে ॥ সখী সঙ্গে যাব আমি চণ্ডীকার ঘর। তথা হৈতে লউন আমায় দেব দামোদর ॥ চল ঝাঁট দ্বিজবর পড়িছু চরণে। ঝাঁট করি আন গিয়া কমললোচনে ॥ দেবীর আদেশে দ্বিজ নড়িল সত্বর। শীঘ্র গতি মিলিল যথা ত্রিদশ ঈশ্বর ॥ ব্রাহ্মণে বিরোধ নাহি কৃষ্ণের নগরে। দ্বড় পরীক্ষা এড়াইয়া গেলা অভ্যন্তরে ॥ পালঙ্কে বসিয়া ছিলা দেব নারায়ণ। পালঙ্ক নিকটে দ্বিজ করিলা গমন ॥

শ্রীরাগ।

মহারাজা হইয়াছেন দেব শ্রীহরি। হস্তিগণ মধ্যে যেন সিংহ অবতরি॥ হেথায় রুক্মিণী দেবী সখীগণ লঞা। নানা ছন্দ বিরাজে রথেতে চড়িয়া॥ আট নারী বিপ্র নারী সংহতি করিয়া। চণ্ডিকা পূজিতে যান কৃষ্ণকে স্মরিয়া॥ কত দূরে চণ্ডিকার মণ্ডপ দেখিল। রথ ছাড়ি পদব্রজে গমন করিল॥ পতিব্রতা রমণীকে সংহতি করিয়া। ভবানীর পূজা কৈল নানা দ্রব্য লৈয়া॥ ধূপ দীপ নৈবেদ্য বিবিধ প্রকারে। কর্পূর তাম্বূল দিয়া কৈল পরিহারে॥ বর দেহ দেবী তোর পড়হুঁ চরণে। স্বামী করি দেহ মোরে কমললোচনে॥ সৃষ্টির পালনী দেবী বিদিত সংসারে। গোবিন্দ হইবে স্বামী বর দেহ মোরে॥ নানাবিধ প্রকারে পূজিল হর গৌরী। চলিল সুন্দরী রামা স্মরিয়া শ্রীহরি॥ এতেক বলিয়া রামা সুবকরুণ বাণী। শুভক্ষণ হৈল কিছু দেখিল আপনি॥ বাম উরু নেত্রভুজ করিল স্পন্দন। দক্ষিণে দেখিল বৃদ্ধ কুলের ব্রাহ্মণ॥ সম্ভ্রমে উঠিয়া বৈল শুন দ্বিজবর। আইলা কি প্রাণনাথ দেব দামোদর॥ দ্বিজ কৈল আইল কৃষ্ণ শুনহ রুক্মিণী। সভা মধ্যে বসি আছেন রাজ নৃপমণি॥ সফল হৈল তোমার এ রূপ যৌবন। হইবে তোমার স্বামী কমললোচন॥ শুনিয়া দ্বিজের বোল জগত মোহিনী। কোন দান দিয়া তুষ্ট করিব দ্বিজ মণি॥ না পাইয়া যোগ্য দান মনে দুঃখ করি। ব্রাহ্মণে মেলানি দিয়া চলিল সুন্দরী॥ শ্যামা সুকেশী রামা উন্নত পয়োধর। গভীর নাভি কম্বুকণ্ঠে শোভে হার॥ রতন পূর্ণিমা শশী জিনিয়া বদন। সিন্দূরে মার্জ্জিত দন্ত মুক্তা জিনিয়া দশন॥ পদে পদে ধ্বনি যেন রাজহংস করে। বাহু মৃণাল সম কঙ্কণ দুই করে॥ কুটিল কুন্তল চূড়া মাথার উপরে। তাহা বেড়ি রত্ন মালা শোভে থরে থরে॥ কোস্তরির মাঝে শোভে চন্দনের বিন্দু। রাহু গরাসিল যেন পূর্ণিমার ইন্দু॥ কামের কামিনী যিনি ভুরু যুগ বঙ্ক। দিব্য বস্ত্র পরিধান হাতে দিব্য শঙ্খ॥ শঙ্খের উপরে শোভে কণকের চুড়ি। পাটি থোপ বাজুবন্দ তার মাঝে বেড়ি॥ তাহার উপরে সাজে বিচিত্র কেয়ুর। সুবলিত বাহু আছে রতন প্রচুর॥ কণক অঙ্গুরী সাজে অঙ্গুলীর মাঝে। করতল উৎপল রাতুল বিরাজে॥ তাহার উপরে শোভে নাগ লক্ষ মণি। নখপাঁতি শোভে তার চন্দ্রকান্ত জিনি॥ চঞ্চল খঞ্জন জিনি দুইটি নয়ন। কর্ণের কুণ্ডল তার বিচিত্র গঠন॥ নাসাছিদ্রে নাকুচোণা তাহে গজমতি। যৌবনে শোভয়ে তার মুকুতার জ্যোতি॥ বিন্দু

কণ্ঠ জিনিয়া সে রাহুল অধর। কম্বু জিনি কণ্ঠ শোভে দেখিতে সুন্দর॥ চিত্র বিচিত্র মণি মুকুতা প্রবালে। থরে থরে শোভা করে রুক্মিণীর গলে॥ ভৃঙ্গপাতি জিনি কাল লোম রাজি শোভে। সুগন্ধি কুসুম বাসার অলি ভ্রমে লোভে॥ কণক পুতলী রামা জগতে বিদিত। নারী রূপ হয়ে যেন আইলা বিজলী॥ সিংহ জিনি মাজা খানি নাহিক তুলনা। মনোহর বরণ তাহে মকুরের রসনা॥ সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী রামা গেরুয়া নিতম্ব। বাম হাতে সখী কান্ধে করি অবলম্ব॥ জানু জঙ্ঘা সুর তরু পায়েতে নূপুর। নূপুরের ধ্বনি অতি শুনিতে মধুর॥ মত্ত গজ গামিনী রামা যায় ধীরে ধীরে। জগত মোহিনী রামা লক্ষ্মী অবতারে॥ রূপে আভরণে দেবী করে ঝল মল। চাহিতে লাগয়ে যেন সূর্য্যের মণ্ডল॥ ষোল বৎসরের রামা রূপেতে অদ্ভুত। গুণরাজ খান কহে দেখি কৃষ্ণের কৌতুক॥

কল্যাণ রাগ।

হরিল চেতন যেই দেখিল তাহারে। মদনে বিহ্বল হৈলা সব নৃপবরে॥ যেই অঙ্গে যেই রাজা করিল নিরীক্ষণ। সেই অঙ্গে মজি গেলা সেই রাজার মন॥ হেনই সময়ে কৃষ্ণ রথেতে চড়িয়া। তুলিলা রুক্মিণী দেবী হাতেতে ধরিয়া॥ বসাইয়া বাম পাশে করিলা গমন। মৃগগণ মধ্যে যেন সিংহের গর্জ্জন॥ আগে যান গোবিন্দাই রথেতে চড়িয়া। মুষল হাতে যান বলাই সব সৈন্য লৈয়া॥ রুক্মিণী হরণ দেখি সব নৃপবর। রথে চড়ি অস্ত্র লয়ে চলিলা সত্বর॥ রুক্মিণীর আগে যায় শিশুপাল মহাশয়। রাজচক্র লয়ে জরাসন্ধ চলয়॥ কোথা যাইস্ কোথা যাইস্ হরিয়া রুক্মিণী। মৃগ হয়ে সিংহ মাঝে চুরি কৈলে জানি॥ না পলাও না পলাও বলে সব নৃপবর। শুনিয়া রহিল যুদ্ধে রাম দামোদর॥ কত সৈন্য লয়ে তবে বলাই সুন্দর। রাজগণ সঙ্গে যুদ্ধ করিল বিস্তর॥ লাজে কোপে শিশুপাল আগে ধনু যুড়ে। তিন বাণে ধনু বলাই কাটি ভূমি পাড়ে॥ আর ধনু লয়ে করে বাণ বরিষণ। তাহা কাটি ধনু কাটে দেব সঙ্কর্ষণ॥ বাণ বৃষ্টি কৈল বলাই রাজার উপরে। বিমুখ হইয়া জরাসন্ধ বলিল সবারে॥ না কর না কর যুদ্ধ রাজার সমাজ। মিথ্যা যুদ্ধে পলাইলে পাবে বড় লাজ॥ দুই ভাই অনেক সৈন্য শকত সংহতি। হেন মতে জিনে কৃষ্ণ কাহার শকতি॥ কাল সমুখ আজ কেমনে রণ সই। শুভ দিন হইলে জিনিব দুই ভাই॥ ইহা বলি নেউটিল সব রাজাগণ। না নেউটি রুক্মীরাজ

করিতে যায় রণ ॥ প্রতিজ্ঞা করিল রুক্মি সভার ভিতরে। বিনা কৃষ্ণে না মারিলে না আসিব ঘরে ॥ এত বলি রথে চড়ি চলিলা সত্বরে। বলভদ্র এড়ি চলে কৃষ্ণ মারিবারে ॥ রথে চড়ি রুক্মি রাজা বলে উচ্চ বাণী। কোথা যাস্ কোথা যাস্ হরিয়ে রুক্মিণী ॥ রাজার সমাজে আসি কন্যা কৈলে চুরি। মৃগ হয়ে তুমি জাল ভাঙিলে কেশরী ॥ বীর দর্প করি রুক্মি চলিলা সত্বরে। দেখিয়া রুক্মিণী দেবী কাঁপিল অন্তরে ॥ হাঁসিয়াতি গদাধর চতুর্ভুজ হয়ে। দুই হাতে ধরে রুক্মিণী কোলেতে চাপিয়ে ॥ আর দুই হাতে কৃষ্ণ ধনুর্ব্বাণ লয়ে। কাটিল রুক্মীর ধনু তিন বাণ দিয়ে ॥ তিন বাণে সারাথে কাটিল [illegible]। অষ্ট বাণে পড়ি ঘোড়া কাটিল সত্বর ॥ রথ হৈতে ভূমে নামি [illegible] যুড়ে। একেবারে মাধবেরে দশ বাণ এড়ে ॥ চারি বাণ আসি বা[illegible] গোবিন্দের বুকে। চারি বাণে বিন্ধে ঘোড়া দুই বাণ ধনুকে ॥ রুষিলা [illegible]াধর দশ বাণের ঘায়। দুই বাণে ধনু কাটি তার পাশে যায় ॥ আর [illegible]লয়ে রুক্মি যোড়ে দশ বাণ। চারি বাণে গোবিন্দাই পুরিলা সন্ধান ॥ জ[illegible] অনল যেন অগ্নি হেন বাণ। রুক্মী রাজার ধনু কাটি কৈল শত খান। যে[illegible]য়া গোবিন্দাই ধরিল তার হাতে। গলায় কাপড় দিয়া তুলিল নিজ [illegible] ॥ দেখিয়া রুক্মিণী দেবী ভায়ের বন্ধন। প্রাণ রাখ প্রাণ রাখ শ্রীমধুসূদন ॥ সংসারের সার তুমি দেব শ্রীহরি। তোমার সহিত যুদ্ধ করে প্রাণে কারি ॥ দোষ কৈল ভাই মোর পড়হুঁ চরণে। প্রাণ রাখ প্রাণ রাখ শ্রীমধুসূদনে ॥ রুক্মিণীর বোলে কৃষ্ণের হাস্য উপজিল। শির দাড়ি মুড়াইয়া রুক্মীকে ছাড়িল ॥ ভায়ের বিরূপ দেখি কাঁদয়ে রুক্মিণী। বলভদ্র আসি কিছু কৈল প্রিয় বাণী ॥ কেন হেন কুটুম্বে কৈলে নারায়ণ। মরণ অধিক লজ্জা মস্তক মুণ্ডন ॥ না কর ক্রন্দন রামা স্থির কর মতি। দৈবের কারণ রাখে কাহার শকতি ॥ এত বলি রাম কৃষ্ণ সব সৈন্য লঞা। নড়িলা দ্বারকা পুরী রুক্মিণী হরিয়া ॥ তবেত রুক্মী রাজা মরণ হেন মানি। না গেল বাপের রাজ্য প্রতিজ্ঞা মনে গুণি ॥ ভোজকট নামে দেশ নিজ রাজ্য করি। রহিলাত রুক্মী রাজা কৃষ্ণের হয়ে বৈরি ॥ দ্বারকা আইল কৃষ্ণ হরিয়ে রুক্মিণী। আনন্দিত সর্ব্বরাজা অদ্ভুত কথা শুনি ॥ পুরীর নির্ম্মাণ কৈল বিচিত্র সুবেশে। নেতের পতাকা উড়ে সুবর্ণ কলসে ॥ দ্বারে কলা রুপিলা গুবাক সুন্দর। বন্ধু বান্ধবের হৈলা হরিষ অন্তর ॥ প্রতি ঘরে নৃত্য গীত দ্বারকা নগরী। রুক্মিণীকে করিল বিভা [illegible] শ্রীহরি ॥ তবেত ভীষ্মকরাজা পুরোহিত লয়ে। আইল দ্বারকাপুর

আনন্দিত হয়ে ॥ নানা রত্নে কন্যা ভূষিত করি নৃপবর। কৃষ্ণে কন্যা দিয়া গেলা বিদর্ভ নগর ॥ হেনই অদ্ভূত কথা শুন এক চিত্তে। রুক্মিণীকে বিভা কৃষ্ণ কৈল এই মতে ॥ দ্বারকা আইল লক্ষ্মী শুন সর্ব্বজনে। রুক্মিণীর বিবাহ গুণরাজ খাঁন ভণে ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কথা শুন একচিত্তে। সত্যভামা বিভা কৃষ্ণ করিল যেমতে ॥ গোবিন্দের সখা সত্রাজিত নৃপবর। সমুদ্রের তীরে গিয়া রাজা একেশ্বর ॥ নিরাহারে সেবে সূর্য্য দ্বাদশ বৎসর। কঠোর তপ করি তুষ্ট কৈলা দিবাকর ॥ অধিষ্ঠান হয়ে বৈল মাগ রাজা বর। যেই বর মাগ তাহা দিব্যত সত্বর ॥ সূর্য্যের বচনে রাজা ভূমে লোটাইয়া। যোড় হাতে বর মাগে প্রণাম করিয়া ॥ যদ্যপি প্রসন্ন মোরে হইলা দিবাকর। যেহেত গলার মণি ত্রিদশ ঈশ্বর ॥ স্যমন্তক মণি তারে দিল দিবাকর। গলে মণি দিয়া আইল দ্বারকা নগর ॥ সূর্য্যের তেজ দেখি যত দ্বারকা পুরী জনে। সত্বরে জানাইল গিয়া গোবিন্দ চরণে ॥ শুন শুন গোবিন্দাই জগত কারণ। তোমা দেখিবারে সূর্য্য করিল গমন ॥ অতি প্রচণ্ড রূপ সহিতে না পারি। সম্বোধিয়া পাঠাহ সূর্য্য শুনহ শ্রীহরি ॥ রুক্মিণী সহিত কৃষ্ণ খেলে পাশা সারি। পাশা ছাড়ি মনে চিন্তে ত্রিদশ অধিকারী। না করিহ চিন্তা কেহ শুনহ উত্তর। মণি পেয়ে আইসে সত্রাজিত নৃপবর ॥ ভাল হৈল মণি তারে দিলা দিবাকর। সুখেতে থাকুক মোর দ্বারকা নগর ॥ তবে সত্রাজিত আইলা সভার ভিতর। নানাবিধ পূজা করি মণি নিলা ঘর ॥ নিত্য অষ্টভার সুবর্ণ প্রসবে সেই মণি। তাহার প্রসাদে রোগ শোক নাহি জানি ॥ খণ্ডিলেক ক্ষুধা তৃষ্ণা অকাল মরণ। নাহি ক্লেশ নাহি দণ্ড হরিষ সর্ব্বজন ॥ তবে গোবিন্দাই মনে ঈষদ হাঁসিয়া। মাগিল রাজারে মণি উদ্ধব পাঠাইয়া ॥ কৃপণ হইল রাজা কুবুদ্ধি লাগিল। গোবিন্দ মায়ায় চিত্ত স্থির না হইল ॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা উদ্ধবে পূজিয়ে। প্রণতি করিয়া বলে যোড়হাত হয়ে ॥ শুন শুন উদ্ধব মোর প্রকট এ বাণী। গোবিন্দ মাগিল মণি হেন নাহি জানি ॥ শিশু ভাই প্রসেন মোর সুন্দর দেখিয়া। তাহার গলাতে মণি দিয়াছি গাঁথিয়া ॥ পরিহার করি বোল শুন এক মনে। ভাল মতে বলিহ তথা গোবিন্দ চরণে ॥ না দিলেক মণি কথা উদ্ধব মুখে শুনি। হাঁসিয়াত ঘর গেলা দেব চক্রপাণি ॥ তবে কত দিনে প্রসেন ঘোড়ার চড়িয়া। মৃগ মারিবারে যায় গলে মণি দিয়া ॥ গলে মণি মৃগ মারে দেখিল কেশরী। রুষিয়া আইল সিংহ

নিজ রূপ ধরি ॥ পবিত্রে ধরিয়ে মণি দিলা দিবাকর। অপবিত্রে ধরে মণি কানন ভিতর ॥ প্রাণে মারিয়া মণি লইল কেশরী। মণি লয়ে যায় সিংহ আপনার পুরী ॥ আচম্বিতে জাম্বুবান দেখিল তাহারে। সিংহ মারি মণি লয়ে গেলা নিজ পুরে ॥ রাখাইল জাম্বুবান পাতাল ভুবনে। পুত্রে মণি দিয়া তার রহাইল ক্রন্দনে ॥ হেন মতে রাজা সুখে আছে জাম্বুবান। হেথা সত্রাজিত করে ভায়ের সন্ধান ॥ না পাইলে উদ্দেশ তার নিশ্চয় মরণ। ভায়ের মরণে রাজা করেন ক্রন্দন ॥ কেমনে মরিল ভাই করয়ে বাখান। মনে দুঃখ পায় তবে হয়ে হত জ্ঞান ॥ সকল দ্বারকার লোক একত্র হইয়া। সত্রাজিত সনে বলে প্রশেন চাহিয়া ॥ জীবন উদ্দেশ তার কোথাহ না পাইল। ভাই ভাই বলি রাজা কাঁদিতে লাগিল ॥ তখন মাগিল মণি দেব নারায়ণে। না দিল তাহাকে মণি দিলেত প্রশেনে ॥ এখন মরিল ভাই শুন সর্ব্বজনে। প্রশেনে মারিয়া মণি নিল নারায়ণ ॥ এই কথা কানাকানি সর্ব্বলোকে গাই। লোক মুখে সব কথা শুনিলা গোবিন্দাই ॥ কেন হেন মিথ্যা বাদ হৈল আচম্বিত। মনেতে গুণিয়া কৃষ্ণ হইলা চিন্তিত ॥ জানিল চতুর্থীর চন্দ্র দেখিল ভাদ্র মাসে। তাহার কারণে মিথ্যা উপজিল দেশে ॥ তবে গোবিন্দাই সব বন্ধুজনে আনি। একত্রে সভা করি বৈল প্রিয় বাণী ॥ গলে মণি প্রশেন গেল বনের ভিতরে। কে মারিল তারে লোক দোষয় আমারে ॥ মিথ্যা বাদ হৈল মোর শুন সর্ব্বজন। প্রশেন উদ্দেশে আমি করিতাম গমন ॥ যে দিকে প্রশেন গেল ঘোড়ায় চড়িয়া। সেই দিকে গেলা কৃষ্ণ বন্ধুজন লইয়া ॥ বন্ধুজনে সঙ্গে করি সে দেব শ্রীহরি। কাননে ফিরেন অশ্ব পদ অনুসারি ॥ কতদূরে অরণ্য ভিতরে দেখিল শ্রীহরি। প্রশেন মারিয়া মণি নিলেন কেশরী ॥ তাহা এড়ি সিংহ পথ লইলা গদাধরে। তবে কতদূরে দেখি অরণ্য ভিতরে ॥ তবে কতদূরে দেখিল মরিল কেশরী। মারিয়া ভল্লুক গেল রসাতল পুরী ॥ বিচিত্র সুড়ঙ্গ দেখি তার সন্নিধানে। সেই পথে ভল্লুকনাথ করিল গমনে ॥ তা দেখিয়া দামোদর বন্ধুজনে আনি। বিনয় করিয়া তারে বৈল নৃপমণি ॥ মিথ্যাবাদ হৈল মোরে বিদিত সংসারে। পাতালে উদ্দেশ আমি করিব তাহারে ॥ দ্বাদশ দিবস হেথা অবলম্ব করি। যাইও সকল লোক দ্বারকা নগরী ॥ দ্বাদশ দিবসে যদি না হয় আগমন। স্বরূপে জানিহ তবে আমার মরণ ॥ করাইও শ্রাদ্ধ শান্তি শাস্ত্রের বিধানে। রুক্মিণী দেবীরে মোর করিহ পালনে ॥ বসুদেব দৈবকীদের বলিহ নমস্কার। করিব সেবন যদি আসি পুনর্ব্বার ॥ এতেক বলিয়া দৃঢ় করি পরিকর।

সুড়ঙ্গে প্রবেশ তবে করে গদাধর॥ কতদূরে দেখে এক পুরীর নির্ম্মাণ॥ ঘর দ্বার আভাস দেখিতে সুঠাম॥ দ্বারে প্রবেশিয়া কৃষ্ণ অভ্যন্তরে যাই। শিশু কোলে এক নারী দেখিল তথাই॥ কাঁদয়ে ছাওয়াল তবে বৈল প্রিয়বাণী। না কান্দ না কান্দ লহ স্যমন্তক মণি॥ মণি নাম শুনি কৃষ্ণ ধাইল সত্বরে। কাড়িয়া লইল মণি পুরীর ভিতরে॥ মণি লয়ে হরষিতে করিল গমনে। দেখে গিয়া নারী কহে রাজা জাম্বুবানে॥ শুন শুন ঋক্ষরাজ আমার উত্তর। এক ছোকরা নর আসি পুরীর ভিতর॥ আমারে মারিয়া মণি লইল কাড়িয়া। হরষিতে যায় সেই পুরী এড়াইয়া॥ ধাত্রীর বচন শুনি কোপে ঋক্ষরাজ। ধাইল কৃষ্ণের কাছে পেয়ে বড় লাজ॥ কতদূর হইতে ডাকি বলে উচ্চৈঃস্বরে। মণি চুরি করি তুই যাইস্ কোথাকারে॥ পড়িলি আমার হাতে নিকট মরণ। মনুষ্য ভক্ষ্য মোর করিব ভক্ষণ॥ দৈবে আনি ভক্ষ্য মোরে দিল যে নিকটে। প্রাণে মারি খাব আজি দশন বিকটে॥ ভল্লুক বচনে কৃষ্ণের হাস্য উপজিল। লেউটিয়া গদাধর তারে যুদ্ধ দিল॥ দুঁহে যুদ্ধ কৈল তবে অতি ঘোরতর। কেহ কারে জিনিতে নারে একই সোসর॥ হেনমতে দুই জনে যুদ্ধ নাহি এড়ি। মল্লযুদ্ধ করি দুঁহে যায় গড়াগড়ি॥ হেথায় সুড়ঙ্গ দ্বারে যত বন্ধু ছিল। দ্বাদশ দিবস হৈল কৃষ্ণ না আইল॥ মরিল গোবিন্দ তবে মনে নিশ্চয় করি। কাঁদিতে কাঁদিতে গেলা মথুরা নগরী॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

পঞ্চদশ দিন আজ হইল পরমাণ। ছাড়িল শরীর কৃষ্ণ ভল্লুক বিদ্যমান॥ যখন সুড়ঙ্গে কৃষ্ণ প্রবেশন করে। খকরুণ চিত্তে কিছু বলিল আমারে॥ দ্বাদশ দিবস দৈবে সবে যাইও ঘরে। শ্রাদ্ধ শান্তি করাইও পালিহ রুক্মিণীরে॥ বাপ মাতা শান্তি করাইও রুক্মিণী সুন্দরী। ভালমতে রাখিহ সবাই দ্বারকা নগরী॥ এতবলি সুড়ঙ্গে প্রবেশ কৈল দামোদর। যেই যোগ্য কর্ম্ম হয় করিহ সত্বর॥ এতেক অশুভ বোল দৈবকী শুনিল। হা হুতাশ করি ভূমেতে পড়িল॥ কাঁদয়ে দৈবকী দেবী হরিয়ে চেতন। রুক্মিণীকে কোলে করি করয়ে ক্রন্দন॥ কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে দেবী বলে হরি হরি। আজি হৈতে শূন্য হৈল দ্বারকা নগরী॥ কত বিঘ্ন লিখিল বিধি তোমার কপালে। এড়াইলে মরণ শত নন্দের গোকুলে॥ পাপিষ্ঠ কংশের ঠাঁই প্রাণ এড়াইল। জরাসন্ধ আঠারবার মারিতে আইল॥ তোমার বিভাস্তে দেবী রাজচক্র জিনি। এড়া-

হৈল মরণ তাহে রাখিল ভবানী॥ পাপিষ্ঠ সত্রাজিত রাজা দুঃশীল তাহারে। তাহার কারণে পুত্র ছাড়লেতে মরে॥ সাজাহ অনল কুণ্ড সবা বিদ্যমানে। অগ্নি প্রবেশিয়া আমি ছাড়িব পরাণে॥ দৈবকী ক্রন্দন শুনি রুক্মিণী সুন্দরী। হরি হরি শূন্য কে করিল মধুপুরী॥ শিশুকাল হইতে চিন্তি শ্রীমধুসূদন। কত ভাগ্যে পাই স্বামী দেব নারায়ণ॥ হেন প্রাণনাথ মোর ছাড়িল অকালে। এরূপ যৌবন পুড়ি যাব অনলাভ্যন্তরে॥ বিষাদ ভাবিয়া দেবী করয়ে ক্রন্দন। আচম্বিতে বাম উরু করয়ে স্পন্দন॥ ক্রন্দন সম্বরি দেবী বলিল বচন। নাহি মরে স্বামী মোর কমললোচন॥ সিঁতার সিন্দূর মোর আছয়ে উজ্জ্বল। দিব্য করে কণ্ঠের হার কর্ণের কুণ্ডল॥ কেউর কঙ্কণ জ্যোতিঃ অগ্নি হেন জ্বলে। নাহি মরে প্রভু মোর আছয়ে কুশলে॥ দুই বাহুশঙ্খ মোর অধিক দীপ্তি করে। কুশলে আছয়ে তথা দেব গদাধরে॥ একমনে চিন্তে দেবী চণ্ডিকা ভবানী। বিপদ নাশিনী দেবী হরের ঘরণী॥ রুক্মিণীর বাক্যে দেবী মনে আচরিয়া। পূজয়ে সুবর্ণ ঘটে পত্রিকা স্থাপিয়া॥ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি সে কারণ। দুর্গতি নাশিনী দেবী বিপদ ভঞ্জন॥ পুত্র দান দেহ দেবী আন গোবিন্দাই। তোমার প্রসাদে শোক সাগর এড়াই॥ হেন মতে পূজি চণ্ডী দৈবকী রুক্মিণী। হেথা উগ্রসেন রাজা বসুদেবে আনি॥ শান্তির বচনে তারে শান্ত করাইয়া। লৌকিক বিধান কৈল সমুদ্রকূলে গিয়া॥ দশপিণ্ড দান কৈল ক্ষত্রিয় বিধানে। সম্পূর্ণ হইল শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশ দিনে॥ হেথা নিরা-হারে যুদ্ধ করি দুই জনে। সপ্ত বিংশতি দিন কার নহিল লঙ্ঘনে॥ পিণ্ড দান তর্পণ কৈল দ্বারকা ভিতরে। দিপ্ত হয়ে কৃষ্ণের বল বাড়িল শরীরে॥ বিশেষ কৌতুক বড় করিল শ্রীহরি। রাম মূর্ত্তি দেখি ভল্লুক গোবিন্দে স্তুতি করি॥ সাগর বাঁধিয়া কৈল রাবণ মরণ। তোমার সেবক আমি বিস্তর কৈল রণ॥ তাবৎ আমারে বর দিলে চক্রপাণি। সর্ব্বত্রে অজস্র যশ জগতে বাখানি॥ চিরজীবি হয়ে বসি পাতাল ভিতরে। তোমার আদেশ কেহ লঙ্ঘিতে না পারে॥ হেন বর দিয়া কেন ছল গদাধর। কোন দোষ কৈনু গোঁসাঞী তোমার গোচর॥ ভল্লুক বচনে কৃষ্ণ হাস্য উপজিল। ছাড়িয়া ভল্লুকে কৃষ্ণ দ্বারে দাণ্ডাইল॥ উঠিল ভল্লুক রাজা স্তম্ভিত পাইয়া। একচিত্তে স্তুতি করে গোবিন্দে দেখিয়া॥ সংসারের সার গোসাঞী কমললোচন। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি সে কারণ॥ ক্রোধ শান্তি কর গোসাঞী আইস মোর পুরী। পদরজ দিয়া মুক্ত করহ শ্রীহরি॥ ঘরে আনি বসিতে দিলা রত্ন

সিংহাসন। পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপ কস্তুরি চন্দন॥ সর্ব্ব গুণে সম্পূর্ণ যেন রূপেতে পার্ব্বতী। গোবিন্দেরে বিভা সে দিলেক জাম্বুবতী॥ যৌতুক আনিয়া দিল স্যামন্তক মণি। কন্যা রত্ন লইয়া চলিলা চক্রপাণি॥ জাম্বুবান স্থানে কৃষ্ণ করিল আরোহণ। সুভদ্রের পথে উঠি করিলা গমন॥ দ্বারকা নিকটে আসি শঙ্খধ্বনি কৈলা। পাঞ্চজন্য নাদ শুনি সকলে ধাইলা॥ কৃষ্ণ আইল কৃষ্ণ আইল বলে সর্ব্বলোকে। মূর্চ্ছিতা হইয়া সবে পাশরিলা শোকে॥ জাম্বুবতী সঙ্গে ঘর আইলা শ্রীহরি। শচী সঙ্গে পুরন্দর যেন শোভা করি॥ আইল দৈবকী দেবী হরষিত মনে। পুত্র বধূ লয়ে গেলা আপন সদনে॥ হেন অদ্ভুত কথা শ্রীকৃষ্ণ বিজয়। যেই জন শুনে তার দুঃখ নাহি রয়॥ হেনই অদ্ভুত কথা শুনিলে না মরি। গুণরাজ খাঁন বলে বন্দিয়ে শ্রীহরি॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

যেমন প্রকারে মণি আনিল গদাধর। বহু জন লঞা কৃষ্ণ সভার ভিতর॥ ডাক দিয়া আনিল সত্রাজিত নৃপবরে। মণি দিয়া শুদ্ধ হৈলা সভার ভিতরে॥ যেমনে পাইল মণি কহিল গদাধরে। শুনি সত্রাজিতে লোক তিরস্কার করে॥ লাজে হেট মাথা রাজা করিল গমন। মলিন হইয়া গেলা কিছু না কৈলা বচন॥ ঘরে গিয়া সত্রাজিত অনুমান করি। কেমনে আমারে তুষ্ট হইবে শ্রীহরি॥ সংসারের সার গোসাঞী আছে সর্ব্ব ধন। কোন ধনে তুষ্ট মোর হইবে নারায়ণ॥ কন্যা রহেছে মোর ভুবনে অনুপমা। জগত মোহিনী সেই দিব সত্যভামা॥ মণি দিয়া গোবিন্দেরে দিব কন্যা দান। তবে তুষ্ট হইবে মোর কৈল অনুমান॥ আর দিন সত্রাজিত বহু জন লয়ে। চলিল গোবিন্দ স্থানে হরষিত হয়ে॥ গোবিন্দ সম্মুখে রাজা যোড় হাত করি। আমার বচন কিছু শুনহ শ্রীহরি॥ উদ্ধবে পাঠায়ে মণি মাগিল নারায়ণ। প্রসেনেরে দিয়া আজ্ঞা করিনু লঙ্ঘন॥ দৈব নিবন্ধন তার খণ্ডন না যায়। অপবিত্রে ধরিলে মণি পরাণ হারায়॥ প্রসেনে মারিল সিংহে অরণ্য ভিতরে। সব দুষ্ট নিবারিতে তোমার অবতারে॥ তুমি বিদ্যমানে আমি দুষিব কাহারে। পড়হুঁ চরণে দোষ ক্ষমহে আমারে॥ অপরাধ করিনু দোষ ক্ষমহ নারায়ণে। প্রণতি করিয়া বলি তোমার চরণে॥ সম্ভ্রমে উঠিয়া কৃষ্ণ তার হাতে ধরি। মান্য কুটুম্ব তুমি কেন হেন করি॥ ক্ষমিল সকল দোষ স্বরূপ বচন। পরম হরিষে ঘর করহ গমন॥ পুনরপি বলে রাজা যোড় করি হাত। স্বরূপে

সদয় যদি হৈলে জগন্নাথ॥ সর্ব্ব গুণে সম্পন্ন মোর আছে রূপবতী। তারে বিভা কর তুমি শুনহ শ্রীপতি॥ তোমা বিনা বর তার নাহিক সংসারে। তোমার সদৃশ সেই জগত ভিতরে॥ শুনিয়া রাজার বোল হাঁসে গদাধর। প্রসন্ন বদনে তারে দিলেন উত্তর॥ কুলে শীলে বড় তুমি সংসার ভিতরে। করিব বিবাহ আমি শুন নৃপবরে॥ বিভার শুভ দিন কৈল আনি দ্বিজবর। হরষিত হয়ে রাজা গেলা নিজ ঘর॥ ঘরে ঘরে আনন্দিত দ্বারকা নগরী। সত্যভামা করিবে বিভা দেব শ্রীহরি॥ কৌতুক মঙ্গল হৈল প্রতি ঘরে ঘরে। নেতের পতাকা উড়ে সকল নগরে॥ দোসারি মোহরি বাজে যতেক বাজন। নর্ত্তকী নাচয়ে গীত গায়ত গায়ন॥ সর্ব্বলোক আনন্দিত দিবস রজনী। সত্যভামা করিব বিভা দেব চক্রপাণি॥ পৃথিবী উপরে বৈসে যত নৃপবর। কৌতুক দেখিতে আইলা দ্বারকা নগর॥ অধিবাস গোপ্য মাঙ্গল্য কৈল গদাধরে। বিভা করিতে গেলা কৃষ্ণ সত্রাজিত ঘরে॥ সহজে সুন্দর কৃষ্ণ রমণী মনোহর। নানা রত্নে ভূষিত জিনি পঞ্চশর॥ ত্রৈলোক্য সুন্দরী সেই দেবী সত্যভামা। যেন বর তেন কন্যা নাহিক তুলনা॥ শুভক্ষণে শুভদিনে দুঁহে দরশন। নীলমণি কাঞ্চনে যেন হইল মিলন॥ কন্যা দিয়া সত্রাজিত কৈল নানা দানে। হস্তি ঘোড়া রথ দিল যতেক বিধানে॥ যৌতুক আনিয়া দিল স্যমন্তক মণি। পালিহ আমার কন্যা দেব চক্রপাণি॥ বিভা করি নারায়ণ চড়ি নিজ রথে। আইলা আপন ঘর দেব জগন্নাথে॥

ভৈরবী রাগ।

ঘরে আসি শ্রীহরি মণি হাতে করি। বাপ মায়ে বলদেবে কহয়ে গোচরি॥ তোমা সবাকার যোগ্য নহে এই মণি। অপবিত্রে ধরিয়া প্রসেন হারাইল প্রাণি॥ এক বোল বলি যদি সবে ধর চিতে। পুনরপি মণি দিয়ে রাজা সত্রাজিতে॥ কৃষ্ণের বচন শুনি সবে হরষিত। সত্রাজিতে মণি দেহ সবার বিহিত॥ তবে সত্রাজিতে আনি দৈবকী নন্দনে। মণি দিয়া কৈল তাঁর চরণ বন্দনে॥ মণি লহ রাজা মনে না করিহ কিছু। সবার সম্মিত মণি তোমার ঘরে থাকু॥ পূজা করিবে মণি শুন নৃপবর। যেন সুখে থাকে লোক দ্বারকা ভিতর॥ কৃষ্ণের বচনে হরষিত নৃপবর। মণি লয়ে সত্রাজিত আইল নিজ ঘর॥ পূজিয়ে নৃপতি মণি রাখি আপন ঘরে। নানা সুখে বৈসে লোক দ্বারকা নগরে॥ রূপে গুণে সোহাগিনী হইলা সত্যভামা। রুক্মিণী যুবতি

নহে তাহার উপমা॥ হেনমতে সুখে তথা আছেন চক্রপাণি। আচম্বিতে পাণ্ডবের মৃত্যু কথা শুনি॥ শুন শুন ওহে কৃষ্ণ জগত কারণ। মায়ে পোয়ে পুড়ে মৈল পাণ্ডুর নন্দন॥ পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন রাজা দেখিতে না পারে। কত করি ইন্দ্রজাল নিজ গৃহে করে॥ প্রকার করিয়া তথা পাঠাইল কুন্তী। রাত্রি কালে নিদ্রা অচেতনে হৈল ক্লান্তি॥ পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন অগ্নি দিয়া পুড়াইল। শুনিয়াত গদাধর মনেতে চিন্তিল॥ নাহি মরে পাণ্ডু পুত্র মনেতে জানিল। মনেতে গণিয়া কৃষ্ণ তথায় চলিল॥ মায়ের সহিত কুশলে আছি অরণ্য ভিতরে। লৌকাচার উদ্দেশ তার হয় করিবারে॥ এতেক চিন্তিয়া হরি যাত্রা করিয়া। হস্তিনা পুরেতে গেলা রথেতে চড়িয়া॥ দেখিলাত গিয়া ভীষ্ম মহাজন। দ্রোণ কর্ণ ধৃতরাষ্ট্র রাজা দুর্য্যোধন॥ কর্ণ সত্য বিদুর দেবী সত্যবতী। তথা তথা নিজ ঘরে সুখে নিবসতি॥ পাণ্ডবের শোকে সবে চিন্তিত অনুক্ষণ। শান্ত করাইয়া তথা রহিলা নারায়ণ॥ এখানেতে কৃতবর্ম্মা শতধন্বা অক্রূর মিলিয়া। দ্বারকায় যুক্তি করে এ তিনে মিলিয়া॥ ধর্ম্ম লঙ্ঘন করে রাজা সত্রাজিতে। তারে বধ করহ যে কোন উপায়েতে॥ শত-ধন্বারে কন্যা দিব প্রতিজ্ঞা করিয়া। দিলেক কৃষ্ণকে বিভা সবাকে ভাণ্ডিয়া॥ এখন স্যমন্তক মণি আছে তার ঘরে। সত্রাজিতে মারি মণি আনহ সত্বরে॥ যাবত না আইসে কৃষ্ণ দ্বারকা নগরী। তাবত আনহ মণি রাজাকেও মারি॥ তবে শতধন্বা যায় চোর রূপ ধরি। ঘোরতর নিশাকালে প্রবেশিলা পুরী॥ সুখে নিদ্রা যায় রাজা পালঙ্ক উপরে। মাথা কাটি মণি লয়ে আইল নৃপবরে॥ তবেত রাজার ঘরে ক্রন্দন উঠিল। রাজা কাটি মণি লয়ে কোন চোর গেল॥ তবে সত্যভামা দেবী বাপের মরণে। ভূমে লোটাইয়া কাঁদে করুণ নয়নে॥ সর্ব্বলোক কাঁদে যত দ্বারকা নগরী। কোন জন হেন কর্ম্ম কৈল এই পুরী॥ ক্রন্দন সম্বরি সত্যভামা মহাদেই। তৈল কুণ্ডে বাপে থুয়ে গেলা কৃষ্ণ ঠাঁই॥ যথা নিবসয় কৃষ্ণ হস্তিনা নগরে। শীঘ্রগতি রথে চড়ি পাইল সত্বরে॥ কাঁদিতে কাঁদিতে কহে কৃষ্ণের চরণে। ভূমে পড়ি কহে কথা বাপের মরণে॥ জগতের নাথ গোসাঞী সংসারের সার। তুমি বিদ্যমানে বাপ মরয়ে আমার॥ নিদ্রা যায় বাপ মোর পালঙ্ক উপরে। বাপে কাটি মণি মোর নিল কোন চোরে॥ শুনি চমকিত কৃষ্ণ বিলম্ব না কৈল। সত্যভামা সনে কৃষ্ণ রথেতে চড়িল॥ শীঘ্রগতি আইলা কৃষ্ণ দ্বারকা নগরে। তত্ত্ব জানিতে চর নিয়োজিল ঘরে ঘরে॥ শঠকর্ম্ম গূঢ় পাপ লুকান না রহে। জানিলা কোটাল তত্ত্ব গোবিন্দে

চর কহে॥ শতধন্বা মাইল সত্রাজিত নৃপবর। বুঝিয়া উচিত ফল কৈল গদাধর॥ বলদেব উদ্ধব সঙ্গে যুক্তি করে গদাধর। শতধন্বা মারিবারে নড়িলা সত্বর॥ শুনিয়া উদ্দেশ শতধন্বা মনে গুণে। ডাক দিয়া অক্রূর কৃতব্রহ্মা আনে॥ তোমার বচনে মাইল রাজা সত্রাজিতে। এখন সাজিল কৃষ্ণ জিনিব কেমতে॥ তোমরা দুজন যদি হওত সদয়। তবেত জিনিব কৃষ্ণ মোর মনে লয়॥ শুনিয়া অক্রূর বলিল পরিহার। হেন বোল রাজা মোরে না বলিও আর॥ মহারাজা কংশ ছিল পৃথিবী মণ্ডলে। স্ববংশে তাহারে কৃষ্ণ মারিল শিশুকালে॥ জরাসন্ধ মহারাজা বিদিত সংসারে। যুদ্ধে হারাইনু তারে অষ্টাদশ বারে॥ মহারাজা রুক্মির করিল বিপরীত। কালয[illegible] মারি জগতে বিদিত॥ সাত বৎসরের কালে পর্ব্বত ধরিল। আপনি [illegible]র সেই অবতার কৈল॥ তার সনে যুদ্ধ করি জিনিব কোন জন। প্রাণ [illegible] পলাহ রাজা না করিহ রণ॥ অক্রূরের বচন শুনি মন স্থির কৈল। [illegible]শ করিয়া রাজা অক্রূরে কহিল॥ ধার্ম্মিক বড় তুমি কহিলে উপদেশ। মণি থাকুক তোমার ঠাঁই যাই বনবাস॥ এতবলি সেই মণি অক্রূর স্থানে থুইল। ঘোড়াতে চড়িয়া রাজা বনেতে চলিল॥ ত্রাসে পলাইল রাজা স্ত্রী পুত্র এড়িয়া। হেন বেলা গদাধর ঘর বেড়িল আসিয়া॥ পলাইল শতধন্বা মনে ভয় করি। রাম কৃষ্ণ যান তবে পদ অনুসারি॥ মিলিলা তথায় গিয়া দেব গদাধর। কৃষ্ণ দেখি অশ্ব ছাড়ি পলায় নৃপবর॥ তবে বলদেবে কিছু কৈল গদাধরে। রথে চড়ি যাই আমি কানন ভিতরে॥ ঘোঁড়া এড়ি পদে রাজা পলাইয়া যায়। রথে চড়ি যাই আমি ক্ষত্র ধর্ম্ম নয়॥ এত বলি রথে হৈতে নামি গদাধর। ধাইল রাজার কাছে কানন ভিতর॥ ধর ধর বলিয়া ধাইল চক্রপাণি। ত্রাসে শতধন্বা রাজা ছাড়িল পরাণি॥ খড়্গে গদাধর তারে খণ্ড খণ্ড করি। মণির কারণ তার শরীর বিচারি॥ কোথাহ না পাইল মণি দেব গদাধরে। মণি না পাইয়া মিথ্যা মারিল নৃপবরে॥ আসিয়াত বলদেব কৈল এই বাণী। মণি না পাইনু মিথ্যা মারিনু নৃপমণি॥ হাসিয়াত বলদেব কৈল ক্রোধ বাণী। স্ত্রী লাগি আমারে কেন ভণ্ড চক্রপাণি॥ স্ত্রীকে দেহ লয়ে আমি নাহি চাহি মণি। এত বলি বলরাম কৈল তাঁরে বাণী॥ নাহি চাহি মণি আমি তুমি চল ঘর। ঋষিগণ দেখিতে যাই মিথিলা নগর॥ মিথিলা গেলেন বলাই শুনি দুর্য্যোধন। গদা যুদ্ধ করিবারে করিল গমন॥ হেথা লজ্জা পেয়ে হরি গেলা নিজ পুরী। সত্যভামার আগে কৈল যোড়হাত করি॥ শুন দেবী সত্যভামা

বলিয়া তোমারে। মারিলাত শতধন্বা বনের ভিতরে॥ মারিয়া শরীর তার করিনু বিচারে। না পাইনু মণি প্রিয়া বলিনু তোমারে॥ শুনিয়া কাঁদয়ে সতী ছাড়য়ে নিশ্বাসে। রুক্মিণীকে দিবে মণি করিয়া নৈরাশে॥ তাপ হৈল ঘর কর লয়ে সেই নারী। ক্রোধ করি বাপ ঘর চলিলা সুন্দরী॥ মিথ্যা বাদে রুষ্ট কৃষ্ণ হইলা দুঃখিত। কেন হেন বাদ হইল মোর আচম্বিত॥ দুঃখ মনে করি কৃষ্ণ গেলা নিজ ঘরে। মণি হেতু চিন্তা বড় বাড়িল অন্তরে॥ হেনকালে অক্রূর সে মনে চিন্তা করি। ছাড়িয়া দ্বারকা গেলা ভোজরাজ পুরী॥ তবেঁত দ্বারকা পুরী অরিষ্ট জন্মিল। দ্বাদশ বৎসর তথা অনাবৃষ্টি হৈল॥ দুর্ভিক্ষ রোগ শোক হইল তথাই। চিন্তিত সর্ব্বলোক কি হইল গোসাঞী॥ উৎপাত দেখিয়া সব যুবা বৃদ্ধ আসি। অনুমান করি সব এক স্থানে বসি॥ সুবলের পুত্র অক্রূর সুধার তনয়। সেইত ছাড়িল দেশ উৎপাত হয়॥ মাতামহী যবে তার গর্ভ ধরিল। দ্বাদশ বৎসরে গর্ভ ভুমিষ্ট না হৈল॥ নানা যজ্ঞ কৈল রাজা কৈল নানা দানে। নিত্য এক সুবর্ণ শৃঙ্গ দেয়ত ব্রাহ্মণে॥ তবে সে প্রসব হৈল গর্ভ সুলক্ষণে। কন্যা রত্ন হৈল আসি রাজার ভুবনে॥ আচম্বিতে কাশীপুরে অনাবৃষ্টি হৈল। তবে সেই পুরে সবে অনুমান কৈল॥ দুর্ভিক্ষে লোক সব বড় দুঃখ পাইল। সুবলেরে কন্যা দিতে কাশীরাজ কৈল॥ সকল লোকের বোলে সেই কাশী রাজা। সুবলেরে কন্যা দিয়া কৈল তার পূজা॥ তবে সেই পুরে ইন্দ্র বৃষ্টি আরম্ভিল। ঘুচিল দুর্ভিক্ষ তথা শস্য বড় হৈল॥ তার গর্ভে উপজিল অক্রূর মহাশয়। তাহারে আনিলে দেশে দুর্ভিক্ষ পলায়॥ তবে অনুমান করি কৈল গদাধরে। বৃদ্ধ সব মেলি গেল অক্রূর আনিবারে॥ সত্য সম্মত করি অক্রূর আনিল। আগমন মাত্রে ইন্দ্র বহু বৃষ্টি কৈল॥ খণ্ডিল সকল দুঃখ যতেক প্রকার। আনন্দিত সর্ব্ব লোক হরিষ অপার॥ বৃষ্টি দেখি বিস্মিত কৃষ্ণ মনে মনে গুণে। অক্রূরের গুণ নহে মণির কারণে॥ দিন কতক থাকি কৃষ্ণ কৈল অক্রূরেরে। ভোজন করিবে আজ আমার মন্দিরে॥ মিষ্ট অন্ন খাওয়াইয়া কৈল গদাধর। হাতে ধরি বৈল কহ স্বরূপ উত্তর॥ সত্রাজিতের মণি আছে তোমার ভুবনে। শতধন্বা তোমারে দিল হেন লয় মনে॥ ঈষৎ হাঁসিয়া তবে অক্রূর বলিল। মরণ সময় মণি শতধন্বা থুইল॥ আছয়ে সে মণি রত্ন আমার যে ঘরে। আজ্ঞা হৈলে আনি গোসাঞী তোমার গোচরে॥ মেলানিত দিল তারে ত্রিদশ ঈশ্বর। বলদেবে আনিতে গেল মিথিলা নগর॥ মিনতি প্রণতি করি

বলিল হলধরে। সত্বরে চলহ প্রভু দ্বারকা নগরে॥ যতেক ত্রিবিধ লোক দ্বারকাতে বৈসে। ভুঞ্জিতে আমন্ত্রণ গোসাঞী করিল বিশেষে॥ বিশিষ্ট অন্ন পান লোকে সান্তর্পণ করি। সভা করি বসি তথা দেব শ্রীহরি॥ রুক্মিণী সত্যভামা আর জাম্বুবতী। সবাকারে বসাইল লইয়া শ্রীপতি॥ তবে দাণ্ডাইয়া দেবী যুড়ি দুই হাত। অক্রূরের প্রণতি করি বৈল জগন্নাথ॥ সত্রাজিতের মণি আছে তোমার ভুবনে। শতধন্বা দিল মণি হেন লয় মনে॥ যে পাকে পাইলে মণি যেমন প্রকারে। সভা মধ্যে কহ কথা হউক প্রচারে॥ কৃষ্ণের কথা শুনিয়া অক্রূর মহাশয়। যোড়হাতে কহে কথা করিয়া বিনয়॥ শতধন্বা দিল মণি মরণ সময়ে। তবে আনি দিল মণি বলিল সবায়ে॥ লজ্জিত যে বলদেব হেট মাথা করি। সত্যভামা দেবী বলে পরিহার করি॥ গোবিন্দ বলে লজ্জা না করিহ মনে। মিথ্যা বাদ হৈল মোর মণির কারণে॥ ভাদ্রে চতুর্থীর চন্দ্র দেখিনু কৌতুকে। তাহার কারণে মিথ্যা উপজিল লোকে॥ তেকারণে মিথ্যা বাদ হৈল সর্ব্বলোকে। এই সে কারণে আমি বলি এ সবাকে॥ তিন তালি মারি আনি সবাকে বলিয়া। ভাদ্র চতুর্থীর চন্দ্র কভু না দেখিয়া॥ আজি হরিতালিকা তিথি বলিলা শ্রীহরি। সতর্কে থাকিহ লোক চন্দ্র পরিহরি॥ যদিবা চন্দ্রের সনে হয় দরশন। এই প্রবন্ধ মোর করিহ স্মরণ॥ খণ্ডিবে সকল মিথ্যা হবে সুলক্ষণ। সত্য সত্য বলি আমি শুন সর্ব্বজন॥ তবেত শ্রীহরি মণি হাতে করি নিল। সভার ভিতরে কৃষ্ণ বলদেবে বৈল॥ মদে মত্ত ভাই তুমি তোমার যোগ্য নহে। সত্যভামা লয় যদি তোমাকে ছাড়হে॥ তেকারণে থাক মণি অক্রূরের স্থানে। পবিত্রে থাকিলে সুখি হবে সর্ব্বজনে॥ এত বলি মণি দিল অক্রূরের হাতে। মণি দিয়ে পূজিবারে বৈল জগন্নাথে॥ স্যমন্তক হরণ কথা অদ্ভুত সংসারে। একচিত্তে শুনিলে যায় বৈকুণ্ঠ নগরে॥ ইহলোকে সুখে থাকে পরলোকে গতি। ইহার শ্রবণে হয় বৈকুণ্ঠে বসতি॥ সত্যভামা জাম্বুবতী বিভা একবারে। গুণরাজ খাঁন বলে কৃষ্ণ অবতারে॥

আসওয়ারি রাগ।

শ্রীকৃষ্ণ বিজয় নব শুন এক চিত্তে। কালিন্দীরে বিভা কৃষ্ণ করিল যেমতে। রুক্মিণী সত্যভামা দেবী জাম্বুবতী। তিন নারী লয়ে কৃষ্ণ সুখে নিবসতি॥ শক্র জিনি নিদ্রা যায় পালঙ্ক উপর। আচম্বিতে পাণ্ডব চিন্তা

কৈল গদাধর॥ অনেক বিঘ্ন এড়াইল অরণ্য ভিতরে। হিড়িম্ব মারি বক মারি জিনিল স্বয়ম্বরে॥ দ্রৌপদী বিবাহ কৈল দ্রুপদ নগরে। শুনি দুর্য্যোধন রাজা আনিল নিজ ঘরে॥ যুধিষ্ঠিরে বিনয় করি দিল রাজ্য ভার। হেনই সময়ে উদ্দেশ করিব তাহার॥ শুভক্ষণ করি বসে দারুক সংহতি। নড়িলাত হস্তিনাতে দেব শ্রীপতি॥ দেখিল বান্ধব সব হরষিত মনে। ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রের কৈল চরণ বন্দনে॥ দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য দেবী সরস্বতী। কুন্তী যুধিষ্ঠিরে কৃষ্ণ করিল প্রণতি॥ অর্জ্জুন সহিত কৃষ্ণ কৈল কোলাকুলি। নকুল সহদেবে কৃষ্ণ আশিষ দিয়া তুলি॥ যেই মত ছিল যার যেমত বিধান। ভিমসেনে নমস্করি বসিলা নারায়ণ॥ রাজাসনে হরষিত কৃষ্ণ দরশনে। ভোজন করিল কৃষ্ণ মিষ্ট অন্ন পানে॥ হেনমতে নানা সুখে আছে নারায়ণ। রথে চড়ি অর্জ্জুন সঙ্গে করিল গমন॥ কৌতুকে কৌতুকে গেলা জাহ্নবীর কুলে। এক নারী তপ তথা করয়ে বিশালে॥ উন্মত্ত যৌবন তার পীন পয়োধর। সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী রামা লক্ষ্মী অবতার॥ ব্রত উপবাসে তপ করে ঊর্দ্ধ জলে। দেখিয়া সুন্দরী কৃষ্ণ অর্জ্জুনেরে বলে॥ দেখ দেখ সখা হের অদ্ভুত রমণী। ঊর্দ্ধপানে তপ করে ত্যজি অন্ন পানি॥ নাহিক শরীরে দোষ প্রথম যৌবন। পতি হেতু তপ করে বুঝহ কারণ॥ রথে চড়ি চল সখা উহার সমীপে। জিজ্ঞাসহ গিয়া কন্যা কেন করে তপে॥ কৃষ্ণের বচনে অর্জ্জুন গেলা তাঁর ঠাঞী। ভক্তি করি জিজ্ঞাসিল কেবা তুমি হই॥ হেন উগ্র তপ তুমি কর কি কারণে। শরীরে না দেখি দোষ অশুভ লক্ষণে॥ সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী তুমি যেন বিদ্যাধরী। মিছে না বলহ কন্যা কহ সত্য করি॥ শুনিয়া অর্জ্জুন বাণী সম্ভ্রমে তপ এড়ি। বিনয়ে কহিল কথা দুই হাত যুড়ি॥ সূর্য্যের নন্দিনী আমি কালিন্দী নাম মোর। বাপের বচনে তপ করি যে কঠোর॥ দেখিয়া যৌবন মোর ত্রিদশ অধিকারী। বৈল কন্য যাহ তুমি হস্তিনা নগরী॥ জাহ্নবীর জলে যাহ অরণ্য ভিতরে। ঊর্দ্ধপদে তপ তুমি করিহ বিস্তরে॥ ভারাবতারণে পৃথ্বী যাবে নারায়ণ। দুষ্ট দৈত্য মারিবেন শ্রীমধুসূদন॥ সেই তোমার যোগ্য বর হবে ত্রিভুবনে। তপ কৈলে পাবে তুমি কমললোচনে॥ সেইত কারণে তপ করি এই স্থানে। কহিনু পুরুষবর আপন কথনে॥ শুনিয়া অর্জ্জুন গেলা যথা গোবিন্দাই। হাঁসিয়া সকল কথা কহিল তার ঠাঞী॥ সূর্য্য কন্যা সম রত্ন নাহি ত্রিভুবনে। তুমি স্বামী হবে তপ করে এক মনে॥ চল ঝাট আন গিয়া ত্রৈলোক্য সুন্দরী। না কর বিলম্ব শুন দেব শ্রীহরি॥ রথে চড়ি দুই জন

হাঁসিতে হাঁসিতে। রথে তুলি কন্যা লয়ে চলিলা ত্বরিতে॥ যুধিষ্ঠিরে গিয়া কৈল বচন বিনয়। শুনিয়া কৌতুক বড় রাজার হৃদয়॥ পুরীর নির্ম্মাণ কৈল বিচিত্র সুবেশে। প্রতি ঘরে পতাকা উড়ে সুবর্ণ কলসে॥ গোবিন্দ করিব বিভা সূর্য্যের নন্দিনী। হরষিত সর্ব্বলোক দিবস রজনী॥ পরম হরিষে গোসাঞী কালিন্দী বিভা কৈল। নানা রঙ্গে ঢঙ্গে তথা দিবস বঞ্চিল॥ হেনকালে অগ্নি বায়ু আইলা কৃষ্ণের ঠাঁই। যোড়হাতে বলে শুন দেব গোবিন্দাই॥ যেই দুঃখে আইলাম শুন নারায়ণ। বিনা মাংসে রোগ মোর না যায় খণ্ডন॥ যজ্ঞ ঘৃতে অজীর্ণে আমি বড় দুঃখ পাই। এক কথা নিবেদন কৈল তোমার ঠাঞী॥ খাণ্ডব দাহন যদি কর নারায়ণ। খাণ্ডবে বহুত আছে বন পশুগণ॥ ইন্দ্রের বচন কেহ লঙ্ঘিতে না পারে। অগ্নি দিলে পুড়ে ইন্দ্র বরিষণ করে॥ শরজালে বৃষ্টি যদি রাখ নারায়ণ। সকল খাইয়া ঘৃত করি বিমোচন॥ তথাস্তু বলিয়া হরি অঙ্গীকার করিয়া। অর্জ্জুন সহিত চলে ধনুর্ব্বাণ লইয়া॥ অর্জ্জুন সহিত করি বনে অগ্নি দিল। পুড়িয়া সকল বন অগ্নি তুষ্ট কৈল॥ হেনই সময় ইন্দ্র বরিষণ কৈল। শরজালে অর্জ্জুন বীর বনে অগ্নি দিল॥ হেনমতে কত দিন বঞ্চিল গদাধর। কালিন্দী সহিত গেলা দ্বারকা নগর॥ কালিন্দী করিল বিভা দেব নারায়ণে। গুণরাজ খাঁন বলে গোবিন্দ চরণে॥

হিল্লোল রাগ।

হেনমতে দ্বারকায় আছে চক্রপাণি। আচম্বিতে মিত্রবৃন্দার স্বয়ম্বর শুনি॥ অবন্তী রাজার কন্যা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী। সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী রামা রূপেতে অপ্সরী॥ বাপ কৈল কন্যার যোগ্য ভাল আছে বর। বসুদেব সুত বর দেব গদাধর॥ বিন্ধ অরবিন্ধ কন্যার সহোদর দুভাই। শুনিয়ে ত্বরিতে দুঁহে গেলা বাপের ঠাঁই॥ কেন হেন বল বাপা অযোগ্য বচন। আমার ভগীর যোগ্য গোওয়ালা নন্দন॥ স্বয়ম্বর করিয়া আনিব সব রাজা। যার যেই যোগ্য হয় করিব তার পূজা॥ পুত্রের বচনে স্বয়ম্বর করে নৃপবর। জানিল সকল কথা দেব দামোদর॥ রথ সাজি গেলা কৃষ্ণ অবন্তী নগরে। রথে তুলি কন্যা লয়ে আনিল সত্বরে॥ রথ আগুলিল রাজা যুদ্ধ করিবারে। একলা জিনিল কৃষ্ণ সকল রাজারে॥ রাজা জিনি কন্যা আনি দেব গদাধর। হরষিত সর্ব্বলোক দ্বারকা নগর॥ তবে আনি শুভক্ষণে কন্যা বিভা কৈল। মিত্রবৃন্দা সনে কৃষ্ণ রজনী বঞ্চিল॥ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় নর শুন একমনে। পুনরপি জন্ম নহে গুণরাজ ভণে॥

তবে কতদিনে রাজা কেকয় অধিপতি। শ্রুতি কৃত্তি তার মহাযোগ্য-বতি॥ বসুদেবের ভগিনী জগতমোহিনী। ভদ্রা নামে কন্যা তার গুণের শালিনী॥ কারে কন্যা বিভা দিব মনে মনে গুণি। ইহার সে যোগ্য বর দেব চক্রপাণি॥ পুত্র পাঠাইয়া দিল দ্বারকা নগরী। নানা পূজা করি ঘরে আনিল শ্রীহরি॥ কৌতুক মঙ্গল বড় কৈল নৃপবর। কন্যা দিয়া নানা ধনে পূজিল গদাধর॥ অশ্ব হস্তি রথ দিল করিয়া সাজন। দাস দাসী নানারঙ্গ যতেক বিধান॥ হরষিতে কন্যা লয়ে আনি গদাধর। সুভদ্রা সহিত আইলা দেব দামোদর॥ ছয় কন্যা বিভা কৈল দেব শ্রীহরি। আনন্দিত সর্ব্বলোক দ্বারকা নগরী॥ ছয় কন্যা বিভা কৈল কমললোচনে। কৃষ্ণের বিজয় গুণ গুণরাজ ভণে॥

পৃথিবীর মধ্যভাগে কৌশল্যা নগরী। নগ্নজীতা নামে রাজা তাহে অধি-কারী॥ ধার্ম্মিক বড়ই রাজা বৈষ্ণবের সীমা। কন্যা রত্ন হৈল তার রূপে অনুপমা॥ লক্ষ্মী অংশে কন্যা তার গুণের নাহি সীমা। ত্রিভুবনে দিতে নাহি তাহার উপমা॥ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী রামা জগতমোহিনী। কারে বিভা দিব রাজা মনে মনে গুণি॥ নারদ মুনির মুখে সকল শুনিল। ভারাবতারণে হরি পৃথিবীতে আইল॥ প্রতিজ্ঞা করিয়া রৈল সভার ভিতরে। এক শত বৃষ যেই বাঁধে একবারে॥ সেইত আমার কন্যা বিবাহ করিবে। আর কোন প্রকারে কন্যা বিবাহ না দিবে॥ শুনিয়া কন্যার কথা সব নৃপবর। কামে অচেতন হৈয়া গেলা কৌশল্যা নগর॥ প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলা বৃষ বাঁধিবারে। বৃষের নিকটে গিয়া পলান সত্বরে॥ কেহ বা বাঁধিতে চায় কামে অচেতনে। একগোটা বাঁধিতে কেহ নারিল যতনে॥ বৃষ বাঁধিতে নারে মহা মহা রাজা। সেই পথে পলাইল পেয়ে বড় লজ্জা॥ যত যত রাজা সব পৃথিবীতে বৈসে। বাঁধিতে নারিল কেহ এক গোটা বৃষে॥ তবে নগ্নজীতা নারী গুণে মনে মনে। আমাকে বিভা করিতে নহিব কোন জনে॥ প্রতিজ্ঞাতে বিভা মোর না হব এইকালে। বাপের কারণে আমি না পাইনু গোপালে॥ বিষাদ করিয়া রামা মনে মনে গুণি। এক চিত্তে বর মাগে পূজিয়া ভবানী॥ সৃষ্টির পালিনী দেবী দুর্গতি নাশিনী। বর দেহ দেবী মোরে হরের ঘরণী॥ স্বামী করি দেহ মোরে দেব চক্রপাণি। ত্রিভুবনের সার তুমি জগতমোহিনী॥ নহেত স্ত্রীবধ দিব তোমার উপরে। জন্মে জন্মে পাই যেন দেব গদাধরে॥ হেনমতে আছে কন্যা কৃষ্ণ চিত্তে করি। দ্বারকা থাকিয়া মনে জানিল শ্রীহরি॥

ত্রিদশের নাথ গোসাঞী সকল জানিল। বিশেষে বৃষের কথা সর্ব্বত্রে শুনিল॥ অন্তরে কৌতুক হৈলা দেবগদাধর। শতবৃষ বাঁধিতে গোসাঞী চলিল সত্বর॥ রথে চড়ি গেলা গোসাঞী কোশল্যা নগর। কৃষ্ণ দেখি হরষিত হৈলা নৃপবর॥ সম্ভ্রমে উঠয়ে রাজা পাদ্য অর্ঘ্য লয়ে। ঘরে আনে গদাধর সভৃত্যে পূজিয়ে॥ মিষ্ট অন্ন পান দিয়া করাইল ভোজন। জিজ্ঞাসিল রাজা কেনে করিলে গমন॥ ঈষৎ হাঁসিয়া বৈল দেব চক্রপাণি। তোমার কন্যার বিভা লোক মুখে শুনি॥ সেহেতু আমারে বিভা শুন নৃপবর। বিভা করিবারে আইলাম তোমার নগর॥ শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য যুড়ি দুই কর। ভাল বোল বৈলে গোসাঞী ত্রিদশ ঈশ্বর॥ তোমাকে যে দিব বিভা মনে দৃঢ় করি। বিষম প্রতিজ্ঞা কৈল শুনহ শ্রীহরি॥ মম ভাগ্যে মোর ঘর আইলা গদাধর। শত গোটা বৃষ বান্ধি কন্যা বিভা কর॥ শুনিয়া রাজার বোল দেবনারায়ণ। এত বড় প্রতিজ্ঞা রাজা কৈলে কি কারণ॥ যবে কোন অধম বল বড় হইয়া। করয়ে কন্যাকে বিভা বলদ বাঁধিয়া॥ তবে কোন কর্ম্ম হব শুন নৃপবর। সংসারেত অপযশ ঘুষিব বিস্তর॥ শুনিয়া বলিল রাজা শুন নারায়ণ। এক গোটা বৃষ বাঁধে নাহিক হেন জন॥ তোমা ভিন্ন বান্ধে হেন নাহিক সংসারে। বুঝিয়া প্রতিজ্ঞা কৈল শুন গদাধরে॥ বৃষ বান্ধি বিভা কর পরম রূপসী। তুমি তার যোগ্য সেই তোমার সাদৃশী॥ শুনিয়া রাজার বোল হাঁসি গদাধর। শত বৃষ বাঁধিতে কৃষ্ণ যায় একেশ্বর॥ মহাকায় বৃষ সব দেখিতে ভয়ঙ্কর। সাত মূর্ত্তি হইয়া বৃষ বান্ধে গদাধর॥ দেখিয়াত মহারাজা নড়িলা সত্বরে। আনিয়াত কন্যাদান কৈল নৃপবরে॥ সহজে সুন্দরী রামা জগত মোহিনী। নানা রত্নে ভূষিতা কন্যা দিল নৃপমণি॥ অশ্ব হস্তি দিল রাজা নানাবিধ দান। দাস দাসী নানা ধন যতেক বিধান॥ বিভা করি নারায়ণ রথেতে চড়িয়া। নড়িলা দ্বারকাপুরী কন্যা রত্ন লইয়া॥ নানারত্নে নানা ধনে দ্বারকা পূজিয়া। সুখে নিবসন্তি কৃষ্ণ বন্ধুজন লইয়া॥ কৃষ্ণের চরিত্র নর শুন এক মনে। নগ্নজীতা বিভা গুণরাজ খাঁন ভণে॥

কামোদ রাগ।

হেনকালে মদ্ররাজা আপন ভবনে। লক্ষণা বিবাহ কার্য্য চিন্তি মনে মনে॥ ডাক দিয়া পাত্র মিত্র আনি নৃপবর। বিবাহ যোগ্য কন্যা হৈল কর স্বয়ম্বর॥ রাজার আদেশে দূত পাঠায় দেশে দেশে। পুরী নিরমাণ কৈল

বিচিত্র সুবেশে॥ রাধাচক্র গড়িল যেন ইন্দ্রের বিধানে। এক যোজন উর্দ্ধে যোরে লোকের অদর্শনে॥ ধনুর্ব্বাণ যুড়িয়াত ইন্দ্রের বিধানে। যেই জন বিন্ধে তারে দিব কন্যা দানে॥ আদেশিল নরপতি হরষিত মনে। রাধাচক্র রচিত কৈল পুরী নিরমাণে॥ রাজযোগ্য স্থল কৈল রাজা রহিবারে। নর্ত্তক নাচয়ে গীত প্রতি ঘরে ঘরে॥ পৃথিবীর মধ্যে যত আছে নৃপবর। পরম হরিষে আইলা মদ্রের নগর॥ আসিয়া বসিলা সবে স্বয়ম্বর স্থানে। রাধাচক্র বিন্ধিবারে আইলা আর দিনে॥ তবে মদ্র অধিপতি অতিথি ব্যবহারে। নানা রত্নে পূজা কৈল সব নৃপবরে॥ করযুড়ি বলে রাজা সবা বিদ্যমানে। যেই চক্র বিন্ধে তারে কন্যা দিব দানে॥ পরিহার করি তবে মদ্ররাজা রৈল। উর্দ্ধমুখ করি সবে চক্র নিরখীল॥ বিক্রম করিয়া যায় যত নরপতি। নারিল পুরিতে ধনু অনেক শকতি॥ মৎস্য রাজা রুক্মী রাজা বিদর্ভ ঈশ্বর। নারিল পুরিতে ধনু সভার ভিতর॥ দুর্যোধন শত ভাই তুলিয়া চাহিল। গুণ দিয়া ধনু কেহ পুরিতে নারিল॥ সাম্ব সঞ্জনি বৃহক্রম কাশীরাজ। গুণ দিতে নারিল কেহ পায় বড় লাজ॥ নকুল সহদেব আর যত যত রাজা। না তুলিল ধনু তারা কৈল বড় পূজা॥ তবে ভীমসেন ধনু হাতেতে তুলিল। পুরিয়াত বাণ তিহোঁ এড়িতে নারিল॥ তবেত অর্জ্জুন বীর ধনুক তুলিয়া। এড়িলেন বাণ গোটা আকর্ণ পূরিয়া॥ পরশিয়া চক্রে বাণ ভূমিতলে পড়ে। লজ্জাতে অর্জ্জুন বীর ধনুর্ব্বাণ এড়ে॥ তবেত হাঁসিয়া কৃষ্ণ দৃঢ় করি পরি। লইল ধনুক বাণ আপনি শ্রীহরি॥ বাম হাতে ধনু ধরি আকর্ণ পূরিয়া। এড়িলেন বাণ গোটা চক্র সে দেখিয়া॥ সংসারের সার গোসাঞী অপূর্ব্ব মায়া জানি। বাণে কাটি মৎস্য গোটা ফেলে চক্রপাণি॥ প্রতিজ্ঞা সফল হৈল দেখি মদ্ররাজা। পাদ্য অর্ঘ্য মধু দিয়া কৈল তাঁরে পূজা॥ তবেত লক্ষ্মণা দেবী ত্রৈলোক্য সুন্দরী। স্বয়ম্বর স্থানে গেলা হাথে মালা করি॥ উজ্জ্বল বসনের আঁচল বিধিয়া। নানা রত্নে আভরণে ভূষিত হইয়া॥ মত্ত গজগামিনী রামা নূপুর বাজে পায়। পদে পদে ধ্বনি যেন রাজহংসী যায়॥ পুরুষ বিদুষী কন্যা জানে সর্ব্ব কলা। সভা দীপ্ত কৈল যেন বিদ্যুতের মালা॥ হাথে মালা করি দেবী গোবিন্দের পাশে। কৃষ্ণের গলেতে মালা দিলেন হরিষে॥ জয় জয় শব্দ হৈল সকল সংসারে। স্বয়ম্বরে লক্ষ্মণা বিভা কৈল গদাধরে॥ তবে মদ্ররাজা ঘরে গোবিন্দ আনিয়া। শাস্ত্রের বিধানে কন্যা দিল বিভা দিয়া॥ ছয় শত রথ দিল যৌতুক বিধানে। ছয় লক্ষ ঘোড়া দিল সহস্র হস্তি দানে॥ ছয় কোটি

পাইক দিল নানা অস্ত্র দিয়া। তিন শত কন্যা দিল রতনে ভূষিয়া॥ নানা রত্ন দান দিল গোবিন্দ পাইয়া। নড়িলাত গদাধর কন্যা রত্ন লৈয়া॥ কামে লাজে হত চিত্ত যত নৃপবর। যুদ্ধ করিবারে পথে নড়িল সত্বর॥ জিনিয়া সকল রাজা দেব শ্রীহরি। লক্ষণা সহিত আইলা দ্বারকা নগরী॥ অষ্টনায়িকা বিভা কৈল গদাধর। আনন্দে শুনহ নর কথা মনোহর॥ ইহলোকে সুখে থাকে যেই জন শুনে। অষ্টনায়িকা বিভা কৈল নারায়ণে॥ গুণরাজ খাঁন ভণে গোবিন্দ চরণে॥

মাউর রাগ।

পৃথিবীর তলে রাজা নরক মহামতি। মধ্যদেশে বসে মহারাজা যোধপতি॥ চক্রবর্ত্তী রাজা হৈল বিদিত সংসারে। জিনিল সকল রাজা পৃথিবী ভিতরে॥ কুবের জিনিয়া রথ আনি নৃপবরে। মণি পর্ব্বত জিনি মণি আনিলেক ঘরে॥ কুড়ি সহস্র কন্যা বিভা করিব একবারে। ইহা লাগি দেব নর গন্ধর্ব্ব কন্যা হরে॥ যত যত মহারাজা আছে ত্রিভুবনে। সবা জিনি কন্যা আনে আপন সদনে॥ সুরপুরী জিনিয়া আনিল অপ্সরী। অদিতির কুণ্ডল আনিলেন হরি॥ মায়ের কুণ্ডল হরে দেখি সুরপতি। বিস্তর করিল যুদ্ধ নরক সংহতি॥ নারিল সহিতে যুদ্ধ ভঙ্গ দিল রণে। যুদ্ধে হারি ইন্দ্র তবে গুণি মনে মনে॥ কেমতে খণ্ডয়ে লাজ চিন্তিল তথাই। দ্বারকা আইল ইন্দ্র গোবিন্দের ঠাঁই॥ দেখিয়াত গদাধর সম্ভ্রমে উঠিয়া। বসাইল সুরপতি পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া॥ অনেক বিনয় করি যুড়ি দুই হাত। কি কারণে আগমন শুন সুরনাথ॥ শুনিয়া কৃষ্ণের কথা একচিত্ত মনে। কহিল সকল কথা যত অপমানে॥ ভারা'ন্তারণে গোসাঞি কৈলে অবতার। তোমা বিদ্যমানে এত দুর্গতি আমার॥ অনেক সুন্দরী কন্যা যত ত্রিভুবনে। সব কন্যা হরিয়া থুইয়াছে এক স্থানে॥ বিংশতি সহস্র কন্যা একত্র করিয়া। একত্রে করিবে বিভা বাসনা করিয়া॥ ষোল সহস্র একশত আনিয়াছে ঘরে। বিংশতি সহস্র পূর্ণ কৈ'ল বিভাকরে॥ নাহি করে বিভা ..ণ্যা আছে এক স্থানে। করিবেন বিভা বিংশতি সহস্র স্থা.. কুবের জিনিয়া মণি পর্ব্বত আনিল। মায়ের কুণ্ডল হরি আমাকে জিনিল॥ আমার মাতা তবে বলিল আমারে। দ্বারকাতে যাহ যথা ত্রিদশ ঈশ্বরে॥ কৃষ্ণকে কহিয়া মার নরক দুষ্টমতি। আনিয়া কুণ্ডল মোরে দেহ সুর-পতি॥ কহিয়া সকল কথা নড়িলা সত্বর। নরক বধিব আজ্ঞা কৈল গদাধর।

বিনয় করিয়া ইন্দ্র পাঠাইল ঘরে। নরক মারিতে সাজে দেব গদাধরে॥ ঘরে বসি হলধরে আনি গদাধর। পালিহ কিঙ্কর সব রাখিহ নগর॥ বসুদেব দৈবকী উগ্রসেন রাজা। সবারে আনিয়া কৃষ্ণ করিলেন পূজা॥ মন্ত্রণা করিল কৃষ্ণ সবা বিদ্যমানে। নরক বধিতে যাই ইন্দ্রের বচনে। অনেক শত্রুতে বসি পৃথিবী ভিতরে। সবে মেলি রাখিহ পুরী থাকিহ সত্বরে॥ গরুড় সহিতে যাব জিনিতে নরপতি। রথে চড়ি দারুক মোর আসুক সংহতি॥ আর সব বীর থাকুক দ্বারকা রাখিয়া। নড়িলাত গদাধর সত্যভামা লইয়া॥ সত্যভামা সঙ্গে কৃষ্ণ গরুড়ে চড়িলা। নরক বধিতে কৃষ্ণ একলা নড়িলা॥ প্রিয়া পাশে গরুড়ে চড়িয়া অন্তরীক্ষে। জলে থাকি মুর দৈত্য গোবিন্দেরে দেখে॥ অগ্নি-ময় গড় পুরী দেখি ঘোরতর। জল দুর্গে বিষম পুরী জলের ভিতর॥ নরকের সখা মুর জলের ভিতরে। ঘর করি বৈসে তথা পুরী রাখিবারে॥ পঞ্চ মুখ্য দৈত্য বড় ঘোর দরশন। জলমধ্যে বসি জিনে সকল ভুবন॥ সাতগোটা পুত্র তার যম দরশনে। সত্বরে উঠিলা যুদ্ধ করিবার মনে॥ ডাকিয়া বলয়ে মুর যাস্ কোথাকারে। পুরী রাখি বৈসে মুঞি জলের ভিতরে॥ পড়িলি সে মোর হাতে নিকট মরণ। আজিত পুরিল তোর যমের কারণ॥ এতবলি গোবি-ন্দেরে এড়ে দশ বাণ। চক্রে কাটি গদাধর কৈল খান খান॥ পুনরপি শেল লৈয়া ধাইল সত্বরে। এড়িলেক শেলপাট দেখি গদাধরে॥ দশদিক দীপ্ত করি আসে কৃষ্ণ ঠাঞি। চক্র এড়ি শেল পাট কাটি গোবিন্দাই॥ পুনরপি চক্র এড়িল চক্রপাণি। চক্রে কাটি শরীর তার কৈল খানি খানি॥ মরিলত মুর দৈত্য দেখে দেবগণে॥ মুরারি বলিয়া নাম করিল ঘোষণে। শত পুত্র রোষে তার বাপের মরণে। কৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধ করি ছাড়িল জীবনে॥ সবংশে মারিয়া মুর দেব গদাধর। গরুড়ে চড়িয়া গেলা পুরীর ভিতর॥ দেখিয়া নরক আইসে যুদ্ধ করিবারে। হাথে অস্ত্র করি রাজা আইলা সত্বরে॥ মারিলে মোর সখা বড় কৈলে রণ। মোর হাতে যাবে আজি যমের সদন॥ হেনমতে কর্কশ রণ কৈল দুই জন। বাণ বরিষণ কৈল অদ্ভুত রণ। তথা বন্দি ঘরে যত রাজার কুমারী। ঘট পাতি পূজে দেবী একমন করি॥ শুন দেবী পার্ব্বতী হরের ঘরণী। দুঃখ সাগরে পার করহ ভবানী। পাপিষ্ঠ নরক যেন নাহি করে বিভা। হেন বর দেহ মাগো দেবী মহামায়া॥ ত্রিজগতে মাগ বর করাহ গোচর। নরক মারিয়া লউন গদাধর॥ একমন চিত্তে কন্যা চিন্তে নারায়ণ। হেথা কৃষ্ণ নরকে হৈল মহা রণ॥ ধাইয়া ধনুকে রাজা যুড়ে

পঞ্চবাণ। চক্রে কাটি গোবিন্দাই কৈল খান খান॥ ব্রহ্মঅস্ত্র শেল লৈল নরক নৃপতি। শেলের মুখে অগ্নি জ্বলে করয় দীপতি॥ এড়িলেক শেল গাছ কৃষ্ণের উদ্দেশে। মেঘে যেন বিদ্যুত পড়িল আকাশে॥ চিন্তিল ঈশ্বর দেখি শেলের মহিমা। এড়িলেন বাণ যত নাহি তার সীমা॥ বাণ ব্যর্থ করি শেল আইসে কৃষ্ণ ঠাঞি। চক্র এড়ি শেল পাট কাটি গোবিন্দাই॥ শেল ব্যর্থ দেখি মনে চিন্তে নৃপবর। লাফ দিয়া তার পানে গেলা গদাধর॥ মারিল গদায় বাড়ি মুণ্ডের উপরে। পড়িল নরক রাজা গেলা যম ঘরে॥ মইল নরক রাজা দেখে দেবগণ। জয় জয় শব্দ কৈল পুষ্প বরিষণ॥ গরুড়ে চড়ি কৃষ্ণ সত্যভামা লৈয়া। দেখিল রাজার মাএ পুরী প্রবেশিয়া॥ আইলা পৃথিবী দেবী করপুট করি। একভাবে স্তুতি করে দেখিয়া শ্রীহরি॥ শুন দেব নারায়ণ জগত ঈশ্বর। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি সর্ব্বেশ্বর॥ তুমিত সৃজিলে গোসাঞী সর্ব্ব দৈত্যগণ। গন্ধর্ব্ব দানব আদি পশু পক্ষিগণ॥ বরাহ রূপ ধরে গোসাঞী জলের ভিতরে। আমা উদ্ধারিলে প্রভু দশন শিখরে॥ আমার উদরে বীর্য্য এড়িলে শ্রীপতি। তাতে জন্মিল পুত্র নরক মহামতি॥ আপন পুত্রের নিলে আপনি পরাণি। তুমি বধ কৈলে কি বলিব চক্রপাণি॥ সদয় হৃদয় গোসাঞী দয়া উপজিল। অমৃত বচনে গোসাঞী পৃথিবী তুষিল॥ অতি গুরু ভারে তুমি ক্রন্দন করিয়া। ক্ষিরোদ গোহারি কৈলে দেবগণ লৈয়া॥ হরিব তোমার ভার আপনি অবতরি। মরিল তোমার পুত্র বিষাদ কেনে করি॥ গোবিন্দের বচনে পৃথিবী পেয়ে লাজ। ভাল হৈল মইল পুত্র দেবেন দেবরাজ॥ অদিতির কুণ্ডল আনি দিল কৃষ্ণ ঠাই। চরণে পড়িয়া কান্দে বসুমতী মাই॥ দেখিয়া সকল কান্দে দেবী সত্যভামা। কস্তেক তাহার স্ত্রী না জানিল সীমা॥ পৃথিবীরে আলিঙ্গন দিয়া নারায়ণ। মধুর বচনে তাঁরে করিল তোষণ॥ পৃথিবী করিয়া সঙ্গে দেব নারায়ণ। অভ্যন্তরে গেলা যথা আছে কন্যাগণ॥ দেখিল যুবতীগণ আছে এক মনে। কায়মন বাক্যে চিন্তে গোবিন্দ চরণে॥ হেন বেলা সম্মুখে গেলা গদাধর। দেখিল যুবতীগণ যেন পঞ্চশর॥ সম্ভ্রমে উঠিলা সবে কামে অচেতন। স্বামী করি সবে দেব নারায়ণ॥ কৃষ্ণ স্বামী কৃষ্ণ স্বামী কন্যা সব বলে। কৃষ্ণ স্বামী পেয়ে সবে আনন্দিত হৈলে॥ যোল সহস্র এক শত পরম সুন্দরী। একলা করিল বিভা দেব শ্রীহরি॥ নরকের ধন জন সকল লইয়া। দ্বারকায় গেলা কৃষ্ণ হরষিত হৈয়া॥ আনন্দিত সর্ব্বলোক দ্বারকা নগরী। অদিতির কুণ্ডল দিতে নড়িলা

শ্রীহরি ॥ কুণ্ডল দিয়া অদিতিরে প্রণাম করি। পুনরপি দ্বারকারে আইল শ্রীহরি ॥ ষোল সহস্র এক শত অষ্ট রমণী। একলা করিল বিভা দেব চক্রপাণি ॥ যতেক সুন্দরী কৃষ্ণ তত মূর্ত্তি ধরে। এক মূর্ত্তি ধরি থাকে এক স্ত্রীর ঘরে ॥ দশ পুত্র জন্মাইল সবার উদরে। কৃষ্ণের রূপ গুণ ধরে দেখিতে সুন্দরে ॥ দশ পুত্র এক কন্যা প্রসবে সব নারী। সবাকারে সমভাবে তুষ্ট কৈল হরি ॥ হেন অদ্ভুত কথা শুন এক মনে। পুনরপি জন্ম নহে গুণরাজ ভণে ॥

মল্লার রাগ।

হেন মতে কতদিনে দ্বারকা নগরে। রুক্মিণী সহিত কৃষ্ণ নানা ক্রীড়া করে ॥ ধরিল প্রথম গর্ভ রুক্মিণী সুন্দরী। হরষিত সর্ব্বলোক জয় জয় করি ॥ কামদেব উৎপত্তি নারদ জানিয়া। সম্বরে জানাতে যায় হরষিত হৈয়া। দূরে দেখি সম্বর নারদ তপোধন। সম্ভ্রমে উঠিয়া তারে দিল সিংহাসন ॥ বসিয়া নারদ কহে সকল উত্তর। কহেত কামের জন্ম সুনেত সম্বর ॥ মহাদেব শাপে কাম যবে ভস্ম হৈল। দেখিয়া সুন্দরী রতি স্তুতি বড় কৈল ॥ দোষে শাপ দিলে কর শাপের অব্যাহতি। স্বামী জিয়াইয়া দেহ দেব উমাপতি ॥ রতির করুণ শুনি দেব চূড়ামণি। ভারাবতারণে আসিব চক্রপাণি ॥ তাঁর পত্নী রুক্মিণী দেবী রূপেতে পার্ব্বতী। তাহার উদরে জন্ম লভিব তোর পতি ॥ বীর বড় হব কাম শুনহ সুন্দরী। সম্বর মারিয়া নাম হব সম্বরারি ॥ দ্বারকায় জন্ম তার মহাদেবের বরে। তোমার শত্রুর জন্ম রুক্মিণী উদরে ॥ বলিয়া নারদ গেলা সম্বর মনে গুণে। মায়া করি রহে গিয়া কৃষ্ণের ভবনে ॥ নানা মায়া জানে দুষ্ট মায়ার বিধানে। কাম জন্ম অবধি রহিল সেই স্থানে। দশ মাসে পূর্ণ গর্ভ রুক্মিণীর হইল। শুভক্ষণে শুভযোগে পুত্র প্রসবিল ॥ সুতিকার ঘরে সেই সম্বর অসুরে। ছাওয়াল হরিল কেহ নহিল সম্বরে ॥ সমুদ্রে ফেলিয়া শিশু আইল সম্বর। সমুদ্রে ফেলিতে মৎস্য গিলিল কোঙর ॥ দৈব নির্ব্বন্ধ যত হইতে সে চায়। মৎস্যজীবি সব মৎস্য মারিবারে যায়। কোরব নামেতে এক মৎস্যজীবি ছিল। মৎস্য ধরিবারে জাল সমুদ্রে ফেলিল। প্রবীন মৎস্য গোটা জালে বন্দি হৈল ॥ জাল টানি মৎস্য গোটা কূলেতে তুলিল। তবে মৎস্যজীবী সেই মৎস্য সে ধরিয়া। দিলত সম্বরে ভেট প্রবীন দেখিয়া ॥ ভিতর পাঠাইল মৎস্য রন্ধন করিবারে। কুটিতে দেখিল

শিশু মৎস্যের উদরে ॥ শ্যামল সুন্দর শিশু অতি মনোহর। শিশু দেখি রতি দেবী হইল সত্বর ॥ শুনি অপুত্রক রাজা ধায় দেখিবারে। পুত্রবলি রতিকেত দিল পুষিবারে ॥ হেনকালে নারদ মুনি নিভৃতে আসিয়া। কহন্তি সকল কথা রতি দেবী লৈয়া ॥ শুন রতি দেবী তুমি পুরুষ কাহিনি। স্বামী ভস্ম হৈলে বর মাগিলে আপনি ॥ তথির কারণে জন্ম ভূমিতে আসিয়া। আছহ সম্বরের ঘরে মায়াতে মাতিয়া ॥ নানা মায়া জান তুমি মায়ার নিলয়ে। মায়া পাতি দিয়া ভাল ভাণ্ডিলে রাজায়ে ॥ এই সে তোমার স্বামী কৃষ্ণের নন্দন। মহাদেবের শাঁপে লভিল মদন ॥ শক্রভাবে সমুদ্রে ফেলিল সম্বরে। মৎস্য গিলি কাম আইল তোর ঘরে ॥ স্বামীর সেবা কর তুমি আমি যাই ঘর। মায়া পাতি সম্বর মারি লভহ সত্বর ॥ নড়িলা নারদ মুনি হাসে মায়াবতী। শিশু ভাবে পালন করে আপনার পতি ॥

স্বামী পালন করে রতি সম্বরের ঘরে। দিনে দিনে বাড়ে কাম দেখিতে সুন্দরে। অল্পকালে বাড়ে কাম পুরুষ রতন। নানা অস্ত্র পড়ি ধরে প্রথম যৌবন ॥ জানিল সকল মায়া রতি উপদেশে। পূর্ব্বের যতেক মায়া জানিল বিশেষে ॥ তবে কতকালে দেবী স্বামী পাশে গিয়া। বরন্তি শৃঙ্গার ভাব নির্লজ্জ হইয়া ॥ বিপরীত দেখি কাম স্মরে° হরি হরি। পুত্রভাব ছাড়ি কেনে স্বামা ভাব করি ॥ কহত সকল তত্ত্ব না ভাণ্ডিহ মোরে। ভাল চরিত্র আজি না দেখি তোমারে ॥ কামের বচনে রতি হাসে ধীরে ধীরে। কহন্তি সকল কথা মধুর উত্তরে ॥ সম্বরের নারী নহি তোমার রমণী ॥ পূর্ব্বে রতি নাম মোর তোমার ঘরণী। শাঁপ দিয়া মহাদেবে তোমা ভস্ম কৈল। আমার করুণা দেখি শিব তুষ্ট হইল ॥ আজ্ঞাদিল মহাদেব বর মাগ রতি। তবেত মাগিনু বর জিউ নিজ পতি ॥ হাসিয়াত মহাদেব দিল মোরে বর। ভারাবতারণে যাব জগত ঈশ্বর ॥ তার বীর্য্যে উপজীব রুক্মিণী উদরে। তাবৎ তপস্যা তুমি কর গঙ্গাতীরে ॥ তোমার অবধি তপ চিরকাল কৈল। পরিমিত নাই তপ বহুদিন হৈল ॥ হেন বেলা সম্বর রাজা যায় সেই পথে। হরিয়া আনিলা আমা তুমি নিজ রথে ॥ ধরে আনি বল করিতে পাপ মনে। নিজ মূর্ত্তি এক নারী সৃজিল তখনে ॥ রাজাকে ভাণ্ডিনু মুক্তি দিয়া মায়াবতী। স্বরূপ কহিনু কথা শুন নিজ পতি ॥ আনিয়া দেখালে তবে সেই মায়াবতী। তা দেখিয়া হাঁসিলা তবে কাম মহামতি ॥ আনিল সম্বর আমা বল করি হরি। তোমার বিরহে মুক্তি আছি একেশ্বরী ॥ তোমার জন্ম শুনি গেল কৃষ্ণের নগরে।

সমুদ্রে ফেলায়ে আইল নিজ ঘরে ॥ মৎস্য গিলিল তোমা দৈবেতে রাখিল। আনিয়া রাজারে ভেট মৎস্যজীবী দিল ॥ মৎস্যের উদরে আমি তোমাকে পাইল। শুনিয়া অপুত্রক রাজা দেশেতে আইল ॥ অপুত্রক রাজা আসি তোমাকে দেখিয়া। আমাকে বলিল পাল যতন করিয়া ॥ এইত বালক তুমি করহ পালন। হেনবেলা আইলা তথা নারদ তপোধন ॥ বিশেষে সকল কথা কহে মুনিবরে। রতি নৈয়ে ঘরে যাহ মারিয়া সম্বরে ॥ বলিয়া নারদ গেলা কাম চিন্তে মনে। সম্বরে মারিতে যুক্তি করে রতি সনে ॥ কিপাকে সম্বর মারি যুক্তি কহ রতি। কর যুড়ি বলে রতি শুন প্রাণপতি ॥ কৃষ্ণের তনয় তুমি কৃষ্ণের সমানে। নানা মায়া জান তুমি মায়ার বিধানে ॥ নানা মায়া জান তুমি কাম পঞ্চবাণ। সম্বর মারিতে প্রভু হও সাবধান ॥ শুভ যাত্রা করি যাহ যুদ্ধ করিবারে। সম্বর মারিয়া চল দ্বারকা নগরে ॥ রতির বচনে কাম হর্ষ মনে করি। যুদ্ধ করিবারে যায় নানা অস্ত্র ধরি ॥ দেখিয়া চিন্তিত রাজা গুণি মনে মন। পুত্র হৈয়ে কেন আইস করিবারে রণ ॥ ডাক দিয়া বলে তারে কাম যোধপতি। কারে পুত্র বলিস্ বেটা পাপ দুষ্টমতি ॥ কৃষ্ণের তনয় আমি রুক্মিণী নন্দন। সমুদ্রে ফেলিয়া আসি নাহি কি স্মরণ ॥ কৃষ্ণের পুণ্যে আমা রাখিলে গোসাঞি। এখন মারিয়া তোমা পাঠাব যম ঠাঞি ॥ তত্ত্ব পাইয়া উঠে সম্বর ক্রোধ মনে। নানা অস্ত্র লয়ে করে বাণ বরিষণে ॥ দুই জনে যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর। কারে কেহ জিনিতে নারে একই সোসর ॥ গন্ধর্ব্ব অস্ত্র এড়ে রাজা নানা মায়া জানে। কামের উপরে করে বাণ বরিষণে ॥ নানা অস্ত্র জানে কাম রতি উপদেশে। কাটিয়া সকল মায়া ফেলিল আকাশে ॥ মায়া সব ব্যর্থ হৈল দেখিয়া সম্বর। ডাকিয়া কামেরে বলে সক্রোধ উত্তর ॥ কাটিয়া সকল অস্ত্র করিল বড়াই। মুদগরের ঘায় তোমা পাঠাব যম ঠাঁই ॥ তপ ফলে দেবী তারে দিলেন মুদগর। ব্রহ্ম অস্ত্র হইতে তেজ ধরয় মুদগর ॥ দশ দিক দীপ্তি করে বনের ভিতর। দেখিয়া মুদগর তবে পাইল বড় ডর ॥ দেখিয়া সকল লোক চমকিত মনে। আকাশে থাকিয়া দেখে সর্ব্ব দেবগণে ॥ মুদগর দেখিয়া কাম কম্পিত অন্তরে। হেন বেলা আইলা নারদ মুনিবরে ॥ না যুড়িহ অস্ত্র কাম স্থির কর মনে। দেবী বরে মুদগর অজয় ত্রিভুবনে ॥ এক মনে পুজ দেবী না কর বিষাদ। বল না করিব অস্ত্র দেবীর প্রসাদ ॥ এতেক বলিয়া গেলা নারদ তপোধন। অস্ত্র এড়ি চিন্তে কাম দেবীর চরণ ॥ প্রকৃতি স্বরূপা দেবী সৃষ্টির পালিনী। তুমি সর্ব্বাধার মাতা জগত জননী ॥ তুমি নদ নদী তুমি পর্ব্বত আকাশ। তুমি

জল তুমি স্থল তুমিত প্রকাশ ॥ বিপদ নাশিনী দেবী দারিদ্র্য খণ্ডিনী। তুমি সর্ব্ব অস্ত্র শস্ত্র তুমি নারায়ণী ॥ চরণে পড়িয়া বলো করহ উদ্ধার। মুদগরের ঘাগ প্রাণ রাখহ আমার ॥ অধিষ্ঠান হইলা দেবী চণ্ডিকা পার্ব্বতী। না করিব বল অস্ত্র স্থির কর মতি ॥ অস্ত্র লয়ে যায় পুত্র অসুর সম্বর। পুষ্পমালা হয়ে গলে রহিল মুদ্গর ॥ হরষিত কামদেব দেবীর সহায়। সংগ্রামের মধ্যে গিয়া ডাকে উচ্চ রায় ॥ দশ দিক দীপ্তি করি আইসে মুদগর। পুষ্পমালা হয়ে রহে গলার উপর ॥ একেত সুন্দর কাম অধিক দীপ্ত করে। গলে মালা করি যায় যুদ্ধ করিবারে ॥ তবে ব্রহ্ম অস্ত্র কাম করিলা সন্ধান। অস্ত্র দেখি সম্বরের উড়িল পরাণ ॥ ব্রহ্ম অস্ত্র যুড়ি কাটে সম্বর মস্তকে। জয় জয় শব্দ তবে হইল তিন লোকে ॥ মরিল সম্বর হরষিত দেবগণে। প্রদ্যুম্ন উপরে কৈল পুষ্প বরিষণে ॥ সম্বরের ধন জন রথেতে তুলিয়া। নড়িলা দ্বারকা পুরী হরষিত হৈয়া ॥ রতি সঙ্গে রথে চড়ি চলিলা সত্বরে। শীঘ্রগতি গেলা দোঁহে দ্বারকা নগরে ॥ শচী পুরন্দর যেন ভ্রময়ে কৌতুকে। প্রাচীরে উঠিয়া দেখে দ্বারকার লোকে ॥ সর্ব্ব পুরীজনে হৈল কামে অচেতন। দ্বারকার লোক সব চঞ্চল হৈল মন ॥ তবেত রুক্মিণী দেবী গুণে মনে মনে। এইরূপ পুত্র মোর নিল কোন জনে ॥ শ্যামল সুন্দর এই কৃষ্ণের সদৃশে। পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদিত আকাশে ॥ কোন ভাগ্যবতী ইহা উদরে ধরিল। কোন পুণ্যবতী ইহা স্বামী করি নিল ॥ জীত যদি মোর পুত্র হইত হেনরূপ। কান্দিতে কান্দিতে কৈল তাহার স্বরূপ ॥ বসুদেব দৈবকী আইলা সেই ঠাঞি। তত্ত্ব জানি হাঁসি হাঁসি আইলা গোবিন্দাই ॥ হেনবেলা নারদ আইলা তথাকারে। কহিল সকল কথা সভার ভিতরে ॥ হরিষে রুক্মিণী দেবী করয় ক্রন্দনে। দুই স্তনে দুগ্ধ ঝরে পুত্র দরশনে ॥ রথ হৈতে উঠি কাম প্রণাম যে করি। বসুদেব দৈবকী বন্দিলা শ্রীহরি ॥ বলদেবে বন্দিয়া বন্দিল উগ্রসেনে। একে একে বন্দিল সকল গুরুজনে ॥ মহা হরষিত হৈয়া কৃষ্ণের নন্দন। রতি সঙ্গে মাতৃ গৃহে করিল গমন ॥ হরিষে রুক্মিণী দেবী আপন পাসরি। পুত্র বধূ ঘরে আনি মহোৎসব করি। আইয় মুখ্য শত শত আনিলা ডাকিয়া। উঠিল পুত্র বধূ জয় জয় দিয়া ॥ শুনিয়া অদ্ভুত পাইল সকল সংসারে। গুণরাজ খাঁন কহে কৃষ্ণ অবতারে ॥

শ্যাম গড়া।

এক দিন কৌতুকেতে দেব শ্রীহরি। রুক্মণী সহিত গেলা রৈবত গিরি ॥ নানা চিত্র ধরে পর্ব্বত দেখিতে সুন্দর। রুক্মণী সহিত তথা বসে গদাধর ॥

হেনকালে নারদ মুনি আইলা তথাই। পারিজাত মালা পাইল পুরন্দর ঠাঞি॥ মনেতে চিন্তিল আমি মালা দিব কারে। তোমার যোগ্য মালা লেহ গদাধরে॥ সভ্রমে উঠিয়া মালা নিল গদাধরে। পূজিয়া লৈয়া মালা দিল রুক্মিণীরে॥ লক্ষ্মী অবতার দেবী রুক্মিণী সুন্দরী। দ্বিগুণ হইল রূপে পারিজাত পরি॥ নাহি রোগ নাহি শোক পুষ্পের পরশে। কৃষ্ণ সঙ্গে ক্রীড়া করে রজনী দিবসে॥ হেনমতে রৈবতেতে বৈসে দেব হরি। নারদ মুনি গেলা দ্বারকা নগরী॥ সত্যভামার ঘরে গিয়া বসিলা মুনিবর। পাদ্য অর্ঘ্য দিল সতী করিল আদর॥ সত্যভামা দেবীরে বসি কহে মুনিবর। রুক্মিণীরে পারিজাত দিল গদাধর॥ পারিজাত মালা পাইল ভিষ্মক নন্দিনী। সৌভাগ্য শালিনী হৈল জিনিয়া সতিনী॥ আমি জানি তুমি বড় সবার ভিতরে। তবে কেন পারিজাত দিলেন তাঁহারে॥ তোমার শরীরে কিছু নাহি দেখি দোষ। তবে কেন কৃষ্ণের তোমাকে অভিরোষ॥ পৃথিবী বল্লভ বড় পুষ্প পারিজাত। তোমাকে না দিল তাঁরে দিল জগন্নাথ॥ কুলে শীলে বড় সত্রাজিত নরপতি। তাঁহার তনয়া তুমি রূপেতে পার্ব্বতী॥ তোমারে না দিয়া তারে দিল গদাধর। তোমারে নিঠুর এত ত্রিদশ ঈশ্বর॥ কহত আমারে দেবী স্বরূপ উত্তর। কত দিন নির্দ্দয় তোমারে গদাধর॥ শুনিয়া নারদের বোলে কাঁপিলা অন্তরে। প্রণাম করিয়া কিছু বলে ধীরে ধীরে॥ চরণে পড়হোঁ ঋষি স্বরূপ কহো বাত। সত্য রুক্মিণীকে দিল পুষ্প পারিজাত॥ মুনি বলে মোরে কি পুছিল সত্যভামা। রুক্মিণীর বড় কৃষ্ণ বাড়াইল মহিমা॥ স্বরূপে পাইল মালা দেবী সে রুক্মিণী। তোমাকে নির্দ্দয় ইথে দেখি চক্রপাণি॥ শুনিয়া মূর্চ্ছিতা দেবী পড়িলা ধরণী। সখী সব আসি তার মুখে দিল পানি॥ চেতন পাইয়া দূরে ফেলে আভরণ। রক্ত ছুটা পড়ে দেহে যেন রক্তচন্দন॥ খাট সিংহাসন ছাড়ি পড়িলা ধরণী। আছয়ে সুতিয়া দেবী তেজি অন্ন পানি॥ সত্বরে কৃষ্ণের ঠাঁই গেলা মুনিবর। সত্যভামার দুঃখ যত কহিল গোচর॥ তোমার বিরহে দেবী তেজি অন্ন পানি। জিয়ন্ত দেখিবে যবে চল চক্রপাণি॥ নারদের বচন শুনি ব্যস্ত গদাধর। রুক্মিণী সহিত আইলা দ্বারকা নগর॥ শান্ত করি রুক্মিণীরে পাঠাইল ঘরে। সত্যভামার বাটী গেলা দেব গদাধরে॥ দেখিলাত সত্যভামা ভূমের উপর। সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে আছয়ে সতত্বর॥ চারিদিকে সখীগণ বিরস বদন। দাণ্ডায়ে সতীর মুখ করে নিরীক্ষণ॥ ধীরে ধীরে গোবিন্দাই সখী পাশে গিয়া। নিষেধিল সখী পদে হাত সান দিয়া॥ মোর আগমন যেন সতী নাহি জানে।

বিরহ সন্তাপে প্রিয়া আছে অভিমানে॥ সখীর হাতের নিশানি লইল কাড়িয়ে। সত্যভামা বাত কহে সখী আড় হয়ে॥ কৃষ্ণের আমোদ গন্ধে ঘর আমোদিত। পাইয়া আমোদ গন্ধ দেবী চমকিত॥ সত্বর হইয়া সখী চারিদিকে চাই। আজি কেন সখীরে আমোদ গন্ধ পাই॥ উঠিয়া বসিলা সতী ক্রোধ করি মনে। গোবিন্দে চাহেন সতী তেড়ছ নয়নে॥ লাজে কোপে বসি সতি দেখে গদাধর। সখী লক্ষ করি বলে সক্রোধ উত্তর॥ রুক্মিণীর পতি কৃষ্ণ বিদিত ভুবনে। কপট করিয়া হেথা আইল কি কারণে॥ রূপে গুণে সোহাগিনী তোমার রুক্মিণী। তাহা লয়ে রৈবতে ফিরহ চক্রপাণি॥ যুড়াব শরীর কৃষ্ণ তোমা দরশনে। সাজাহ অগ্নির কুণ্ড তেজিব জীবনে॥ বলিতে বলিতে দেবী করয়ে ক্রন্দন। পুনরপি পড়ে সেই হরিয়ে চেতন॥ হার ছিঁড়ি বস্ত্র ভাঙ্গে লোটায় ভূমিতলে। সত্বরেতে কৃষ্ণ সত্যভামা কৈল কোলে॥ তুলিয়া মুছিল মুখ দেব চক্রপাণি। শান্ত করি ধীরে ধীরে কৈল প্রিয়বাণী॥ কি কারণে প্রিয়ে কোপ করহ আমারে। তোমাকে অধিক মোর নাহিক সংসারে॥ সত্যভামার দাস কৃষ্ণ সর্ব্বলোকে জানি। অকারণে ক্রোধ মোরে করহ ভাবিনী॥ এতেক বিনয় যবে কৈল গদাধর। মনে চিন্তি সত্যভামা দিলেক উত্তর॥ আরাধিয়া গৌরী পাইনু তোমার চরণ। বড় ভাগ্যে আমি পাইনু কমললোচন॥ বিভা কাল হইতে দয়া করিতে আমারে। তোমার বড় প্রিয়া আমি জানয়ে সংসারে॥ দয়া করি নিদয় হইলে কি কারণে॥ পাড়িব শরীর আজি তোমা বিদ্যমানে॥ পৃথিবী দুর্ল্লভ বড় পুষ্প পারিজাত। আমা এড়ি রুক্মিণীকে দিলে জগন্নাথ॥ ছাড়িলে আমার দয়া নারদ মুখে শুনি। ছাড়িব জীবন আজি ত্যজিব পরাণী॥ বলিতে বলিতে রামা করয়ে ক্রন্দন। কোলে করি শান্তাইল শ্রীমধুসূদন॥ সত্য সত্য বলি আমি শুন সত্যভামা। প্রাণের দুর্ল্লভ কেহ নহে তোমা সমা॥ তোমার ক্রন্দনে মোর পুড়য়ে শরীর। বিবাদ ছাড়িয়া রামা মন কর স্থির॥ এক গোটা পুষ্পমাত্র পাইলা রুক্মিণী। বৃক্ষ সমেৎ পারিজাত দিব তোমায় আনি॥ হরির মহিমা বড় জানে সত্যভামা। ত্রিভুবনে দিতে নাহি তাহার উপমা॥ কৃষ্ণের বচন শুনি হাসে মনে মনে॥ সত্য ভঙ্গ না করিহ পড়হু চরণে॥ পুনরপি সত্য বলি দিল আলিঙ্গন। পারিজাত আনি দিব বলিল বচন॥ পায়ের ধুলা কৃষ্ণ হাতেতে ঝাড়িয়া। বসাইলা বাম উরে কোলেতে করিয়া॥ প্রণতি করিয়া সতী গোবিন্দ চরণে। হাতে ধরি গদাধরে বসাইল আসনে॥ সখীরে আদেশ কৈল জল আনিবারে।

গোবিন্দের দুই পা পাখালিল ঘরে ॥ গন্ধ নারায়ণ তৈল উদ্বর্ত্তন কৈল। জল তুলি সত্যভামা স্নান করাইল। পরিতে উত্তম বস্ত্র দিল গদাধরে। সুগন্ধ চন্দন আনি লেপিল শরীরে ॥ উত্তম আসন আনি কৃষ্ণে বসাইল। মিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন সতী আপনি রান্ধিল ॥ ভোজন করায়ে যে তবে শ্রীমধুসূদন। বিচিত্র পালঙ্কে লয়ে করাইল শয়ন ॥ পদতলে গিয়া সতী বসিল আপনি। পতিপদ যাতি সুখী কৈল চক্রপাণি ॥ হেনমতে নানা সুখে বঞ্চে গদাধরে। প্রভাতে ডাকিল কৃষ্ণ নারদ মুনিরে ॥ প্রণাম করিয়া তাঁরে বসাইল আসনে। দূত হয়ে চল তুমি ইন্দ্রের ভবনে ॥ ইন্দ্রেরে বলিহ মোর বিনয় বিস্তর। তোমার কনিষ্ঠ কৃষ্ণ শুন সুরেশ্বর ॥ বিস্তর বিনয় করি পাঠাল আমারে। দেহত তাহারে পারিজাত তরুবরে ॥ তোমার বচনে যদি না দেন তরুবর। দৃঢ় করি বলিহ তুমি আমার উত্তর ॥ যদিস্যাৎ কৃষ্ণকে নাহি দেহ পারিজাত। তোমার বসতি নাহি হবে সুরনাথ ॥ যদ্যপি না দিবে পারিজাত তরুবর। যুঝিতে সত্বর তুমি হও পুরন্দর ॥ শচী আলিঙ্গন স্থান হৃদয় উপরে। গদা মারি অবশ্য আনিব তরুবরে ॥ এতেক কৃষ্ণের বোল শুনি সাবধানে। কহিল নারদ গিয়া ইন্দ্র বিদ্যমানে ॥ প্রত্যক্ষে সকল কথা কহিল মুনিবর। যত বলি পাঠাইল দেব গদাধর ॥ নারদের বোলে তবে দেব পুরন্দর। কি কথা কহিব গিয়া কৃষ্ণের গোচর ॥ কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাত করিনু গোচর। আজ্ঞা কর দেবরাজ নড়িব সত্বর ॥ নারদ বচনে তবে রুষিল সুরেশ্বর। তোমার কারণে আজি সহি মুনিবর ॥ আপনা না জানে কৃষ্ণ মনুষ্য শরীরে। পারিজাত লাগি চাহে যুদ্ধ করিবারে ॥ কোথাহ না শুনি দেব মনুষ্যে বিবাদ। বোল বলি খণ্ডাহ কৃষ্ণ সুখের অবসাদ ॥ চল চল মুনিবর করি নমস্কার। আসুন যুঝিতে হেথা গোবিন্দ তোমার ॥ এত শুনি বিরসে চলিলা মুনিবর। কহিলা সকল কথা গোবিন্দ গোচর ॥ তোমার বচনে প্রভু গেলাম সুরপুরী। কহিনু বিনয়ে গিয়া ইন্দ্র বরাবরি ॥ বিস্তর বড়াই তোমার কৈল পুরন্দরে। মানুষ হইয়া পারিজাত চাহে মোরে ॥ তুমিত নারদ মুনি তেকারণে সই। অন্য জন হলে পাঠাতাম যম ঠাঁই ॥ সত্যভামা সহিত কৃষ্ণ শুনি এত বাণী। হাঁসিতে হাঁসিতে কৈল দেব চক্রপাণি ॥ আগে আগে চল মুনি যুদ্ধ দেখিবারে। ইন্দ্র জিনি আনি পারিজাত তরুবরে ॥ এত বলি কৃষ্ণ তবে সত্যভামা লয়ে। নড়িলেন ইন্দ্রপুরী গরুড় চাপিয়ে ॥ বড় দুর্গে আছে তরু রাখে গন্ধর্ব্ব গণে। তার সন্নিকটে পুরী নির্ম্মিত কাঞ্চনে ॥ শচী লয়ে ইন্দ্র তথা থাকে

সর্বক্ষণ। তার সন্নিকটে গেলা দেব নারায়ণ॥ দ্বারের সমীপে শোভে পুষ্প পারিজাত। গরুড়ে চাপিয়া তথা গেলা জগন্নাথ॥ রক্ষকেরে ডাক দিয়া বলে গদাধরে। ইন্দ্রে কহ গিয়া কৃষ্ণ পারিজাত হরে॥ এতেক বলিয়া তরু উপাড়ে বাম হাতে। গরুড় উপরে থুয়ে নড়িলা জগন্নাথে॥ রক্ষকের মুখে কথা শুনি পুরন্দর। সহস্র প্রলয় ক্রোধে চলিলা সত্বর॥ ঐরাবতে চড়ি বজ্র লয়ে সুরপতি। যুদ্ধ দেখিতে যায় শচীর সংহতি॥ শীঘ্রগতি ইন্দ্র কৃষ্ণের পাছে গিয়ে। ডাক দিয়া বলে কৃষ্ণ না যাহ পলায়ে॥ ইন্দ্রের বাক্যে নেউ-টিয়া রহিল গদাধর। নানা অস্ত্র বরিষণ কৈল পুরন্দর॥ অস্ত্র বরিষয়ে ইন্দ্র কৃষ্ণ নাহি গুণি। চক্রে কাটি খানি খানি কৈলা চক্রপাণি॥ ক্রোধে নানা অস্ত্র বরিষয়ে পুরন্দর। অস্ত্র কাটে সতী সঙ্গে হাঁসে গদাধর॥ অধিক বাড়িল ক্রোধ ইন্দ্রের শরীরে। বজ্র তুলি হাতে লৈল দেব পুরন্দরে॥ বজ্র দেখি চক্র লইলা শ্রীমধুসূদন। মুনির মুষ্টিক বজ্র করিল স্মরণ॥ বজ্র ব্যর্থ হৈলে হয় মুনির লঙ্ঘন। এক পাখা এড়ি দিল বিনতা নন্দন॥ সেই পাখা ঠেকি ইন্দ্রের বজ্র ব্যর্থ হৈল। চক্র লৈয়া কৃষ্ণচন্দ্র পাছে দেখাইল॥ চক্র দেখি সুরপতি রণে স্থির নয়। রণ সহিতে নারে ইন্দ্র পলাইয়া যায়॥ তা দেখিয়া সত্যভামা উপহাস কৈল। শচীর স্বামী হয়ে কেনে রণে ভঙ্গ দিল॥ এত বলি সত্যভামা উপহাস করি। পারিজাত পুষ্প লয়ে চলিল শ্রীহরি॥ হাসিতে হাসিতে পথে গোবিন্দের সঙ্গে। পারিজাত পেয়ে দেবী বড় পাইল রঙ্গে॥ আসিয়া রোপিল পুষ্প দ্বারের সমীপে। একেত সুন্দরী পুষ্পে দ্বিগুণ হৈলা রূপে॥ নাহি রোগ নাহি শোক পুষ্পের পরশে। কৃষ্ণ সঙ্গে ক্রীড়া করে রজনী দিবসে॥ নানা সুখে লোক সব দ্বারকাতে বৈসে। নৃত্যগীতে আনন্দিত সর্বলোক তোষে॥ পারিজাত হরণ কথা অদ্ভুত সংসারে। এক চিত্তে শুনিলে যায় বৈকুণ্ঠ নগরে॥ অদ্ভুত অমৃত কথা শুন সাবধানে। গুণরাজ খাঁন বলে গোবিন্দ চরণে॥

হেনমতে নারায়ণ দ্বারকাতে বৈসে। আনন্দিত সর্বলোক রজনী দিবসে॥ ষোল সহস্র এক শত অষ্ট রমণী। একেশ্বর ক্রীড়া করেন দেব চক্রপাণি॥ একদিন রুক্মিণীর ঘরেতে শ্রীহরি। পালঙ্ক উপরে বসি নানা ক্রীড়া করি॥ সুবর্ণ বীজনি বায়ু করে সখীগণে। দেখিয়া কৌতুক বড় গোবিন্দের মনে॥ সিংহাসন হৈতে দেবী নামিয়া সত্বরে। সখীর হাতের বীজনি নিল নিজ করে॥ এক চিত্তে সুন্দরী কৃষ্ণকে বায়ু করে। হাসিয়া সরস কৃষ্ণ বলে

রুক্মিণীরে॥ তোমার বিবাহে দেবী সব নৃপবর। অতি বড় যোদ্ধাপতি সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর॥ নানা অস্ত্র শাস্ত্র জানে গুণে মহাগুণি। ভুবনে কন্দর্প রূপে কামকেক জিনি॥ নানা রত্ন অশ্ব হস্তি রথ মনোহর। মধ্যদেশে বৈসে রাজা ধর্ম্মেতে তৎপর॥ হেন নৃপবর সব না ইচ্ছিলে মনে। নির্দ্ধন পুরুষ আমা বরিলে কি কারণে॥ রাজ্যপদ নাহি মোর নহোঁ নৃপবর। অতঙ্ক বসতি করোঁ সমুদ্র কুলে ঘর॥ মিছা মায়া করি আমি ভাণ্ডিল তোমারে। রাজা সব ছাড়ি তুমি ভজিলে আমারে॥ সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী তুমি লক্ষ্মী অবতারে। আমাধিক নাহি অধম সংসারে॥ উত্তমে অধমে নহে বিভার মিলন। আমি সে অধম তুমি উত্তম জন॥ আমাকে বরিলে কেনে রাজার কুমারী। মহারাজা সব তুমি কৈলে পরিহরি॥ বিবেশত্ত শিশুপাল তোমার কারণে। অধিবাস করি মোহ গেল কামবাণে॥ পাইলে অধম বড় শুনহ রুক্মিণী। কেনে তেয়াগিলে শিশুপাল নৃপমণি॥ নির্গুণ পুরুষ আমা বরিলে কি কারণে। এতেক রভস যবে বৈল নারায়ণে॥ শুনিয়া কৃষ্ণের কথা রুক্মিণী সুন্দরী। পদাঙ্গুলি ভূমে লেখি হেট মাথা করি॥ কেন হেন বৈলে প্রভু মনে মনে গণি। ত্রাসে ক্ষিণ তনু অতি হইল রুক্মিণী॥ অচেতন হৈয়া দেবী পড়ে ভূমিতলে। কদলির গাছ যেন অল্প ঝড়ে পড়ে॥ মূর্চ্ছিতা হইয়া বামা হরিয়া চেতন। ব্যস্ত হৈয়া কোল তারে দিল নারায়ণ॥ দুই হাতে মুখ তার মুছিল চক্রপাণি। আর দুই হাতে তারে কোলে কবি আনি॥ খট্টাতে আনিয়া তারে বৈল মধুর বচন। এতেক সঙ্কট প্রিয়া ভাব কি কারণ॥ রভসে বলিল আমি কৌতুক বচনে। এত পরমাদ প্রিয়া ভাব কি কারণে॥ ত্রাস পাইয়া নিজ কান্তে বলে উচ্চৈঃস্বরে। তাহাকে অধিক সুখ নাহিক সংসারে॥ তেকারণে হেনবোল বলিল তোমারে। মনের ছাড়হ শঙ্কা দেহত উত্তরে॥ প্রভুর প্রিয় বোল এত শুনিয়া সুন্দরী। না ছাড়িব প্রভু মোরে দৃঢ় মন করি॥ হৃদে মনে এক করি যুড়ি দুই হাত। কান্দিতে কান্দিতে বলে শুন জগন্নাথ॥ নির্দ্ধন পুরুষ তুমি কৈলে কি কারণ। পাদ রজ হৈতে কোটি লক্ষ্মীর জনম॥ কোটি কোটি লক্ষ্মী তোমার চরণারবৃন্দে। গঙ্গার জনম পাদপদ্ম মকরন্দে॥ তুমিত নির্দ্ধন যদি ধনী কোন জনে। লাখ লক্ষ্মী বৈসে প্রভু তোমার চরণে॥ আর বোল বৈলে মোর নাহি অধিকার। তার বোল শুন গোসাঞী সংসারের সার॥ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের তুমি হও রাজা। তোমার পদ সেবি ইন্দ্র ত্রিজগতের রাজা॥ দেবের দেবতা জিনিছোঁ দেব প্রজাপতি। তিহোঁত' তোমার ধ্যায়

আসুর অল্পমতি॥ যখন চিন্তিল আমি তোমার চরণ। তৃণ তুল্য দেখিনু সকল রাজাগণ॥ আর বোল বৈলে তুমি আমি অন্তে বৈসি। আদি অন্ত মধ্যে তুমি সর্ব্বস্থানবাসী॥ যে আর বৈলে তুমি রাজাদি ভয় করি। সংগ্রাম পাইলে যুদ্ধ সহিতে না পারি॥ সেই কথা কহি আমি তোমার চরণে। কটাক্ষে সবারে বধ যুঝিবে কি কারণে॥ হেলায়ে না কর যুদ্ধ শুনহ শ্রীহরি। মহা মহা বীর মারিলে শিশু ক্রীড়া করি॥ আপনাকে নির্গুণ বলি বলিলে বচন। তাহার উত্তর দিব শুন নারায়ণ॥ নির্গুণ নির্লেপ তুমি সংসারের সার। লোক হিত কারণে করহ অবতার॥ সহজে নির্গুণ তুমি পুরুষ নিরঞ্জন। ত্রিভুবনে তোমারে জানিব কোন জন॥ কোটি কোটি জন্ম তপ পূজি হর-গৌরী। তার ফলে তোমার পাদপদ্ম সেবা করি॥ পশুসম দেখিল সকল রাজাগণ। তোমার চরণ পদ্মে লইনু শরণ॥ তবে কেন ছল মোরে ত্রিদশ অধিকারী। সাজাহ অনল সখী আমি তাহে মরি॥ এতেক বলিয়া দেবী পড়ে ভূমিতলে। কান্দিতে কান্দিতে তিতে নয়নের জলে॥ তবে দেব চক্র-পাণি দিয়া আলিঙ্গন। রুক্মিণীরে শত শত দিলেন চুম্বন॥ ক্রন্দন ঘুচায়ে তুলি পালঙ্ক উপরে। নানা রঙ্গে ঢঙ্গে ক্রীড়া করে দামোদরে॥ অদ্ভুত চরিত্র শুন কৃষ্ণ অবতারে। গুণরাজ খাঁন বলে বন্দিয়া গদাধরে॥

ধানসী রাগ।

দ্বারকায়ে নানা রঙ্গে বৈসে বনমালী। পুত্র পৌত্র লৈয়া সুখে করে নানা কেলি॥ শোণিতপুরের রাজা বাণ মহামতি। তার কথা শুন লোক করি অবগতি॥ জয় বিজয় দুই গোবিন্দ অনুচর। সনকের শাপে জন্ম সংসার ভিতর॥ হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু দুই জনে। প্রচণ্ড প্রতাপ যার বিখ্যাত ভুবনে॥ মায়া করি মারে তারে দেব নারায়ণ। মুক্ত করে পাঠাইল বৈকুণ্ঠ ভুবন॥ তার পুত্র প্রহ্লাদ পরম ভাগবত। কে কহিতে পারে যত তাহার মহত্ত্ব॥ তাঁর পুত্র বিরোচন ত্রিভুবনে রাজা। তাঁর পুত্র বলি কৈল বামনের পূজা॥ সপ্তদ্বীপা পৃথিবী দিল নারায়ণে। শত পুত্র জন্মাইয়া গেলা পাতাল ভুবনে॥ সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ বাণ নাম পৃথিবী ভিতরে। নিরাহারে তপ করি আরাধে শঙ্করে॥ অধিষ্ঠান হৈয়া বর দিল ত্রিলোচনে। সহস্রেক বাহু তার অজয় ত্রিভুবনে॥ জিনিল সংসার সেই নিজ বাহুবলে। ত্রিভুবন বশ করি আছে কুতূহলে॥ তপ ফলে হরগৌরী বৈসে তার পুরে। শূল হস্তে আপনি কার্ত্তিক

রক্ষে তারে ॥ একদিন মহাদেব সঙ্গতি বসিয়া। বলে বাণ নরপতি দর্প সে করিয়া ॥ তোমার বরদানে মুঞি অজয় ত্রিভুবনে। তোমা বই মোর সম নাহি কোন জনে ॥ সহস্রেক বাহু মোর হৃদয় ভিতরে। বিনি যুদ্ধে মহা ভার হইল আমারে ॥ এ বোল শুনিয়া তারে বলিল শঙ্করে। পাইবেত মহা রণ শুন নৃপবরে ॥ আচম্বিতে রথ ধ্বজ ভাঙ্গিব যখন। আমিও সহায় হব পাবে মহারণ ॥ এত বলি মহাদেব চলে নিজ স্থানে। অবধিয়া বাণ রাজা হর্ষ কৈল মনে ॥ হেনকালে তার কন্যা উষা নাম ধরি। জগত মোহিনী কন্যা জিনি বিদ্যাধরী ॥ হেথা গৌরী পূজে কন্যা হৈয়া একমতি। সাক্ষাৎ হইয়া বর দিলেন পার্ব্বতী ॥ বর মাগ উষা তুমি সুদৃঢ় করিয়া। যে বর মাগহ তাই দিব অমর এড়িয়া ॥ এতেক শুনিয়া উষা বলিল তখন। শুন শুন ঠাকুরাণী আমার বচন ॥ তোমার প্রসাদে মাতা আছি সর্ব্ব সুখে। পরম কৌতুকে আছি নাহি কোন দুঃখে ॥ যৌবনের দশা হৈল সকল শরীরে। কোন কালে কোন স্বামী মিলিবে আমারে ॥ শুনিয়া উষার বোল হাসিয়া ভবানী। মিলিবে উত্তম স্বামী শুনহ রমণি ॥ শুক্ল দ্বাদশী তিথি বৈশাখ মাসে। স্বপনে বরিব তোমা উত্তম পুরুষে ॥ সেই হব তোর পতি শুন উষা-বতী। বলিয়া চলিলা দেবী অন্তরিক্ষ গতি ॥ তবেত সুন্দরী উষা হরষিত মনে। বাস ঘরে গিয়া করে দিবস যাপনে ॥ দৈবের ঘটন তার খণ্ডন না যায়। সেই দিনে পালঙ্কেতে সুখে নিদ্রা যায় ॥ নিশাকালে আসি এক পুরুষ রতনে। নানাবিধ শৃঙ্গার করিল রচনে ॥ চিয়াইয়া উষা পাশে কাছে না দেখিল। মূর্চ্ছিতা হইয়া উষা ভূমিতে পড়িল ॥ মুখে জল দিয়া তারে তুলিলা সখীগণ। কোন কাজে কাঁদ উষা কহ বিবরণ ॥ না কান্দ না কান্দ উষা স্থির কর মতি। কি করিতে পারে হেথা কাহার শকতি ॥ না শুনে বচন কার নাহিক চেতন। সঘন নিশ্বাস ছাড়ে করেন রোদন ॥ চিত্রলেখা সখী তার প্রভাতে আসিয়া। তুলিয়া চেতন কৈল মুখে জল দিয়া ॥ না কর বিষাদ মোরে স্বরূপে কহ কথা। কি কারণে পাহ সখী এতেক অবস্থা ॥ তাহার বচনে উষা স্থির করি মন। রজনীর কথা কহে করয়ে রোদন ॥ দুই প্রহর রাত্রে সখী পালঙ্ক উপরে। সুখে শুইয়া নিদ্রা আমি যাই বাস ঘরে ॥ হেন-কালে পুরুষ এক শ্যামল সুন্দর। দেবতা গন্ধর্ব্ব কিম্বা অপ্সর কিন্নর ॥ আমা সনে শৃঙ্গার করি বিভুঞ্জি নানা সুখে। সকল লক্ষণ অঙ্গে দেখ পরতেকে ॥ নিদ্রা ভাঙ্গি উঠে চাই নাহি প্রাণনাথ। না দেখি তাহারে সখি না পাই

গোঙায়ন্ত ॥ সর্ব্বাঙ্গ পোড়য়ে মোর দুঃসহ কামানলে। অঙ্গ শীতল নহে লোটাইলে ভূতলে ॥ কোন বুদ্ধি কর সখী পড়হুঁ চরণে। কোথা গেলে পাব সখী পুরুষ রতনে ॥ মদন জিনিয়া রূপ পঙ্কজ নয়ন। চন্দ্র জিনিয়া মুখ ভ্রু কামের কামান ॥ উষার ক্রন্দন শুনি কুম্ভাণ্ড নন্দিনী। হাতে ধরি বসাইয়া বৈল প্রিয় বাণী ॥ ক্রন্দন সম্বর উষা স্থির কর মতি। কেনে পাসরিলে যত কৈল ভগবতী ॥ স্বপনে আসিয়া যেই ভুঞ্জিব শৃঙ্গার। সেইত হইব স্বামী স্বরূপে তোমার ॥ দেবীর আদেশ সখী হৈল পরতেক। সর্ব্বাঙ্গে সম্ভোগ চিহ্ন কুচে নখরেখ ॥ চিত্রলেখার বচন শুনিয়া উষাবতী। পূর্ব্ব কথা স্মরণে স্থির হৈল মতি ॥ পুনরপি বলে উষা শুন চিত্রলেখা। সে পুরুষ সনে মোর কেমনে হয় দেখা ॥ শ্যামল সুন্দর বালা প্রথম যৌবনে। তাহা ভিন্ন সখী মোর অন্য নাহি মনে ॥ কেমনেতে পাই সখী পড়হুঁ চরণে। প্রাণ দান দেহ সখী করাহ মিলনে ॥ না কাঁদ না কাঁদ উষা ছাড়হ চরণ। তার সনে আমি তোর করাব মিলন ॥ মুনি বরে সখী মোর ত্রিভুবনে গতি। সংসার লিখিতে মোর আছয়ে শকতি ॥ পটে লিখি আনি দিব সকল সংসার। মনুষ্য কিন্নর যক্ষ দেবতা কুমার ॥ তিন দিনে লিখিব সখী এতিন ভুবন। তাবত থাকিহ সখী স্থির করি মন ॥ এত বলি চিত্রলেখা করিল গমন। স্বর্গে লিখিলেক গিয়া যত দেবগণ ॥ পাতালের নাগলোক লিখিল কৌতুকে। মর্ত্ত্যে যত আছে নর লিখি একে একে ॥ তিন দিনে লিখিল পট অনেক শকতি। উষাকেত দিয়া বলে চিন নিজ পতি ॥ সম্ভ্রমে উঠিয়া তবে রাজার কুমারী। পট নিরিক্ষয়ে উষা লজ্জা পরিহরি ॥ এক পটে দেখিলা দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর। না দেখিল চোর উষা তাহার ভিতর ॥ পাতালের পটে দেখে সুন্দর নাগলোক। না দেখিয়া চোর তাহা পাইল বড় শোক ॥ তবে আর পট খান চাহিল সুন্দরী। না দেখিয়া চোর উষা আপনা পাসরি ॥ উত্তর পশ্চিম দিক্ চাহিল সকল। না দেখিয়া চোর উষা কান্দিয়া বিকল ॥ স্থির হৈয়া দক্ষিণ দিক চাহিল সুন্দরী। দেখিল পুরুষবর যে করিল চুরি ॥ অঙ্গুলি দিয়া বলে শুন সখী চিত্রলেখা। এই জন রতি চোর ঝাট করাহ দেখা ॥ কাহার তনয় চোর বৈসে কোন দেশে। কোন বংশে জন্ম সখী কহনা বিশেষে। শুনিয়া উষার বোল বৈল হাসিতে। তোর সম ভাগ্যবতী নাহি ত্রিজগতে ॥ ভারাবতারণে আইলা সংসারের সার। দুষ্ট দৈত্য মারিতে কৃষ্ণ কৈল অবতার ॥ তাঁর পুত্র প্রদ্যুম্ন সে কাম অবতার ॥ তাঁর পুত্র অনিরুদ্ধ স্বামী

সে তোমার ॥ ক্ষত্রি কুলে জন্ম তার দ্বারিকা নিলয়ে। বড় পুণ্যে পাইলে স্বামী কহিল তোমায়ে ॥ চিত্রলেখার বচন শুনিয়া উষাবতী। ঝাট আনি দেহ সখী মোর নিজ পতি ॥ সর্ব্ব কল জান তুমি কামাচার গতি। বিলম্ব না কর ঝাট চল দ্বারাবতী ॥ ক্ষণে ক্ষণে প্রাণ মোর দহে কামানলে। নইলে তোমার শ্রম হইবে বিফলে ॥ চল ঝাট চিত্রলেখা দ্বারকা নগরে। নহে স্ত্রী বধ দিব তোমার উপরে ॥ উষার ব্যগ্রতা দেখি চিত্রলেখা যায়ে। সত্বরেত গিয়া তবে সুখ বড় পায়ে ॥ হেথা অনিরুদ্ধ দেব কামের কুমার। স্বপনে যুবতী সঙ্গে ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার ॥ কামে হত চিত্ত হৈয়া স্থির নহে মতি। কেমতে পাই এবে সেই সুন্দরী যুবতী ॥ পড়িয়াত খাট পাট আর নারীগণ। বিরস বদনে মনে চিন্তে সর্ব্বক্ষণ ॥ হেনই সময়ে হেথা গেল চিত্রলেখা। নিভৃতে সে অনিরুদ্ধে গিয়া দিল দেখা ॥ চিত্রলেখা দেখিয়া অনিরুদ্ধ বিস্মিত। দেব গন্ধর্ব্ব কন্যা কিবা আইলা আচম্বিত ॥ কার কন্যা কার নারী স্বরূপ কহ মোরে। কেমতে লঙ্ঘিয়া দুর্গ আইলা অভ্যন্তরে ॥ অনিরুদ্ধের বোল শুনি বলে বিদ্যাধরী। দূত হৈয়া আইলাম তোমার নগরী ॥ পৃথিবী মণ্ডলে বড় বাণ নরপতি। তার কন্যা উষাবতী রূপেতে পার্ব্বতী ॥ তাঁর সখী চিত্রলেখা নাম সে আমারে। মুনির বরে সর্ব্বত্র গতি কহিল তোমারে ॥ তেকারণে দুর্গ লঙ্ঘিয়া আইনু হেথারে। উষার সম্বাদ কিছু করাই গোচরে ॥ স্বপনে হইয়া চোর গেলা তার পুরী। ভুঞ্জিলে শৃঙ্গার রস নানা রঙ্গ করি ॥ নিদ্রা হৈতে উঠি চায় কেহ নাহি পাশে। মূর্চ্ছিতা হইল উষা তোমার হাইবাশে ॥ চেতন করিয়া আমি তুলিনু তাঁহারে। তুমি চোর যত কৈলে কহিল আমারে ॥ নূতন সঙ্গম তার প্রথম যৌবন। তোমা ভিন্ন প্রাণ তার করয়ে কেমন ॥ তবে তাঙ্গে আমরা অন্য বর চিন্তিল। শুনিয়া সুন্দরী উষা ক্রোধ বড় কৈল ॥ কেনে হেন বল সখী অযোগ্য বচন। সতী খ্যাতি ধর্ম্ম মোর করিবে লঙ্ঘন ॥ স্বপনে আমার সহিত যে কৈল শৃঙ্গার। সেই সে আমার স্বামী আমি পত্নী তার ॥ আনিয়া আমারে দেহ সেই প্রাণনাথে। নহে স্ত্রী বধ আমি দিব যে তোমাতে ॥ তার বোলে ত্রিভুবন পটেতে লিখিয়া। দিয়া বৈনু নিজ স্বামী লহত চিনিয়া ॥ একে একে ত্রিভুবন চাহিল সকলে। তোমা দেখি মূর্চ্ছা হৈয়া পড়ে ভূমিতলে ॥ কান্দিয়া বলিল এই পুরুষ রতন। আনিয়া সত্বর সখী রাখহ জীবন ॥ চিত্রলেখা কহিল উষার বিবরণ। কথা শুনি অনিরুদ্ধ হরিল চেতন ॥ স্থিরচিত্ত করি পুন উঠিলা সত্বরে। হাতে ধরিব পাইয়া

বলিল মধুরে ॥ শুন চিত্রলেখা বলি লজ্জা পরিহরি। স্বপনে ছলিল মোরে সেইত সুন্দরী ॥ সেই হৈতে অন্ন মোর নাহি পায় মনে। তেজিয়াছি অন্ন পানি তাঁহার ধেয়ানে ॥ এড়িয়াত খাট পাট আর নারীগণ। রাত্রি দিনে সেই মনে পড়ে সর্ব্বক্ষণ ॥ প্রাণ রাখ চিত্রলেখা পড়ছ চরণে। তার সনে ঝাট মোর করাহ মিলনে ॥ অনিরুদ্ধের বচন শুনিয়া চিত্রলেখা। ঝাট চড়হ রথে করাও লৈয়া দেখা ॥ কামে অচেতন হৈয়া কিছু না গণিল। চিত্রলেখা সঙ্গে রথে চড়িয়া নড়িল ॥ কার সনে কোথা যাই ছাড়ি নারীগণে। পরিণাম না গুণিয়া যায় অচেতনে ॥ কামচারী রথ খান সেই কামচারী। সত্বরে পাইল গিয়া উষার নগরী ॥ নিশাভাগ রাত্রে গেলা উষার অভ্যন্তরে। সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে আছয়ে সত্বরে ॥ তার পাশে গিয়া তবে বলে চিত্রলেখা। আনিল তোমার স্বামী ঝাট কর দেখা ॥ সম্ভ্রমে উঠিয়া উষা পাইল চেতন। দেখিল সুন্দর বর অভিনব মদন ॥ মূর্চ্ছিত হইল উষা পাদ্য অর্ঘ্য লঞা। চেতন করায়ে সখী মুখে জল দিয়া ॥ কামে অচেতন উষা দৃঢ় করি হিয়া। সখীগণ মেলি দিল গন্ধর্ব্ব মতে বিয়া ॥ পালঙ্ক উপরে দোঁহে করিল শয়ন। গাঢ় আলিঙ্গন কত রসের চুম্বন ॥ চির অনুরাগে হৈল দোঁহেতে মিলন। সখীরে না কৈল লাজ কামে অচেতন ॥ লাজে চিত্রলেখা কৈল বাহিরে গমন। বিনোদ মন্দিরে দোঁহে করিল রমণ ॥ বিদ্বান্ পুরুষবর বিধু সে কুমারী। ভুঞ্জিল শৃঙ্গার দোঁহে নানা সুখ করি ॥ উদয়াস্ত জ্ঞান নাহি দিবস রজনী। সুন্দর পুরুষ উষা নূতন যৌবনি ॥ হেনমতে তার সঙ্গে কতদিন গেল। পুরুষ সঙ্গমে উষা গর্ভ সে ধরিল ॥ যত অনুচর সব প্রমাদ দেখিয়া। সত্বরে রাজার ঠাঁই জানাইল গিয়া ॥ শুন শুন মহারাজ আমার বচন। অন্তরিক্ষে উষার [illegible] আইসে একজন ॥ শ্যামল সুন্দর রূপ প্রথম বয়সে। উষা সঙ্গে ক্রীড়া করে রজনী দিবসে ॥ বড় ভাগ্যে পাইল উষা পুরুষ রতন। তার সেবা করি মানে সফল জীবন ॥ অপেক্ষা না করে কারে শঙ্কা নাহি করে। বুঝিয়াত তত্ত্ব লহ করিনু গোচরে ॥ শুনিয়া কুপিল রাজা বাণ মহাশয়। বন্দি করিবারে তারে সৈন্য পাঠায় ॥ চারি সেনাপতি পাঁচে উষার মন্দিরে। বেড়িয়া মারহ ঝাট ধরি দুষ্ট চোরে ॥ হেনই সময়ে সেই পুরুষ রতন। উষা সঙ্গে পাশা খেলে আনন্দিত মন ॥ বেড়িলেক সেনাগণ নাহি করে ডর। সবারে পাঠায়ে দিলা যম বরাবর ॥ এতবলি পাশা এড়ি সম্ভ্রমে উঠিয়া। তার অস্ত্র মারি নিল চাপড় মারিয়া ॥ সেই অস্ত্র লয়ে বীর করে মহারণ। কাটিয়া ফেলিল সব সেনা-

পতিগণ॥ পাড়িয়া বাণের সৈন্য উষার সংহতি। নানা রঙ্গে ঢঙ্গে দোঁহে কৌতুক করন্তি॥ সেনাপতি পড়িল চিন্তিত বাণ নৃপবর। সিংহাসন হৈতে উঠি ডাকিল সত্বর॥ আর চারি সেনাপতি সম্মুখে দেখিয়া। অনিরুদ্ধে মারিতে সাজে হস্তি ঘোড়া দিয়া॥ বাণ রাজা বলে শুন চারি সেনাপতি। চোর ধরিতে নার যদি অনেক শকতি॥ খাঁড়াতে কাটিয়া তার লইও জীবন। শুভক্ষণ করি সবে করহ গমন॥ রাজার আদেশে চারি সেনাপতি যায়। শীঘ্রগতি তারা উষার মন্দির পায়॥ সৈন্য দেখি অনিরুদ্ধ পালঙ্ক ছাড়িয়া। যুদ্ধ করিবারে যায় নানা অস্ত্র লৈয়া॥ চারি সেনাপতি লৈয়া সংগ্রাম বিস্তর। বড় বড় বীরে কাটে কামের কোঙর॥ সিংহাসন ছাড়ি যায় সংগ্রাম ভিতরে। চারি বীর মারিয়া পাঠায় যম ঘরে॥ শুনিয়া সক্রোধে কাঁপে বাণ নৃপবর। হাতে অস্ত্র করি বেড়ে উষার সেই ঘর॥ দেখিয়া সুন্দরী উষা কম্পিত অন্তরে। বাপ হয়ে স্বামী বধ করয়ে আমারে॥ অনিরুদ্ধের বস্ত্র ধরি কাঁদে লোটাইয়া। না করহ যুদ্ধ প্রভু যাহত ফিরিয়া॥ উষারে বলয়ে অনিরুদ্ধ মহাশয়। না কর ক্রন্দন উষা কারে কর ভয়॥ গোবিন্দের পৌত্র আমি কামের নন্দন। আমাকে জিনিতে নারে এতিনভুবন॥ ত্রাস ছাড় যুদ্ধ দেখ বসি সিংহাসনে। একলা মারিব সবা দেখ বিদ্যমানে॥ বীরদাপ ছাড়ে তবে সংগ্রাম ভিতরে। দেখিয়াত বাণ রাজা ডাকে উচ্চৈস্বরে॥ হের দেখ শিশু গোটা প্রথম যৌবন। মরিবার তরে আইসে করিবারে রণ॥ মার মার বলিয়া ডাকে বাণ নরপতি। চারিদিকে নানা অস্ত্র যুড়ে যোদ্ধাপতি॥ একেশ্বর অনিরুদ্ধ ধনুর্ব্বাণ লয়ে। কাটিল সকল অস্ত্র আকর্ণ পুরিয়ে॥ আর বাণ লয়ে করে বাণ বরিষণ। বড় বড় সেনাপতি কাটি করে রণ॥ সেনাপতি-গণ পড়ে রোষে নৃপবর। হাতে শূল করি যায় সংগ্রাম ভিতর॥ এড়িলেক বাণ শূল নাহিক বাখান। শূল মুখে অনল জ্বলয়ে খান খান॥ শূল দেখিয়া উষার উড়িল পরাণ। বাণে কাটি অনিরুদ্ধ কৈল খান খান॥ শূল ব্যর্থ গেল রোষে বলির নন্দন। সহস্রেক অস্ত্র করে বাণ বরিষণ॥ সব বাণ কাটি কুমার ফেলিল আকাশে। দেখিয়াত বাণ রাজা পাইল তরাসে॥ মোর বাণ ব্যর্থ করে নাহি ত্রিভুবনে। ছাওয়াল হইয়া বেটা এত করে রণে॥ ক্রোধে বাণ রাজা করে বাণ বরিষণ। নাগপাশে অনিরুদ্ধে করিল বন্ধন॥ নাগপাশ খণ্ডিবারে না জানে উপায়। বন্দি হৈলা অনিরুদ্ধ নাগপাশের যায়॥ যুদ্ধ স্থানে বন্দি করি এড়িল নৃপবর। হরষিত হইয়া চলিলা নিজ ঘর॥ নাগপাশ

বন্ধনে বীর মূর্চ্ছিত ঘনে ঘন। তার পাশে গিয়া ঊষা করয়ে ক্রন্দন ॥ হার ছিঁড়ি বস্ত্র ফেলি লোটায় ভূমিতলে। গা আছাড়িয়া কান্দে স্বামী করি কোলে ॥ তখনি বলিনু প্রভু যাহ পলাইয়া। বুঝিবারে গেলে মোর বচন লঙ্ঘিয়া ॥ শিবের বরে বাপ মোর অজয় ত্রিভুবনে। হেন জন সনে প্রভু একা কৈলে রণে ॥ একলা করিলে রণ নাহিক দোষর। মায়াযুদ্ধে বান্ধে তোমা বাণ নৃপবর ॥ কেহ না জানিল তোমার পিতৃ মাতৃ কুলে। দৈব দোষে বিধি তোমায় ধরিলেক ছলে ॥ বাপ হয়ে বাণ রাজা দিল মোরে তাপ। অনলে প্রবেশিয়া আজি দিব তারে শাপ ॥ ভূমিতে লোটায়ে ঊষা কাঁদিয়া ব্যাকুলে। ধূলায় ধূসর হয়ে গড়াগড়ি বুলে ॥ পূজিলাম হরগৌরী একমন চিত্তে। বর দিলা পার্ব্বতী হাঁসিতে হাঁসিতে ॥ পাইবে উত্তম বর পুরুষ রতন। হৈল সফল পাইনু কন্দর্প নন্দন ॥ তবে কেন দেবী মোরে অতুষ্ট আমারে। ছাড়য়ে পরাণ প্রভু সংগ্রাম ভিতরে ॥ এতবলি কাঁদে ঊষা মহি লোটাইয়া। হেনকালে নারদ ঋষি মিলিলা আসিয়া ॥ না কর ক্রন্দন ঊষা স্থির কর মতি। এখন চেতন পাবে তোমার নিজ পতি ॥ অনিরুদ্ধ পাশেতে নারদ মুনিবর। আপনা পাশর কেন কামের কোঙর ॥ স্থিরমতি হয়ে চিন্ত চণ্ডীর চরণ। বল না করিব নাগপাশের বন্ধন ॥ নারদের বচন শুনি স্থির মনে করি। এক চিত্তে অনিরুদ্ধ চণ্ডিকারে স্মরি ॥ তুমি দেবী নারায়ণী চণ্ডিকা ভবানী। ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী তুমি সৃষ্টির পালনী ॥ তুমি জল তুমি স্থল পর্ব্বত হুতাশ। তুমি মেরু মন্দর তুমিত কৈলাস ॥ তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য দিবস রজনী। সবার কারণ তুমি দিবস রজনী ॥ দুষ্ট মারিয়া তুমি রাখিলে দেবগণ। সংসারের সার তুমি বিপদের বন্ধুজন ॥ বিষম বিষের জালে দগধে পরাণি। প্রাণ দান দেহ মাতা চণ্ডিকা ভবানী ॥ বিবিধ বিধানে বিস্তর স্তুতি কৈল। হাঁসিতে হাঁসিতে দেবী সাক্ষাৎ হইল ॥ বর মাগ অনিরুদ্ধ চিন্তা নাহি আর। ত্রিদশের নাথ আসি করিবে উদ্ধার ॥ দেবীর বচনে অনিরুদ্ধ স্থির হৈল। সকল শরীরে যেন অমৃত সৃজিল ॥ পুনরপি বলে তারে যুড়ি দুই করে। বিষজালে প্রাণ যায় রক্ষা কর মোরে ॥ অনিরুদ্ধের দুঃখ দেখি বৈল ভগবতী। না করিবে বিষ বল স্থির কর মতি ॥ বলিয়াত ভগবতী গেলা নিজ স্থানে। সুখে নিবসয়ে নাগপাশের বন্ধনে ॥ হেথা পুরী মধ্যে নাহি কামের নন্দন। না পাইয়া উদ্দেশ তার উঠিল ক্রন্দন ॥ পালঙ্কেতে ছিল পুত্র সুখেতে শুতিয়া। কোথা গেল কেবা নিল পুরী প্রবেশিয়া ॥ পুত্র না পাইয়া কাম চিন্তে মনে

মনে। সত্বরে আনাইল গিয়া গোবিন্দ চরণে॥ শুন শুন গোসাঞী ত্রিদশ অধিকারী। কে হরিয়া নিল পুত্র আসি মোর পুরী॥ কামের বচনে কৃষ্ণ গুণে মনে মনে। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল প্রভু গুণিলা মনে মনে॥ জানিল হরিয়া নিল উষা অনুচরী। রথে তুলি লয়ে গেলা বাণের নগরী॥ গুপ্ত বিভা করিয়াছে উষার ভুবনে। বাঁধিয়াছে বাণ রাজা অনেক যতনে॥ তাহার উদ্ধার চিন্তিলা গদাধর। উদ্দেশ করিতে লোক পাঠাইল বিস্তর॥ সর্ব্বত্র চলিল লোক উদ্দেশ করিবারে। হেনবেলা আইলা নারদ মুনিবরে॥ নারদে দেখিয়া কৃষ্ণ উঠিলা সত্বরে। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল বিস্তর পুরস্কারে॥ সুস্থ হয়ে বলে মুনি শুন গোবিন্দাই। মুখ্য মুখ্য যান প্রভু আনহ হেথাই॥ নারদ বচনে কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া। বলভদ্র আদি যত আনিল ডাকিয়া॥ বাণ অনিরুদ্ধে যুদ্ধ অদ্ভুত এ কথা। নাগপাশ বন্ধনে বীর দুঃখ পায় তথা॥ একেশ্বর অনিরুদ্ধ সংগ্রাম ভিতরে। যুদ্ধ করিবারে সৈন্য আইলা বিস্তরে॥ মায়া যুদ্ধ করি তবে বাণ নৃপবরে। অবশেষে নাগপাশে বাঁধিল তাহারে॥ নারদ বচন শুনি উঠে গদাধর। সাজ বলিয়া ঘোষণা দিলত সত্বর॥ উগ্রসেন মহারাজা পুরেতে রাখিয়া। নড়িলাত নারায়ণ সব সৈন্য লৈয়া॥ সত্বরে পাইল গিয়া গরুড় সংহতি। বেড়িলা বাণের পুরী লয়ে সেনাপতি॥ জ্বলন্ত অনল দুর্গ বড় ঘোরতর। চৌদিকে বেড়িয়া গড় দেখিতে ভয়ঙ্কর॥ মনুষ্য দেবতা পক্ষ প্রবেশিতে নারে। কেমনে প্রবেশি পুরী চিন্তিল গদাধরে॥ অগ্নির পরীক্ষা দেখি গুণে মনে মনে। কেমনে তরিয়া অগ্নি করিব গমনে॥ মহাতেজ প্রচণ্ড অগ্নি দেখিতে ভয়ঙ্কর। পক্ষ প্রবেশিতে নারে পুরীর ভিতর॥ ক্ষণেক চিন্তিয়া হরি বরুণেরে বৈল। নির্ব্বাণ করিতে অগ্নি তোমায় ভার দিল॥ কৃষ্ণের বচনে বরুণ শতমুখী হয়ে। ফেলিল বিস্তর জল স্বর্গ গঙ্গা দিয়া। উগারিয়া ফেলে জল অগ্নির উপরে। নিবাইল অগ্নি সব দেখি গদাধরে॥ হরষিত হয়ে প্রভু সব সৈন্য লঞা। প্রবেশে বাণের পুরী জয় জয় দিয়া॥ বাণ নৃপবরে দূত সকল কহিল। রামকৃষ্ণ দুই ভাই পুরী প্রবেশিল॥ দূত মুখে কথা শুনি হাঁসি নৃপবর। মরিতে আইলা গোপ আমার নগর॥ পুরী প্রবেশিতে দ্বার দেহত ছাড়িয়া। সহস্রেক হাতে সবা ফেলিব কাটিয়া॥ সফল হইল বর দিল ত্রিলোচন। অনেক দিবসে আজি পাইলাম রণ॥ এত বলি বাণ রাজা হর্ষ মনে করি। সহস্রেক বাহু নাচায় আকাশ উপরি॥ বার অক্ষৌহিণী সেনা আইল গদাধরে। সব সৈন্যে যায় রাজা যুদ্ধ করিবারে॥

নারিল॥ তুলিতে নারিয়া ত্যজে সব যদুগণে। সত্বরে জানাইল গিয়া গোবিন্দ চরণে॥ শুন শুন গোবিন্দাই অদ্ভুত কাহিনী। এক গোটা কাঁকলাস গিতে গেল পাণি॥ নির্জ্জন কূপেতে পড়ি আছয় পরাণী। সবে মিলি আমরা করিনু টানাটানি॥ তবুত তুলিতে নারি সেই মহাকায়ে। প্রাণ ছাড়ে কাঁক-লাস কহিনু তোমারে॥ পুত্রের শুনিয়া কথা হাসে গদাধর। মনেতে জানিয়া তত্ত্ব চলিলা সত্বর॥ কূপে গিয়া দেখি কৃষ্ণ সেই মহাকায়ে। বাম হাতে দু অঙ্গুলে ধরিয়া ফেলায়ে॥ কৃষ্ণের পরশ হৈতে সেই মহাকায়ে। কাঁকলাস তনু ছাড়ি বিদ্যাধর হয়ে॥ যোড়হাতে স্তুতি করে গোবিন্দ চরণে। তোমার প্রসাদে হৈল শাঁপ বিমোচনে॥ তুমি দেব নারায়ণ সংসারের সার। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমার অধিকার॥ তোমার স্মরণে লোক পায়ত মুকতি। করে পরশিলে আমায় দেব শ্রীপতি॥ আমার ভাগ্যের সীমা বলিতে না পারি। আজ্ঞা কৈলে ধর্ম্ম গিয়া ভুঞ্জি যে শ্রীহরি॥ শুনিয়া তাহার বোল হাসিতে হাসিতে। জানিয়া তাঁহার তত্ত্ব বলিল কহিতে॥ কিবা জাতি কিবা নাম কহ সব কথা। কি কারণে ভুঞ্জিলে তুমি এতেক অবস্থা॥ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর তুমি দেব অবতার। কাঁকলাস যোনিতে কেন জনম তোমার॥ শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য করিয়া যোড়হাতে। সকল বৃত্তান্ত কথা কহিল জগন্নাথে॥ আপন ধর্ম্ম আপনাকে কহিতে না যুয়ায়। তুমি জিজ্ঞাসিলে তেঞি কহি তব পায়॥ ইক্ষ্বাকুর পুত্র আমি নৃগ নাম ধরি। চক্রবর্ত্তী রাজা আমি শুনহ শ্রীহরি॥ নিজ বাহুবলে আমি ত্রিভুবন জিনি। সব রাজা জিনি আমি হই-লাম নৃপমণি॥ নানা যজ্ঞ নানা দান কৈনু হরষিতে। বৎসর শতেক কেহ না পারে গণিতে॥ বৃষ্টির ধারা যত আকাশের তারাগণ। পৃথিবীর রেণু যত শুন নারায়ণ॥ সুরভি সমান গাভি অসংখ্য বাছিয়া। হেম শৃঙ্গ চারি ক্ষুর রত্ন গলে দিয়া॥ দুগ্ধবতী অরোগিণী উচিতে কিনিয়া। প্রতিদিন বিশিষ্ট বিপ্রে দিনুত পূজিয়া॥ হেনমতে শৃঙ্গ দান প্রতিদিন কৈল। অসংখ্য গোধন সংখ্যা করিতে নারিল॥ একদিন এক শৃঙ্গ হারাল দ্বিজবর। দৈবে সান্ধাইল মোর গোষ্ঠের ভিতর॥ আর দিন সেই শৃঙ্গে আমি দিনু দ্বিজে। না জানিয়া দিল দান শৃঙ্গের সমাজে॥ দান লৈয়া দ্বিজ পথে যাইতে যাইতে। চিনিয়া পূর্ব্বের দ্বিজ আইল লইতে॥

গুর্জ্জরী রাগ।

কালি দান দিনু মুঞি চুরি সে করিয়া। আপন ধেনুর মাঝে লয়ে যাইল

হরিয়া॥ এত বলি ধেনু লৈল সক্রোধ হইয়া। ঘরকে চলিল দ্বিজ সেই ধেনু লৈয়া॥ বিপ্র বলে আজি আমি ধেনু দান নিল। এত বলি দুই দ্বিজে কোন্দল বাজিল॥ কেহত না ছাড়ে ধেনু দোঁহেত ধরিয়া। আইলা আমার ঠাঁই সেই ধেনু লৈয়া॥ আসিয়া আমারে কৈল বিস্তর কুবাণী। এক ধেনু দুজনারে দেহ নৃপমণি॥ ইহা বলি সেই ধেনু দোঁহে নাহি এড়ি। সহস্র সহিল তবু কেহ নাহি ছাড়ি॥ অনেক মিনতি কৈল দ্বিজের চরণে। দশ সহস্র দিয়ে গাভি একের কারণে॥ আরবার মিনতি করি পড়িয়া চরণে। এক লক্ষ ধেনু দিয়ে শুনহ ব্রাহ্মণে॥ কেহ না রাখিল বোল শুন গদাধর। যেই শক্ত হৈল সেই ধেনু নিল ঘর॥ তবে কত দিনে মৃত্যু হইল আমার। যমদূত লৈয়া গেল যমের দুয়ার॥ তবে জিজ্ঞাসিল মোরে ধর্ম্ম অধিকারী। তোমার ধর্ম্মের সংখ্যা বলিতে না পারি॥ নানা যজ্ঞ নানা দান কৈলে নরপতি। উচিতে পালিলে প্রজা রাখিলে সুখ্যাতি॥ ধর্ম্ম ছাড়ি অধর্ম্মে কভু নাহি দিলে মন। অজ্ঞাতে এ সব পাপ করিলে রাজন॥ দুই দ্বিজে শৃঙ্গ হেতু কোন্দল করিয়া। আইল তোমার ঠাঁই সেই ধেনু লৈয়া॥ না করিলে প্রতিকার শুন নৃপবর। সেই পাপ আছে তোমার শরীর ভিতর॥ অল্প অধর্ম্ম তোমার পৃথিবীতে জানি। ভুঞ্জিবেত কোন ভোগ বল নৃপমণি॥ যমের বচন শুনি মনেতে গুণিয়া। বলিল অধর্ম্ম আগে ভুঞ্জিবত গিয়া॥ ইহা শুনি যম মোরে বলিল বচনে। কাঁকলাস হৈয়া তুমি থাক গিয়া বনে॥ অধোমুখে উর্দ্ধ পায় নির্জ্জন সে কূপে। পড়িয়াত গদাধর ভুঞ্জি সেই পাপে॥ বড় ভাগ্যে পরশিলে কমললোচন। খণ্ডিল সকল পাপ শুন নারায়ণ॥ বলিতে বলিতে রথ পাঠাল পুরন্দর। রথে চড়ি স্বর্গে যায় নৃগ নৃপবর॥ দেখিয়া শুনিয়া কথা কৃষ্ণের কুমার। ত্রাস লাগিল মনে পাইল চমৎকার॥ তবে গোবিন্দাই সব কুমারকে আনি। শুনিলে কুমার সব নৃগরাজ বাণী॥ বিষ হৈতে বিষম ব্রহ্মস্ব শুন পুত্রগণ। ব্রহ্মস্বে সবংশ নাশ বিষে একজন॥ অজ্ঞাতে ব্রহ্মস্ব হরে তিন পুরুষ সংহরে। জ্ঞাত হৈলে একবিংশ পুরুষ নাশ করে॥ আত্ম বুদ্ধে পর বুদ্ধে ব্রহ্মস্ব যেই হরে। কোটি কোটি জন্ম পচে নরক ভিতরে॥ সাবধান হইও পুত্র বলিল সবায়। ব্রহ্মস্ব নিকটে কভু পাছে যায়॥ এই বলি সবা লৈয়া গেলা গদাধর। গুণরাজ খাঁন কহে হরির কিঙ্কর॥

শ্রীরাগ।

বলেব বিক্রম নর শুন একমনে। দুর্য্যোধনের কন্যা পাইল যেমনে॥

একদিন দুর্য্যোধন কন্যাকে দেখিয়া। যোগ্যা কন্যা হৈল কারে বিভা দিব ইহা॥ সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী কন্যা লক্ষ্মী অবতারে। যৌবনের দশা হৈল সকল শরীরে॥ পাত্র মিত্র লৈয়া রাজা মন্ত্রণা করিয়া। লক্ষণার বিভা দিব স্বয়ম্বর রচিয়া॥ চারিদিক যায় দূত রাজা আনিবারে। নানা শোভা কৈল পুরী আনন্দ ঘরে ঘরে॥ লক্ষ্মীর সমান রূপ সবেত শুনিয়া। আইলা সকল রাজা কামে হত হৈয়া॥ জাম্বুবতীর তনয় শাম্ব কৃষ্ণের কুমার। বিবাহ দেখিতে তাঁর হৈল আগুসার॥ বসিলা সকল রাজা বিচিত্র সিংহাসনে। মালা লৈয়া আইল কন্যা করিতে বরণে॥ শ্যামা সুকেশী রামা উন্নত পয়োভার। চন্দ্র জিনি মুখ শোভা তুলনা নাহি তার॥ কম্বুকণ্ঠ মাজাক্ষীণ নিতম্ব বিশালা। সভা শোভা কৈল যেন চন্দ্র ষোলকলা॥ হরিল চেতন রাজা দেখিল যে তারে। হেন বেলা উঠে শাম্ব কন্যা হরিবারে॥ সভার ভিতরে গিয়া কন্যার হাতে ধরি। রথে তুলি লৈয়া যায় আপনার পুরী॥ দেখিয়া সকল রাজা হা হা সে করিয়া। উঠিয়া করয়ে যুদ্ধ নানা অস্ত্র লৈয়া॥ কোথা যাইস্ কোথা যাইস্ হরি পরনারী। চোর বংশে জন্ম তোর আসি কৈলে চুরি॥ কন্যার হরণ দেখি রাজা দুর্য্যোধন। হাতে অস্ত্র করি ধায়ে ভাই শত জন॥ যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন পঞ্চ সহোদর। ভীষ্ম দ্রোণ, কৃপ কর্ণ ধাইলা সত্বর॥ সব মহারথি গিয়া বেড়িল তাহারে। একলা যুঝয়ে শাম্ব সংগ্রাম ভিতরে॥ সব রাজা সনে যুঝে ক্ষণেক নাহি শ্রম। হস্তিগণ মধ্যে যেন সিংহের বিক্রম॥ যত যত বাণ এড়ে যত নৃপবর। সব বাণ কাটি পাড়ে শাম্ব ধনুর্দ্ধর॥ কোন প্রকারেতে তারে জিনিতে না পারি। মন্ত্রণা করিয়া তবে ক্রীড়া যুদ্ধ করি॥ তবে দুর্য্যোধন রাজা মহারথি লৈয়া। মায়া যুদ্ধে শাম্ব বীরে আনিল বাঁধিয়া॥ ঘরে লৈয়া নাগপাশে বান্ধিল তাহারে। পায়েতে নিগড় দিয়া থুইল কারাগারে॥ এ সকল কথা কৃষ্ণ দ্বারকায় শুনিল। চতুরঙ্গ বলে সৈন্য সাজন করিল॥ কোপে সাজে যায় কৃষ্ণ দেখি হলধর। হাতে ধরি রাখি তাঁরে বুঝাইল সত্বর॥ মান্য কুটুম্ব হয়ে রাজা দুর্য্যোধন। ক্রোধে কাঁপিয়া নিশ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘন॥ বলের শরীর পানে ঘন দৃষ্টি পড়ে। অজাগর সর্প যেন ঘন শ্বাস ছাড়ে॥ আজি তুমি বলদেব তেকারণে সহি। অন্য জন হয়ে যদি তার কথা কহি॥ অনেক কাল জীবে বিস্তর কথা শুনি। উগ্রসেন আপনাকে মহারাজা মানি॥ কেবা উগ্রসেন তারে কেবা জানয়ে সংসারে। সেহ যদি অল্প জ্ঞান করিল আমারে॥ এ কথা শুনিয়া নারি প্রাণ ধরিবারে। পায়ের পাদুকা চাকে

শিরে উঠাইবারে ॥ তাঁর আসিয়াছে অভাগ্য আমারে। গুরু জ্ঞানে কিছু আমি না বৈল তোমারে ॥ চল ঘর আপনার কহিয়া তাহারে। আসে যেন উগ্রসেন যুদ্ধ করিবারে ॥ ইহা শুনি বলদেব বলে ক্রোধ করি। একা আমি তোমা সবা জিনিবারে পারি ॥ পৃথিবীতে আছে যত বড় বড় রাজা। তুমি অল্প জ্ঞান কৈলে সবে করে পূজা ॥ শুনিয়া বলাইর বোল অধিক কোপ করে। মন্দ বলিতে বলিতে সান্ধাইল ঘরে ॥ অপমান শুণি বলাই হল হাথে করি। গঙ্গায় ফেলাব আজি হস্তিনা নগরী ॥ প্রলয় কালের হেন প্রতাপ করিয়া। পুরীর দক্ষিণে হাল দিলন্ত আনিয়া ॥ বলের বিক্রমে মহী কাঁপিলা অন্তরে। উলটাইয়া আসে পুরী গঙ্গায় পড়িবারে। দেখিয়া সকল লোকে ত্রাস পাইল মনে। বাল বৃদ্ধ বলে বলাই করিল নিধনে ॥ শুন দ্রোণ শুন কর্ণ ভীষ্ম মহাশয়। পুরী নাশ কৈল বলাই চিন্তহ উপায় ॥ মহা কলরব হৈল সকল নগরে। একত্র হইয়া চিন্তে বড় বড় বীরে ॥ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণ কৃপাচার্য্য লৈয়া। এক মনে স্তুতি করে বলাই দেখিয়া ॥ তুমি দেব নারায়ণ জগত ঈশ্বর। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি সর্ব্বেশ্বর ॥ যত দেখি তুমি সব জগত সংসার। ভারাবতারণে গোসাঞি কৈলে অবতার ॥ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের তুমি সে গোঁসাই। একখান পুরী নাশি কি তোর বড়াই ॥ না জানিয়া দুর্য্যোধন বৈল অবতার। শাপ হৈল বর দেহ করি পরিহার ॥ তোমার ঈষৎ কোপে সংসার নিধন। কোন ছার লোক হয়ে রাজা দুর্যোধন ॥ এত স্তুতি বাণী যবে সবার শুনিল। হাঁসিয়াত বলদেব লাঙ্গল তুলিল ॥ রক্ষা কৈল পুরীখান হস্তিনা নগরে। এখনত গঙ্গামুখে দেখিয়ে তাহারে ॥ দক্ষিণে হইল উচু উত্তরে হইল নীচ। টেরছে রহিল পুরী লাঙ্গলের চিন্ন ॥ তবে দুর্য্যোধন রাজা সভ্রমে আসিয়া। ঘরকে আনিল তাঁরে চরণে ধরিয়া ॥ নানা গন্ধে করাইয়া স্নান বসাইল আসনে। মিষ্টান্ন পান দিয়া করাইল ভোজনে ॥ বন্দি মুক্ত করি শাম্ব আনি সেই স্থানে। লক্ষ্মণারে বিভা দিল বলের বচনে ॥ দাস দাসীগণ দিল অশ্ব হস্তিগণে। দুই শত কন্যা দিল ভূষিয়া রতনে ॥ নড়িলাত বলদেব হরষিত হৈয়া। রথে চড়ি কন্যারে সঙ্গতি করিয়া ॥ অনুব্রজি যায়ে রাজা লইয়া বন্ধুজনে। দুহিতার মোহে কান্দে রাজা দুর্য্যোধনে ॥ তবে বলদেব গেলা দ্বারকা নগরে। জয় জয় শব্দ হৈল সকল সংসারে ॥ পুত্রবধূ লৈয়া দিলা গোবিন্দের ঠাঁই। শাম্ববতী সঙ্গে রঙ্গে হর্ষ গোবিন্দাই ॥ হেন অদ্ভুত কথা শুন একমনে। বলের বিক্রম গুণরাজ খাঁন ভণে ॥

মল্লার রাগ।

হেনকালে দ্বারকায়ে বৈসে বনমালী। বান্ধব সহিত সুখে করে নানা কেলি॥ আচম্বিতে বলদেব দ্বারকা নগরে। গোকুল স্মরণ করি নড়িলা সত্বরে॥ এক রথে গিয়া তবে সেই বৃন্দাবনে। নন্দঘোষ যশোদার বন্দিল চরণে॥ দেখিয়া সকল লোক বড় কুতূহলে। গোপী লৈয়া ক্রীড়া করি যমুনার কূলে॥ মদে মত্ত বলদেব তৃষ্ণায় আকুলে। যমুনাকে ডাকি বলে আনি দেহ জলে॥ যমুনা না শুনে বোল কোপে হলধর। ক্রোধেতে লাঙ্গল লৈয়া নড়িলা সত্বর॥ জলেতে লাঙ্গল দিয়া মারি এক টানে। কূল ভাঙ্গিয়া যমুনা গেল সেই স্থানে॥ দেখিয়া বলাইর ক্রোধ যমুনা কাঁপিল। বৃন্দাবন মুখ হৈয়া যমুনা রহিল॥ জলপান করিলেন দেব হলধরে। গোপী লৈয়া জলক্রীড়া সেই খানে করে॥ সেই বনে নিবসয়ে দ্বিবিদ বানরে। ঋষির তপ ভঙ্গ করে দুষ্ট নিশাচরে॥ বলদেব আগে কপি সম্মুখে আসিয়া। উপহাস করে রাঙ্গা গুহ্য দেখাইয়া॥ মদে মত্ত বলদেব রুষিলা তাহারে। হাতে অস্ত্র ধায় বলাই অরণ্য ভিতরে॥ দেখিয়াত বলদেব দ্বিবিদ বানর। গাছ ভাঙ্গি হাথে করি ধাইল সত্বর॥ দুই জনে যুদ্ধ হইল অদ্ভুত রণ। বলদেবের ঘায়ে বানর হৈল অচেতন॥ ধরিয়া লইল প্রাণ বল মহাশয়। দেবগণ ঋষিগণ দিল জয় জয়॥ দ্বিবিদ বানর বধ করিল বলাই। গুণরাজ খাঁন বলে বন্দিয়া গোবিন্দাই॥

বসন্ত রাগ।

পুত্র পৌত্র লৈয়া কৃষ্ণ দ্বারকা নগরে। নানা রঙ্গে ক্রীড়া করে প্রতি ঘরে ঘরে॥ হেনকালে নারদ মুনি আইলা তথাই। ঘরে ঘরে ক্রীড়া করে দেব গোবিন্দাই॥ এক ঘরে দেখি কৃষ্ণ রুক্মিণী সংহতি। স্নান করি ধ্যান ধরি বসিছে শ্রীপতি॥ তাহা দেখি গেলা মুনি সত্যভামার ঘর। হরষিতে বসি তথা আছে দামোদর॥ সত্যভামার তনয় কৃষ্ণ কোলেতে করিয়া। তা সনে করয়ে ক্রীড়া পালঙ্কে বসিয়া॥ তবে যায়ে মুনিবর যথা জাম্বুবতী। জাম্বুবতীর ঘরে ভোজন করয়ে শ্রীপতি॥ তা দেখিয়া গেলা মুনি কালিন্দী ভবনে। শয়ন করিয়া তথা আছে নারায়ণে॥ তবে মিত্রবৃন্দার ঘর গেলা মুনিবর। দেখিলাত পাশা তথা খেলে গদাধর॥ দেখিয়া হরিষ বড় নারদের মনে। ভদ্রাবতীর ঘর মুনি করিল গমনে॥ তথা দেখ গদাধর পুত্র পৌত্র সঙ্গে।

নর্ত্তকীর নৃত্যগীত দেখিছেন রঙ্গে ॥ দেখিয়া হরিষ বড় নারদ তপোধন। লক্ষ্মণার ঘরে মুনি করিল গমন ॥ লক্ষ্মণার ঘর গিয়া দেখিল নারায়ণ। লক্ষ্মণা লেপিছে গায়ে অগুরু চন্দন ॥ তা দেখি গেলা মুনি নগ্নজিতার ঘর। নিদ্রা যায়ে গদাধর খট্টার উপর ॥ ঘরে ঘরে কৃষ্ণকে দেখিয়া বুলে মুনি। ষোল সহস্র এক শত অষ্ট রমণী ॥ সবাকার ঘরে দেখি বুলে মুনিবর। কার ঘরে কোন রঙ্গে আছে গদাধর ॥ ঘরে ঘরে নানা রূপে দেখি নারায়ণ। দেখিল অনেক বিষ্ণু নারদ তপোধন ॥ আপনাকে ধন্য করি মানে মুনিবরে। দেখিল অনেক বিষ্ণু চক্ষুর গোচরে ॥ হরিষে পুলক তনু চক্ষে ঝরে জল। নারদ বলে আজি মোর জীবন সফল ॥ কৃষ্ণের চরিত্র নর শুন এক মনে। গুণরাজ খাঁন ভণে গোবিন্দ চরণে ॥

মাথুর রাগ।

এক দিন উগ্রসেন আদি সবা লৈয়া। সধর্ম্ম সভায়ে কৃষ্ণ আছেন বসিয়া ॥ দ্বারি আসি সম্মুখে করিল সুবেশ। দূত পাঠাইয়াছে গোসাঞি শৃগাল বাসুদেব ॥ ঈষৎ হাঁসিয়া তবে বলে গদাধর। আসিতে বলহ দূত সবার ভিতর ॥ আসিয়া দাণ্ডারে দূত করপুট করি। রাজার বাচক কহি শুনহ শ্রীহরি ॥ মোরে বাসুদেব বলি বলে সর্ব্বজন। শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম আমার ভূষণ ॥ আমি চক্রবর্ত্তী রাজা জগত ভিতরে। শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম ধরি চারি করে ॥ মোর চিহ্ন ধর তুমি কোন অহঙ্কারে। অন্যজ বসতি কর সমুদ্রের তীরে ॥ ফেলাহ মনের সাদ মোর চিহ্ন লৈয়া। ছাড়হ আমার চিহ্ন আপনা চিনিয়া ॥ দূত হাতে অস্ত্র মোর দেহ পাঠাইয়া। না রাখিলে মোর বোল বধিমু সে গিয়া ॥ দূত মুখে বোল শুনি হাঁসে গদাধর। বল গিয়া তোর রাজা আসুগ সত্বর ॥ তার চিহ্ন সব আমি ধরিয়াছি কৌতুকে। তাহার সম্মুখে ছাড়ি দিব একে একে ॥ ইহা শুনি নড়ে দূত পৌণ্ড্র নগরে। কহিল যতেক কথা কৈল গদাধরে ॥ শুনিয়া কুপিল রাজা দূতের বচনে। কাশীরাজে সঙ্গে করি করিল গমনে ॥ নানা অস্ত্র অশ্ব রথ সাজন করিয়া। আপনার শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম লৈয়া ॥ চতুরঙ্গ সাজি গেলা দ্বারকা নগরে। শুনিয়া সে এক রথে আইলা গদাধরে ॥ দুই জনে যুদ্ধ হৈল অদ্ভুত রণ। ডাকিয়া রাজারে কৃষ্ণ কহিল বচন ॥ তোর চিহ্ন এড়িতে বৈলে দূত পাঠাইয়া। সেই চিহ্ন এড়ি এই লেহত চিনিয়া ॥ এত বলি গদাধর চক্র এড়ি দিল। চক্র গোটা গিয়া রাজার মস্তক

কাটিল ॥ প্রাণ ছাড়ি পড়ে রাজা পৃথিবী উপরে। কাশী রাজা আইল তবে যুদ্ধ করিবারে ॥ দেখিয়াত গদাধরে কৌতুক বাকিল। বিপরীত ভাতি তার মরণ চিন্তিল ॥ চক্র লৈয়া উঠি তবে দেব চক্রপাণি। চক্রে কাটিয়া তারে কৈল খানি খানি ॥ স্কন্ধ গোটা পড়িল তার পৃথিবী উপরে। মস্তক পড়িল গিয়া রাজার অভ্যন্তরে ॥ স্ত্রী পুত্র যেই ঠাই আছয়ে বসিয়া। চক্রে মুণ্ড গোটা তথা ফেলিলেক লৈয়া ॥ হাসা পরিহাসে সবে আছিলা কৌতুকে। হেন বেলা আসি পড়ে রাজার মস্তকে ॥ মুণ্ড গোটা দেখি পরে তুলিয়া চাহিল। রাজার মস্তক দেখি ক্রন্দন উঠিল ॥ করিয়া অনেক শোক রাজার কুমারে। সাজিয়া দ্বারকা যায়ে যুদ্ধ করিবারে ॥ দেখিয়াত গদাধর হাতে চক্র লৈয়া। মারিতে আইলা তারে গেল পলাইয়া ॥ কাশী রাজার পুত্র তবে মন্ত্রণা করিল। কঠোর করিয়া যজ্ঞ মহাদেবে তুষ্ট কৈল ॥ অধিষ্ঠান হৈয়া বৈল দেব মহেশ্বর। যেই বর মাগ রাজা দিব সেই বর ॥ শুনিয়া বলয়ে রাজা করি যোড়হাতে। বাপ যে মারিল তারে জিনিব কেমতে ॥ কীর্ত্তা এক অগ্নি দেহ জগত ঈশ্বর। তোমার প্রসাদে জিনি দ্বারকা নগর ॥ সেই বর মহাদেব দিলন্ত তাহারে। উঠিল পুরুষ এক অগ্নির ভিতরে ॥ সর্ব্বাঙ্গে অনল জলে হাতে শূল লৈয়া। দ্বারকার মুখে অগ্নি আইল ধাইয়া ॥ জলন্ত অনল দেখি ত্রাসে সর্ব্বজন। রক্ষ রক্ষ কৃষ্ণ বলি লইল স্মরণ ॥ লোকের রোদন শুনি জগত ঈশ্বর। সবারে অভয় দান দিল গদাধর ॥ না করিহ ভয় কেহ বৈল প্রিয়বাণী। হাতে চক্র করি ধায়ে দেব চক্রপাণি ॥ কীর্ত্তা অগ্নি আসি পোড়ে দ্বারকা নগর। চক্র এড়ি দিল কৃষ্ণ তাহার উপর ॥ প্রবল চক্রের তেজ সহিতে না পারি। ত্রাসে পলায় কীর্ত্তা অগ্নি ভয়ে কাশী পুরী ॥ না পোড়ালে অগ্নি কভু শান্ত নহে। কীর্ত্তা অগ্নি গিয়া সেই কাশী পুরী দহে ॥ কাশী পুরী দহিল মইল কাশী রাজা। দ্বারকার লোক মেলি কৈল কৃষ্ণের পূজা ॥ অদ্ভুত লাগিল তবে সবাকার মনে। গোবিন্দ বিজয় গুণ-রাজ খাঁন ভণে ॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

দ্বারকায়ে গদাধর বন্ধুজন সঙ্গে। পুত্র পৌত্র নারীগণ লৈয়া নানা রঙ্গে ॥ নিত্য কর্ম্ম করি কৃষ্ণ দেবের বিধানে। ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত করি বসিলা ধেয়ানে ॥ শয্যা এড়ি নিত্য কর্ম্ম করিল আসিয়া। আপনা আপনি চিন্তে যোগেতে

বসিয়া॥ দন্ত ধাবন করি করিল মার্জ্জনে। স্নান তর্পণ কৈল বেদের বিধানে॥ ঘরে আসি গুরুজন করিল বন্দন। সবাকার চিত্ত কৃষ্ণ করিল রঞ্জন॥ দারুক আনিয়া রথ যোগায় তখন। বাহির বিজয় কৈল দেব নারায়ণ॥ সারথি আনিল রথ সাজান সত্বর। রথে চড়ি বাহির হৈলা দেব গদাধর॥ আগে পাশে সম্মুখে তাঁর নর্ত্তকী নাচয়ে। নানা যন্ত্র বাজাইয়া গুণিজন গায়ে॥ হাত তুলি ভট্টগণ পড়ে কয়েবার। চৌদিকে হইল ধ্বনি জয় জয় কার॥ দিব্য দিব্য নারীগণ পুষ্পাঞ্জলি লইয়া। গোসাঞীর গায়ে মারে ফেলিয়া ফেলিয়া॥ সবে ভীত কে আইলা রথেতে চড়িয়া। সভা মধ্যে বসি কৃষ্ণ বন্ধুজন লৈয়া॥ সভাতে বসিয়া কৃষ্ণ সবারে রঞ্জিল। ধর্ম্ম চর্চ্চা রাজ চর্চ্চা একে একে কৈল॥ হেনকালে দূত সব আসি সেই ঠাঁই। প্রণমিয়া বলে দূত শুন গোবিন্দাই॥ জরাসন্ধ সনে গোসাঞী যখন কৈল রণ। তা সনে যুঝিতে না আইলা যে যে রাজাগণ॥ সেই সব রাজা সঙ্গে যুদ্ধ সে করিয়া। রাজাগণ জিনি ঘরে বন্ধি কৈল লৈয়া॥ লৌহ পাশ নিগড়ে বন্ধি সব রাজাগণ। এক ভাবে চিন্তে সবে তোমার চরণ॥ উদ্ধার করহ গোসাঞী কমল লোচন। তুমি না উদ্ধারিলে উদ্ধারিবে কোন জন॥ কহিল রাজার কথা করহ আদেশ। বন্ধিশালে রাজাগণ পায়ে বড় ক্লেশ। হেন বেলা নারদ মুনি আইলা সেই ঠাঁই। দেখি সর্ব্বজন সঙ্গে উঠে গোবিন্দাই॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর পাখালি চরণ। করপুট করি হরি পুছিল বচন॥ কি কারণে মুনিবর কৈলে আগমন। কহিবার যোগ্য হয় কহত কথন॥ কৃষ্ণের বচন শুনি নারদ তপোধন। দূত হৈয়া আইলাম তোমার সদন॥ ইন্দ্রপুরে দেখিনু আমি পাণ্ডু মহাশয়ে। বাহির দুয়ারে রাজা বসিয়া আছয়ে॥ জিজ্ঞাসিল বাহিরে কেনে তুমি মহারাজ। ইন্দ্র সভা না যাও কেনে দেবের সমাজ॥ উঠিয়া সম্ভ্রমে রাজা বলিল আমারে। তত পুণ্য নাহি করি সংসার ভিতরে॥ ভাল হৈল দেখিল ঋষি তোমার চরণ। কহিও আমার কথা যথা পুত্রগণ॥ এক এক পুত্র আমার সংসার জিনিতে পারে। তবু প্রবেশিতে আমি নারি স্বর্গপুরে॥ রাজস্য় যজ্ঞ যদি পুত্র করে তথা। ইন্দ্র সনে বসিতে আমি তবে পাই হেথা॥ শুনিয়া পাণ্ডুর কথা চিত্তে দুঃখ হৈল। জীব যত দুঃখ তাঁর পুত্রকে কহিল॥ বাপের দুঃখের কথা পুত্রেত শুনিল। মূর্চ্ছা পাইয়া যুধিষ্ঠির ভূমেতে পড়িল॥ কেমতে হইবে যজ্ঞ বলি মুনিবর। পিতৃ ঋণ কেমতে শুধিবে যোগীশ্বর॥ যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া মুনি বড়ই বিকল। স্থির চিত্ত করি তাঁরে

শিরে জীর্ণ পাদুকা পরিল। সন্ন্যাসীর বেশে তিন মগধ চলিল॥ কৌতুকে কৌতুকে তিন যান ধীরে ধীরে। ভীম বলে জরাসন্ধ নাম কেনে তারে॥ ভীমের বচন শুনি বলেন নারায়ণ। জরাসন্ধ নামের ভীম শুনহ কারণ॥ তার বাপ বৃহদ্রথ মগধ নরপতি। অনেক বয়সে তার নহিল সন্ততি॥ নানা যজ্ঞ নানা দান কৈল নৃপবর। নহিল সন্ততি তার সংসার ভিতর॥ আচম্বিতে দুর্ব্বাসা আইল তার ঘরে। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল বিস্তরে॥ তুষ্ট হইয়া বলে মুনি মাগ রাজা বর। কোন বর মাগিব বলি যুড়ি দুই কর॥ তোমার প্রসাদে মুনি সব আছে ঘরে। অপুত্রক বলি লোক বলয় আমারে॥ তবে বৃহদ্রথ বলে চরণে পড়িয়া। কেমতে আমার পুত্র হইবে আসিয়া॥ রাজার কাকুতি শুনি সদয় মুনিবর। পুত্র হবে উপায় রাজা করহ সত্বর॥ এক যজ্ঞ কর যদি সংযম করিয়া। অচিরে বিশিষ্ট পুত্র হইবে আসিয়া॥ মুনির বচনে রাজা সুভক্ষণ কৈল। ব্রাহ্মণ আনিয়া রাজা যজ্ঞ আরম্ভিল॥ যজ্ঞ হইলে পূর্ণা দিব কঠোর করিয়া। যজ্ঞ শেষ ফল মুনি দিলেন আনিয়া॥ ধর্ম্মপত্নী প্রতি দেহ ফল খাইবারে। হইবে বিশিষ্ট পুত্র শুন নৃপবরে॥ বলিয়া নড়িল মুনি আপনার ঘরে। ফল হাতে করি রাজা অনুমান করে॥ এক ভাবে দুই নারী কারে ফল দিব। এক জনে দিলে আর জন নাহি জীব॥ অনুমান করি ফল দুই ভাগ করি। দোঁহাকারে দৈল খাও সম্বরণ করি॥ হরষিত হৈল দোঁহে দুভাগ পাইয়া। স্বামী বাক্যে ফল দোঁহে খাইলেন গিয়া॥ দৈব নিবন্ধ কভু খণ্ডন না যায়ে। এক কালে দুই জন গর্ভকেতে পায়ে॥ হইল সম্পূর্ণ গর্ভ পূর্ণ দশ মাস। শুভক্ষণে প্রসবে দোঁহে একই দিবস॥ ভূমিষ্ঠ হইতে গর্ভ দেখি বিপরীত। অর্দ্ধকায় তার দেহ দেখিতে কুৎসিত॥ এক চক্ষু অর্দ্ধ নাক এক বাহু পদে। এক রূপ দুই খান দেখি পরমাদে॥ বিপরীত দেখি তবে মগধ ঈশ্বর। ফেলাইয়া কুৎসিত পাপ চলহ সত্বর॥ পূর্ব্বাপর গর্ভপাত যত তথা হয়ে। চুপড়িতে করি বাঁশবনেতে ফেলায়ে॥ বাঁশ বনে দাসী লইয়া তাহারে ফেলিল। না খাইল কেহ তারে গোসাঞী রাখিল॥ জরা নামে রাক্ষসী আছয়ে নগরে। যত গর্ভপাত হয়ে তাহা ভরয় উদরে॥ খাইয়া খাইতে আইল গর্ভ দুইখান। বিপরীত দেখি জরা করে অনুমান॥ হেন বিপরীত আমি কভু না দেখিল। অর্দ্ধকায়ে যেন কাটীয়া ফেলিল॥ উলটি পালটি চাহে কাটা গর্ভ নহে। দুই হাতে দুইখান একত্র করয়ে॥ পরশিতে দুইখান হইল মিলন। গুয়াচুড়া করি শিশু করয়ে ক্রন্দন॥ অদ্ভুত দেখিয়া জরা মনে মনে গুণি। হেন বিপরীত কভু নাহি দেখি শুনি॥ লাখে লাখে গর্ভপাত আমি হেথা খাইল।

এই শিশু না খাইব মনেতে চিন্তিল॥ অপুত্রক রাজার কত যত্নে হৈল। পুত্র হইল এবে তারে বিধি বিড়ম্বিল॥ আমা হৈতে পুত্র এই পাইল জীবন। না করিনু মুঞি এই বালক ভক্ষণ॥ এতেক চিন্তিয়া জরা লইল কুমারে। হরষিত হৈয়া গেল রাজার দুয়ারে॥ সব কথা কহে জরা রাজার গোচরে। গর্ভপাত খাই বসি তোমার নগরে॥ গর্ভপাত রাজ ঘরে আছিত শুনিয়া। খাইতে আইনু বাঁশবনে প্রবেশিয়া॥ অর্দ্ধকায় দেখি তার কৌতুক হইল। দুই হাতে দুই খান একত্র করিল॥ পরশিতে ধরে যোড় জীবন পাইল। দেখিয়াত মোর মনে দয়া উপজিল॥ না খাইনু পুত্র তোর আনিনু সত্বর। লহত আপন পুত্র শুন নরবর॥ রাক্ষসীর বচন শুনি বৃহদ্রথ রাজা। পুত্র পাইয়া রাক্ষসীর বড় কৈল পূজা॥ রাক্ষসীরে অনুগ্রহ করিল রাজন। নানা উপহার দিল করিতে ভক্ষণ॥ যাবত থাকিস্ জরা আমার নগরে। নানা উপহার আসি খাইস্ মোর ঘরে॥ আনন্দিত সর্ব্ব লোক মগধ নগরে। দুই মহাদেবীরে দিল পুত্র পুষিবারে॥ সমভাবে দুইজন করয় পালন। দুই মাতা এক পুত্র দৈবের লিখন॥ জরা নিশাচরী যেই যুড়িল তাহারে। জরাসন্ধ তেঞি ঘোষয় সংসারে॥ মহারাজা হইয়া এবে সংসার জিনয়ে। জরাসন্ধ নাম তত্ত্ব কহিনু তোমায়ে॥ হেনমতে কথা শেষে গেলা তার পুরী। ভীমার্জ্জুন সঙ্গে করি দেব শ্রীহরি॥ দিন দুই চারি থাকি পুরী উতরিল। বৈষ্ণব দাতা রাজা সকল জানিল॥ বৈষ্ণব রাজা সে একাদশী ব্রত করে। সর্ব্ব ধর্ম্ম যুক্ত রাজা পুণ্য কলেবরে॥ একাদশীর প্রভাতে পারণার দিনে। ভিক্ষা করিবারে যাই কৃষ্ণ তিন জনে॥ খিড়কী দ্বারের পথে বাড়ী প্রবেশিয়া। দাণ্ডাইয়া রাজার পাশে অভ্যন্তরে গিয়া॥ উদ্বর্ত্তন করে রাজা হেনই সময়। সন্ন্যাসী দেখিয়া রাজা করিল বিনয়॥ বসিতে আসন দিল পাদ্য অর্ঘ্য আনি। কেনে আগমন আজ্ঞা কর দ্বিজমণি॥ শুনিয়া রাজার বোল মধুর সুবাণী। কপট করিয়া তারেবলে চক্রপাণি॥ দাতা বড়রাজা তুঞি প্রসংশা শুনিয়া। আইনু তোমার ঠাঁই করিতে যাচঞা॥ আমিত বিদেশী দ্বিজ দুঃখ পাই মনে। তোরে দাতা বলি বলে সকল ভুবনে॥ জরাসন্ধ মহারাজা দানে অকাতরে। যেই যাহা মাগয়ে তাহা দেয়ত সত্বরে॥ মহিমা শুনিয়া তিনে করিল গমনে। সত্য করিলে রাজা মাগি এক দানে॥ পূর্ব্বে অবন্তী রাজা পৃথিবী দান কৈল। অদ্যাপি তাহার কীর্ত্তি জগৎ ঘুষিল॥ সন্ন্যাসীর বচনে রাজা বিস্ময় পাইয়া। সবার শরীর চায় একদৃষ্টি হইয়া॥ ব্রাহ্মণের বেশ যেন ক্ষত্রিয় শরীর। অস্ত্রঘাত অঙ্গে দেখি তিন মহাবীর॥ পূর্ব্বেতে দেখিয়াছি হেন লয়

মনে। রণ করিয়াছি কিবা ইহা সবার সনে॥ সন্ন্যাসী না হইবে কেহ মনেত জানিল। মায়া পাতি কিবা মোরে ছলিতে আইল॥ দ্বিজ হউক্ ক্ষত্র হউক্ করাইমু সুখ। রাজ্য চাউক্ প্রাণ চাউক্ নহিমু বিমুখ॥ যত চক্রবর্ত্তী রাজা সত্যে দান দিল। অদ্যাপি তাহার কীর্ত্তি জগতে ঘুষিল॥ যেবা বলি মহারাজা বিখ্যাত ভুবনে। তারে ছলি বিষ্ণুরূপ ধরি নারায়ণে॥ শুক্র পুরোহিত তারে দিতে নিষেধিল। ত্রিভুবন দান দিয়া পাতাল চলিল॥ সেই পুণ্যে মহারাজা পাতাল ভুবনে। সুখে নিবসয়ে যশ ঘোষে সর্ব্বজনে॥ এত অনুমানি বৈল সন্ন্যাসী তিন জনে। যেই চাহ তাই দিব হরষিত মনে॥ রাজার বচন শুনি হাঁসে গদাধর। একাকী যুদ্ধ আজি দিবে নৃপবর॥ দিব দিব বোল রাজা উঠিল সত্বরে। কেবা তুমি তিন জন সত্য কহ মোরে॥ পুনরপি বলে কৃষ্ণ শুন নরপতি। ইনি ভীমসেন ইনি অর্জ্জুন মহামতি॥ মাতুল সম্বন্ধে ভাই ইহার হই আমি। কৃষ্ণ নাম শত্রু তোমার পাসরিলে তুমি॥ শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য উৎকট হাঁসি। মরিতে আইলা কেন হইয়া সন্ন্যাসী॥ পলাইয়া গেলা কৃষ্ণ লাজ নাহি মুখে। ক্ষত্রি সঙ্গে যুদ্ধ তুমি চাহ কোন মুখে॥ কোন অধঃ ক্ষত্রি আছে সংসার ভিতরে। তোমা সনে যাবে সেই যুদ্ধ করিবারে॥ যে হের অর্জ্জুন দেখি শিশু অল্প বয়স। সমকক্ষ নহিলে যুদ্ধ ক্ষত্রধর্ম্ম নয়॥ যদিবা আছয়ে মন যুঝিতে উহার। কিছু ভীমসেনে সম হয়ে বা আমার॥ নেউটিয়া যাহ ঘর না কর সাহস। তোমা শিশু বধি মোর হব কোন যশ॥ এত শুনি গদাধর ক্রোধেতে হাঁসিয়া। বৈল ভীম যুঝিবেক একাএকী হৈয়া॥ ইহা শুনি অস্ত্র গৃহে ঢুকি নৃপবর। দুই গোটা গদা লৈয়া আইলা সত্বর॥ এক গদা আপনে এক ভীমসেনে দিল। বাহির হইলা তিনে শীঘ্রগতি গেল॥ সংগ্রামের মধ্যস্থান গেলা দুইজন। দুই বীরে দুই গদা করিল বন্ধন॥ আইল সকল লোক অদ্ভুত শুনিয়া। রহিল যে চারি দিকে লোক দাণ্ডাইয়া॥ অন্তরীক্ষে দেবগণ কৌতুকে রহিল। দুই বীরে গদাযুদ্ধ অদ্ভুত হইল॥ ডাহিন পাকে বাম পাকে বুলে দুই বীরে। শত সংখ্যা ভাঙ্গে গদা দোঁহার উপরে॥ পায়ে পায়ে যুদ্ধ করি মুঠকা মুঠকি। বুকে বুকে যুদ্ধ করি হইয়া কৌতুকি॥ কেহ কারে জিনিতে নারে হৈল মহারণ। পুনরপি গদা তবে লৈল দুইজন। গদাযুদ্ধ ন্যায় আঁছে নাভির উপরে। নাভি হেঠে গদা কেহ না এড়ে কোন বীরে॥ সেই সময়ে কৃষ্ণ ডাকিয়া বলিল। জরাসন্ধ নাম কেনে ভীম পাসরিল॥ জরা নামে রাক্ষসী যুড়িল উহারে। কেনে পাসরিলে ভীম হ'ত

সত্বরে ॥ উপায় বলিল কৃষ্ণ ভীম না বুঝিল। যুদ্ধ বশে ভীম সেন চিন্তাতুর হৈল ॥ এক গাছা বেনা কৃষ্ণ হাতে ছিঁড়ি দৈল। নখে চিরি দুইখান ভীমে দেখাইল ॥ তা দেখিয়া বুঝিল মনে ভীম মহাশয়। গদাযুদ্ধ ছাড়ি তার ধরি দুই পায় ॥ অসম্বরি ছিল রাজা গদাযুদ্ধ জিনি। চিত হৈয়া পড়ে জরাসন্ধ নৃপমণি ॥ তবে ভীমসেন বীর আপনা সম্বরি। দুই হাতে দুই পদ দৃঢ় করি ধরি ॥ মারিলেক টান এক বীর বৃকোদরে। দুইখানা করি চিরে মগধ ঈশ্বরে ॥ হাহাকার শব্দ হৈল সকল নগরে। হরিষে নাচন্তি কৃষ্ণ সভার ভিতরে ॥ হরিষেতে পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেবগণ। জয় জয় শব্দ হৈল জগতে ঘোষণ ॥ মইল যে জরাসন্ধ পরাণ ছাড়িয়া। ঘর গেলা দেবগণ আনন্দিত হৈয়া ॥ সাহস করিয়া যুদ্ধ কৈল নৃপবর। বিশেষে সম্মুখে তার দেব গদাধর ॥ প্রাণ ছাড়িলেক রাজা দেখি নারায়ণ। চতুর্ভুজ হৈয়া গেল বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥ তবে গদাধর পুত্রের দুই হাতে ধরি। আশ্বাসিয়া রাজ্য দিয়া অভিষেক করি ॥ সহদেব নাম তার মগধে রাজা কৈল। বন্দিশালে গিয়া সব রাজা ছাড়াইল ॥ রাজাগণ দেখিল যে দেব নারায়ণে। শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম কৌস্তুভ ভূষণে ॥ চতুর্ভুজ রূপ দেখি সকল মানিল। যোড়হাতে রাজাগণ স্তুতি বড় কৈল ॥ ভাল হৈল জরাসন্ধ বান্ধিল আমারে। তাহার প্রসাদে সবে দেখিল তোমারে ॥ রাজ্য মদে মত্ত হয়ে তোমা না চিনিল। কতেক জন্মের পুণ্যে তোমাকে দেখিল ॥ খণ্ডিল বন্ধন কোটি জনম হইল। মুক্তি বর দেহ গোঁসাই প্রণতি করিল ॥ সহদেবে গদাধর ডাক দিয়া আনি। স্নান করাইয়া নৃপে দেহ নানা মণি ॥ শুনিয়া কৃষ্ণের কথা মগধ ঈশ্বর। গন্ধ মাল্য রত্ন দিয়া তুষিল নৃপবর ॥ আনিয়াত গদাধর সব রাজগণে। রথ দিয়া নিজ রাজ্যে করাইল গমনে ॥ যুধিষ্ঠির মহারাজা করিব রাজসূই। জানাইল সবারে আমি আসিতে তথাই ॥ এত বলি বিদায় তবে দিল গদাধর। জরাসন্ধের রথে চড়ি চলিল সত্বর ॥ জরাসন্ধের পুত্রে কৃষ্ণ কৈল হাতে ধরি। পালিহ বাপের রাজ্য কৈল অধিকারী ॥ প্রজারে পালিহ রাজ্য করিহ সাবধানে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে করিহ গমনে ॥ সহদেব বন্দিলেক কৃষ্ণের চরণে। রথে চড়ি হর্ষে তিনে করিল গমনে ॥ নগর নিকটে গিয়া দিল সিংহনাদ। জয় জয় শব্দ শুনি খণ্ডিল বিষাদ ॥ আনন্দিত যুধিষ্ঠির বাহির হইয়া। কোলে কৈল তিন জনায় আশীর্ব্বাদ দিয়া ॥ রথে হৈতে উলি তিনে পরণাম করি। মারিলত জরাসন্ধ বলিল শ্রীহরি ॥ যেমতে মারিল তারে যেমত বিধান। পাঠাইল

সবে না লইব পূজা ॥ এত বলি ক্রোধ করি উঠে ঘন ঘন। সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে করয়ে তর্জ্জন ॥ এতেক কৃষ্ণের নিন্দা তবে সভা শুনিয়া। উঠিলাত ভীমার্জ্জুন হাতে অস্ত্র লৈয়া ॥ নকুল সহদেব যত যুধিষ্ঠিরের গণ। উঠিলা সে শিশুপালের লইতে জীবন ॥ এত দেখি শিশুপাল হাতে অস্ত্র লইয়া। তার পক্ষ রাজা উঠে তার সঙ্গ হইয়া ॥ দুই জনে যুদ্ধ হয়ে দেখি চক্রপাণি। উঠিয়া নিষেধ করি কহে কিছু বাণী ॥ শুন ভীমার্জ্জুন তুমি স্থির হৈয়া রহ। যুদ্ধ না করিহ মোর বচন শুনহ ॥ আমার বধ্য উহা আমি বধিব এখন। উহাতে তোমাতে যুদ্ধ নাহি প্রয়োজন ॥ উহার মায়ের স্থানে সত্যে হব পার। তেকারণে সহি যত বলে বার বার ॥ যখন জন্মিল এই বাপের ভুবনে। চতুর্ভুজ দেখি সবে ত্রাস পাইল মনে ॥ হেনকালে নারদ মুনি কৈল আগমন। ত্রাস না করিহ মুনি বলিল বচন ॥ মহাসুর মহারাজা হব মহীতলে। বিষাদ তেজিয়া সবে কর কুতূহলে ॥ দ্বিভুজ হইব এই রাজ দরশনে। সেইত ইহার রিপু বধিবে পরাণে ॥ বলিয়া নারদ গেলা আপনার স্থানে। তবে উহার বাপ মায়ে কৈল অনুমানে ॥ উৎসব করিয়া সব বান্ধব আনিব। সবাকে দেখাইয়া পুত্রের শত্রুকে চিনিব ॥ দূত পাঠাইয়া তবে আনি সর্ব্ব জনে। পিতৃ মাতৃ সঙ্গে আমি করিল গমনে ॥ আমার বাপের ভগ্নী উহার মাতা হয়ে। এই সম্বন্ধে গেলাম উহার নিলয়ে ॥ আমা দরশনে হৈল দ্বিভুজ কুমার। দেখিয়া সে পিতৃস্বসা কৈল পরিহার ॥ নারদের বাক্য আজি স্বরূপে জানিল। তোমার বৈরি আমার পুত্র জনমিল ॥ কিন্তু এক বোল বলি করি পরিহার। একশত দোষ পুত্রা না লয়ে ইহার ॥ তাহার বচনে আমি অনুমতি দিল। তেকারণে গালি সব কর্ণপাতি নিল ॥ সত্য করিয়াছি উহার মাতা বিদ্যমানে। তেকারণে সহি আমি এত অপমানে ॥ অপরাধ শুনি আমি হেঁট মাথা করি। শতের অধিক হৈলে পাঠাব যমপুরী ॥ শতের অধিক হৈল দেখ বিদ্যমানে। একশত হবে আমি লইমু পরাণে ॥ এতবলি চক্র ছাড়ি দিল গদাধর। উঠিল সে চক্র গোটা আকাশ উপর ॥ সূর্য্য জিনি চক্রের তেজ ত্বরিত গমনে। কাটিল মস্তক তার সবা বিদ্যমানে ॥ হাহাকার হৈল তবে দেবের সমাজে। হরষিতে পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেবরাজে ॥ শিশুপালের তেজ উড়িল অম্বরে। সর্ব্বজন দেখে সাক্ষাতে কৃষ্ণের কলেবরে ॥ শিশুপাল কাটি চক্র হস্তকে আইল। দেখিয়া সকল লোকে চমৎকার হৈল ॥ সর্ব্বজন সঙ্গে রাজা বিস্ময় হৈল মনে। নারদে পুছেন কহ ইহার কারণে ॥ নারদ কহেন কথা শুন নৃপবরে। জয় বিজয় দ্বারী বৈকুণ্ঠপুরে ॥ সনকাদি মুনি হাত

গোসাঞী দেখিতে। মহাইয়া দ্বারে তাতে বলে ফিরাইতে॥ ক্রুদ্ধ হৈয়া সনকাদি শাপিল তাহারে। অসুর হইয়া জন্ম সংসার ভিতরে॥ শাপ হৈতে পাত হয়ে দেখি দুই জন। দন্তে তৃণ করি বলে কাকুতি বচন॥ শাপের শাপান্ত কর মুনি মহাশয়। কেমনে গমন মোর ঝাটি হেথা হয়॥ স্তুতি শুনি দয়া তাঁর হৈল আরবার। শত্রু ভাবে চিন্তি বিষ্ণু পাইবে নিস্তার॥ সেই শাপে জন্মে আসি দুই সহোদর। হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু দৈত্যেশ্বর॥ বরাহরূপে গোসাঞী পৃথিবী উদ্ধারে। বরাহ আকারে গোসাঞী হিরণ্যাক্ষ মারে॥ হিরণ্যকশিপু মারিল নরসিংহ হৈয়া। পুনরপি জন্ম লোকে করিল আসিয়া॥ বিশ্রবার বীর্য্যে নিকষা উদরে। রাবণ কুম্ভকর্ণ হৈলা দুই সহোদরে॥ বড় ভাগ্যবান তুমি সংসার ভিতরে। হেন প্রভু কুটুম্ব করিব লয়ে তোমারে। চলিবে যুধিষ্ঠির রাজা আপনা পাসরি। সবান্ধবে আসিয়া কৃষ্ণে দণ্ডবৎ করি॥ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কথা অদ্ভুত সংসারে। যা শুনিলে যায় লোক বৈকুণ্ঠ পুরে॥ ভাবিলে মুকতি হয়ে নাহিক বিস্ময়। গুণরাজ খাঁন কহে শ্রীকৃষ্ণ বিজয়॥

হিল্লোল রাগ।

শাল্ব রাজার যুদ্ধ শুন অদ্ভুত কাহিনী। আপনা পাসরি যাতে দেব চক্রপাণি॥ রুক্মিণীর স্বয়ম্বরে যবে যুদ্ধ হৈল। সেই যুদ্ধে শাল্ব রাজা পরাভব পাইল॥ ঘর নাই গেল রাজা তপ করিবারে। গোবিন্দ জিনিব বলি আরাধি শঙ্করে॥ ঊর্দ্ধপাদে নিরাহারে দ্বাদশ বৎসর। কায়মনবাক্যে রাজা আরাধে শঙ্কর॥ অল্পে সন্তোষ শিব মায়াতে পড়িয়া। বর মাগ বৈল তারে অধিষ্ঠান হইয়া॥ শিবের বাক্যে রাজা তবে চেতন করিয়া। প্রণতি করিয়া বলে হরকে দেখিয়া॥ নরপতির স্তুতি শুনি হর তুষ্ট হৈয়া। বর মাগি লহ রাজা অমর এড়িয়া॥ মহেশের বচন শুনি লোমাঞ্চিত গায়ে। বর মাগে রাজা শিবের ধরিয়া দুই পায়ে॥ মানুষে জিনিতে মোরে নারিবে সংসারে। হেন বর দেহ মোরে বলিনু তোমারে॥ অন্তরীক্ষে ভ্রমিব মায়া পুরী সে রচিয়া। তথায় করিব যুদ্ধ নানা অস্ত্র লৈয়া॥ সেইমত বর তারে দিল ত্রিলোচন। মায়াপুরী নানা অস্ত্র পাইল তখন॥ সেই মতে গেল রাজা দ্বারকা নগরে। অন্তরীক্ষে আচ্ছাদিল আকাশ উপরে॥ দ্বারকার ঘর ভাঙ্গে নানা অস্ত্র লৈয়া। চিন্তিয়া আকুল লোক কি হৈল আসিয়া॥ বিশেষ নাহিক লোক দ্বারকা

নগরে। যুধিষ্ঠিরের ঘরে গেলা যুদ্ধ করিবারে॥ নাহি তবে বলদেব যুদ্ধ সে দেখিয়া। অধিক ত্রাসিত লোক বড় ভয় পাইয়া॥ হেনকালে প্রদ্যুম্ন বীর কলরব শুনি। রথে চড়ি অস্ত্র লৈয়া চলিলা আপনি॥ শাম্ব অনিরুদ্ধ আদি যতেক কুমার। গদা সাত্যকি আদি বীর যত আছে আর॥ দেখিয়াত শাল্ব রাজা সম্মুখে আসিয়া। বীরদর্প করি কিছু বলেত হাসিয়া॥ ছাওয়াল পতঙ্গ সম আইল কি কারণে। তোমারে মারিলে যশ নাহি ত্রিভুবনে॥ আসুক তোদের কৃষ্ণ যুদ্ধ করিবারে। যাহাকে মারিলে যশ ঘুষিব সংসারে॥ এতেক শুনিয়া ক্রোধে কৃষ্ণের নন্দন। বীরদর্পে উচ্চৈঃস্বরে বলিল বচন॥ মোর বাণে যাবি আজি যমের সদন। কোন কার্য্যে কৃষ্ণ তোর বধিবে জীবন॥ হেনমতে দুই জনে হৈল মহারণ। অনেক দিবস যুদ্ধ করে দুইজন॥ কেহত করিতে নারি কাহার লঙ্ঘন। নিত্য নিত্য দুই জনে করে মহারণ॥ হেথা সে হস্তিনাপুরে দেব শ্রীহরি। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বসি যজ্ঞ সিদ্ধ করি॥ উৎপাত দেখিয়া মনে চিন্তি চক্রপাণি। দ্বারকা বিনাশ করে শাল্ব নৃপমণি॥ যুধিষ্ঠিরে বলিলেন দৈবকী নন্দন। দ্বারকা লঙ্ঘয়ে কেহ নহে মোর মন॥ মেলানি মাগিয়া কৃষ্ণ চড়ি নিজ রথে। অষ্ট রমণী সঙ্গে চলিলা জগন্নাথে॥ হেথা দ্বারকার মধ্যে অনেক দিবসে। অনেক করিল যুদ্ধ কাম অনায়াসে॥ প্রদ্যুম্ন নামে বীর শাল্বের পায়ে বর। যুদ্ধ করিবারে আইলা সংগ্রাম ভিতর॥ আসিয়া প্রদ্যুম্ন সঙ্গে করে মহারণ। বাণ বৃষ্টি আচ্ছাদিল রবির কিরণ॥ কষিয়াত কামদেব ধনুর্ব্বাণ লইয়া। কাটিল সকল অস্ত্র সন্ধান পুরিয়া॥ পুন অস্ত্রে আচ্ছাদিল অশেষ মায়ায়ে। তাহাত কাটিল কাম ঈষৎ লীলায়ে॥ পুনরপি কষি সেই হাতে শেল লৈয়া। মারিলেক প্রদ্যুম্নের হৃদয় চাপিয়া॥ শেল ঘায়ে মোহ গেলা কৃষ্ণের নন্দন। রথ লৈয়া দারুক পুত্র কৈল পলায়ন। ক্ষণেক রহিয়া কাম চেতন পাইয়া। সারথিকে বলে কিছু রুষ্ট সে করিয়া॥ কেনে হেন কৈলি পাপ কুলের খাঁখার। যুদ্ধে ভঙ্গ অপযশ ঘুষিব সংসার॥ যদুবংশে যত যত রাজা উপজিল। যুদ্ধে পলায়ন কভু কার না শুনিল॥ যোড়হাতে সারথি বলে শুন মহাশয়। শাস্ত্র মত কর্ম্ম কৈলে দোষ কিছু নয়॥ অস্ত্র ঘায়ে রথি যবে হয়ে অচেতন। সারথি করয় রথ লৈয়া পলায়ন॥ পুনরপি চেতন পায়ে রণ মধ্যে গিয়া। জিনিব বিপক্ষ রণ যুদ্ধে প্রবেশিয়া॥ ক্রোধ সম্বরিয়া যাহ যুদ্ধ করিবারে। মারহ বিপক্ষ রণ ঘুষিব সংসারে॥ মধু পান করি কাম সিংহনাদ করে। বাণ

বরিষণ করে প্রদ্যুম্ন উপরে ॥ পুনরপি প্রদ্যুম্ন করে বাণ বরিষণ। কাটিল সকল অস্ত্র কৃষ্ণের নন্দন ॥ হানিবাত কামদেব চক্র নিল হাতে। শাম্ব বলি এড়ে চক্র প্রদ্যুম্নের মাথে ॥ সূর্য্য হেন অস্ত্র তেজ আকাশে উঠিল। প্রদ্যু-ম্নের মাথা কাটি পুনরপি আইল ॥ প্রদ্যুম্ন পড়িল দেখে কৃষ্ণের কুমারে। সিংহনাদ ছাড়ি বোলে সংগ্রাম ভিতরে ॥ কুপিল সে শাম্ব রাজা প্রদ্যুম্ন মরণে। প্রদ্যুম্ন উপরে করে বাণ বরিষণে ॥ হেনকালে গোবিন্দাই আসিয়া সত্বরে। প্রিয়া সব এড়ি গেল যুদ্ধ করিবারে ॥ বাণ বরিষেণ কৃষ্ণ শাম্বের উপরে। অতি ঘোরতর যুদ্ধ নারি সহিবারে ॥ মায়া করি অন্তরীক্ষে উঠিল আকাশে। নানা অস্ত্র বরিষয়ে মায়িক প্রকাশে ॥ চারিদিকে অস্ত্র এড়ি দেখিতে না পাই। অস্ত্রেতে জর্জ্জর হৈলা দেব গোবিন্দাই ॥ তবে কতক্ষণে রাজা রথের উপরে। বসুদেবের চুলে ধরি বলে গদাধরে ॥ শুন শুন গোবি-ন্দাই কি কর বড়াই। তোর বাপে কাটি পাঠাইব যম ঠাঁই ॥ এত বলি মুণ্ড তার কাটিল সত্বরে। ফেলাইল স্কন্ধ গোটা ভূমির উপরে ॥ তবেত দৈবকী দেবী আউদর চুলে। সংগ্রামে পসিয়া কান্দে স্বামী করি কোলে ॥ অনেক বিলাপ করি ক্রন্দন করিল। কান্দিতে কান্দিতে কিছু গোবিন্দেরে কৈল ॥ তোর বিদ্যমানে তোর পিতার মরণ। সাজাহ অনল কুণ্ড ছাড়িব জীবন ॥ হতাশয়ে গোবিন্দাই শোকাকুল হৈয়া। মা বাপ দেখিয়া কান্দে অস্ত্র সে ছাড়িয়া ॥ এত অপযশ মোর রহিল ঘোষণ। আমা বিদ্যমানে হৈল পিতার মরণ ॥ শোকে ব্যাকুল কৃষ্ণ সংগ্রাম ভিতরে। ডাক দিয়া বলে শাম্ব করি উচ্চৈঃস্বরে ॥ বড় বড় রাজা সঙ্গে মায়া যুদ্ধ করি। সবারে কপটে মারি কৈল দ্বারকা পুরী ॥ আজিত আমার ঠাঁই মরণ তোমার। ভাঙ্গিয়া দ্বারকা আজি করো ছার খার ॥ যত কুটুম্বের মোর বধিল জীবন। তোর রক্তে করিমু আজি তাহার তর্পণ ॥ এতেক বিরূপ বলে সংগ্রাম ভিতরে। হেট মাথা করি কৃষ্ণ না দিল উত্তরে ॥ চিন্তিতে চিন্তিতে মনে হইল স্মরণ। কপট করিয়া শাম্ব রাজা করে রণ ॥ নাহি মরে বাপ মোর এ নহেত দৈবকী। মায়া সব জানি কৃষ্ণ হইলা কৌতুকী ॥ হস্ত পদ পাখালিয়া আচমন করি। অস্ত্র লৈয়া উঠে কৃষ্ণ রথের উপরি ॥ ডাক দিয়া বলে কৃষ্ণ শুন নরপতি। মায়া রণ কৈলে যত দেখিমু শকতি ॥ এখন হইল মায়া কৃষ্ণের গোচর। এক বাণে কাটি তোরে পাঠাই যম ঘর ॥ এতবলি গোবিন্দাই এড়ে দশ বাণ। কাটিয়া শাম্বের মাথা কৈল খান খান ॥ কাটিল সকল মায়া আকাশে যত ছিল। সব সেনা-

গণ কাটি সিংহনাদ কৈল॥ জয় শব্দে পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেবগণ। যুদ্ধ জিনি ঘরে আইলা দেব নারায়ণ॥ অদ্ভুত শাম্বের যুদ্ধ জগতের মোহন। গুণরাজ খাঁন কহে বলি নারায়ণ॥

রামক্রীড়া রাগ।

দ্বারকাতে নানা সুখে খেলে নারায়ণ। পৌত্র অনিরুদ্ধ দেখি হরষিত মন॥ হেনবেলা রুক্মিণী দেবী যোড়হাত করি। মোর বোলে অবগতি করহ শ্রীহরি॥ মোর ভাই দোষ কৈল পড়হুঁ চরণে। তার দোষ ক্ষম প্রভু কমললোচনে॥ অনিরুদ্ধে বিভা দিতে ভাই ইচ্ছা কৈল। আপনার পৌত্রী দিতে বলিয়া পাঠাইল॥ আজ্ঞা কর যদি গোসাঞী শ্রীমধুসূদন। বর লৈয়া আপনে তথা করহ গমন॥ এতেক বিনয় কৈল যোড়হাত করি। করাব পৌত্রের বিভা বলিল শ্রীহরি॥ এতেক বলিয়া কৃষ্ণ নড়িলা সত্বর। ভোজরাজ রাজ্যে গেলা রুক্মী রাজার ঘর॥ প্রদ্যুম্ন নড়িলা বলদেব মহাশয়। রুক্মিণী সহিত গেলা রুক্মীর নিলয়॥ কৃষ্ণের গমনে হরষিত রুক্মী রাজা। ঘরে আনি সবাকারে কৈল বড় পূজা॥ মিষ্টান্ন পান দিয়া করাইল ভোজনে। নানা রঙ্গ ঢঙ্গ করি গোসাঞীর মনে॥ যোড়হাতে কৃষ্ণ স্থানে লৈল অনুমতি। অনিরুদ্ধে বিভা দিবে কন্যা চারুমতী॥ রুক্মীর বিনয়ে তুষ্ট হৈল গদাধর। আজ্ঞা দিল দেহ বিভা শুন নৃপবর॥ নানা বাদ্যে নৃত্যগীতে মঙ্গল করিয়া। অনিরুদ্ধে চারুমতী দিল বিভা দিয়া॥ দন্তবক্র আদি অনেক রাজা লইয়া। নানা ক্রীড়া করি বোলে হরষিত হৈয়া॥ তবে একদিন রুক্মী দন্তবক্র সঙ্গে। কোন ছলে জিনি কৃষ্ণ করিল প্রসঙ্গে॥ তবে দন্তবক্র বলে শুন মহাশয়ে। বলি বড় বলভদ্র জিনিল কভু নয়ে॥ রাজক্রীড়া নাহি জানে গোকুলে বসয়। পাশাছলে ক্রীড়া করি জিনিব উহায়॥ এত যুক্তি করি গেলা কৃষ্ণ বরাবরে। হাসিয়া তরঙ্গে চঙ্গে নানা চোল করে॥ বলভদ্রের হাতে ধরি পরিহাস করে। রাজক্রীড়া কিছু তোমার নহিল শরীরে॥ রাজক্রীড়া জানিলে বনের ভিতরে। গরু রাখি দৃঢ়মারে কৈলে কলেবরে॥ রুক্মীর বাক্যে বলদেব সক্রোধ হইল। সর্ব খেলা জানি বলি রুক্মীরে বলিল॥ পুনরপি রুক্মীরাজা পরিহাস করি। রাজক্রীড়া জান যবে খেল পাশা সারি॥ এত বলি দুই বীরে বসিল তথাই। রুক্মী সঙ্গে পাশা তবে খেলেন বলাই॥ সহস্রেক পণ কৈল চালের উপরে। জিনি বলদেবে রুক্মী পরিহাস করে॥

পুনরপি অযুত পণ বলদেব কৈল। সেইবার রুক্মী রাজা পাশা যে জিনিল॥ আর বার বলদেব লক্ষ পণ কৈল। পাশা জিনি বলদেব হাঁসিতে লাগিল॥ হাঁসিয়াত রুক্মী রাজা বড় লজ্জা পাইল। দন্তবক্রের চিত্তে তবে দুঃখ জনমিল॥ তবে দন্তবক্র বলে মিথ্যাত করিয়া। বলাই হারিল বলি হাঁসে দন্ত দেখাইয়া॥ তবে বলদেব বলয়ে সাক্ষিগণ। অন্তরীকে আকাশ বাণী হইল তখন॥ এইবার বলদেব পাশা যে জিনিল। কি কারণে দন্তবক্র মিথ্যা সাক্ষি দিল॥ আকাশবাণী শুনি বলাই উঠিল সত্বরে। মুঠকি মারিল তার দন্তের উপরে॥ দন্ত ভাজি পড়ে তার ভূমির উপরে। দেখিয়া সে রুক্মী রাজা ক্রোধ বড় করে॥ বলদেবে ধরি ছান্দে মল্লের বন্ধনে। আপনা ছাড়য়ে বলাই অনেক যতনে॥ আছাড়িয়া বলাই তারে ফেলাইল দূরে। মাজা ধরি বৈসে তার বুকের উপরে॥ বাম হাত দিয়া তবে গলা চাপি ধরি। দৃঢ় মুষ্টি মুঠকি তার মুখ মধ্যে মারি॥ মুখে নাকে রক্ত পড়ে ঘোর দরশন। সেই ঘায়ে গেল রুক্মী যমের সদন॥ হাহাকার শব্দ হৈল রাজার সমাজে। তাই দেখি কৃষ্ণ কিছু না বইল লাজে॥ শুনিয়া রুক্মিণী দেবী সম্ভ্রমে আসিয়া। না বইল দেবী কিছু ভাসুর দেখিয়া॥ তার পুত্র কৃতব্রহ্মা কৃষ্ণ সে আনিয়া। দিলেন বাপের রাজ্য আশ্বাস করিয়া॥ সর্ব্বজন লইয়া নড়িলা গদাধর। কন্যার সঙ্গে আইলা দ্বারকা নগর॥ শুনিয়া কৃষ্ণের কথা সব বন্ধুজন। অনুব্রাজ আনিবারে করিল গমন॥ একমনে চিন্তে লোক গোবিন্দ চরণ। গুণরাজ খাঁন বলে সংসার তারণ॥

কর্ণাট রাগ।

রুক্মী বধ কৈল কৃষ্ণ লোক মুখে শুনি। শুনিয়া রুষিল দন্তবক্র নৃপমণি॥ রুক্মী বধ শুনি রাজা ক্রোধে অচেতনে। সর্ব্ব সৈন্য সাজে কৃষ্ণ মারিবার মনে॥ গদা হাতে পদব্রজে ধাইল সত্বরে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সান্ধায়ে দ্বারকা নগরে॥ ত্রাসে গিয়া কহে দূত শুন গদাধর। সৈন্য লৈয়া দন্তবক্র বেড়িল নগর॥ শুনিয়াত গদাধর শঙ্খচক্র লৈয়া। আইলা কত সৈন্যে পদব্রজ হৈয়া॥ কৃষ্ণ দেখি বলে মোরে দিলে দরশন। তোর রক্তে করিব আজি রুক্মীর তর্পণ॥ ইহা বলি উচ্চৈঃস্বরে করে সিংহনাদ। দ্বারকার লোক বলে হৈল পরমাদ॥ হাসিয়া তাহারে বলে শ্রীমধুসূদন। রুক্মী সম্ভাষিতে তোরে পাঠাইব এখন॥ কোন অস্ত্র এড়িবি তুই ওরে পাপাশয়। তোর ঘা সহিয়া তোরে পাঠাব যম-

বার ॥ কৃষ্ণের বচন শুনি সেই দুরাচারে। অতিবেক গদা খোচা কৃষ্ণের উপরে ॥ নূতন মেঘ যেন মহাশব্দ করে। আইসেত গদা খোটা কৃষ্ণে মারিবারে ॥ গদার প্রতাপ দেখি হাসে চক্রপাণি। চক্র এড়ি গদা তার কৈল খান খানি ॥ তবে গদাধর আপন গদা লৈয়া। মারিল রাজার বুকে মক্রোধ হইয়া ॥ সেই ঘায়ে পড়ে রাজা পৃথিবী উপরে। হাত পাও আছাড়িয়া পড়িল শরীরে ॥ ব্রহ্মশাপে মুক্ত তারে কৈলা গদাধরে। মুক্তিপদ পাইয়া গেল বৈকুণ্ঠ পুরে ॥ হেনক অদ্ভুত কথা শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে। তিন জন্মে মুক্তি পাইল জয় বিজয়ে ॥ তার ভাই বিদূরথ সর্ব্ব সৈন্য লৈয়া। পড়িল কৃষ্ণের ঠাই সংগ্রাম করিয়া ॥ অদ্ভুত অমৃত কথা শুনিলে না মরি। গুণরাজ খাঁন বলে বলিয়া শ্রীহরি ॥

কল্যাণী রাগ।

পুরবে সুমেরু মূলে বজ্রনাভা পুরী। সংসার দুর্লভ কেহ লঙ্ঘিতে না পারি ॥ সুবর্ণের ঘর সব রত্নের প্রাচীর। নানা জাতি বৈসে তথা নর্ম্মদার তীর ॥ তথায় দিতির সুত নামে বজ্রনাভ। বজ্রপুরী অধিপতি তামস স্বভাব ॥ ত্রৈলোক্য জিনিতে মন করিল দুর্ম্মতি। সুমেরু পর্ব্বতে গিয়া তপস্যা করন্তি ॥ নানাবিধ তপস্যাতে শরীর সুখিল। দেবমানে সহস্র বৎসর তপ কৈল ॥ তপে তুষ্ট হৈয়া তারে দেব প্রজাপতি। মাগ বর বৈল তারে হইয়া উপস্থিতি ॥ বর মাগে বজ্রনাভ একচিত্ত মনে। যোড়হাত করি বলে ব্রহ্মার চরণে ॥ চন্দ্র সূর্য্য রাহু আর যত জীবগণে। মোর পুরী না যাইবে মোর আজ্ঞা বিনে। দেবের অবধ্য হব এ বর মাগিল। তুষ্ট হইয়া প্রজাপতি সব বর দিল ॥ বর পাইয়া পুরীকে আইল দৈত্যরাজ। ত্রৈলোক্য জিনিয়া আছে বজ্রপুরী মাঝ ॥ শঙ্কর সেবিয়া পাইল কন্যা মনোরমা। নানা রূপে গুণে সে ভুবনে অনুপমা ॥ তাহার বর্ণনা কেবা বলিবারে পারে। ত্রিভুবনে দিতে নাই উপমা তাহারে ॥ হেনমতে তথায় অসুররাজ থাকি। সুরপুরী জিনিবারে হইল কৌতুকি ॥ এক দূত পাঠাইল পুরন্দরের স্থানে। সুরপুরে রাজ্য তুমি ভুঞ্জ চিরদিনে ॥ কশ্যপের পুত্র তিঁহো আমি দুই জনে। সুরপুরী রাজ্য ইন্দ্র ছাড়ুক এক্ষণে ॥ সুরপুর গেল দূত সত্বর গমনে। কহিল সকল কথা পুরন্দরের স্থানে ॥ শুনি হাসে পুরন্দর দূতের বচনে। দেবের অবধ্য দৈত্য চিন্তি মনে মনে ॥ বৃহস্পতি আনিয়া সে করিল যুকতি। এবে সময়ে হরি চিন্ত আদি পতি ॥ দূত প্রবোধিয়া রাহু দ্বারকা নগরে। কৃষ্ণ স্থানে নিবেদিয়া

বায়ুর অসুরে ॥ এত অনুমানি ইন্দ্র দূতেরে বলিল। কশ্যপ দোঁহার পিতা যজ্ঞেরে চলিল ॥ যজ্ঞ শেষে তাঁর ঠাঁই দোঁহে নিবেদিব। পিতৃ আজ্ঞা যেই হবে তাহাত পালিব ॥ এত বলি দূত ইন্দ্র পাঠাইল সত্বরে। সত্বরে চলিলা ইন্দ্র দ্বারকা নগরে ॥ কৃষ্ণ স্থানে সব কথা নিবেদন কৈল। বজ্রনাভ দৈত্য বত্ত বলিয়া পাঠাইল ॥ ইন্দ্রের বচন শুনি দেব গদাধর। ক্ষণেক চিন্তিয়া তাঁরে দিলেন উত্তর ॥ ভালই সময় কৈলে শুন সুরপতি। দৈত্য বধিবার তরে করিব যুকতি ॥ দেবের অবধ্য দৈত্য প্রজাপতির বরে। কেহ নাহি পারে বজ্রপুরী লঙ্ঘিবারে ॥ প্রদ্যুম্ন কুমার মোর তথা পাঠাইব। উপায় সৃজিয়া বজ্রপুরে প্রবেশিব ॥ গদ শাম্ব দুই বীর সঙ্গতি করিব। যুদ্ধ করি বজ্রনাভ অসুর মারিব ॥ পুরী প্রবেশিতে তার করিব উপায়। রাজহংসীগণ আনি করিব সহায় ॥ প্রভাবতী প্রদ্যুম্ন সঙ্গম করাইতে। ব্রহ্মার বাহন হংস পাঠাহ ত্বরিতে ॥ প্রভাবতী নামে আছে দৈত্যরাজ সুতা। পরম সুন্দরী রূপে গুণে অবহিতা ॥ মহাদেবের বরে সেই প্রভাবতী কন্যা। রূপে গুণে অনুপমা ত্রিভুবনে ধন্যা ॥ প্রভাবতী স্থানে গিয়া রাজহংসীগণ। কুমারের গুণ কহি হরুক তার মন ॥ কন্যার আরতি প্রবেশিবেক কুমার। মারিব অসুর তিনে দুর্গেতে আমার ॥ ঝাট গিয়া হংসী তথা পাঠাহ সত্বরে। এতেক আশ্বাস তারে কৈল পুরন্দরে ॥ সত্বরে আসিয়া ইন্দ্র আপন নগরে। রাজহংসী গণ ডাকি আনিল সত্বরে ॥ কৃষ্ণের যতেক কথা তাহারে কহিল। বজ্রপুরী পাঠাইতে সম্বিধান দিল ॥ ব্রহ্মার বাহন হংসকুলে উৎপত্তি। সুবর্ণের পাখা সব সুন্দর মূরতি ॥ প্রবাল গঠিত চঞ্চু চরণ তাহার। মনুষ্যের বাণী কহে জিনি সুধাসার ॥ ইন্দ্রের আদেশে তারা গিয়া বজ্রপুরে। পুরীর নিকটে রহে এক সরোবরে ॥ বিকচ কুসুম পদ্ম সুগন্ধি বহলে। নানাবিধ জলচর বিমল সলিলে ॥ তার মাঝে বসিয়াছে রাজহংসী মেলা। ভুঞ্জিয়া মৃণাল দণ্ড করে নানা খেলা ॥ দেখিতে বিচিত্র রূপ লীলা মনোহর। সকল লোকের চিত্তে কৌতুক বিস্তর ॥ তা দেখিয়া দাসীগণ কুতূহল মনে। সত্বরে জানা'ল গিয়া প্রভাবতী স্থানে ॥ শুনিয়া দাসীর কথা প্রভাবতী বালা। হংসীকে দেখিতে চিত্ত অতিশয় লোলা ॥ কত সখীগণ সঙ্গে চলিল সত্বরে। যেই হংসীগণ আছে যেই সরোবরে ॥ সব হংসীগণ করে সলিল বিহার। তীরে উঠি ক্ষণে ক্ষণে ভ্রমি ধীরে ধীরে ॥ তা সবা দেখিয়া তথা প্রভাবতী বালা। হংসীরে ধরিতে চিত্ত হইল বড় লোলা ॥ কন্যা দেখি হংসীগণ করে নানা

লীলা। তা সবার লীলা দেখি প্রভাবতী সে উঠিলা ॥ ধীরে ধীরে হংসিগণের সম্মুখে আসিয়া। উপবন মাঝে বুলে কৌতুকে ভ্রমিয়া ॥ তা দেখিয়া প্রভাবতী হইল চঞ্চলা। হংসীরে ধরিতে যায় প্রভাবতী বালা ॥ তার মন বুঝিয়া সে রাজহংসীগণ। হাতে নাগ পাই হেন করিল গমন ॥ একলা কন্যাকে দেখি নিভৃত স্থানে। কন্যা সনে কহে কথা মধুর বচনে ॥ অন্তরীক্ষে চলি আমি কামচর গতি। আমাকে ধরিতে তোর কেমন শকতি ॥ সেই সব এখন তোর যৌবন পরবেশ। তবুত নহিল তোর কোন বুদ্ধি লেশ ॥ তোমাকে বুঝাব কেঞি আইলাম এখানে। ধরা দিব আমি তুমি রাখিহ যতনে ॥ কত দূরে গিয়া তবে ধরে এক হংসী। গায় হাত বুলাইয়া হংসীকে প্রশংসী ॥ এমন অপূর্ব্ব রূপ কোথা না দেখিল। বিধাতা যে কোন রত্ন আনি মিলাইল ॥ ক্ষণে হাতে ক্ষণে কোলে ক্ষণেক আঁচলে। কোথায় থুইতে মন নহিল তাহারে ॥ শুচিমুখী নামে হংসী তথাই রহিল। আর যত হংসীগণ স্বর্গেতে চলিল ॥ হেথা শুচিমুখী হংসী প্রভাবতী সঙ্গে। চিরকাল সঙ্গে থাকি বাড়াইল রঙ্গে ॥ নানাবিধ পরকারে কন্যার মন মোহি। শুচিমুখী হৈল তার প্রধান প্রিয় সখী ॥ ত্রৈলোক্যের আছে যত অদ্ভুত কথা। নিতি নিতি কন্যা সনে বসি কহে কথা ॥ নগর নাগর যত আছে গুণিজন। সকল কহিয়া হরে প্রভাবতীর মন ॥ একদিন প্রসঙ্গে বুঝিতে তার হিয়া। প্রভাবতীর আগে কহে প্রবন্ধ করিয়া ॥ ব্রহ্মার বাহন হংসকুলেতে উৎপত্তি। তাঁর বরে ত্রিভুবনে অব্যাহত গতি ॥ ইন্দ্র বরুণাদি কুবের পশুপতি। নৈঋত হুতাশ যম যত দিকপতি ॥ ব্রহ্মা অনন্ত আর যত দেবগণ। একে একে ভ্রমিলাম সকল ভুবন ॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যতেক আছে পুরী। সকল দেখিল [illegible] বরে কামচরী ॥ সমুদ্রের মধ্যে এক পুরী মনোহর। ত্রিভুবনে না দেখিল তেমন সুন্দর ॥ যত যত দেখিনু পুরী সে পুরী রতন। তা দেখিতে বাড়য়ে বাঞ্ছা নাটুট যেমন ॥ রত্নাকরে যত রত্ন ছিল চিরকাল। তা দেখিয়া রচিল সেই নগর বিশাল ॥ মৃত্তিকার লেশ নাই সব রত্নময়। রজত কাঞ্চন যত মণির নিচয় ॥ সংসারে দুর্ল্লভ পুরী দ্বারাবতী নাম। দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুরী অতি অনুপাম ॥ তাহার ঈশ্বর কৃষ্ণ ত্রিজগতের নাথ। যাঁহার প্রসাদে সব দেবের সোয়াস্ত ॥ যাঁর ভুজ অসুরগণের কাল দণ্ড। ত্রৈলোক্য প্রদীপ যাঁর প্রতাপ প্রচণ্ড ॥ তা দেখিতে আমি তথা বসি চিরকাল। ভিতরে বাহিরে পুরী দেখিতে সে ভাল ॥ তাঁহার সমান বীর তাঁহার কুমার। ত্রিভুবন জিনি রূপ

কাম অবতার ॥ শিবের কোপানলে কাম যবে ভস্ম হৈল। স্বামির বিয়োগে রতি স্তুতি বড় কৈল ॥ রতির করুণা দেখি শিব দিল বরে। তোর স্বামী জন্মিব রুক্মিণী উদরে ॥ মহাদেবের শাপে কাম তেজিয়া জীবন। কৃষ্ণের ঔরসে পুত্র লভিল জনম ॥ প্রদ্যুম্ন তাঁহার নাম রুক্মিণী তনয়। সবার প্রধান তিঁহো গুণের নিলয় ॥ তাঁহাকে দেখিয়া আমি সব পাশরিল। ইন্দ্রের বসতে তেমন রূপে কাহে না দেখিল ॥ কি কহিব রূপ গুণ রঙ্গরাগ লোভে। দেব কন্যাগণ আসি স্তিতি নিতি সেবে ॥ হেনমতে নানা কথা কহিয়া তাহারে। বিরলে কহিল কন্যার মন বুঝিবারে ॥ সবাকে মোহিয়া হংসী রহিল তথাতে। গুণরাজ খাঁন কহে হরিপদ চিত্তে ॥

পাহাড়ী রাগ।

হংসীর বচন শুনি, প্রভাবতী মনে গুণি, যৌবন প্রবেশে কামে হতা। কুমার কৃষ্ণের সুত, রূপে গুণে অদ্ভুত, হেন বুঝি অনুকূল বিধাতা ॥ কর্ম্মের বিভব ফলে, দুর্ল্লভ আসিয়া মেলে, অঘটন করায়ে ঘটন। শুনিয়া কুমারের গুণ, কন্যার বাড়িল মন, উৎকণ্ঠিতা হইল তখন ॥ মনে ভাবি প্রভাবতী, হংসীরে করে কাকুতি, কহ পুন কুমার বারতা। বচন চাতুরী তোর, হৃদয়ে ভুলিল মোর, বিশেষত সুজনের কথা ॥ যত আইল বৈদেশি, কে পুছিনু তারে বসি, তোর বোলে পরতিত মোহে। দৈবের ঘটন হেতু, বাড়িল মদন কেতু, চরণে ধরিয়া বলি তোঁহে ॥ ধনী তুমি গুণমণী, হংসী হৈয়া কহ বাণী, দৈবে আনি মিলাইল তোমা। তোরে নাহি ভিন্ন ভাব, কহ নিজ স্বভাব, কুমার আনিয়া জীয়া আমা ॥ কন্যার বচন শুনি, শুচিমুখী মনে গুণি, ইষ্ট কার্য্য অভিমুখ হইল। প্রসংশিত নিরন্তর, গুণ কহে বিস্তর, কন্যার মন অধিক মজিল ॥ সে কুমার মহাজন, দুই কুলেরি দর্পণ, বাপরাজ ত্রিভুবন নাথে। তার রূপ গুণ যশে, ত্রিভুবন হৈল বশে, কোন শক্তি তাহাকে আনিতে ॥ সে কুমার পঞ্চবাণ, বাপ মায়ের পরাণ, নয়নের আড় নাহি করে। মহা মন্ত্রী মহা বীর, বাপের সমান বীর, আশে পাশে রক্ষক তাহারে ॥ থাকিনু তাহার পাশে, করিনু নানা প্রয়াশে, আনিবারে করিনু শকতি। তোমার পুণ্যের ফল, যদি আসে মোর বোলে, পুরী প্রবেশি কেমন যুকতি ॥ তোর বাপ দৈত্যপতি, দুর্নিবার তার মতি, পুরী প্রবেশিতে কেহ নারে। তো কন্যা বাপের বশ, কেমনে পাইবি যশ, যোগ হব কোন প্রকারে ॥ হংসীর

বাক্য শুনি কাণে, বলে কন্যা কামবাণে, তোমার অসাধ্য নাহি কর্ম্ম। দৈত্য-রাজ অগোচরে, বরমাল্য দিব তারে, গন্ধর্ব্ব বিভায় বড় ধর্ম্ম॥ এড়িয়া চাতুরী কথা, সত্বরে চলহ তথা, আনহ কুমার হেথাকারে। যাবৎ মদন শরে, প্রাণ মোর নাহি হরে, ধর্ম্ম দেখি জীয়াও আমারে॥ কন্যার কাকুতি বচনে, হংসী ব্যথিত মনে, হাঁসি কহে বচন রচিয়া। বিদগ্ধ যেই হয়ে, এতেক তরল নহে, স্থস্থ কর আপনার হিয়া॥ কুমার আনিমু হেথা, ঘুচামু মনের ব্যথা, ক্ষিতিতলে নাহি তার সমা। তো হেন নাগরী, সে হেন বর কেশরী, দোঁহার রূপের নাহি সীমা। এত বলি রাজহংসী, আকাশের পথে বসি, চলিল বাড়ায়ে চমৎকার। কিবা দেখি স্বপ্নবৎ, কিবা সিদ্ধি মনোরথ, কিবা মায়া হৈল দেব-তার॥ হেথা প্রভাবতী বালা, হৈয়া থাকে নিশ্চলা, যাবৎ হংসীর গতি দেখি। দিবা রাত্রি অন্য কথা, ভাবে মনে নাহি তথা, যাবৎ না আইসে শুচিমুখী॥ হংসী গিয়া সুরপুরে, সব কহে পুরন্দরে, প্রসাদ পাইল ইন্দ্র স্থানে। ইন্দ্রের প্রসাদ পাইয়া, দ্বারকা নগরে গিয়া, জানাইল কমললোচনে॥ হংসীর বচন শুনি, কার্য্য সিদ্ধি মনে গুণি, প্রদ্যুম্নে আনিয়া কিছু কৈল। বজ্রনাভ মহাসুরে, ইন্দ্রপুরী লভিবারে, দুষ্টমতি আকাঙ্ক্ষা করিল॥ দুর্দ্ধর্ষ সে দৈত্যরি, দুর্জ্জয় দৈত্য কেশরী, প্রজাপতির বরে বলবন্ত॥ তোমার সে বধ্য নয়, মনে না করিহ বিস্ময়, যশ তোর বাড়িব অনন্ত॥ এত তারে বুঝাইয়া, হংসীরে বলিল আনিয়া, ভদ্রনট আনহ সত্বর। গোবিন্দ চরণ মনে, গুণরাজ খাঁন ভণে, পাঁচালী প্রবন্ধ মনোহর॥

শ্রীরাগ।

কশ্যপ মুনির যজ্ঞ প্রভাসেতে হয়ে। দেবতা গন্ধর্ব্ব শুনি আইলা তথায়ে॥ নরদৈত্য অসুর জগতে যত বৈসে। ঋষি তপস্বী যত আইলা তার পাশে॥ হেনকালে ভদ্রনট নামে একজন। কশ্যপের যজ্ঞ স্থানে হইল উপসন॥ নানা-বিধ রাগ গীত পঞ্চ তাল যোগে। নৃত্য অনুবন্ধ কৈল মুনিজন আগে॥ বিবিধ সঙ্গীত তাল রস অনুবন্ধে। দেখিতে সবার চিত্তে বাড়িল আনন্দে॥ তুষ্ট হৈয়া কশ্যপ মুনি জগতের তাত। শুভ মনে কৈল বর দিলেন তাহাত॥ যত আছে নৃত্যকলা সকল জানিবে। যেইরূপ বাঞ্ছা কর সেইরূপ পাবে। অবিহতি গতি তোর হব ক্ষিতিতলে। যার স্থানে যাবে তারে মোহিবে সকলে॥ এত বর দিল তারে কশ্যপ তপোধন। বর পাইয়া আছে তথা নট

মহাজন ॥ তথাকারে চল তুমি সত্বর গমনে। মোর নাম করি তারে আনহ এখানে ॥ তার সনে নট বেশে প্রদ্যুম্ন পাঠাব। বজ্রপুরী গিয়া বজ্রনাভকে মারিব ॥ শুচিমুখী গেল তথা কৃষ্ণের বচনে। ভদ্রনটবরে গিয়া আনিল তখনে ॥ কৃষ্ণ স্থানে আসিয়াত ভদ্রনটবরে। নানা নৃত্য করিয়া সন্তোষ কৈল তারে ॥ তুষ্ট হৈয়া কৃষ্ণ তারে দিলা নানা ধন। প্রসাদ করিয়া কৈল শুন নট জন ॥ বজ্রনাভ অসুর বড়িতে ইন্দ্রহীন। ইন্দ্র খেদি স্বর্গ নিতে কৈল অনুমান ॥ আমায় আসিয়া ইন্দ্র গোচর করিল। তেকারণে যত্ন করি তোমারে আনিল ॥ প্রদ্যুম্ন কুমার মোর মারিব তাহাতে। ব্রহ্মার বরে পুরী তার দুর্গম যাইতে ॥ তোমা সঙ্গে নট বেশ ধরিয়া কুমার। প্রবেশ করিব গিয়া পুরীতে তাহার ॥ গদ শাম্ব দুই বীর সঙ্গেতে করিয়া। মারিব অসুর তিনে পুরী প্রবেশিয়া ॥ তবেত ইন্দ্রের দুঃখ হইব খণ্ডন। তোমার প্রতিষ্ঠা হব জগতে ঘোষণ ॥ এতেক কহিয়া কৃষ্ণ ভদ্রনটবরে। গদ শাম্ব প্রদ্যুম্ন দিল সংহতি তিন বীরে ॥ ক্ষত্রধর্ম্ম শুন পুত্র ক্ষত্রিয় লক্ষণ। আর্ত্তজন পরিত্রাণ প্রজার পালন ॥ আর্ত্ত হৈয়া ইন্দ্র আসি লৈল শরণ। তাহার রক্ষার হেতু করহ যতন ॥ এতেক স্বধর্ম্ম রক্ষা আর দেবকাজ। মঙ্গল করিব সব দেবের সমাজ ॥ দুষ্টের বিনাশ হব সুজনের হিত। ইহা বই অন্য কার্য্যে নহে মোর চিত ॥ তবে গোবিন্দাই কৈল সবা বুঝাইয়া। করিহ সকল কর্ম্ম সাবধান হৈয়া ॥ তবে তথা নটরূপে কতদিন থাকি। উপায় করিহ যেন দৈত্য নাহি দেখি ॥ শুচিমুখী সহযোগে কন্যা প্রভাবতী। প্রদ্যুম্নে করিয়া আছে অনেক আরতি ॥ পরম সুন্দরী কন্যা ত্রিভুবনে সার। প্রবন্ধে তাহার ঘর যাইব কুমার ॥ গন্ধর্ব্ব বিবাহ করি থাকিহ কৌতুকে। হংসী দিয়া সমাচার পাঠাইহ মোকে ॥ বজ্রনাভের কনিষ্ঠ সুনাভ দৈত্যপতি। তার দুই কন্যা চন্দ্রপ্রভা গুণবতী ॥ গদ শাম্ব দুই বীরে দেহ সেই বালা। উপায়ে সংযোগে পাতিয়া নানা কলা ॥ চলহ সত্বরে তিনে ভদ্রনট সনে। বিলম্ব না কর বিস্ময় না করহ মনে ॥ গোসাঞীর আদেশ শুনি প্রদ্যুম্ন কুমার। প্রণাম করিয়া কৈল যে আজ্ঞা তোমার ॥ তবে ভদ্রনট সনে তিনজনে থাকি। ভদ্রনট স্থানে তিনে নটকলা শিখি ॥ দিনকত নট সঙ্গে আলাপ করিল। তার যত নৃত্যকলা সকল শিখিল ॥ এই সব কার্য্য তবে শুচিমুখী দেখি। সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হব হেন মনে লাগি ॥ ভদ্রনটে কৈল হরি প্রসাদ করিয়া। মন্ত্রণা রাখিহ সবে একচিত্ত হৈয়া ॥ একবলি হাতে হাতে তিনে সমর্পিল। গোবি-

দেরে ভদ্রনট প্রণাম করিল ॥ কৃষ্ণের চরণ বন্দি তিন মহাবীরে। ভদ্ররূপে যাত্রা করি নড়িলা সত্বরে ॥ পরম সন্তোষে কৃষ্ণ আশীর্ব্বাদ দিল। জয় জয় মঙ্গল ধ্বনি সর্ব্বত্র হইল ॥ নট সঙ্গে গিয়া কৃষ্ণ পুত্র তিন জনে। হংসীকে পাঠাইয়া দিল প্রভাবতী স্থানে॥ ভদ্রনট সনে তিন কুমার চলিলা। বজ্রপুরী নিকটে কতদূরে সে রহিলা॥ বজ্রনাভের আজ্ঞা বিনে প্রবেশিতে নারি। বাহিরে রহিলা শুচিমুখী অনুসারী ॥ তথা শুচিমুখী গিয়া পুরন্দরের স্থানে। কৃষ্ণের যতেক কথা কহিল তখনে॥ শুনি পুরন্দর তারে শীঘ্র পাঠাইল। শঙ্ক যেত শুচিমুখী বজ্রপুরী গেল ॥ বাহির উদ্যান মধ্যে সরোবর তীরে। তথা রহি দেখে প্রভাবতীর সখীরে ॥ সেই সখী জানাইল গিয়া প্রভাবতী। কত দূর বলি ঊর্দ্ধমুখেতে চাহন্তি ॥ যেনক কৃষক রহে দেখি অনাবৃষ্টি। মেঘের শবদে যেন চাহে ঊর্দ্ধদৃষ্টি ॥ আনন্দ হইল অঙ্গে পুলক বিকার। না পারিল পুন তারে উত্তর দিবার ॥ আইস কুমার তুমি শুনহত বাণী। কেমনে প্রবেশে পুরী সেই গুণমণি ॥ তোর বাপের আজ্ঞা বিনে কার শক্তি নাহি। তার আজ্ঞা করাইতে উপায় তোরে কহি ॥ তোর বাপ সনে মোরে করাহ দরশন। প্রবন্ধে তাঁহার ঠাঁই কহামু বচন ॥ তার মন রঞ্জিব মোর বচন শুনিতে। উপায় করিব যুক্তি কুমার আনিতে ॥ শুচিমুখীর বোলে কন্যা চলিলা ত্বরিতে। চলিল বাপের ঠাঁই হাঁসিতে হাঁসিতে ॥ সখীগণ সঙ্গে করি শুচিমুখী লইয়া। বাপের সম্মুখে কন্যা উত্তরিল গিয়া ॥ পিতাকে প্রণাম করি রহে এক পাশে। অপরূপ হংসী দেখি দৈত্যরাজে হাঁসে ॥ ব্রহ্মার বাহন হংস গুণে বিশারদ। ত্রৈলোক্য মোহন হংসী মনুষ্য শবদ ॥ তোমাকে সেবিতে হংসী আইল এই স্থানে। এতকাল পোষি মুঞী আনিনু এখানে ॥ হংসী দেখি পুছে রাজা মধুর উত্তরে। এতকাল আছ হেথা না সম্ভাষ মোরে ॥ তোর রূপ গুণ দেখি বাড়িল কৌতুকে। কিবা দিব তোরে বল কিসে তোর সুখে ॥ বজ্রনাভের বচন শুনিয়া শুচিমুখী। নিকট হইয়া বলে অন্তরে কৌতুকি ॥ ব্রহ্মার সদনে থাকি সংসার ভ্রমিয়ে। ত্রিভুবনের বার্ত্তা আমি সকল জানিয়ে ॥ যথা তথা যাই তথা শুনি তব নাম। ত্রিভুবন ব্যাপিত তব যশ অনুপাম ॥ তোমাকে দেখিতে বাঞ্ছা বাড়ে নিতি নিতি। হেথাকে আসিতে মোর কেমন শকতি ॥ দেব ইচ্ছা করে তোর পদ লঙ্ঘিবারে। নানা যত্ন করি তরে নারে অজ্ঞাবে ॥ কতেক সাধিল দেব করিয়া বিনয়ে। তোমাকে দেখিল ব্রহ্মা বড়ই প্রণয়ে ॥ তোমা হেন মহারাজ না দেখিল কোথা। তোমা দেখি মুচিল

মোর মনের যত ব্যথা॥ তোমাকে দেখি নিতি সেবি প্রজাপতি। সফল হইল আজি শুভ মহামতি॥ আজ্ঞা কর মহারাজা যাব নিজ স্থানে। কি কথা কহিব তব ব্রহ্মার সন্নিধানে॥ মধুর বচন তার শুনি দৈত্যপতি। হংসীরে বলয়ে কিছু করিয়া পিরীতি॥ ত্রৈলোক্যে না দেখিনু তোমা হেন স্থগন। তো হেন না শুনিনু কার বচন সরস॥ পক্ষজাতি হৈয়া তুই মোহিলি উত্তরে। তোমার বিচ্ছেদ দুঃখ না সহে অন্তরে॥ হেথা থাক তোমার পুরীর সব আশা। যেই বাঞ্ছ তাই দিব খণ্ডাব ক্ষুধা তৃষা॥ নানা রাজ্যের বৃত্তান্ত যতেক শুণি জন। সব কথা শুনিতে রাজার হৈল মন॥ এতেক বচন তবে শুনি রাজহংসী। তথা থাকি নিতি নিতি রাজাকে প্রশংসী॥ নানা দেশের বৃত্তান্ত সব কহে কথা। প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ কহে গুণিজন কথা॥ একদিন কহে ভদ্র নটের বৃত্তান্ত। কত গুণ কহে তার নাহি পাই যে অন্ত॥ ব্রহ্মার স্থানে দেখিল তেন নৃত্যকলা॥ ত্রৈলোক্যে কে কহিতে পারে তার গুণ লীলা॥ একে একে তার গুণ দৈত্য স্থানে বৈল। তা দেখিতে দৈত্যরাজ ইচ্ছা বড় কৈল॥ নটের বৃত্তান্ত শুনি দৈত্যের ঈশ্বর। নট আনিবারে হংসী পাঠাইল সত্বর॥ অনেক প্রসাদ করি পাঠাইল হংসীরে। সত্বরে আনিয়া নট দেখাহ আমারে॥ দৈত্যের আদেশ পাইয়া আসি শুচিমুখী। প্রভাবতীর স্থানে বৈল শুন প্রিয় সখী॥ তোমার পুণ্যের সীমা বলিতে না পারি। যে উপায় চিন্তি সব কার্য্য-সিদ্ধি করি॥ ভদ্রনট সঙ্গে হেথা আসিব কুমার। পূর্ণ মনোরথ সখী হইব তোমার॥ দৈত্যরাজের আগে নট প্রসঙ্গ করিয়া। নর্ত্তক আনিতে যাই রাজ আজ্ঞা পাইয়া॥ তার সঙ্গে কুমার আসিব নট বেশে। ছাড়হ বিষাদ যাই নটের উদ্দেশে॥ এতবলি রাজহংসী গেল নট স্থানে। বজ্রপুরী আগমন কর নটগণে॥ প্রদ্যুম্নে কহিল সব প্রভাবতীর কথা। তোমার বিরহে দুঃখি দৈত্যরাজ সুতা॥ জগৎ দুর্ল্লভা সেই প্রভাবতী বামা। যেন তুমি তেন সেই নাহিক উপমা॥ শুচিমুখীর বচন শুনিয়া নটগণ। দেবকার্য্য সাধিবারে হরষিত মন॥ কোলাহল করিয়া চলিল সর্ব্বজনে। গুণরাজ খাঁন ভণে গোবিন্দ চরণে॥

বসন্ত রাগ।

শুচিমুখী হংসী সঙ্গে, চলিলান্ত নানা রঙ্গে, সব নটে করি এক মেলা॥
একে একে প্রতিদিনে, নগরের নানা স্থানে, রচিল সে নানা নৃত্যকলা॥

দৈত্যরাজের সভা যত, সভাসদ শত শত, সবারে লাগিল নৃত্যরস। তা সবার বিদ্যমানে, প্রকাশিল নিজ গুণে, সবাকার মন কৈল বশ॥ কৌতুকেতে দৈত্যগণ, দিল তারে নানা ধন, ভাণ্ডারেতে যতেক আছিল। হস্তারড়ি সবে দিয়া, রাজার সম্মুখে গিয়া, নর্ত্তকের গুণ প্রকাশিল॥ লোকমুখে কথা শুনি, হেনবেলা নৃপমণি, সম্মুখে দেখিল রাজহংসী। কহ কথা অকপট, আনিলে কি ভদ্রনট, সরস সম্ভাষি কৈল হাসি॥ দৈত্যরাজ কৌতুকী, দেখিয়া সে শুচিমুখী, কৈল তারে মধুর সুবাণী। তোমার যে আজ্ঞা পেয়ে, সকল ভুবন চেয়ে, প্রভাসে পাইনু নট মণি॥ কশ্যপের যজ্ঞ স্থানে, দেব ঋষি মুনিগণে, সংসারে আছয়ে যত লোক। তুষিয়া সবার মন, পাইলেক নানা ধন, নট দেখি ঘুচে সব শোক॥ তোর মহত্ত্ব শুনিয়া, কহিনু বুঝাইয়া, যত্ন করি আনিনু হেথারে। আপনি সে আজ্ঞা দিয়া, আন লোক পাঠাইয়া, ইচ্ছা যদি নৃত্য দেখিবারে॥ শুনিয়া লোকের মুখে, বাড়িল বড় কৌতুকে, বিশেষে কহিল শুচিমুখী। রাজার সে আজ্ঞা হৈল, নট আনিবারে গৈল, নৃত্য দেখিতে হইল কৌতুকী॥ আসিয়া সকল নটে, বসিলা নৃপ নিকটে, রাজাকে করিয়া নমস্কার। প্রভা-বতী আছে যথা, শুচিমুখী গিয়া তথা, কহিল কুমার আগুসার॥ শুনিয়া হংসীর বোল, তেজ্রি তারে দিল কোল, সুস্থির হইল প্রভাবতী। কুমার সংযোগ হেতু, বাড়িল মকর কেতু, না জানি যে কিবা দিবা রাতি॥ হেথা সব নটগণে, দৈত্যরাজ বিদ্যমানে, আরম্ভিল নানা নৃত্যকলা॥ প্রদ্যুম্নে নায়ক কৈল, গদ বিদূষক হৈল, শাম্ব হইল বৃহন্নলা॥ আর সে নর্ত্তক যত, তারা হইল নানা মত, দেশ ধরি বিবিধ বিধানে। বহুবিধ রূপ ধরে, অভিনব কলেবরে, কশ্যপ মুনির বরদানে॥ নটগণ দরশনে, মোহ গেল দৈত্যগণে, ভাবিনু না পড়ে আন মনে। সতত সে নৃত্যকলা, তাহে চিত্ত রহি গেলা, অহর্নিশি রহয়ে স্বপনে॥ রাজা দিল আমন্ত্রণ, নাচ নট রামায়ণ, অন্য গতি দৈত্যের সমাজে। গোবিন্দের চরণ, হৃদে করি স্মরণ, ভণিলেক খাঁন গুণরাজে॥

ভূপালী রাগ।

দশরথ রূপে এক নট পরবেশে। কৌশল্যা কেকই কেহ সুমিত্রার বেশে॥ অপুত্রক রাজা পুত্র হেতু যজ্ঞ কৈল। বিষ্ণু অংশে চারি চরু তাহাতে পাইল চারি ভাগ করিয়া খাইল তিন নারী। চারি অংশে অবতার করিল শ্রীহরি।

কৌশল্যা তনয় হইলা গোসাঞী শ্রীরাম। সর্ব্বগুণে সম্পূর্ণ রূপে অনুপাম॥ কেকয়ীর পুত্র হইলা ভরত সুমতি। লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন প্রসবিলা সুমিত্রা যুবতী॥ চারি ভাই এক ভাব বিষ্ণু অবতার। রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন কুমার॥ বিশ্বামিত্র রূপে কেহ আসি সেই স্থানে। রাম লক্ষ্মণ লইয়া করিল গমনে॥ সুবাহু মাইল রাম তাড়কা রাক্ষসী। যজ্ঞ রক্ষা কৈল রাম মুনির ঘর আসি॥ জনকের ঘরে রাম কার্ম্মুক ভাঙ্গিল। চারি ভাই চারি কন্যা বিবাহ করিল॥ সীতা ঊর্ম্মিলা মাণ্ডবী শ্রুতিকীর্ত্তি। চারি ভাই বিভা কৈল এচারি যুবতী॥ কেহ পরশুরাম রূপে পথে দেখা দিল। শিশু হইয়া রাম তারে লীলায় জিনিল॥ পরশুরাম জিনি আইলা অযোধ্যা নগরে। রামে রাজ্য দিতে বাপ উদ্যোগ সে করে॥ অধিবাস কৈল রামে রাজা দশরথ। কুজীর মন্ত্রণায় কেকয়ী পাতিল অনর্থ॥ কেকয়ীর সত্যে রাজ্য দিল সে ভরতে। রাম লক্ষ্মণ সীতা তিনে চলিলা বনেতে॥ বৃক্ষ ছাল পরিধান শিরে জটা ধরি। পদব্রজে যায় রাম ধনু হাতে করি॥ শুনিয়া চণ্ডাল গুহ আইল ধাইয়া। মিতালি করিল রাম তারে কোল দিয়া॥ রাম পিছু আগে গুহ যায়ত চলিয়া। দণ্ডক অরণ্যে তিনে থুইলেক লৈয়া॥ চলিতে না পারে সীতা রক্ত পড়ে ধারে। শ্রীরামেরে পুছে সীতা বন কত দূরে॥ সীতার পায়ে রক্ত পড়ে কান্দেন শ্রীরাম। রাজ্যনাশ বলনাশ বিধি হৈল বাম॥ হেথা দশরথ পুত্রে বনে পাঠাইয়া। শরীর ছাড়িল রাজা শোকাকুল হৈয়া॥ রামের বিচ্ছেদে হইল বাপের মরণ। ভরত রূপে করে কেহ মায়েরে গঞ্জন॥ বনে গিয়া পায় প্রজা রামের চরণে। বিস্তর ক্রন্দন কৈল ভরতের সনে॥ বাপের মরণ কথা রামেরে কহিল। শুনিয়া বিষাদে তিনে ধরণী পড়িল॥ সুস্থ হইয়া রামচন্দ্র শাস্ত্রের বিধানে। বন ভূমে বাপের কৈল শ্রাদ্ধ তর্পণে॥ অযোধ্যা যাইতে রাম বৈল ভরতেরে। রামের চরণ ধরি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥ রামের পায় পড়িয়া বলে ভরত সুমতি। দেশ আইস রাম করহঁ কাকুতি॥ না গেলে রাজ্যেতে রাম ভরত চলিলা। রামের পাদুকা শিরে করি মুণ্ডমালা॥ হেথায়ে লক্ষ্মণ আর জানকী রূপসী। দণ্ডক অরণ্যে বুলি হইলা তপস্বী॥ শূর্পণখা হইয়া কেহ আইলা নিকটে। লক্ষ্মণ হইয়া তার কেহ নাক কান কাটে॥ খরদূষণ হইয়া কেহ যুঝিতে আইল। চৌদ্দসহস্র রাক্ষস এক রামে মাইল॥ প্রাণ রাখ লক্ষ্মণ ভাই মারীচ ডাকিল। শূন্যঘরে রহিলা সীতা লক্ষ্মণ চলিল॥ রাবণের রূপে কেহ

তপস্বী হইয়া। রথে চড়ি লইয়া যায়ে সীতাকে হরিয়া॥ মারীচ মারিয়া রাম লক্ষ্মণ সংহতি। আশ্রমে আসিয়া নাহি দেখিল যুবতী॥ বিরহে আকুল রাম করেন রোদন। ক্ষণে উঠি ক্ষণে বসি হরিল চেতন॥ সীতা না দেখিয়া রামের শূন্য তিনলোক। বনে বনে ভ্রমিতে রামের বাড়ে শোক॥ প্রতি তরু প্রতি লতা প্রতি গিরি চাহি। কোথাও না পাইল সীতাও বৈদেহি॥ আকাশ নেহালে রাম হরিয়া চেতন। চলিতে না দেখে পথ সতত ক্রন্দন॥ কোথা যাব কোথা পাব কোথা সে দেখিব। সীতা না দেখিয়া প্রাণ কেমনে ধরিব॥ যথা যথা ছিল সীতা তা দেখি বিলাপ। লক্ষ্মণ প্রবোধে রামের না ঘুচে সন্তাপ॥ হেনমতে দুই ভাই কাননে ভ্রমিতে। জটায়ু পক্ষীরাজ দেখিল আচম্বিতে॥ সীতাকে হরিয়া রাবণ যাইতে পথমাঝে। সীতা রহাইতে পক্ষীরাজ রাবণ সনে যুঝে॥ দেবযোনি পক্ষরাজ কৈল বড় রণ। বরদানে দেবের সে অবধ্য রাবণ॥ পক্ষরাজ মারি গেল রাক্ষসেররাজ। সীতাকে থুইল লইয়া অশোক বনের মাঝ॥ থরশ্বাস বহে পক্ষরাজ আছে যথা। বিরহে আকুল রাম মিলিলাও তথা॥ সীতার উদ্দেশ পক্ষী শ্রীরামে কহিয়া॥ পক্ষরাজ স্বর্গ গেলা শরীর তেজিয়া॥ জটায়ুর শ্রাদ্ধ শান্তি কৈল রঘুপতি। পিতৃতুল্য কর্ম্ম কৈল পক্ষের মুকতি॥ সীতার উদ্দেশ পাইয়া পক্ষী দরশনে। লঙ্কা মুখে দুই ভাই করিল গমনে॥ হাতে গতি বাণ দোঁহে চলে বনে বনে। কতদূরে ঋষ্যমূক দেখিল দুইজনে॥ পর্ব্বতে উঠিলা রাম লক্ষ্মণ ধীরে ধীরে। দূরে থাকি হনুমান দেখি দুইবীরে॥ শ্রীরামে দেখিয়া বানর করিল বিনয়। সুগ্রীব সনে রামের করাইল পরিচয়॥ বালী সুগ্রীব দুই ভাই বানরের রাজা। কিষ্কিন্ধানগরে দোঁহে পালেন পরজা॥ সুগ্রীব খেদাইয়া বালী হৈল অধিকারী। ভাই ঘুচাইয়া বালী নিল তার নারী॥ বালীর ভয়ে সুগ্রীব বানর পাঁচ সঙ্গে। পলাইয়া রহিল ঋষ্যমূক পর্ব্বতের শৃঙ্গে॥ রাম সুগ্রীব দোঁহে স্ত্রী হারাইয়া। সম দুঃখে রহেন দোঁহে মিতালি করিয়া॥ প্রতিজ্ঞা করি বলে সুগ্রীব রঘুনাথ। বালী মারিয়া তোমাকে করিব সোয়াস্ত॥ সুগ্রীব প্রতিজ্ঞা কৈল সীতার উদ্ধারে। সপ্ততাল পর্ব্বত ভেদিল রঘুবীরে॥ এক বাণে মারিল রাম বালীবানরে। সুগ্রীবেরে রাজা কৈল কিষ্কিন্ধানগরে॥ বর্ষা প্রভাতে সীতার উদ্ধার কারণে। চারি-দিক পাঠাইল সব বানরগণে॥ দক্ষিণসমুদ্র গেলা অঙ্গদ যুবরাজ। লঙ্কা

পাঠাইতে যুক্ত আরোচিল কাজ ॥ হনুমান পাঠাইল সাগর তরিবারে।
সাগর তরিতে উঠে পর্ব্বত শিখরে। মহাপরাক্রম বীর পবননন্দন।
লক্ষে যায় সমুদ্র শতেক যোজন ॥ সমুদ্র লঙ্ঘিয়া লঙ্কাপুরী প্রবেশিল।
সীতা সম্ভাষিয়া অশোকবন সে ভাঙ্গিল ॥ অক্ষয়কুমার আদি রাক্ষস
মারিল। ইন্দ্রজিত আসি হনুমানে সে বান্ধিল ॥ রাবণের আগে বিস্তর
বিরূপ বলিল। ক্রোধে লঙ্কেশ্বর তার লেজে অগ্নি দিল ॥ লম্ফ দিয়া হনু-
মান প্রাচীরে উঠিয়া। লেজের অগ্নিতে লঙ্কা ফেলিল পুড়াইয়া ॥ লঙ্কা
পুড়াইয়া আইল লঙ্ঘিয়া সাগরে। কহিল সকল কথা রামের গোচরে ॥
যেমতে দেখিল সীতা লঙ্কার ভিতরে। রাবণের চেড়ি সীতার অপমান
করে ॥ অক্ষ কুমার মারিনু কৈনু বহু রণ। লঙ্কা পোড়াইয়া মারিনু রাক্ষসের
গণ ॥ তর্জ্জন গর্জ্জন যত রাবণকে কৈল। সব কথা কহিয়া সীতা মাথার
মণি দিল ॥ মণি পাইয়া রঘুনাথ কান্দিয়া হতাশ। হিয়ার উপর থুইয়া
মণি ছাড়িল নিশ্বাস ॥ সীতার উদ্দেশ পাইয়া সবে হরষিত। হনুমানের
বিক্রম দেখি রাম হরষিত ॥ হেনমতে নানারূপে নাচে নটগণ। হরিষে
করিল রাম লঙ্কায়ে গমন ॥ কেহ বিভীষণ রূপে রাবণ সহোদর। ভাইরে
বুঝাইল ধর্ম্ম সদৃশ উত্তর ॥ না শুনিল বোল তার কৈল অপমান। অপ-
মান পাইয়া আইল শ্রীরামের স্থান ॥ রামের আসি বিভীষণ লইল শরণ।
বুঝিয়া শ্রীরাম তার করিল রক্ষণ ॥ নানাদেশের বানর আসি হইল এক
ঠাঞী। লঙ্কা জিনিবার তরে সবে সমুদ্র কূল যাই ॥ নল নীল অঙ্গদ সুষেণ
জাম্ববান। শরভ গবাক্ষ গয় বীর হনুমান ॥ মৈন্দ দ্বিবিদ কুমুদ কেশরী
সেনাপতী। অসংখ্য বানর আইল অসংখ্য আকৃতি ॥ সুগ্রীব প্রধান যত
বানরের মুখ্য। কোটী কোটী বানর সেনাপতি লক্ষ লক্ষ ॥ সমুদ্রের
তীরে গিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণ। বিভীষণ সুগ্রীবেরে বলিল বচন ॥ সমুদ্র দুর্গম
দেখি অনেক বিস্তার। কেমনে যাইব লঙ্কা সমুদ্রের পার ॥ সবে অনুমান
করি কৈল রামেরে। সমুদ্র বান্ধিয়া গোসাঞী সৈন্য কর পারে ॥ চতুর্দ্দিক
চলিল তবে সকল বানর। সেতুবন্ধ বান্ধিতে আনে পর্ব্বত পাথর ॥
পার হইয়া চলিল বানর লঙ্কাপুরী। গাছ পাথরে বানর রাক্ষস
সব মারি ॥ যত যত রাবণের সৈন্য সেনাপতি। যত যত রাবণের
ছিল পুত্র নাতি ॥ বানরের রণে সব রাক্ষস মইল। ক্রোধে ইন্দ্রজিত
যুদ্ধ করিতে আইল ॥ মায়া যুদ্ধ করি বানর কটক মারিল। নাগ-

পাশ মায়ায় রাম লক্ষণ বান্ধিল॥ জয় জয় শব্দে ইন্দ্রজিত ঘর যায়ে। নাগপাশ বন্ধনে দুই ভাই মূর্চ্ছা পায়ে॥ সুগ্রীব অঙ্গদ জাম্বমান হনুমানে। বেড়িয়া বসিলা সবে শ্রীরাম লক্ষণে॥ পবন আসিয়া কহে শ্রীরামের কানে। গরুড় স্মরণ রাম কৈল মনে মনে॥ আসিয়া গরুড় বৈসে শ্রীরামের পাশে। গরুড় দেখিয়া নাগ পলায়ে তরাশে॥ বন্ধনে হইলা মুক্ত শ্রীরাম লক্ষ্মণ। হরিষে কোলাকোলি কৈল বানরগণ॥ তা শুনিয়া মনে ব্যথা পাইল রাবণ। ত্রাশে চিন্তিত হইয়া রণে পাঠায়ে কুম্ভকর্ণ॥ রণ স্থলে আসি কুম্ভকর্ণ মহাবল। গরাসে গরাসে গেলে বানর সকল॥ মধে বিদারিয়া কাহে ঠেলায়ে মারিল। কাহারে মুঠকি কারে চাপিয়া বধিল॥ সকল বানরগণ ভয়ে পলাইল। সুগ্রীব বানররাজ যুঝিতে আইল॥ কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবের গলা চাপি ধরি। সংগ্রাম জিনিয়া রঙ্গে যায়ে লঙ্কাপুরী। কোলে থাকি সুগ্রীব রাজা চেতন পাইল। কুম্ভকর্ণের নাক কান কামড়ে ছিঁড়িল॥ আস্তে ব্যস্তে কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবে ফেলিল। লম্ফ দিয়া সুগ্রীব আসি কটকে সান্ধাইল॥ নাক কান নাই কুম্ভকর্ণে মহালাজ। কোন লাজে ভেটিমু লঙ্কার মহারাজ॥ নেউটীয়া রণে আইসে কুম্ভকর্ণ মহাবীর। দেখিয়া বানরগণ রণে নহে স্থির॥ পলায়ে বানরগণ দেখিল শ্রীরাম। ধনুক সহায় করি রাম করিল সংগ্রাম॥ দুইহাত দুইপা কাটিল একে একে। আর বানে কাটিল কুম্ভকর্ণের মস্তকে॥ সেই কোপে আসিয়া রাবণ কৈল রণ। শেল মারি লক্ষ্মণের লইল জীবন॥ লক্ষ্মণে দেখিয়া তবে পবন নন্দন। ঔষধ আনিতে গেলা গিরি গন্ধমাদন॥ গন্ধ কালি কুম্ভীরিণী তথায় মারিয়া। তিনকোটী গন্ধর্ব্ব মারি একেলা হইয়া॥ পর্ব্বত শিখর আনি দিল সুষেণেরে। ঔষধ দিয়া জীয়াইল লক্ষ্মণ মহাবীরে॥ জয় জয় শব্দ হৈল বানর কটকে। দেবগণ আশীর্ব্বাদ করিল কৌতুকে॥ ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ স্থান লক্ষণ চলিল। হনুমান বিভীষণ সঙ্গেতে নড়িল॥ ইন্দ্রজিত সঙ্গে যুদ্ধ করিল বিস্তর। ইন্দ্রজিতে বধিল লক্ষণ ধনুর্দ্ধর॥ আনন্দিত হইয়া নাচে দেব পুরন্দর। পুষ্প বৃষ্টি কৈল ইন্দ্র লক্ষ্মণ উপর॥ পুত্র শোকে যুঝিবারে আইলা রাবণ। রাম রাবণে তবে হৈল মহারণ॥ ব্রহ্ম অস্ত্র যুড়ি রাম বধিল রাবণে। জয় জয় শব্দ হইল এ তিন ভুবনে॥ রাবণ মারিয়া বিভীষণে রাজ্য দিল। অশোক বন হইতে রাম সীতা উদ্ধারিল॥ আনিয়া পরীক্ষায় রাম সীতায় শুধিল। দেবগণ আসিয়া রামে স্তুতি বড় কৈল॥

রামের বচনে তবে দেব পুরন্দর। অমৃত বৃষ্টে জীয়াইল সকল বানর ॥ রাবণ মারিয়া রাম সীতা উদ্ধারিল। চড়িয়া পুষ্পক রথে দেশেরে চলিল। অযোধ্যা আইলা রাম ভরত ভরিয়া। পাদুকা মাথায় যায় প্রজাগণ লৈয়া ॥ রামের চরণে গিয়া ভৃত্য ব্যবহারে। পাদুকা যোগায়ে পায়ে দণ্ডবৎ করে॥ রাম রাজা হইলে আসি অযোধ্যা নগরে। রোগ শোক জরা মৃত্যু নহিল প্রজারে॥ লোক পরিবাদে পুন সীতার বনবাস। কান্দিয়া বিকল রাম ভাবিয়া হতাশ॥ লব কুশ দুই পুত্র সীতা প্রসবিল। অশ্ব হেতু পিতা পুত্রে যুদ্ধ বড় হইল॥ শত্রুঘ্ন মারিলা গিয়া লবণ অসুরে। পুনরপি পরীক্ষায়ে আনিব সীতারে॥ লাজে প্রবেশিলা সীতা পৃথিবী ভিতরে। সীতার শোকে রঘুনাথ জর্জ্জর অন্তরে॥ কতকালে যজ্ঞ দান বিস্তর করিয়া। বৈকুণ্ঠ চলিলা লব কুশে রাজ্য দিয়া॥ কাল পুরুষ আসি কৈল লক্ষ্মণ বর্জ্জন। সরযুর জলে লক্ষ্মণ তেজিল জীবন॥ ব্যাকুল হইলা রাম লক্ষ্মণের শোকে। প্রবোধিতে নারে কেহ অযোধ্যার লোকে॥ সরযুতে রঘুনাথ তেজিল জীবন। সেই জলে প্রবেশিলা ভরত শত্রুঘ্ন॥ পাত্র মিত্র ঝাঁপ দিল সরযুর জলে। রাণী সব দগ্ধ হইলা শোকের অনলে॥ সরযুতে ঝাঁপ দিল সব রাজ রাণী। জীবন তেজিল যত অযোধ্যার প্রাণী॥ রাজ্য সনে কৈল রাম স্বর্গ আরোহণ। নাচিয়া নর্ত্তক সব মোহিলা দৈত্যগণ॥ হেন রাম চরিত্র বিবিধ প্রকারে। রাম রাম স্মরণে লোক মুক্ত হয়ে॥ হেন রামায়ণ নাট নাচিল নর্ত্তকে। মোহিত কৈল নটে সকল দৈত্যতে॥ এক নাট নাচিয়া নর্ত্তক নাচে আর। অজ ইন্দুমতী কথা গঙ্গা অবতার॥ দ্রুপদ পাঞ্চাল নাট দাক্ষিণাত্য যত। যত নাট নাচে সে বলিব আর কত॥ অসুর মোহিয়া তথা রহে নটগণে। গুণরাজ খাঁন ভণে গোবিন্দ চরণে॥

কেদার রাগ।

হেন মতে সে তিন কুমার নট সঙ্গে। আপনা ঢাকিয়া আছে নানা রঙ্গে॥ শুচিমুখী হংসী গিয়া প্রভাবতীর স্থানে। প্রদ্যুম্নের কথা কহে আইলা যেমনে॥ কুমার নিকট আইল নট রূপ ধরি। শুনিয়াত বল হৈল দৈত্যের কুমারী॥ হংসীকে কাকুতি করি বিনয় বিস্তর। হেথাকে আনিব নাট কৃষ্ণের কোঙর॥ দূরে যবে শুনিয়াছিলাম তাঁর নাম। বিরহ সাগরে দুঃখ ডুবিল বিশ্রাম॥ এবন নিকটে আইল শুন প্রাণ সখী

কেমনে ধরিব প্রাণ তাঁহারে না দেখি॥ কহ তুমি সখী তাঁরে আনহ দেখায়ে। তোমার প্রভুরে প্রাণ সঁপিব আমার॥ এতেক আরতি কন্যার শুনি রাজহংসী। প্রদ্যুম্নকে কহে কহি সমাচার আসি॥ প্রভাবতীর আরতি শুনিয়া কৃষ্ণসুত। বিদগ্ধ নাগরী আরতি অদ্ভুত॥ ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে হংসীরে কহয়। দৈত্যরাজের অভ্যন্তরে কেমতে যাইবে॥ শুনিয়া তাঁহার বোল রাজহংসী কহে। আমার নিধান তুমি মায়া করি চল॥ ভ্রমরের রূপধরি কুসুমে পশিয়া। যখন মালিনী যায় যোগান লইয়া॥ মালিনীর সঙ্গে তুমি ভ্রমর হইয়া। পুষ্পের মাঝারে তুমি পড়িহ উড়িয়া॥ মালিনী থাকিবে সেই বাহির দুয়ারে। কন্যার আসিয়া সখী পুষ্প লই-বারে॥ সখী হাতে পুষ্প দিয়া মালিনী আসিবে। ভ্রমরের রূপে তুমি তথাই থাকিবে॥ এবোল বলিয়া হংসী স্বস্থানে চলিল। ভ্রমর অপেক্ষা করি কুমার রহিল॥ রজনীর শেষ তবে গেলা দিবাকর। দিনকর দীপ্ত হইল লোহিত অম্বর॥ সে কালে তিমির ঢাকিল দিগম্বর। আকাশে ফুটিল ফুল নক্ষত্র সকল॥ পাকিল নারেঙ্গ হেন চাঁদের মণ্ডল॥ দেখিয়া কৌরব পুষ্প বিকশে সকল॥ হেনকালে মালিনী যায় সেই পথ দিয়া। প্রভাবতীর যোগানের পুষ্প সব লইয়া॥ পুষ্প গন্ধে মধুকর পাছু পাছু ধায়। ভৃঙ্গ রূপে প্রদ্যুম্ন আর পাছু যায়॥ প্রভাবতীর আগে গিয়া শুচিমুখী বলে। আজি হেথা কুমার আসিব কোন ছলে॥ থাকহ সুসজ্জে সবে যে হয় উচিত। গন্ধর্ব্ব বিভার কার্য্য হয় উপস্থিত॥ প্রভাবতীর স্থানে এত কৈল শুচিমুখী॥ শুনি প্রভাবতী বলে শুন সব সখী॥ আজি এথা আসিবে এক দেবতা কুমার। এই সব কথা কেহ না কহ প্রচার॥ এ মোর গুপ্তকথা কেবা ব্যক্ত করিব। দৈত্যরাজ শুনিলে সেই ভয় হব॥ ইহা জানি সখী সব কর দেব কাজ। যেমনে নাহয়ে ভয় নহে মোর লাজ॥ শুনিয়া সবার মনে আশ উপজিল। গন্ধর্ব্ব বিভার কার্য্য সব সখী কৈল। যোগানের পুষ্প লইয়া সব সখী যাবে। তার সঙ্গে ভৃঙ্গ সব পুষ্প গন্ধে ধায়॥ সন্ধ্যাকালে যায়ে ভৃঙ্গ যার যে নিলয়ে। সব ভৃঙ্গ চলি গেল এক ভৃঙ্গ রহে॥ সবে নানা দিক গেলা একলা কুমারে। মুকা-ইলা কন্যার কর্ণে ফুলের ভিতরে॥ কর্ণ অবতংসে কন্যা যে ফুল পরিল। ভ্রমর ভৃঙ্গ রূপে কাম তাহাতে রহিল॥ মদনের মায়া কেবা বুঝিবারে পারি। কর্ণে থাকি বিহরে সে দৈত্যের কুমারী॥ উৎকণ্ঠিতা প্রভাবতী —

রজনী মিলন। অনুক্ষণ দৃষ্টি দিয়া রহে বাতায়নে ॥ এখন আসিব কুমার এখনি দেখিব। কেমন বিধানে তাঁর সেবন করিব ॥ বাক্যহত হইলে আমি কি কহিব বাত। মনে মনে প্রভাবতী ভাবে পাঁচ সাত ॥ ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে স্বাস্থ্য নাহি পায়। ক্ষণে ঘর ঢুকে ক্ষণে বাহিরকে যায় ॥ আপনা আপনি কত কহে মন কথা। ক্ষুদ্র ভৃঙ্গ রূপে কাম সব দেখে তথা ॥ প্রভাবতীর আরতি দেখি মনে মনে হাসে। হংসী মুখে শুনিল যত বসিয়া দেখে পাশে ॥ কন্যা বলে শুচিমুখী পড়হুঁ চরণে। কপট না করিহ কহ সরূপ বচনে ॥ সরূপে এথাকে আজি আসিব কুমার। মাথে হাত দিয়া দেখি বলহ আমার ॥ সরূপে আমারে যদি বিধি অনুকূল। নিজ কার্য্যে তবে কেনে নহে অনুকূল ॥ আনচান করে প্রাণ স্থির নাহি রয়। কেমনে কুমার সনে দরশন হয় ॥ কপটে বল যদি খাও মোর মাথা। সরূপে কুমার আজি আসিবেন হেথা ॥ কন্যার আরতি দেখি কৃষ্ণের কুমার। ভৃঙ্গরূপ ছাড়ি তনু ধরি আপনার ॥ কুমার দেখিয়া কন্যা লাজে হেঁঠ মুখা। কি করিব কি বলিব কি কহিব কথা ॥ শুচিমুখী বলে সত্য এই সে কুমার। রুক্মিণী জননী কৃষ্ণ জনক যাঁহার ॥ যদুকুলে প্রবীণ ভুবনে এক বীর। যা দেখিলে দেব কন্যা নাহি বান্ধে স্থির ॥ আনিনু হেথায়ে বুঝি তোর পুণ্যভাগে। সাবধানে রাখিহ সখী আপন গুণযোগে ॥ সবসখীগণ তবে আসিয়া সমীপে। গন্ধর্ব বিভার সজ্জা রতন প্রদীপে ॥ দুজনারে বসাইল কাঞ্চন আসনে। সুগন্ধি শীতল জলে করাইল স্নানে ॥ বিচিত্র বসন দিল যে হয় উচিত। গন্ধ রতন ভূষণ সে অতি সুচরিত ॥ তবে রত্নসিংহাসনে দোঁহা বসাইল। প্রদ্যুম্নের গলে মালা প্রভাবতী দিল ॥ প্রদীপ অনল সাক্ষি যত দেবগণ। আজি হৈতে তুমি মোর ভুঞ্জিবে যৌবন ॥ আজি হৈতে তুমি মোর প্রাণের ঈশ্বর। তোমার চরণে সমর্পিনু কলেবর ॥ এতেক বলিয়া দোঁহে হৈল এক যোগ। নানাবিধ প্রবন্ধ নানা উপভোগ ॥ দিবসে নটের স্থানে থাকে নটবেশে। রজনীতে নিজবেশে কুমারীর পাশে ॥ নানা বিধে রতি করে দোঁহে বিনোদ। হেন বুঝি মদনের বাড়িল সম্পদ ॥ হেনমতে কত কাল তথাই থাকিল। সম্ভোগ লক্ষণ প্রভাবতীর ব্যক্ত হইল ॥ গুণবতী চন্দ্রপ্রভা সুনাভের সুতা। প্রভাবতী সম্ভাষিতে দোঁহে আইল তথা ॥ শুন প্রভাবতী দিদি কি তোর ব্যবস্থা।

সর্ব্বাঙ্গে দেখিয়ে তোর সম্ভোগ অবস্থা॥ নিরন্তর অধরনে সতত মুদিত। নখ রেখ কুচ আছে নয়ন লোহিত॥ শুনিয়া প্রমাদ হেতু প্রভাবতী নারী। দুই ভগীরে কহে বচন চাতুরী॥ এক ঋষি মোর ঘর আইল আচম্বিতে। তাঁর সেবা কৈলু মুঞি কায়মনচিতে॥ তুষ্ট হইয়া ঋষি মন্ত্র কহিল আমারে। মন্ত্র অণুষরিলে আসে দেবতা কুমারে॥ শুদ্ধ মন্ত্র দিয়া মোরে গেলা মুনিজন। পরীক্ষিতে মন্ত্র মুঞি কৈলু স্মরণ॥ মন্ত্র স্মঙরিতে এক দেবতাকুমার। বলে আসি করে মোরে মদন বিকার॥ তার রূপ যৌবন সে অতি অনুপাম। আমা সনে আসি করে মদন সংগ্রাম॥ দেবের সম্ভোগ পাই কত পুণ্য ভাগে। দেব নারী হৈলে বলি দোষ নাহি লাগে॥ অনেক দিবস আমি করিয়াছি চিত্তে। সেই মন্ত্র তোমা দুজনাকে দিতে॥ ভাল হইল দুই জনে আজি আইলি হেথা। মোর মনে ছিল তোরে কহিব একথা॥ তোমরা করহ মনে দেবতা বরিতে। ভাল নাঞি দেখি বলি অসুর চরিতে॥ নিতি নিতি দেব যজ্ঞ সুজন না হিংসয়ে। হেন বুঝি অচিরে অসুর কুলক্ষয়ে॥ এতেক কহিয়া দুই ভগী ভাণ্ডাইল। দেব পুত্র বরিবারে দোঁহারে বলিল॥ শুনি হরষিত দুই ভগিনী হইল। যত বোল বৈলা দিদি সব মনে লৈল॥ আমরা দোঁহারে কহ সেই মন্ত্র নিধি। তাহা জপি করি যেন মনোরথ সিদ্ধি॥ কালি কহিব তোরে মন্ত্র চূড়ামণি। ইহা বলি পাঠাইল সে দুই ভগিনী॥ রাত্রিযোগে কামদেব আইলা তথারে। ভগিনীর যত কথা কহিল তাঁহারে॥ শুনিয়া প্রদ্যুম্ন বৈল ভাল হইল। মন্ত্র ছলি ভগিনীরে সময় করিল॥ কালিত আসিব দুই কুমার রতন। যেমতে স্বরূপ হয় তোমার বচন। প্রভাবতী প্রদ্যুম্ন উঠি গেলা নট স্থানে। সেই দুই ভগিনী আন প্রভাবতীর স্থানে॥ মিথ্যা মন্ত্র এক তারে রচিয়া কহিল। মহাভক্তি করি তারা দুজনে জপিল॥ মন্ত্র বল দেখাবারে দুজনা রাখিল। নিশা কালে তিন জনে একত্রে শুতিল॥ তথা সে প্রদ্যুম্ন গিয়া গদ শাম্বে বৈল। প্রভাবতী ভগিনীকে যেমত কহিল॥ বজ্র সুতা কহিছেন আমাকে নিভৃতে। সুনাভের কন্যা চাহে তোমা দুজনা বরিতে॥ সুনাভের দুই কন্যা তোমরা দুই জনে। প্রভাবতী হৈতে হইল দৈবের ঘটনে॥ হংসীর বচনে আমি ভৃঙ্গ রূপ ধরি। প্রভাবতী সঙ্গে থাকি নিত্য ক্রীড়া করি॥ আইস তিনে ভৃঙ্গ রূপে তথা কারে যাই। বিরহ সন্তাপ দুঃখ

সবার ঘুচাই ॥ এত অনুমানি তিনে রজনীর মুখে। কন্যাপুরে ভুঞ্জয়ে নাচিলা কৌতুকে ॥ হেথা প্রভাবতী কন্যা পাতিয়া চাতুরী। পূজা বিধি সজ্জা করি মন্ত্রকে স্মঙরি ॥ হেনই সময়ে গিয়া সে তিন কুমার। দিব্য মূর্ত্তিধরি রহে সম্মুখে তাহার ॥ প্রদ্যুম্ন কুমার গেলা প্রভাবতী পাশে। আর দুই কন্যা দুই বীরের উদ্দেশে ॥ দুই জনে দুই কন্যা গন্ধর্ব্ব বিভা কৈল। দোঁহার গলায় দোঁহে বরমাল্য দিল ॥ রতন প্রদীপ জ্বালি কন্যা প্রভাবতী। স্ব ভগিনী বিভা দিল হরষিত মতি ॥ তিন বীর পাইল তথা তিন কন্যা যোগ। তিন বিদগ্ধ সনে তিন রসবতীর সম্ভোগ ॥ তথা শুচিমুখী গিয়া কেশবের স্থানে। কহিল সকল কথা মিলন ছয় জনে ॥ হেন বেলা কশ্যপের যজ্ঞ শেষ হইল। ইন্দ্র আদি দেবগণ তথাকে আইল ॥ বজ্রনাভ দৈত্যরাজ আইল তথাকারে। মুনিকে প্রণাম করি বলিল ইন্দ্রেরে ॥ দূত পাঠাইয়া রাজ্য চাহিল তোমায়ে। যজ্ঞের অবধি তুমি করিলে সময়ে ॥ কশ্যপের যজ্ঞ এবে সম্পূর্ণ হইল। রাজ্য ছাড়ি দেহ ইন্দ্র সিরীতে বলিল ॥ মুনি স্থানে নিবেদিয়া রাজ্য দেহ মোরে। শুনহ বচন মোর বলে বারে বারে ॥ দৈত্যের বচন শুনি বলে মুনিবর। সুরপুরী রাজ্য তোরে নহে দৈত্যেশ্বর ॥ যার যাতে অধিকার সেই তাতে থাকে। দেব ভিন্ন কেহ কারে না পারে দিবকে ॥ ধর্ম্মবান পুরন্দর স্বর্গের পালক ॥ যক্ষ রক্ষ ঋষি রাখে কৃষ্ণের ভাবক ॥ আপন চরিত্র তুমি জান ভাল মতে। সুখে রাজ্য কর তুমি নিজ নগরেতে ॥ এতেক বুঝাইয়া মুনি দৈত্য পাঠাইল। মুনি প্রণমিয়া ইন্দ্র স্বর্গকে চলিল ॥ তথা তিন বীর থাকে দৈত্যের ভুবনে। মোহিল নর্ত্তক বেশে সর্ব্ব দৈত্যগণে ॥ বর্ষা শরত দুই সময় গোঙাইল। কন্যাপুরে সুখে বসি কেহ না জানিল ॥ তিন কন্যা গর্ভ ধরি থাকি নিজ ঘরে। সেই কথা হংসী গিয়া কহিল কৃষ্ণেরে ॥ মুনি স্থানে অপমান পাইয়া দৈত্যপতি। ঘরে আসি ইন্দ্র সনে যুদ্ধে কৈল মতি ॥ তাহার চরিত্র দেখি দেব পুরন্দর। গোবিন্দের ঠাঁই গেলা দ্বারকা নগর ॥ যতেক দৈত্যের কথা কহিল কৃষ্ণেরে। উপায় মাগিল নিজ রাজ্য রাখিবারে ॥ তবে দোঁহে অনুমানি হংসীরে বলিল। বজ্রপুরী যাইবারে তারে আদেশিল ॥ শীঘ্রগতি বল গিয়া সে তিন কুমারে। যুদ্ধ করি ঝাট মারুক অসুরে ॥ যে তোমার তিন নারী তিন গর্ভ ধরে। এক মাসে প্রসবিবে দেবতার বরে ॥ জন্ম মাত্রে যৌবন পাবে অস্ত্র শাস্ত্র যুত

মহাবীর হইবে তিনের তিন সুত ॥ আসিত বাহির তথা যুদ্ধ দেখিবারে। জয়ন্ত পাঠাবে নিত সহায় তাহারে ॥ চিন্তা না করিহ তুমি মারিতে অসুরে। চল হংসী ঝাট কহ সে তিন কুমারে ॥ ইন্দ্র কৃষ্ণের বোল তথা গিয়া শুচি-মুখী। তিন কন্যা লয়ে তিন কুমারকে দেখি ॥ কহিল দোঁহার কথা যুদ্ধ করিবারে। দৈত্যবধের অধিকার কৈল তিন বীরে ॥ ইন্দ্র কৃষ্ণের বরে তথা সে তিন কুমারী। তিন পুত্র প্রসবিল মাসেক গর্ভধরি ॥ জন্মিতে যৌবন পাইল অস্ত্র শাস্ত্র যুত। দেববরে অস্ত্র শাস্ত্র জানিল তিন সুত ॥ দুর্জ্জয় বলবান হইল সেই তিন বীর। অসমসাহস তিনে নির্ভয় শরীর ॥ চন্দ্রপ্রভ গুণবন্ত হংসকেতু নাম। বাপের সমান বীর রূপ অনুপাম ॥ তথা ইন্দ্র জিনিবারে দৈত্যের ঈশ্বর। চতুরঙ্গ বলে সাজে সৈন্যের সাগর ॥ হস্তী ঘোড়া পদাতিক রথ রথিগণ। বৎসর শতেকে সৈন্য নাযায়ে গণন। হেন কালে কন্যাপুরে রক্ষক সকল। কন্যাপুরে কুমার দেখি হইল বিকল ॥ তিন পুত্র সঙ্গে করি দেখি তিন নারী। দেখিয়া সঙ্কট ভাবে সকল দুয়ারী ॥ ধাইয়া বজ্রনাভে গোচর করিল। কন্যাপুরে কুমার কোথা হৈতে আইল ॥ প্রভাবতীর বাক্য রাজা শুনি কুব্যবহার। ক্রোধে লাজে ব্যাকুল বলে মার মার ॥ তালজঙ্ঘ সেনাপতি সম্মুখে দেখিয়া। তারে আদেশিল আন কুমারে ধরিয়া ॥ না পার ধরিতে যদি মারহ তাহারে। কুলের কলঙ্ক মোর ঘুচাহ সত্বরে ॥ এতবলি প্রসাদ বিস্তর দিল তারে। পাঠাইল সৈন্য কন্যাপুরের ভিতরে ॥ তালজঙ্ঘ সেনাপতি কটক সাথে করি। সত্বরে বেড়িল গিয়া সেই কন্যাপুরী ॥ বিষম কটক দেখি সেই তিন নারী। মূর্চ্ছা পাইয়া পড়ে তিনে আপনা পাসরি ॥ ক্ষণেক রহিয়া প্রভাবতী পাইল সম্বিত। কুমার আনিতে হংসী পাঠাইল ত্বরিত ॥ নটের সমাজে হংসী চলিল সত্বরে। আনিল প্রদ্যুম্ন গদ শাম্ব তিন বীরে ॥ আসিয়াত তিন পুত্র সঙ্গে তিন বীর ॥ আশ্বাসিয়া তিন কন্যা করিল সুস্থির ॥ ঘরে হইতে বাহির হইলা ছয় জনা। অস্ত্র লইয়া বেড়িলেক তালজঙ্ঘ সেনা ॥ খড়্গ লইয়া খণ্ড খণ্ড করে সর্ব্ব সৈন্য। কেহ মরে কেহ পলায় কেহ করে দৈন্য ॥ ছয় জনার বিক্রমে সৈন্য দিল ভঙ্গ। আপনি যুঝিতে উঠে বীর তালজঙ্ঘ ॥ রথে চড়ি ছয় জনা বাণে আচ্ছাদিল। খড়্গ লইয়া কামদেব সকল কাটিল ॥ যত যত বাণ এড়ে দৈত্য সেনাপতি। ছয় বীরে খণ্ড খণ্ড সকল করন্তি ॥ অনেক সংগ্রাম হইল দেখিতে ভয়ঙ্কর। রথ রথি ঘোড়া হাতি পড়িল বিস্তর। খড়্গে

কাটি প্রদ্যুম্ন বীর খণ্ড খণ্ড করি। খড়্গ ফেলাইয়া দোঁহে দোঁহাকারে ধরি॥ মল্ল যুদ্ধ করে দোঁহে অতি ঘোরতর। কেহ কারে জিনিতে নারে একই সোসর। হাতে হাতি বাধা বাধি চরণে চরণে। মুষ্টুকা মুষ্টুকি বুকে বুকে করি রণে॥ তবে কোপে তালজঙ্ঘ মুষ্টুকি মারিল। মুষ্টুকির ঘায়ে কাম অচেতন হইল॥ ক্ষণেক চেতন পাইয়া কোপে বল বাড়ে। চরণে ধরিয়া দৈত্যে ভূমিতে আছাড়ে॥ তার বুকে বসি মারে মুষ্টুকির ঘায়। কণ্ঠে আটু চাপিলেক দৈত্যের প্রাণ যায়॥ তালজঙ্ঘ বীর মৈল বজ্রনাভ শুনি। হাহাকার শব্দে প্রমাদ মনে গণি॥ সর্ব্ব সেনা সাজিয়া চলিল দৈত্যরাজ। হরির চরণে কহে খাঁন গুণরাজ॥

সারেঙ্গ রাগ।

তালজঙ্ঘ পড়িল শুনিয়া দৈত্যরাজ। মনে মনে আলোচে হইল কোন কাজ॥ তিন গোটা ছাওয়াল প্রবেশি কন্যাপুরে। কুলের খাঁখার মোর করিল প্রচুরে॥ থাকুক জিনিবার মোর ইন্দ্র দেবরাজ॥ কেমনে চাহিব লোক মুখ এহ বড় লাজ॥ এতেক বলিয়া সব দৈত্যে আদেশিল। ছয় গোটা ছাওয়াল মারিতে বলিল॥ বৃত্ত সৈন্য ইন্দ্র জিনিতে কৈল সাজ। তাহা লইয়া আপনে চলিলা দৈত্যরাজ॥ নানা উৎপাত তখন হইল বজ্রপুরে। অদ্ভুত অমঙ্গল হৈল প্রতি ঘরে ঘরে॥ অলক্ষণ দেখিয়া সে দৈত্য না শুনিল। কোপে দৈত্যরাজ কন্যাপুরীকে চলিল॥ ব্যস্তে গিয়া শুচিমুখী ইন্দ্র কৃষ্ণ স্থানে। দোঁহারে কহিল তালজঙ্ঘের মরণে॥ আপনি সে বজ্রনাভ যুদ্ধে কৈল মন। সত্বরে তথাকে চল তোমরা দুইজন॥ তার বোলে গরুড়ে চড়িলা শ্রীহরি। দেবগণ লইয়া নড়ে ইন্দ্র অধিকারী॥ বজ্রপুরী নিকটে আকাশে ভর করি। তেত্রিশ কোটি দেবগণ রহিলা সারি সারি॥ অষ্ট লোক পাল আইল যুদ্ধ দেখিবারে। আকাশ মণ্ডলে দেব রহে থরে থরে॥ জয়ন্ত ইন্দ্রের পুত্র পুরব ব্রাহ্মণ। যুদ্ধের সহায় তাঁরে পাঠাইল দুজন॥ মাতলি সারথি দিয়া পাঠাইল রথ। যুদ্ধ করিবারে কামের বাড়িল মহত্ত্ব॥ দেব দ্বিজ যজ্ঞ সুজন হিংসা কৈল। এই পাপে বজ্রপুরে সবে প্রবেশিল॥ পাপের প্রলয় হয় পুণ্য পার করে। তেকারণে জয়ন্তপুরে প্রবেশয়ে॥ জয়ন্ত পুরব রথ বজ্রপুরী আইল। শুচিমুখী গিয়া সব প্রদ্যুম্নে কহিল॥ নির্ভয় করহ রণ প্রদ্যুম্ন কোঙর। ইন্দ্র কৃষ্ণ দেখ রহে মস্তক উপর॥ গরুড়ে চাপিয়া

আকাশে আছে হরি। তেত্রিশ কোটি দেবগণ দেখে সারি সারি॥ জয়ন্ত সারথি রথ পুরব ব্রাহ্মণ। ইহা সবা সঙ্গে করি যায়েন দৈত্যগণ॥ হেন কালে দৈত্য সেনা বেড়িল চারি ভিতে। মার মার শবদেতে লাগিল আচম্বিতে॥ সেল জাঠা মুষল বরিষে সেনাগণে। পুরী আচ্ছাদিল দৈত্য বাণবরিষণে॥ ধর ধর মার মার শব্দ উপজিল। ধুলায়ে আচ্ছাদি সূর্য্য অন্ধকার হৈল॥ তা দেখি তরাসে কাঁপে নারী তিন জন। তিন পুত্র দিল তারে করিতে রক্ষণ॥ যত যত বীর আইল সেই কন্যাপুরে। তারে মারি তারা তিনে পাঠায় যমঘরে॥ মাতলি সারথি রথি প্রদ্যুম্ন মহাবীরে। গদ শাম্ব সঙ্গে যায় যুদ্ধ করিবারে॥ মায়া রথে গদ শাম্ব করি আরোহণ। জয়ন্ত পুরব সঙ্গে চলিলা পঞ্চজন॥ সেই ঠাঞি মহারণ করিল পঞ্চজনা। শরজালে কাটিলেক দৈত্যরাজ সেনা॥ হাতি ঘোড়া কাটিল অনেক রথ রথি। যাইতে না পাই পথ অসুর বিরথি॥ যত যত বাণ এড়ে দৈত্য সেনাগণ। তাহার দ্বিগুণ বাণে কাটে ততক্ষণ॥ রক্তে বহিল নদী নাহি স্থলকূল। তথি ভাসে দৈত্য স্কন্ধ শরীর বহুল॥ সেনা কাটিয়া বাহির হৈল পঞ্চবীর। পঞ্চবীর দেখি কেহ রণে নহে স্থির॥ সেনা ভঙ্গ দেখি রুষিলা সেনাপতি। যুদ্ধ করিবারে আইল করিয়া যুকতি॥ একচাপে শরজালে ছাইল পঞ্চজনা। রথি সারথি কার না পাইল চেতনা॥ কোপে বাণ বরিষয় কৃষ্ণের নন্দন। দেখিয়া কম্পিত হৈল যত দেবগণ॥ অস্ত্র বরিষণে সর্ব্ব সৈন্য গেল ক্ষয়। অন্ধকার ভেদি যেন সূর্য্যের উদয়॥ কোপে কাটি পাড়ে সব সেনাপতি। রথি মৈল রথ এড়ি পলায় সারথি॥ ঘোড়া এড়ি রাউত পলায় পায়ে পায়ে। মাতঙ্গ পড়িল ভূমে মাহুত পলায়॥ পাছু নাহি চাহে কেহ পলায়ে রড়ারড়ি। স্কন্ধে লুকাইয়া কেহ পলায় গুড়ি গুড়ি॥ অসুর রকতে নদী কন্দর বহিল। রক্তের কর্দ্দমে কেহ পড়িয়া মরিল॥ বাপ বাপ স্মরে কেহ স্মরে ভাই ভাই। পঞ্চবীর রহে কেহ দেখিতে না পাই॥ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায় সেনাপতিগণ। বজ্রনাভ সুনাভ করিতে আইল রণ॥ সুনাভের সঙ্গে যুঝে শাম্ব মহাবীর। গদ সঙ্গে বজ্রনাভ কঠিন শরীর॥ পুরব ব্রাহ্মণ সঙ্গে দুর্দ্ধ কুরন্ত। দীর্ঘদন্ত সঙ্গে যুদ্ধ করেন জয়ন্ত॥ বজ্রনাভ সঙ্গে যুঝে প্রদ্যুম্ন কুমার। হেন অদ্ভুত যুদ্ধ কেহ না করিল আর॥ রাম রাবণের যেন পূর্ব্বে রণ হৈল। চণ্ডিকা যুঝিয়া যেন অসুর ক্ষয় কৈল॥ পাঁচ জনে রণ কৈল

হুঙ্কার ছাড়িয়া। এত দৈত্য সেনাপতি সহিত [illegible]॥ [illegible]
সব মহাবলবান্। [illegible] সহিত [illegible] সমান॥ [illegible]
সব রণে প্রবেশিল। কৃষ্ণের সুনাম শব্দে মহারণ কৈল॥ বড় বড় বাণ এড়ে
সুনাভ মহাবীর। ততবাণ সব কাটে শাম্ব মহাবীর॥ সুনাভের ধনু কাটে
তিন গোটা বাণে। আর বাণে রথ কাটি পাড়ে ততক্ষণে॥ সাধু সাধু
বলিয়া ডাকিছে দেবগণ। ধন্য ধন্য শাম্ব তোর ধন্য এ জীবন॥ সুনাভের
ধনু কাটি তিন গোটা বাণে। করিয়া সুনাভ বীর পাড়াইল মনে॥ [illegible]
সুনাভ বীর আর ধনু লৈয়া। বিন্ধিলেক শাম্ববীরে আকর্ণ পুরিয়া॥
মূর্চ্ছা পাইয়া শাম্ব আপনা পাসরিল। অনেক রহিয়া বীর সম্বরে উঠিল॥
এক বাণে ধনুক কাটি চারি ঘোড়া পাড়ে। অর্দ্ধচন্দ্র বাণ বীর ধনুকেতে
যোড়ে॥ এড়িলেক বাণ শাম্ব কি কহিব কথা। কুণ্ডল সনে কাটিয়া
পাড়ে সুনাভের মাথা॥ পড়িল সুনাভ বীর দেবের আনন্দ। বজ্রদন্ত
মারিতে গদ করিল প্রবন্ধ॥ বজ্রদন্ত সনে গদ মহারণ কৈল। দেখিয়াত
দেবগণে চমৎকার হৈল॥ পশুপতি বাণ এড়ে গদ মহাবীর। সংগ্রামের
মাঝে কাটে বজ্রদন্তের শির॥ বজ্রদন্ত পড়িল হরিষ দেবগণ। বিস্তর
বলিল গদে প্রশংসা বচন॥ দীর্ঘদন্ত জয়ন্তে হইল মহারণ। অতি ভয়ঙ্কর
যুদ্ধ ঘোর দরশন॥ এড়িলেক বাণ জয়ন্ত কি কহিব কথা। বরুণ বাণে
কাটি পাড়ে দীর্ঘদন্তের মাথা॥ মহা বীর প্রবর দুর্ম্মুখ সনে রণ। দুর্ম্মুখ
কাটিল বাণে পুরব ব্রাহ্মণে॥ পুরবের বাণ সব অতি খরসান। দুর্ম্মুখের
বাণ কাটি কৈল খান খান॥ কোপে পুরব বীর অগ্নি বাণ এড়ে। কাটিয়া
দুর্ম্মুখের মাথা ভূমিতলে পড়ে॥ পড়িল সে চারি বীর দেবের দুর্জ্জয়।
নানা অস্ত্রে কৈল সব দৈত্য কুলক্ষয়॥ ভাই সৈন্য অমাত্য পড়িল সেনা
পতি। সর্ব্ব পড়িল একা যুঝে দৈত্যপতি॥ অন্তরে বাড়িল শোক দুঃখ
নিরন্তর। কোপে তাপে যুদ্ধ করে দৈত্যের ঈশ্বর॥ শত শত বাণ এড়ে
প্রদ্যুম্ন উপরে। কত মিথ্যা করে কাম কত কাটে পরে॥ দশ বাণ এড়ে
দৈত্য আকর্ণ পুরিয়া। দশ গোটা সর্প যেন আইসে ধাইয়া॥ কুড়ি
বাণে কাম তাহা কৈল খান খান। তা দেখিয়া দৈত্যরাজ এড়ে কুড়ি
বাণ॥ আস্তে ব্যস্তে কাম দৈত্যের কাটে ধনু॥ সে ধনু কাটিল ধনু
যুড়িলেক পুন॥ যত ধনু যোড়ে দৈত্য সকল কাটিল। কোপে শেল পাট
দৈত্য কামেরে এড়িল॥ সেই শেলে দৈত্যরাজ জিনিল ত্রিভুবন। যাহে

বাজে গেল তার অবস্ত্র বসন। হেন গেল নাক দিয়া ধরিল মদন। অস্ত্র দেখিয়া সাধু সাধু বলে দেবগণ॥ তবে দিব্য অস্ত্র দৈত্য সন্ধান করিল। দিব্য অস্ত্র দেখি কাম চিন্তাম্বিত হৈল॥ দিব্য অস্ত্র দেখি কাম দিব্য অস্ত্র হৈল। দুই অস্ত্রে আকাশেতে মহা রণ হৈল॥ অস্ত্র দেখি চিত্তে লোহে আপন কল্যাণ। দুই অস্ত্র যুঝিয়া হইল নির্ব্বাণ॥ ব্রহ্ম অস্ত্র যোড়ে কাম ইন্দ্র পশুপতি। আগ্নের বায়ব অস্ত্র বরুণ পার্ব্বত॥ সর্ব্ব অস্ত্র ব্যর্থ গেল চিন্তিত অসুর। ভণিতে ভণিতে চিন্তা বাড়িল প্রচুর॥ আবার নিষাদ দৈত্য মায়া রণ করে। রথের সহিত উঠে আকাশ উপরে॥ মায়াতে লুকায়ে দৈত্য করে বাণ বৃষ্টি। চন্দ্র সূর্য্য আচ্ছাদিল না পরশে দৃষ্টি॥ প্রদ্যুম্নের রথ কাটি কৈল খান খান। ভূমিতে রহিলা কাম বীরের প্রধান॥ দৈত্যের মায়া দেখি কাম নিজ মায়া ধরে। লক্ষ লক্ষ কাটে বাণ ব্রহ্মের কোন্তরে॥ ভূমিতে থাকিল দৈত্য শেল হাতে লৈয়া। প্রদ্যুম্নের বুকে শেল মারিল ধাইয়া॥ সেই ঘায়ে মোহ পিয়া পড়িল কুমারে। অনন্ত আসিয়া রক্ষা করিল তাহারে॥ মূর্চ্ছিত হইল কাম ইন্দ্র নারায়ণে। প্রদ্যুম্ন উপরে কৈল অমৃত বর্ষণে॥ চেতন পাইয়া কাম ঊর্দ্ধ মাথা করি। আশ্বাস করিল তাঁরে পুরন্দর হরি॥ দোঁহার আশ্বাসে বল বাড়িল বিস্তর। কৃষ্ণে নমস্কার কৈল প্রদ্যুম্ন কুমার॥ ডাকিয়া বলিল কৃষ্ণ মার দৈত্যরাজে। ত্রিভুবন জিনিতে পার দৈত্য কোন কাজে॥ ইহা শুনি বলে কাম শুন দৈত্যেশ্বর। তুমি দৈত্যরাজ আমি কাম পঞ্চশর॥ লুকাইয়া দৈত্য তুমি কৈলে মহা রণ। সব মায়া করে। এবে পাইনু দরশন॥ পড়িলি রে মোর হাতে আজি যাবি কোথা। আঁখি অনিমিষে তোর কাটিয়া পাড়িব মাথা॥ ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করি কৃষ্ণের চরণ বন্দিল। দিব্য অস্ত্র এড়ি বীর অর্দ্ধ চন্দ্র নিল॥ ত্রিভুবনে হৈল আলো আকাশে আইসে বাণ। বাণের মুখে অগ্নি নিকলে খান খান॥ হুঙ্কার ছাড়িয়া কাম বাণ গোটা এড়ে। কাটিল দৈত্যের মাথা ভূমিতলে পড়ে॥ বজ্রনাভ মৈল দেখিয়া দৈত্যগণ। পাতাল প্রবেশে কেহ পর্ব্বত কানন॥ স্বর্গে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বৃষ্টি হৈল। বজ্রনাভের নারীগণ সংগ্রামে আইল॥ দেব লোকের আনন্দ বাড়িল বিস্তর। জগন্নাথ বলে ইহা হরির কিঙ্কর॥

করুণাশ্রীরাগ।

দৈত্যের যে নারীগণ, বহু করিল ক্রন্দন, ভূমিতলে পড়ে ঘনে ঘন।

উড়ায়ে মাথায় চুল, নারী সব ব্যাকুল, মাথে করি কলসা উজল ॥ কর্ণ
মূলে কুণ্ডল, সিঁথে সিন্দুর মণ্ডল, বদন মলিন সরোরুহে। কর ঘাতে
জর জর, তা সবার কলেবর, নয়ন কজ্জল খোহে লোহে ॥ অধরে মুক্তির
রাগ, মলিন সেবাগি ভাগ, অতিশয় মনে পাইল ব্যথা। উথবু পাগল
মনে, নিজ পতি দরশনে, ধাইয়া যায় রণ ভূমি যথা ॥ করিয়া বহু বিলাপ,
হৃদে বাড়ে মনস্তাপ, সাথে সাথে যায় পুরনারী। উঙ্গার বুকের বাস,
মুকুল সে কেশ পাশ, যায় রণ ভূমি অনুসারি ॥ না সম্বরে কেহ বাস,
অতি দীর্ঘ নিশ্বাস, যায় নারীগণ অচেতনে। দু হাত কপালে হানি, কান্দিতে
কান্দিতে রাণী, শীঘ্রগতি আইল রণ স্থানে ॥ না পাইয়া প্রাণনাথ, চিত্তে
নাহি সোয়াস্ত, নৃপতি লক্ষণ অনুমানি। উকটিল কত ঠাঁই, খুঁজি লাগ নাহি
পাই, রাজার উদ্দেশে বুলে রাণী ॥ সাথে সাথে উঠে কবন্ধ, নাচিবার পরি-
বন্ধ, করতালি দিয়া যোগিনী। ছাড়িল জীবন আশ, দেখিয়া পাইল ত্রাস,
চমকিত রাজার রমণী॥ বিপরীত রণের কথা, গড়া গড়ি যোলে মাথা,
হতেক পড়িল ক্ষিতি তলে। কান্ধে মুণ্ড যোড়াইয়া, রাজাকে বোলে চাহিয়া,
না পাইয়া রাণী ব্যাকুলে ॥ মাংস রুধির পাইয়া, শৃগালী বোলে ধাইয়া,
হাড় মাংস মড় মড়ি খায়ে। কোথাও সে কাক পক্ষি, মড়ার সে খায়
আঁখি, তা দেখিয়া রাণী ত্রাস পায়ে ॥ কিলি কিলি ধ্বনি শুনি, রুধির
পিয়ে শকুনী, গৃধিনীর সঙ্গে এক মিলি। রক্তে যায় নদী বহি, তাহার
দুই দিকে রহি, প্রেত পিশাচ করে কেলি ॥ সাহস করিয়া রাণী, মনে
ভয় নাহি মানি, করিয়া অনেক পরিবন্ধ। চিত্তের ঘুচায়ে বিন্ধ, উক-
টিয়া বোলে স্কন্ধ, রাজা পাইয়া কিনাদে আনন্দ ॥ মনে অনুমান করি, পুনঃ
পুনঃ বিচারি, হাথে পায় রাজার লক্ষণে। অনেক ভ্রমণ করি, রাজার
প্রধান নারী, খাজি পাইল অনেক যতনে ॥ লোটাইয়া স্বামির পায়, কান্দে
রাণী উভরায়, ঘনে ঘনে নেহালে বদন। শোকে ব্যাকুল হইয়া, কত
আলিঙ্গন দিয়া, মুখে মুখ করয়ে মিলন ॥ রাণী হৈল অচেতন, রাজাকে
দিয়া আলিঙ্গন, ঘন ঘন করয়ে চুম্বন। হাহা হেন দৈব গতি, ভূমিতলে
দৈত্যপতি, পুষ্প শয্যা ছাড়িল শয়ন ॥ সুগন্ধি কুসুম যত, [illegible]
মন মত, হেন জন ভূমিতে লোটায়ে। সুরতি চন্দন গন্ধ, অতিশয়
পূর্ণ চন্দ্র, সুর নারি তোমারে ইচ্ছয়ে ॥ মুখ তোর শশধর, খণ্ড খণ্ড কলে-
বর, শৃগালির দন্তের আঘাতে। দেখিয়া তাহার দুঃখ, বিদরে না যায় বুক,

হংসকেতু গুণবন্ত, বিজয় সুত জয়ন্ত, চন্দ্রপ্রভ রহে চারি কুমার। আপনার গুণ যোগে, ভুঞ্জিল বিবিধ ভোগে, পালিয়ারে দিল রাজ্য ভার॥ দ্বারকাতে নারায়ণ, ত্বরিতে কৈল গমন, তিন পুত্র বধূ সব লৈয়া। গুণরাজ খাঁন ভণে, সজ্জন চিত্ত রঞ্জনে, কৃষ্ণ পাদপদ্মে মন দিয়া॥

বাবাড়ি রাগ।

কৃষ্ণ কথা শুন নর এক চিত্ত মনে। ভক্তি মুক্তি দ্বিজবর পাইল যেমনে॥ সুদাম নামেতে দ্বিজ দুঃখি সর্ব্বজনে জানি। অবন্তিনগরে ঘর সঙ্গেতে গৃহিণী॥ হরিমন দ্বিজবর হরিপদ গতি। ভিক্ষা করি হরি চিত্তে অন্য নাহি মতি॥ নানা দুঃখে রহে দ্বিজ দোঁহে সহ করি। অধর্ম্ম নাহিক চিত্তে স্মঙরে শ্রীহরি॥ অতি দুঃখে এক দিন তাঁহার ব্রাহ্মণী। ধীরে ধীরে কর-পুটে বলে কিছু বাণী॥ পূর্ব্বে কহিলা মোরে শুন দ্বিজবর। তোমার সে সখা কৃষ্ণ ত্রিদশ ঈশ্বর॥ দ্বারকাতে রাজা তিঁহো তিনি সর্ব্বরাজা। নানা ধনে ইন্দ্র তিঁহে করে পূজা॥ অবশ্য তাঁহার ঠাঁই যাইতে যোয়ায়ে। তাঁহার ঈষৎদানে দারিদ্র পলায়ে॥ মোর বোল শুনি তুমি করহ গমন। মাগিয়া তাঁহার ঠাঁই আন কিছু ধন॥ স্ত্রী জাতি কত দুঃখ পরাণে সহয়ে। দুঃখেতে মরিলে লোক ধর্ম্ম নাহি পায়ে॥ এত দুঃখে তাঁর পদে ব্রাহ্মণী বলিল। ব্রাহ্মণীর কথা দ্বিজ হৃদয়ে ভাবিল॥ দ্বারকা যাইতে মোরে প্রিয়া যুক্তি দিল। সংসারের সার গোসাই স্মরণ হৈল॥ ভারাবতারণে হৈল কৃষ্ণরূপ তাঁর। আসিয়া গোসাঞী ভবে কৈল অবতার॥ দেখিবত গিয়া তথা তাঁহার চরণ। পরশিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম করিব খণ্ডন॥ এত মনে চিন্তি বৈল ব্রাহ্মণীর ঠাঁই। ভাল বৈলে যাব তথা দেব গোবিন্দাই॥ অনেক দিনে করি তা সনে দরশন। সন্দেশ হইলে কিছু করিয়ে গমন॥ স্বামীর বচন শুনি বলে কিছু চাই। অনেক বচনে তবে ক্ষুদ মুড়ি পাই॥ অতি কাল কানি খানি আনিল চাহিয়া। লইল সকল ক্ষুদ তাহাতে বাঁধিয়া॥ নড়িলা হরিষে দ্বিজ কৃষ্ণ অনুসারি। নানা দুর্গ এড়াইয়া পাইলা সে নগরী॥ ব্রাহ্মণে বিরোধ নাই গোসাঞী নগরী। অভ্যন্তর গেলা যথা আছেন শ্রীহরি॥ হরিষেত প্রিয়া সঙ্গে পালঙ্ক উপরে। রুক্মিণীকে বৈল কৃষ্ণ জল আনিবারে॥ প্রভুর বচনে জল আনিল রুক্মিণী। ব্রাহ্মণের পাশে আইলা দেব চক্রপাণি॥ দুই পায়ে ধরিয়া আপনি গদাধরে। বিপ্র-পাদ প্রক্ষালন কৈল সেই বরে॥ গন্ধ নারায়ণ তৈল উদ্বর্ত্তন কৈল। জল

দিয়া সেই থানে স্নান করাইল॥ মিষ্টান্ন পান দিয়া করাইল ভোজন। পালঙ্কেতে লৈয়া তাঁরে করাইল শয়ন॥ পদতলে গিয়া হরি আপনি বসিয়া। পায় চাপি জিজ্ঞাসিল পূর্ব্ব স্মঙরিয়া॥ মনে পড়ে দ্বিজবর সেই গুরু ঘরে। তোমা মনে পড়িছু অবন্তিনগরে॥ কত দুঃখে সর্ব্ব শাস্ত্র পড়িল শিশুকালে। একত্রে পড়িল সব অনেক ছাওয়ালে॥ একদিন গুরু-পত্নী কৈল সবাকারে। সব শিষ্য যাহ আজ কাষ্ঠ আনিবারে॥ সব শিশু গেলাম অরণ্য ভিতরে। কাষ্ঠ ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে গেলাম বহুদূরে॥ বোঝা বাঁধি সব শিষ্য মস্তকে করিয়া। হেনবেলে মহাবৃষ্টি হইল আসিয়া॥ মহা শব্দে ঘোর বৃষ্টি হৈল অন্ধকার। মুষলধারে হৈল বৃষ্টি নাই বলিবার॥ কেহ কারে নাই দেখে গেলা নানা ঠাঞি। বাপ মা বলিয়া কাঁদি স্মঙরি গোঁসাঞী॥ হেনই সময় হইল রাত্রি ঘোরতর। সব শিষ্যে রহিলাম অরণ্য ভিতর॥ আর দিনে গুরু তবে চিন্তা বড় পাইয়া। সবার উদ্দেশে আইলা ব্রাহ্মণী ভং‍সিয়া॥ নানা দুঃখে আছি তথা দেখি দ্বিজবর। পুত্র পুত্র ধরি গুরু ডাকিল বিস্তর॥ কুশলে আছহ পুছে সকরুণ বাণী। কেমনে কাননে বাছা বঞ্চিলে রজনী॥ এবোল বলিয়া গুরু সবা কোল দিয়া। সবারে পাঠাইল ঘরে ভাত খাওয়াইয়া॥ পূর্ব্বকথা কহিতে লোহ ঝরয় নয়নে। হরিষেতে কোলাকুলি কৈল দুই জনে॥ হেন মতে নানা কথা কৈল গদাধর। ব্রাহ্মণে পুছিল কিছু ঘরের উত্তর॥ বিভা করিয়াছ যারে সে নারী কেমন। ভক্তি করি বলে কিবা মধুর বচন॥ লজ্জার সহিত দ্বিজ না দিলেন উত্তর। শুনিয়া মুচকি হাঁসি রহে দ্বিজবর॥ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখি চিন্তিল অন্তরে। কেমতে দিব খুদ এমন ঈশ্বরে॥ কৃষ্ণের লাগিয়া যেই খুদ ছিল। কক্ষতলি মাঝে খুদ চাপিয়া থুইল॥ অন্তর্যামি গোঁসাই সকল জানিয়া। হাঁসিতে হাঁসিতে বলে রভস করিয়া॥ ঘরের সন্দেশ আনি না দিলে আমারে। খণ্ড হৈতে আসিয়াছ আমা দেখিবারে॥ অবশ্য সন্দেশ আছে হয় মোর মনে। আনিয়া সন্দেশ সখা দেহ না কি কারণে॥ ভক্তি করি অন্নদিলে অমৃত সমান। অভক্তিতে বিস্তর দিলে সেহ অপমান॥ এত বলি বিপ্রের কক্ষতলি উটকিল। এলাইয়া এক মুষ্টি ভক্ষণ করিল॥ আর পোঁটলা এলাইয়া দেখে শ্রীহরি। এক মুষ্টি খুদ তার মুখে লয়ে ভরি॥ আর এক মুষ্টি হাতে লয়ে গদাধরে। হেনকালে রুক্মিণী দেবী তাঁর হাত ধরে॥ কৃষ্ণের হাতের খুদ ফেলিল ঝাড়িয়া। যোড়হাতে বলে দেবী সম্মুখে দাঁড়াইয়া॥

খাইলে বিপ্রের ক্ষুদ ত্রিদশ অধিকারী। কতকাল আমা বন্দি করিবে শ্রীহরি॥ ইহা বলি ফেলি ক্ষুদ হাতে যত ছিল। বিপ্রের সহিত কৃষ্ণ একত্রে শুতিল॥ নানা রঙ্গে নান কথায় রজনী বঞ্চিয়া। প্রভাতে বিদায় দিল কিছু নাহি দিয়া॥ পথেতে চলিতে মনে গুণে দ্বিজবর। ভেটাহু ত্রিদশনাথ দেব গদাধর॥ করিলেন বহু পূজা জ্যেষ্ঠভাই জ্ঞানে। কিছু নাহি দিলেন ধন মোরে কি কারণে॥ কেমনে প্রিয়ার চিত্ত করিব রঞ্জন। পুনরপি বিপ্র তবে চিন্তে মনে মন॥ ভাল হৈল কৃষ্ণ মোরে নাহি দিল ধন। ধন মদে পাসরিতে গোবিন্দ চরণ॥ এত বলি হরি চিন্তি আসি ধীরে ধীরে। গ্রামের নিকটে আইলা অবন্তিনগরে॥ না দেখিয়া ঘর দ্বিজ অন্তরে চিন্তিত। কে ভাঙ্গিল ঘর প্রিয়া গেল কোন ভিত॥ হতাশ ভাবিয়া দ্বিজ বিস্মৃত হৃদয়ে। এই পুরী দেখি যেন ইন্দ্রের নিলয়ে॥ নানা রত্নময় ঘর সুবর্ণ কলসে। রত্নের প্রাচীর সব আকাশে পরশে॥ ফটিকে রচিত কক্ষ্য বিচিত্র আঙ্গিনা। প্রবালে বিচিত্র চাল মুক্তায় থোপনা॥ দিঘী সরোবর শোভে তার চারি পাশে। উদ্যানেত নানা বৃক্ষ বসন্ত প্রকাশে॥ পুরী মধ্যে শোভা করে রত্ন সিংহাসন। সুকোমল শয্যা তাহে রত্নের গঠন॥ হীরা মণি মাণিক কত দেখে রাশি রাশি। সুবর্ণে ভূষিত দেখে শত শত দাসী॥ অশ্ব হস্তী দেখিয়া সে ব্রাহ্মণ বিস্মিত॥ কার পুরী মাঝে আমি আইলাম আচম্বিত॥ কোন দিকপাল কৈল পুরী নিরমাণ। কিবা ইন্দ্র কৈল হেথা পুরীর উদ্যান॥ গুঞ্জরে ভ্রমর সব বিপ্র চিন্তে মনে। পুরী হৈতে বাহির হৈল দিব্য নারী-গণে॥ নানা রত্নে ভূষিতা দেখি শত শত নারী। তার মাঝে ব্রাহ্মণী তার পরম সুন্দরী॥ স্বামী দেখি বিপ্র নারী পাদ্য অর্ঘ্য লৈয়া। ঘরকে আনিল স্বামী ষড়ঙ্গে পূজিয়া॥ স্নান করাইল দিব্য বস্ত্র পরাইল। ভোজন করা-ইয়া স্বামীরে পালঙ্কে শোয়াইল॥ দেখিয়া বৈভব দ্বিজ গুণে মনে মনে। এতেক বৈভব মোরে দিল নারায়ণে॥ ছলিল গোসাঞী মোরে মায়াতে পাতিয়া। ভুঞ্জিল সকল ভোগ হরি চিত্ত হইয়া॥ না ভুঞ্জহো ভোগ মুঞি সকল তাঁহার। কৃষ্ণ বিনা অন্য মনে নাহিক আমার॥ তুষ্ট হৈয়া মুক্তি তারে দিল নারায়ণে। অদ্ভুত অমৃত কথা গুণরাজ ভণে॥

আসোয়ারী রাগ।

এক দিন শ্রীহরি দ্বারকা নগরে। হরিষা ভুমির ভার নানা ক্রীড়া করে॥

সূর্য্যে উপরাগ শুনিয়া সর্ব্বজনে। রাজ্য সমেতে লোক কৈল প্রভাস গমনে। মহা পুণ্যস্থল সেই উপরাগ কালে। পরশুরাম তপ তথা করিল বিশালে॥ জানিয়া শ্রীহরি সব পরিবার লৈয়া। স্ত্রী পুত্র সহিত তথা উত্তরিল গিয়া॥ স্যমন্ত পঞ্চকে লোক যতেক আছিল। স্ত্রী পুরুষে লোক সর্ব্ব তথাকে আইল॥ যুধিষ্ঠির আদি যতেক কুরুগণ। নিজ নিজ স্ত্রী পুত্রে করিল গমন॥ নন্দ ঘোষ আদি যত বৈসে বৃন্দাবনে। আইলাত সেই ঠাঞি গোপ গোপীগণে॥ অঙ্গ বঙ্গ তৈলঙ্গে যতেক বৈসে রাজা। রাজ্য সমেত আসি সবে কৈল তীর্থ পূজা॥ নানা দান তর্পণ করিল সেই জলে। অন্যান্য কৌতুক বড় হৈল কুতুহলে॥ তবে কুন্তী বসুদেবে হৈল দরশন। ভাই ভাই করি কুন্তী করিল ক্রন্দন॥ রাম কৃষ্ণ দেখি ছাড়ে ঘন ঘন শ্বাস। না কৈলে উদ্দেশ যবে কৈলে বনবাস॥ পঞ্চ পুত্র লৈয়া বনে বড় দুঃখ পাইল। তোমার প্রসাদে ভাই গোসাঞী রাখিল॥ তবে বসুদেব বলে শুনহ ভগিনী। তোমার যতেক দুঃখ লোক মুখে শুনি॥ পাপিষ্ঠ কংশ রাজা বান্ধিল আমারে। তেকারণে উদ্দেশ না কৈল তোমারে॥ যদিবা সবংশে কৃষ্ণ কংশেরে মারিল। তবে জরাসন্ধ আসি দুঃখ বড় দিল॥ তার ডরে পলাইয়া গেলাম মাঞি। দুর্গ করি দ্বারকায় রাখিল গোবিন্দাই॥ ভাই ভগিনী কান্দে কোলাকোলি করি। কান্দিতে কান্দিতে বলে শুনহ শ্রীহরি॥ তবে নন্দ যশোদা যতেক গোপীগণ। রাম কৃষ্ণ বলি সবে করয় ক্রন্দন॥ তবে উঠি যশোদা কৃষ্ণ কোলে করি। রোদন করিয়া বলে শুনহ শ্রীহরি॥ কেনমতে পাশরিলে সেই বৃন্দাবন। কেন-মতে পাশরিলে গোপ গোপীগণ॥ কেনমতে পাশরিলে গোকুল নগরী। কেন মতে পাশরিলে গোবর্দ্ধন গিরি॥ এত বলি যশোদা কান্দে কৃষ্ণ করি কোলে। সর্ব্বাঙ্গ তিতিল তার দুই আঁখির জলে॥ তবে গোপীগণ গোবিন্দ পাশে আসি। দেখিতে দেখিতে গোপী না নিমেষে আঁখি॥ তবেত শ্রীহরি ভাণ্ডি মায়াত পাতিয়া। প্রিয় বাক্যে এড়িল সবা অমৃতে সিঞ্চিয়া॥ সকল গোসাঞীর মায়া শুন বন্ধুজন। সংযোগ বিয়োগ করে সেই নারায়ণ॥ এত বলি শ্রীহরি মোহি সর্ব্বজনে। অন্যান্যে কহন্তি কথা হরষিত মনে॥ তথা সে রুক্মিণী দেবী দ্রৌপদী পাইয়া। বেড়িয়া বসিলা সব সতীনী লইয়া॥ তবে সে রুক্মিণী দেবী ঈষৎ হাসিয়া। দ্রৌপদীকে পুছে কথা রভস করিয়া॥ একেশ্বরী নারী তুমি স্বামী পঞ্চজন।

কেমনে রঞ্জিলে তুমি সবাকার মন ॥ কেমনে হইল বিভা কহ একে একে। শুনিতে তোমার কথা বাড়িল কৌতুকে ॥ শুনিয়া রুক্মিণীর কথা দ্রৌপদী সুন্দরী। কহিল সকল কথা লজ্জা পরিহরি ॥ আমার সয়ম্বরে আইলা সব নরপতি। রাধাচক্র বিন্ধিবারে কার নাহল শকতি ॥ তপস্বীর বেশে গিয়া অর্জ্জুন মহাশয়। বাণে কাটিলেন মৎস্য ঈশৎ লীলায় ॥ তবে রাজাগণ যুদ্ধ সে করিল। সবে জিনি আমা লৈয়া বনে প্রবেশিল ॥ পঞ্চ ভাই মিলি তবে কুন্তীরে কহিল। অদ্ভুত এক বস্তু জিনিয়া আনিল ॥ পাঁচ ভাই মেলি ভোগ কর একচিত্তে। কন্যার শুনিয়া নাম শুণে বিপরীতে ॥ মায়ের বচন কেহ লঙ্ঘিতে নারিল। হেন বেলা ব্যাস মুনি তথাকে আইল ॥ পঞ্চ ইন্দ্রিয় তত্ত্ব তবে ভাঙ্গিয়া কহিল। পাঞ্চালী আমার নাম শাস্ত্রেতে লিখিল ॥ বিভা করি পঞ্চ জন লইয়া নিজ ঘরে। নির্ব্বন্ধ করিয়া দিল নারদ মুনিবরে ॥ মুনি পরিমিত আমি সেবাত করিয়া। রঞ্জিল সবার মন এক চিত্ত হৈয়া ॥ কহিল সকল কথা শুনহ রুক্মিণী। কেমতে বিভা কৈল চক্রপাণি ॥ শুনিয়া দ্রৌপদী কথা রুক্মিণী সুন্দরী। সয়ম্বরে আমা হরি আনিল শ্রীহরি ॥ কৃষ্ণে বিভা দিব বলি বাপের মনে ছিল। রুক্মী যে আমার ভাই কুচক্র করিল ॥ শিশুপালে বিভা দিতে বাপেরে বলিল। এ যুক্তি শুনিঞা আমি চেতন হরিল ॥ বিপ্র পাঠাইয়া দিল দ্বারকা নগরে। গোবিন্দ আসিয়া আমা হরিল সয়ম্বরে ॥ সব রাজাগণ তবে মহা যুদ্ধ করি। একলা জিনিল সবা দেব শ্রীহরি ॥ দ্বারকা আসিয়া বিভা কৈল নারায়ণ। বাপ আসি কৈল মোরে কন্যা সমর্পণ ॥ সমর্পিয়া বাপ মোর করিল গমন। দাসী হইয়া সেবি মুঞী গোবিন্দ চরণ ॥ তা শুনে দ্রৌপদী সত্যভামাকে কহিল। কেনমতে গোবিন্দাই তোমা বিভা কৈল ॥ তবে সত্যভামা বলে হাঁসিয়া বচনে। যেমতে করিল বিভা শ্রীমধুসূদনে ॥ আমার বাপের ভাই অরণ্যে মইল। না জানিয়া বাপ মোর গোবিন্দে দুষিল ॥ পাতালেত গিয়া প্রভু জাম্ববান জিনি। আনিয়া বাপেরে দিল স্যমন্তক মণি ॥ মণি পাইয়া বাপ মোর চিন্তিত হইয়া। মোরে বিভা দিল কৃষ্ণে সেই মণি দিয়া ॥ সেই নারায়ণ আমি চিন্তি সর্ব্বক্ষণ। জন্মে জন্মে পাই যেন তাঁহার চরণ ॥ তবে জাম্ববতীরে বলে শুন জাম্ববতী। কেমতে তোমাকে বিভা করিল শ্রীপতি ॥ তবে জাম্ববতী বলে শুনহ সখীনী। যেমতে পাইল আমাদের চক্রপাণি ॥ আমা হেতু প্রবেশিলা পাতাল ভিতরে।

কাটিয়া লইল মণি বাপের মন্দিরে॥ যাইয়া আমার বাপ ধরিল তাঁহারে। তিন নব দিবস যুদ্ধ কৃষ্ণ সনে করে॥ তবে জাম্ববানে জিনি গদাধরে। রাম অবতার মূর্ত্তি দেখাইল তাহারে॥ তবেত আমার বাপ যুদ্ধ শঙ্কু নিল। ঘরে আনি গোবিন্দের পূজা বড় কৈল॥ দাসী করি দিল আমা রতনে ভূষিয়া। স্যমন্তক মণি দিল যৌতুক করিয়া॥ সেই হৈতে নারায়ণ সেবি সর্ব্বক্ষণ। জন্মে জন্মে পাই যেন তাঁহার চরণ॥ তবেত দ্রৌপদী কালিন্দীরে জিজ্ঞাসিল। কেমত প্রকারে তোমা গোবিন্দ বিভা কৈল॥ তবেত কালিন্দী বলে করি যোড়হাত। যেমত প্রকারে আমি পাইনু জগন্নাথ॥ আমায় যৌবন দেখি পিতাকে বলিল। ভারাবতারণে হরি পৃথিবী আইল॥ সেইত আমার যোগ্য বর ত্রিভুবনে। তপস্যা করিলে পাবে সেই নারায়ণে॥ বাপের বচনে আমি হস্তিনা নগরে। এক চিত্তে তপ করি সেই গঙ্গাতীরে॥ অন্তর্যামী গোসাঞী জানিয়া অন্তরে। অর্জ্জুন সহিত গেলা আমা আনিবারে॥ শুনি যুধিষ্ঠির রাজা উৎসব করিল। পুরে আনি গোবিন্দেরে আমা বিভা দিল॥ হেন নারায়ণ প্রভু চিন্তি সর্ব্ব ক্ষণে। জন্মে জন্মে পাই যেন তাহার চরণ॥ তবে মিত্রবৃন্দা প্রতি বলিল বচন। কেমতে পাইলে তুমি শ্রীমধুসূদন॥ মিত্রবৃন্দা বলে শুনহ পাঞ্চালী। যেমতে পাইনু আমি দেব বনমালী॥ কোটী কোটী জন্ম কত তপ করি-মরি। তার ফলে পাইনু আমি দেব শ্রীহরি॥ বৈষ্ণব পিতা মোর কৃষ্ণ চিত্ত হইয়া। কৃষ্ণে বিভা দিল আমা একান্ত করিয়া॥ বিন্দ অরবিন্দ ভাই কৃষ্ণের শত্রু হইয়া। সয়ম্বর কৈল তারা বাপে বিরোধিয়া॥ অন্যেরে বিভা দিবে সুদৃঢ় জানিল। ব্রত উপবাসে আমি গৌরী আরাধিল॥ জানিয়া শ্রীহরি তবে রথেতে চড়িয়া। হরিয়া করিল বিভা সবারে জিনিয়া॥ সেই নারায়ণ আমি সেবি সর্ব্বক্ষণ। জন্মে জন্মে পাই যেন তাঁহার চরণ॥ ভদ্রায় জিজ্ঞাসিল তবে দেবী যাজ্ঞসেনী। কেমতে তোমাকে বিভা কৈল চক্রপাণি॥ তবে ভদ্রা বলে শুন দ্রৌপদী সুন্দরী। সম্বন্ধে মাতুল ভাই আমার শ্রীহরি॥ বৈষ্ণব বাপ মোর চিন্তি মনে মনে। ভারাবতারণে আইলা দেব নারায়ণে॥ দ্বারকা পাঠাইয়া পুত্রে অনেক যতনে। যুক্তি করি ঘরে আনি কমললোচনে॥ বিনয় করিয়া আমা দিল ধনে জনে॥ দাসী হৈয়া সেবা কর গোবিন্দ চরণে॥ কি কহিব কথা শুন দ্রৌপদ নন্দিনী। বড় ভাগ্যে স্বামী পাইনু দেব চক্রপাণি॥ নগ্নজিতা দেখি

তবে দ্রৌপদী বলিল । কেমত প্রকারে কৃষ্ণ তোমা বিভা কৈল ॥ নগ্নজিতা বলে শুন রাজার কুমারী । বড় পুণ্যে পাইল স্বামী দেব শ্রীহরি ॥ ভাগ্যবান বাপ মোর মনেতে চিন্তিয়া । বিষম প্রতিজ্ঞা কৈল মন্ত্রণা করিয়া ॥ তিন শৃঙ্গ সপ্ত বৃষ যে বান্ধে একবারে । তারে বিভা দিব কন্যা বলিল সবারে ॥ এক গোটাবৃষ বান্ধিতে নারে কোন বীরে । নারিল বান্ধিতে কেহ শুনি গদাধরে ॥ বৃষ বান্ধি সবা জিনি শ্রীমধুসূদন । আমা বিভা করি কৈল দ্বারকা গমন ॥ জন্মে জন্মে আরাধিনু গোবিন্দ চরণ । তার ফলে পাইল স্বামী কমললোচন ॥ তবেত দ্রৌপদী দেবী লক্ষ্মণারে কৈল । শুনিঞা লক্ষণা দেবী কহিতে লাগিল ॥ তোমার বিভায় যেন রাধাচক্র হৈল । তাহাকে অধিক মোর বাপে উচ্চ কৈল ॥ নারিলে বিন্ধিতে চক্র কোন মহাবীরে । অর্জ্জুন পারিল মাত্র পরশ করিবারে ॥ লজ্জা পাইয়া অর্জ্জুন ধনুক ছাড়িল । ঈষৎ লীলায়ে কৃষ্ণ চক্র সে কাটীল ॥ তবে পিতা মোর কৃষ্ণ আনি নিজ ঘরে । বিস্তর দান দিয়া আমা বিভা দিল তাঁরে ॥ সেই নারায়ণ প্রভু হৃদয়ে ধরিয়া । পরম আনন্দে আমি তাঁহারে সেবিয়া ॥ তবেত দ্রৌপদী বলে যোড়হাত করি । একবারে কহ, সব রাজার কুমারী ॥ ষোল সহস্র এক শত কন্যা এক বারে । কেমতে করিল বিভা কৃষ্ণ একেশ্বরে ॥ বলিতে লগিলা সব রাজার কুমারী । যেমতে করিল বিভা দেব শ্রীহরি ॥ পাপিষ্ঠ নরক রাজা জিনি ত্রিভুবন । হরিয়া আনিল পুরে সব কন্যাগণ ॥ সবাকার চিত্তে তবে ত্রাস উপজিল । এক মনে চিন্তি সবে কৃষ্ণকে চিন্তিল ॥ সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী গোসাঞী জানিল । গরুড়ে চড়িয়া আসি রাজাকে মারিল ॥ সবংশে নরক রাজা গোবিন্দ মারিল । অভ্যন্তরে আসিয়া আমা সবাকে দেখিল ॥ কৃষ্ণ স্বামী করি সব কন্যা যে মানিল । না করিব বিভা হেন কেহ না বলিল ॥ আমা সবা পাইয়া কৃষ্ণ হৈলা সদয় । কারে নাঞি টুটা বাড়া সমান হৃদয় ॥ সবারে সমান ভাব গোবিন্দ করিল । সকল জীবন করি আমরা মানিল ॥ হেন অদ্ভুত লীলা কৃষ্ণের চরিত । কহিতে হইলা তীর্থ আপনা বিস্মিত ॥ তা সবার কথা শুনি দ্রৌপদী সুন্দরী । আনন্দে বিহ্বল দেবী আপনা পাসরী ॥ দ্রৌপদী বলেন কৃষ্ণ তোমা সবার পতি । তোমায় মহিমা বলি কাহার শকতি ॥ হেন মতে নানা কথা দিবস বঞ্চিয়া । সবে যাই নিজ দেশ পরিবার লৈয়া ॥ হেন অদ্ভুত কথা শ্রীকৃষ্ণ বিজয় । শুনিতে

অমৃত রসে শরীর সিঞ্চয়ে॥ গুণরাজ খাঁন কহে শ্রীকৃষ্ণ চরণে। মরণ সময়ে যেন স্মৃতি হয় নারায়ণে॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

বসুদেবের যজ্ঞকথা শুন এক মনে। যেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান দেবনারায়ণে॥ প্রভাসে আইলা যত যত মুনির্জন। বসুদেবের ঘরে গেলা দেখিতে নারায়ণ॥ মুনিগণ দেখি বসুদেব গুণনিধি। পাদ্য অর্ঘ্য আচমনে কৈল পূজা বিধি॥ সবাই বসিলা পূজা লইয়া তাহার। রাম নারায়ণ দেখি সন্তোষ অপার॥ গোসাঞী দেখিয়া সবাকার অভ্যন্তরে। ভক্তি শ্রদ্ধা আনন্দ সে বাড়িল বিস্তরে॥ হেনকালে বসুদেব সব মুনিস্থানে। নানাবিধ ধর্ম্মকথা জিজ্ঞাসি তখনে॥ কোন ধর্ম্মে গৃহস্থ সংসার তরিব। কোন ধর্ম্মে থাকিব কেমত আচরিব॥ এত তাঁর বচন শুনিয়া মুনিগণ। এক মুনির পানে চাহে আর জন॥ যার ঘরে সাক্ষাত ব্রহ্মের অবতার। সেজন করয়ে প্রশ্ন ধর্ম্মের বিচার॥ সর্ব্ব ধর্ম্ম অধিষ্ঠান যাঁর সঙরণে। মুক্তি পাদ পায় লোকে যাঁহার ভাবনে॥ হেন জন পুত্র তারে দেখে সর্ব্বক্ষণ। তথাপি পুছয়ে ধর্ম্ম নাবুঝি কারণ॥ নিকটে থাকিলে ভক্তি না থাকে নিস্তার। গঙ্গা এড়িলোক যেন যায় তীর্থান্তর॥ এত অনুমানি সবে নারদেরে বৈল। তিহোঁ বসুদেবে কিছু প্রত্যুত্তর দিল॥ ভাল জিজ্ঞাসিলে বসুদেব মহাশয়। নাদেখিলে পরম্ ব্রহ্ম আপন লীলায়॥ জপ তপ আরাধন করিয়া নানা বিধি। যম নিয়ম আসন ধেয়ান সমাধি॥ সনক সনাতন আদি কার্ত্তিক শঙ্কর। যোগ সমাধিয়ে যারে ভাবে নিরন্তর॥ নানাবিধ বিধানে ইহারা ভাবিয়া। বুঝিতে নারিল কেহ প্রভুর সে মায়া॥ ভক্তজনে কৃপা-করি দেহ ধরি। তোমার তনয় হৈয়া অবতার করি॥ তোমা সম ভাগ্য-বান নাহিক সংসারে। অখিল ব্রহ্মাণ্ড নাথ তোমার যে ঘরে॥ ইহা দেখ ইহা ভজ ইহাতে কর প্রীত। ইহাকে ভজিলে হয় পরম মুকতি॥ রাম কৃষ্ণ পরমব্রহ্ম তোমার নন্দন। তথাপি পুছহ ধর্ম্ম নাবুঝি কারণ॥ তথাপি বলিবে ধর্ম্ম শুন বসুদেব। গৃহস্থত নারে যজ্ঞ যেই করে সেবা॥ যজ্ঞ হেতু মনুষ্য সৃজিল প্রজাপতি। যজ্ঞ নাশ কৈলে নহে দেবের পিরীতি॥ গোসাঞীর আদেশ ধর্ম্ম তোমাকে বুঝাই। যজ্ঞ ধর্ম্ম না পালিলে দোষ এতে নাই॥ এতশুনি বসুদেব মনেতে গুণিল। ব্রহ্মরূপ রামকৃষ্ণ

সাক্ষাতে দেখিল ॥ রামকৃষ্ণ বসুদেব করে নিরীক্ষণে। হাঁসিয়া জন্মাইল হরি বাপের মোহনে ॥ হাস্তরূপে নিজ মায়া প্রকাশ করিয়া। পিতৃ আগে কহে কথা সঙ্কুচিত হৈয়া ॥ ভাল বৈল নারদ আমার মনে ভয়ে। সাংসারিক ধর্ম্ম যজ্ঞ করিতে জুয়ায়ে ॥ যজ্ঞ করিবার দ্রব্য আছে বিদ্যমান। রহিব সকল মুনি আছে রম্যস্থান ॥ যত যত মুনিগণ প্রভাসকে আইল। গৌরব করিয়া কৃষ্ণ সবাকে রাখিল ॥ ভক্ষযোগ্য যেই যার হয় অভিলাষ। ততক্ষণে তাঁহাকে দেই শ্রীনিবাস ॥ ঘৃত মধু পঞ্চশস্য লয়ে ভারে ভার। নানা পুষ্প নানা ফল বিবিধ প্রকার ॥ সুবর্ণ হালে যজ্ঞভূমি তথাই চষিল। মুনিগণ গিয়া তথি কুণ্ড নির্ম্মাইল ॥ ব্যাস বশিষ্ঠ পরাশর তপোধন। ভৌম আদি বিশ্বামিত্র ভৃগু মহাজন ॥ আর যত মহাজন শিষ্যগণ সঙ্গে। আইলা সে যজ্ঞ স্থানে নানাবিধ রঙ্গে ॥ অন্যান্যে বিবাদ করি কোলাহল কৈল। নানাবিধ উপহার তা সবে পাইল ॥ সবে শুদ্ধাশয় সর্ব্ব কার্য্যেতে কর্ম্মঠ। পবিত্র করিল তবে সেই যজ্ঞমঠ ॥ সবেত সুবুদ্ধি শুক্ল দশন বসন। অঙ্গের কিরণ কিবা মধুর বচন ॥ গোঁসাইর আদেশে নৃপ আইল তথাই। পঞ্চপাণ্ডব দুর্য্যোধন শত ভাই ॥ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ রাজা জয়দ্রথ। তথি কৌশিকী রাজা সাত্য মহাসাত্য ॥ শতানীক বৃহদ্রথ ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাজন। দুষ্টকেতু বিদুর যতেক নৃপগণ ॥ সহদেব বসুদেব কেতু চন্দ্রকেতু। সবেত বসিলা বসুদেব যজ্ঞ হেতু ॥ রাজ যোগ্য উপহার সুবর্ণ সিংহাসন। বস্ত্র অলঙ্কার রত্ন বিচিত্র ভূষণ ॥ সবাকারে দিয়া কৃষ্ণ বসিলা তথাই। অন্তরীক্ষে দেবগণ আইলা সেই ঠাঞী ॥ যেই যেই রাজার দিব্যরত্ন ছিল। সেই রত্ন দিয়া রাজা যজ্ঞ পূজা কৈল ॥ মধ্যদেশে যত যত মহারাজা বৈসে। নানা রত্ন দিয়া সবে বসিলা হরিষে ॥ উদ্ধব অক্রূর কৃপ ব্রহ্মা আদি যত। যদুকুলে রাজা সব আইলা বহুত ॥ শুভদিনে শুভক্ষণে যজ্ঞ আরম্ভিল। সব মুনিগণে স্বস্তি বাচন করিল ॥ সুবর্ণের যজ্ঞভূমি সুবর্ণ ভাজন। সুবর্ণের পাত্র সব বিচিত্র গঠন ॥ নানারত্ন প্রকাশ হইল সেই ঠাঞী। হেমগিরি শৃঙ্গ কিবা আনিল তথাই ॥ গন্ধমাল্য নানারত্ন বিচিত্র ভূষণে। অধিবাস কৈল সব ব্রাহ্মণ বরণে ॥ কণ্ডল করিয়া কৈল ব্রাহ্মণ পূজন। ঋষিগণে মন্ত্রে মন্ত্রে কৈল অগ্নির স্থাপন ॥ নিরন্তর ঘৃতধারা বহ্নি সে জলিল। যার যে উচিত তথা আহুতি রচিল ॥ লেহ্য পেয় চোষ্য চর্ব্ব্য অন্নপান ব্যঞ্জন। বড় ছোট সবাকারে সেই

নারায়ণ॥ খাহ পিহ লেহ দেহ এই মাত্র শুনি। ইহা বই কার মুখে নাহি অন্য বাণী॥ দীনজনে দান করে পুরি অভিলাষে। নানাবিধ দানে সবা তোষে শ্রীনিবাসে॥ অসংখ্য তুরগ গজ দেই দাস দাসী। স্বর্গবিদ্যাধরী দিল মহারাজে আসি॥ ব্রহ্মা আদি দেবগণ আসি সেই স্থানে। সাক্ষাৎ হইয়া কৈল আহুতি ভক্ষণে॥ যজ্ঞ সিদ্ধি করি দেব গোবিন্দ বন্দিয়া। সর্ব্ব দেবগণে গেল যজ্ঞ প্রশংসিয়া॥ আগে গেলা দেবগণ পিতৃ ঋষিগণে। নানারত্ন দক্ষিণা দিল সকল ব্রাহ্মণে॥ যজ্ঞের সুগন্ধি গন্ধে মহী আমোদিত। বসুদেবের যজ্ঞ দেব নরে প্রশংসিত॥ পূর্ণি দিয়া বসুদেব যজ্ঞ সমর্পিল। যার যেনমত বিধি দক্ষিণা সে দিল॥ পরম সন্তোষ পাইয়া যায় মুনিগণে। নানারত্ন দক্ষিণা দিল যতেক ব্রাহ্মণে॥ তবে বসুদেব নৃপগণে পূজা করি। পাঠাইয়া দিল সব রাজার যে পুরী॥ এমন অদ্ভুত যজ্ঞ কেহ না করিল। দেশে দেশে সর্ব্ব লোক এবোল ঘুষিল॥ হেন মতে সবাকার মনোরথ সিদ্ধি। গোবিন্দ করাইল বসুদেব যজ্ঞ বিধি॥ বসুদেবের যজ্ঞ কথা ঘুষয়ে সংসারে। গুণ-রাজ খাঁন কহে কৃষ্ণ অবতারে॥

গৌরী রাগ।

এক দিন নৈমিষতীর্থে সর্ব্ব মুনিগণ। বশিষ্ঠ ভৃগু আদি যতেক তপোধন॥ সত্ত্ব রজ তম গোসাঞী তিন গুণ ধরি। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আপনে হৈলা হরি॥ তিন গুণে তিন দেব বড় কোন জন। অন্যান্যে বিবাদ কৈল সব মুনিগণ॥ সবে মেলি ভৃগুকেত বইল বচন। সবাকার ঠাঁই তুমি করহ গমন॥ দণ্ড করি তিন ঠাঞী বলিহ উত্তর। কোন গুণে কোন দেব জানিব সত্বর॥ মুনির বাক্য ভৃগু গেলা কৈলাস শিখরে। পার্ব্বতী সহিত তথা আছেন শঙ্করে॥ ভৃগু দেখি মহাদেব সম্ভ্রমে উঠিয়া। ভাই বলি কোল দিতে আইল ধাইয়া॥ তবে মুনিবর বলে অন্তরে রহিয়া। পরশ না করিহ বলে ক্রুদ্ধ হইয়া॥ প্রেত পিশাচ ভূত তোর সঙ্গে বৈসে। ব্রাহ্মণ ছুঁইতে আইস কেমন ভরসে॥ শুনিয়াত ক্রোধে শিব হাতে শূল নিল। খেদিয়া শঙ্কর আইসে ভৃগু পলাইল॥ পলাইয়া গেল ভৃগু ব্রহ্মার সদনে। সভাতে বসিয়া আছে লৈয়া দেবগণে॥ না

কৈলে প্রণাম ব্রহ্মা দেখিয়া আমারে। ক্রোধে করিয়া মন্দ বলিল ব্রহ্মারে ॥ অতিথি হইয়া আইনু তোমার সদনে। না কৈলি পূজা মোর ব্রহ্মা অভিমানে ॥ সহজে তাহার পূজা লৈতে না জুয়ায়ে। কহি তবে প্রস্তাবয় আচরে তোমারে ॥ এত শুনি ধায় ব্রহ্মা ভৃগু মারিবারে। তথা হৈতে পলাইয়া নড়িল সত্বরে ॥ তবে গেলা মুনিবর কৃষ্ণের সদন। শুইয়া নিদ্রা যায় ঘরে কমললোচন ॥ তবে মুনিবর যুক্তি মনেতে চিন্তিল। বুকে লাথি মারি ভৃগু কৃষ্ণকে চিয়াইল ॥ উঠিয়া সে শ্রীহরি পরিহাস করে। অপরাধ হইয়াছে দোষ ক্ষমহ আমারে ॥ অতিথি হইয়া তুমি করিলে গমন। ইহা না জানিয়া আমি করিয়াছি শয়ন ॥ একবার কৈল দোষ তোমার চরণে। পায় পাছে পাইল ব্যথা ত্রাস পাইল মনে ॥ তোমার চরণাঘাত হৃদয়ে বাজিল। হৃদয়ের দোষ যত সকল ঘুচিল ॥ যোড়হাতে স্তুতি করি রহে স্থির হৈয়া। বিস্তর প্রণতি কৈল চরণে ধরিয়া ॥ পুনরপি নৈমিষে আসিবারে বলিল। সকল মুনির চিত্তে বিস্ময় ঘুচিল ॥ সত্বগুণ ভগবান চিত্তে মুনিগণে। গোবিন্দ বিজয় খাঁন গুনরাজ ভণে ॥

ধানশি রাগ।

হরির চরিত্র শুন সকল সংসারে। যেমত প্রকারে আসি মাইল বৃকাসুরে॥ কুশলির পুত্র বৃক বিদিত ভুবনে। জিনিলেক সব পৃথ্বী যত দেবগণে ॥ একদিন গেল সেই মুনির তপোবন। ভৃগু আদি তপজপ করে ঋষিগণ ॥ প্রণতি করিয়া বলে সবার চরণে। একবোল কহ মোরে অকপট মনে ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেব ত্রিজগতে। আরাধিলে ঝাট বর পাই কাহা হৈতে ॥ চিন্তিয়া বলিল তবে সব ঋষিগণ। ঝাট বর পায় যেই চিন্তে ত্রিলোচন ॥ ঋষির বচনে বৃক সন্তোষ পাইয়া। একভাবে পূজে হর কঠোর করিয়া ॥ কুণ্ড করি যজ্ঞ করে নানা বস্তু দানে। কাটিয়া গায়ের মাংস ঘৃত দিয়া হুনে ॥ এত পরকারে হর অধিষ্ঠান নয়ে। মস্তক কাটিতে খড়্গ হাতে করি লয়ে ॥ এত দেখি অগ্নি হৈতে উঠি মহেশ্বর। হাথে ধরি বৈল হর বৃক মাগ বর ॥ বৃকাসুর সদাশিবের সাক্ষাত পাইয়া। একচিত্তে করে স্তুতি হরষিত হৈয়া ॥ এক বর মাগিব হর তোমার চরণে। সত্য করি বল মোরে নাকরিবে আনে ॥ তবে মহাদেব বৈল হাঁসিতে হাঁসিতে। যে বর মাগহ তুমি তাই চাই দিতে ॥ শুনিয়া শিবের বোল যুড়ি দুই হাত। এক বর মাগি মোরে দেহ বিশ্বনাথ ॥ যাহার মাথায় হাত দিব মো যখনে। ভস্মরাশি হব সেই

অনিরুদ্ধ ভৎসি বৈল বিস্তর কুবাণী ॥ মৃত পুত্র লৈয়া গেল কৃষ্ণের দুয়ারে। গোবিন্দেরে মন্দ বিপ্র বৈল আর বারে ॥ সর্ব্ব দুঃখ এই বার কর পরিহার। গদবীর রাখিবেন এবার কুমার ॥ গদ লয়ে গেলা বিপ্র আপনার বাস। ধরিল ব্রাহ্মণী গর্ভ পূর্ণ দশমাস ॥ প্রসবিয়া মরে পুত্র দেখি দ্বিজবরে। কান্দয়ে ব্রাহ্মণ গদে তিরস্কার করে ॥ গদেরে ভৎসিয়া বিপ্র চলিল সত্বরে। মৃত পুত্র ফেলিলেক কৃষ্ণের দুয়ারে ॥ মৃতপুত্র মৈল মোর বৈল দ্বিজবরে। ব্রহ্ম বধিয়া বলি লোক বলিবেক তোরে ॥ অপরাধ ক্ষম বিপ্র করি পরিহার। উদ্ধব রাখিব গিয়া কুমার তোমার ॥ কত দিনে আর গর্ভধরে দ্বিজনারী। প্রসবিতে মৈল পুত্র উদ্ধব বরাবরি ॥ উদ্ধবেরে গালি দিয়া ব্রাহ্মণ কাঁদিয়া। গোবিন্দের দুয়ারেতে ফেলিলেক লৈয়া ॥ কৃষ্ণের সাক্ষাতে বিপ্র করয় ক্রন্দন। বিস্তর বিনয় কৈল কমললোচন ॥ যে হৈল সে হৈল বিপ্র না কাঁদিহ আর। আপনি উগ্রসেন গিয়া রাখিব কুমার ॥ রাজা হয়ে উগ্রসেন গেলা তার ঘরে। জন্মমাত্র মৈল পুত্র অষ্টম কুমারে ॥ মৃত পুত্র দেখি কাঁদে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী। উগ্রসেনে ভৎসিয়াত কহে নানা বাণী ॥ ধিক্ ধিক্ উগ্রসেন তোর অধিকারে। মোর পুত্র মরে রাজা তোর অব্যবহারে ॥ না থাকিব তোর দেশে শুন পাপমতি। তোর পাপে নষ্ট হৈল রাজ্য দ্বারাবতী ॥ এত বলি যায় বিপ্র গোবিন্দের ঠাঁই। হেনকালে অর্জ্জুন বীর আইল তথাই ॥ মৃত পুত্র এড়ি বিপ্র গোবিন্দ গোচরে। বৈরাগ্যে চলিল বিপ্র তীর্থ তীর্থান্তরে ॥ সন্তোষ করিল হরি চরণে ধরিয়া। আপনি তোমার পুত্র রাখিবত গিয়া ॥ তবেত অর্জ্জুন বলে শুন দ্বিজবরে। রাখিতে নারিল কেহ ধনুর্দ্ধরে ॥ অকালে মরয়ে দ্বিজ তোমার কুমারে। নারিল রাখিতে কেহ দ্বারকা ভিতরে ॥ এবার বার যদি তোর পুত্র হইব। শরজাল আমি করি গৃহেতে রাখিব ॥ শুনিয়া প্রতিজ্ঞা দ্বিজ ক্রোধেতে হাঁসিয়া। আর সবে কৈল বড় প্রতিজ্ঞা করিয়া ॥ কুমার রাখিতে নারে কোন কোন জনা। প্রতিজ্ঞা করিয়া কিবা ঠেলায় আপনা ॥ শুন শুন ওহে দ্বিজ না চিন আমারে। আমার মহত্ত্ব জানে ত্রিভুবন ভিতরে ॥ আমি শিশু কাম নহি সাত্য অল্পমতি। নহি গদ উদ্ধব উগ্রসেন নরপতি ॥ গাণ্ডিব ধনুক মোর বিদিত সংসারে। উপহাস করি দ্বিজ বলেন আমারে ॥ তোমার শকতি রাখি ব্রাহ্মণ কুমার। তবেত অর্জ্জুন বলে শুন দ্বিজবর ॥ প্রতিজ্ঞা করিনু আমি সভার ভিতরে। রাখিব তোমার পুত্র যে কোন প্রকারে ॥ তোমার কুমার যদি

রাখিতে না পারি। অস্ত্র এড়ি মরিব তবে যজ্ঞ কুণ্ড করি॥ তবে কত-দিনে ব্রাহ্মণী গর্ভ ধরিল। নানা অস্ত্র লয়ে তবে অর্জ্জুন চলিল॥ দশমাস পূর্ণ হইল প্রসব সময়ে। দ্বিজ আসি বৈল রাখ অর্জ্জুন মহাশয়ে॥ অস্ত্র লয়ে যায় অর্জ্জুন দ্বিজের মন্দিরে। শরজালে রাখিল নাহি বাহিরে আপনারে॥ হেনকালে প্রসব পুত্র হৈল দ্বিজনারী। অর্জ্জুনের বিদ্যমানে লৈয়া যায় হরি॥ আর পুত্র হৈল যদি ব্রাহ্মণ কুমারে। প্রাণ তবে গেল তার আছয়ে শরীরে॥ শরীর লইয়া যায় দেখিল অর্জ্জুন। ধনুক যুড়িয়া করে বাণ বরিষণ॥ না দেখিল কেবা নিল হরিল আসিয়া। চারিদিক চাহে বীর মন্ত্র যুড়িয়া॥ কেবা নিল কোথা গেল কিছু না জানিল। কোথাও ব্রাহ্মণ শিশু দেখিতে না পাইল॥ পুনরপি দ্বারকা আসি ব্রাহ্মণ দুয়ারে। সাজাইয়া অনল কুণ্ড প্রবেশ তথি করে॥ শুনিয়া গোবিন্দ তবে ঈষৎ হাঁসিয়া। আমিত উদ্দেশে তোর দেখাইব গিয়া॥ এত বলি আশ্বাসিয়া তার হাতে ধরি। রথে চড়ি দুই জনে নড়িলা শ্রীহরি॥ উত্তর মুখ করিয়া নড়িলা গদাধর। সপ্তদ্বীপ এড়ি যায় সপ্তসাগর॥ লোকালোক এড়ি যায় কাঞ্চননগরে। প্রবেশিল দুইজন গহন গম্ভীরে॥ নাহিক রথের গতি নিবিড় অন্ধকারে। রথ এড়ি চক্র লৈয়া এড়িল গদাধরে॥ চক্রে কাটে অন্ধকার যাইল দুজনে। ব্রহ্মাণ্ডনগরে দেখি উত্তম ভুবনে॥ তবে অভ্যান্তরে গেলা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে। দেখিল পুরুষ এক কমলনয়নে॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কস্তুরী ভূষণে। সহস্র শিরে মকুট রতন বিভূষণে॥ দোঁহারে দেখিতে সেই নরের আকার। সম্ভ্রমে উঠিয়া স্তুতি করিল অপার॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তিঁহো পূজি নারায়ণে। কোলে করি কৃষ্ণ লৈয়া বসাইল নিজাসনে॥ বসিয়াত দুইজনে চারিদিক চাই। ব্রাহ্মণের নব পুত্র দেখিল তথাই॥ বলিল শ্রীহরি তারে করিয়া বিনয়। কি লাগি বিপ্রের পুত্র আনিলে মহাশয়॥ তবে সে পুরুষ বলে যোড়হাত করি। যে কারণে আনি তাহা শুনহ শ্রীহরি॥ সপ্তদ্বীপের অন্তে সে আমার বসতি। কিমতে আমার দেশ পাইব মুকতি॥ এতমনে গুণি আনি ব্রাহ্মণ কুমার। যে মতে দেখিব পাদ পদ্ম সে তোমার॥ ভারাবতারণে আইলা দেবনারা-য়ণে। দেখিতে তোমার রূপ কৌতুক হৈল মনে॥ আর কোন কার্য্য হেথা আসিব শ্রীহরি। তেকারণে বিপ্র পুত্র আমি চুরি করি॥ সবান্ধবে দেখিব সে তোমার চরণ। তার লাগি চুরি করি শুন নারায়ণ॥ সফল হইয়া

যজ্ঞ সে করয়॥ আচম্বিতে নরসিংহ গেল আদি করি। কৌতুকে ভ্রমিতে যাইল মিথিলা নগরী॥ সম্ভ্রমে উঠিয়া রাজা মুনিগণ সঙ্গে। পূজিল উঠিয়া তারে বড়ইত রঙ্গে॥ প্রণতি বিনতি করি যুড়ি দুই হাত। কি কারণে আগমন হৈল ভূতনাথ॥ মহাভাগবত সবে জানিল কারণে। কেমনে সেবিব বল দেব নারায়ণে॥ শুনিয়া রাজার বোল হাঁসিতে লাগিল। আনন্দে পুরিয়া মন লোমাঞ্চিত হইল॥ তোমার বচনে রাজা হরিষ পাইনু মনে। প্রভুর বচন যত কহিল যতনে॥ বড় ভাগ্যবান তুমি শুন নরপতি। প্রভু পাই যেন মতে করহ আরতি॥ উত্তম অধম মধ্যম গুণি ত্রিবিধ প্রকারে। যেই যেনমতে সেবে সেইরূপ ধরে॥ সর্ব্বভূতে সম করি প্রভুতে হয় দয়া। পুরীষে চন্দনে সম [illegible] করিয়া॥ অপমানে দুঃখ নাই সম্মানে সুখ নয়। উত্তম ভাগবত সেই শুন মহাশয়॥ সদাই শ্রীহরি চিন্তে বৈষ্ণবজনে মেলা। ভাল মতে নাহি ছাড়ে পৃথিবীর খেলা॥ সংসার অসার জানে সব হরিময়। কাম্য ভোগ না করিয়া হরি সেবা পায়॥ সুখ দুঃখ মনে যত সম্মান ভোজন। ভুঞ্জিয়া বিষম সব ভজে নারায়ণ॥ হেনমতে হরি চিন্তে হরিতে প্রণতি। মধ্যম ভাগবত হয় শুন মহামতি॥ হরিগত চিত্তে আন দেব নাহি পূজে। অসংসার জানে সেই মোহে নাহি পূজে॥ আপন শরীরে হরি জানিয়া না জানে। প্রতিমা আপন করি করয়ে সেবনে॥ স্থূল শূন্য ব্যাপিত বিভাগ নাহি করে। বৈষ্ণবজন পাইলে হয় হরিষ অন্তরে॥ হরি গায় হরি চিন্তে নিস্পৃহ সে হয়। অধম ভাগবত রাজ এই জন হয়॥ নানা রঙ্গক্রীড়া করে উন্মত্তের বেশে। কাম ক্রোধ লোভ মোহ না করে পরশে॥ হইয়া শূকর যেন ভ্রময়ে নগরে। হরিষে মজিবে দেখি সকল সংসারে॥ বুঝিয়া সকল রাজা তত্ত্বে দেহ মন। এত বলি নরসিংহ করিলা গমন॥ এই কথা নারায়ণ দ্বারকা আসিয়া। মোর বাপ বসুদেব কহিল হাঁসিয়া॥ কেবা গুরু হব উহার বলহ বচন। তার কথা কৈনু শুন স্থির কর মন॥ একটী কপোত চারিগোটা ডিম্ব কৈল। দম্পতী পুষিয়ে সেই শিশু বড় হইল॥ আহার আনিতে দোঁহে করিল গমন। হেন কালে আকুটী গেলা সেইত কানন॥ উছকুলা দিয়া তথি জাল পাতিল। মায়া মোহ দিয়া চারি শিশু বন্দি কৈল॥ দম্পতী আইল তবে আহার লইয়া। না দেখিয়া পুত্রে বুলে কানন চাহিয়া॥ দেখিলত জালে বন্দি আকুটীর স্থানে। মূর্চ্ছিতা কপোত

হৈল হরিয়ে চেতনে ॥ শোকেতে ব্যাকুল হৈলা নাজানে আপন পর। পুত্র পুত্র বলি কপোত জালের উপর ॥ ধরিয়া আক্ষটী তারে বান্ধিল যতনে। গাছে থাকি কপোত সন্তাপে মনে মনে ॥ হাহা প্রিয়ে প্রাণ সমা বান্ধয়ে তোমারে। হের চার পুত্র প্রাণ বজ্ঞয়ে আমারে ॥ তোমা বিনা শূন্য মোর সকল সংসার। ধর্ম্মচারিনী প্রিয়ে নাদেখিব আর ॥ সুস্বর বচনে পুত্র সম্বোধিলে মোরে। হের চারি পুত্র প্রাণ ছাড়য়ে শরীরে ॥ প্রাণের শরীর প্রিয়া মোর পাঁজর ভিতরে। পুত্রশোকে প্রাণ কেন আছয়ে শরীরে ॥ ভাবিতে ভাবিতে শোকে হৈলা অচেতন। আক্ষটীর পাশে তবে করিলা গমন ॥ নিকট হইল মৃত্যু তাহা নাহি দেখে। শোকেতে ব্যাকুল হয়ে কাহে না উপেক্ষে ॥ শোকেতে মরয়ে লোক সংসার ভিতরে। পুত্র পুত্র বলি পড়ে জালের উপরে ॥ ছয় পক্ষ পেয়ে ব্যাধ হরিষ পাইল মনে। কৃতার্থ হইয়া ঘরে করিল গমনে ॥ শোকেতে মরয়ে লোক সকল জানিল। তাহার উপদেশে আমি শোক পাশরিল ॥ নবমেতে আর গুরু দেখিনু কাননে। সুখে শুতি মুখ মেলি থাকে সর্ব্বক্ষণে ॥ দৈবেতে আনিয়া তারে আহার মিলায়। মুখ অভ্যন্তরে গেলে ধরিয়া যে খায় ॥ আহারেতে যত্ন কিছুমাত্র না করিল। যেইত সৃজিল সেই ভক্ষ আনি দিল ॥ দশমেতে সমুদ্র মোর বড় গুরু হইল। কূলের নিকটে বুদ্ধি কিছু না জানিল ॥ বর্ষাকালে নদ নদী পুরয়ে তাহারে। তাহাতে অকূল নাই কূতি নাহি ধরে ॥ সূর্য্যের আতপে সেই খানে জল হরে। তথিতে অঙ্গুলি মাত্র কূলে নাহি ধরে ॥ তার গুরু দেখি মনে হরিষ হইল। সুখ দুঃখে কুট বুদ্ধি কিছু না লইল ॥ একাদশে গুরু মোর পতঙ্গ হইল। তাহার বন্ধনে অগ্নি পুড়িয়া মরিল ॥ তেঞীত জানিনু স্ত্রী সংসার ভিতরে। যেই তথি বৈসে সেই অবশ্যই মরে ॥ দ্বাদশে গুরু মোর মধুকর হইল। সার মধু লয়ে পুষ্পে সত্বরে উড়িল ॥ দেখিয়াত জানিনু আমি সংসার অসার। সবে মাত্র নারায়ণ প্রভু কর সার ॥ চতুর্দ্দশে মধুমাছি আর গুরু হইল। নানা পুষ্পের মধু আনি সঞ্চয় করিল ॥ না খাইয়া না দিয়া সঞ্চয় করয়ে। প্রাণে মারি মধুরস সকল মধু লয়ে ॥ তাহা দেখি জানিনু সঞ্চয় বড় কাল। সঞ্চয়েতে নষ্ট হয় পুরুষ বুদ্ধি বল ॥ ত্রয়োদশে করিবর আর গুরু হইল। মায়া হস্তী লোভে সেই কাননে বন্দি হইল ॥ শিকারী হস্তীনী রচে দুর্গম করিয়া। কাল নষ্ট হয়ে হস্তী তথিতে পড়য়ে ॥

তেঞি সে জানিনু নারী বড় মায়া মোহে। নিকটে থাকিলে মুনির মন মোহে॥ তাহা দেখি জ্ঞান মোর হইল উপার্জ্জন। এড়িনু ত স্ত্রী মুঞি জানয়ে কারণ॥ পঞ্চদশে হরিণী মোর আর গুরু হইল। গীতে মোহিত হইয়া পরাণ হারাল॥ গ্রাম স্ত্রী গীত গায়ে মোহেত সংসার। নারায়ণ কথা ভিন্ন না শুনিনু আর॥ যোড়শে মৎস্য মোর আর গুরু হইল। বড়িশী আহার লোভে পরাণ হারাল॥ তাহা দেখি লোভ মুঞি ছাড়িনু সংসারে। সেই জনে অন্য জন পুরেণ উদরে॥ সপ্তদশে গুরু হৈল পিঙ্গলা নামে নারী। তার কথা শুন রাজা মন স্থির করি॥ দরিদ্র হৈয়া নগরে আছে সর্ব্বকাল। সেই বৃত্তি ধন জন বাড়িল বিশাল॥ চির কাল সেই রসে অধিক বাড়ই। এক দিন সদাগর আইলা তার ঠাঞি॥ না বলিহ আন জনে না করিহ রঙ্গে। বহু ধন দিব আজি থাকিবে মোর সঙ্গে॥ সেই লোভে পরিহারি আর সব জনে। এক ভাবে করিয়াছে হইয়া মোহনে॥ দৈবেত আমার তথা নহিল গমন। আসিব আসিব বলি চাহে ঘনে ঘন॥ দ্বার বাহির ঘর আসা যাওয়া করে। প্রহরেক রাত্রি গেলা দ্বিতীয় প্রহরে॥ তবু না আইল সাধু চিন্তয়ে হতাশ। বসিয়া থাকিল সেই হইয়া নিরাশ॥ তৃতীয় প্রহর গেল নহিল গমন। ধরণী বসিয়া তবে চিন্তে মনে মন॥ কেনে পাপ আশা আমি বাড়াইনু চিত্তে। আপনি মরিলে মোর কি করিবে বৃত্তে॥ এতেক করিনু মুঞি এজন্ম ভিতরে। আপন বলিয়া কেহ না বলিল মোরে॥ মিথ্যা ধন জন সব যৌতুক শৃঙ্গার। মরিলে নরকে মোর নাহিক নিস্তার॥ এড়িয়া সকল আশা মিথ্যার কারণে। প্রভাতে করিব কালি স্বতীর্থ গমনে॥ নৈরাশ হইয়া শুতিলা নানা সুখে। সব ত্যজি হরি চিন্তে খণ্ডাইয়া দুঃখে॥ তাহার কারণে আশা ছাড়িনু সংসারে। সেই নৈরাশ পরম সুখ কহিলাম তোমারে॥ অষ্টাদশ কুরর পক্ষ আর গুরু হইল। যেই মাংস খণ্ডে সেই মরণ এড়াল॥ তার তুণ্ডে মাংস দেখি আর পক্ষগণ। মাংস লোভে মারিতে তারে করিল গমন॥ চতুর হইয়া সেই মাংস এড়িল। কেহ নাহি লাগে সেই মরণ এড়াইল॥ নির্ধন পুরুষে ভয় নাহিক সংসারে। সেই গুরু সওর মুঞি শুন নৃপবরে॥ উনবিংশে গুরু মোর কুমারী হইল। তাহার প্রসাদে মোর সঙ্গ ঘুচিল॥ দম্পতী ঘর করে লঞা কন্যাখানি। বিভা দিব বলি তারে ঘরে পাত্র আনি॥ অতীর্থ করিতে দ্বিজ গেল ভিক্ষা তরে। জল আনিবারে ব্রাহ্মণী

গেলাত সত্বরে ॥ ছিয়া লক্ষ্য করি ধান্য কুটে শূন্য ঘরে। দুই হাতে শঙ্খ বাজে বড় লজ্জা করে ॥ দুই গাছি রাখি আর দুগাছি বাহির করিল। তথাপি হাতের শঙ্খ বাজিতে লাগিল ॥ এক গাছি রাখি অন্য গাছি বাহির করিল। না বাজয় শঙ্খ সে হরিয় মন হৈল ॥ তা দেখি সংহতি মোর আছিল যে জন। তাঁহা দূর করি মুঞী করিয়ু গমন ॥ একবিংশতি লোহকার আর গুরু হৈল। এক-দৃষ্টে তীর কাণ্ড আর দৃষ্টি না হইল ॥ এক দৃষ্টে গত করয় ধ্যায়ান। অতীর্থে রহেন মন না চিন্তয়ে আন ॥ দ্বাবিংশে দর্পণ মোর আর গুরু হৈল। পর ঘর সুখে বঞ্চে ঘর না করিল ॥ ঘর দ্বার বান্ধি দুঃখ পাব কি কারণে। যথা তথা বৃক্ষ ছায়া বঞ্চি একমনে ॥ ত্রয়ো-বিংশে কর্কটী গুরু হইল। আযোজন উদরেতে অনেক পুত্র হইল ॥ মরিয়া রহিল পেটে সূত্র কিছুনাই। চিন্তিল সকল দীপ্তি যে করে গোঁসাই ॥ দেখিল সকল দৃপ্তি কার কেহ নয়। ভাবিয়া নিরঞ্জন পদ থাকি নিরালয় ॥ চতুর্বিংশে আর গুরু মোর যে হইল। তাহার স্বরূপ তবে জ্ঞান উপজিল ॥ একগোটা পতঙ্গ যখন মাত্র ধরে। চিত হয়ে পতঙ্গ তাহা আর্ত্তসারে ॥ আর রূপ চিন্তিতে ছাড়য় জীবন। মিছা কাঁদিয়া তাহা করে অলক্ষণ ॥ যেই রূপ দেখি সেই রূপ সে হইল। কুম্ভীরিকা হয়ে পতঙ্গ সংহতি চলিল ॥ যেই জন জানিলা সে শ্রীমধুসূদন। ভাবিতে ভাবিতে হয় সেই নিরঞ্জন ॥ এতেক চিন্তিয়া তবে অবধূত নড়ে। শুনিয়া পরম তত্ত্ব মোহপাশ এড়ে ॥ শুনহ উদ্ধব গুরু কার কেহ নয়। আপনা আপনি গুরু জানিহ নিশ্চয় ॥ শুনহ সংসার লোক হরিতে দেহ মতি। গুণরাজ খাঁন বলে হরি পদে গতি ॥

পঠমঞ্জরী রাগ ॥

উৎপত্তি সময় হইল জনম সময়। প্রবেশিয়া বীর্য্যরূপে অভ্যন্তরে রয় ॥ পুষ্প কাননে তত্ত্বে দেহের ঘটনে। রজবীর্য্য যোগ হয় সর্ব্বক্ষণে ॥ উদ্ধব এতত্ত্ব শুনে চিত্ত নারায়ণ। জননী জঠরে দুঃখ না জায় খণ্ডন ॥ এক মাসে বীর্য্যরজ একত্র হইয়া। দুই মাসে বিল্লবৎ সঞ্চয় হইয়া ॥ তৃতীয় চতুর্থ মাসে অবয়ব ধরে। পাঁচ মাসে জীব ব্যক্ত হয়ত সংসারে। ষষ্ঠ সপ্তমে অধোমুখে থাকে যোগাসনে ॥ মাতৃ যোনি মুখ সদাই করে নিরীক্ষণে। মল মূত্র ব্যাপ্ত হয় চন্দন শরীরে। জননী আহারে তাই করয়ে আহারে ॥ পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ পুণ্য যত সব কৈল। সকল আসিয়া

মনে সঙরণ হৈল ॥ ভুঞ্জিল নরক যত সেই যমলোকে। তাহা শুনিতে উদ্ধব অধিক মন কাঁপে ॥ যম যাতনা দুঃখ আত্মা করি মানি। যোগ নিদ্রায় গর্ভবাস জন্ময়ে তখনি ॥ তখন অধিক দুঃখ সহন না জায়। নিত্য মনে হয় যেন পুনঃ গর্ভ নয় ॥ হেমই নরক হয় জঠর জননী। দশমাস দশযুগ অধিক হেন মানি ॥ যেন নাহি যাই আর জননী জঠরে। চিন্ত নারায়ণ বলে বসু মালাধরে ॥

গর্ভ যাতনা দুঃখ শুণি মনে মনে। গর্ভ ত্যজি হরি চিন্ত করহ ধেয়ানে ॥ ভূমিষ্ঠে পাশরে সব তাহার মায়ায়। ক্রন্দন করিয়া স্তনপান মাগে মায় ॥ পাশরিল যত সব চিন্তিল উদরে। হরির মায়া সব হরি করে তারে ॥ কত দিনে বাপ মায়ে পালন করিতে। ধরিতে অদ্ভুত দেহ দেখিতে অদ্ভুতে ॥ যৌবন প্রবেশ হইলে আন নাহি মানে। কেমনে বিষয় ভুঞ্জে চিন্তে সর্ব্বক্ষণে ॥ সেই যোনিতে জন্মিয়া উদ্ধব বড় পাইলা দুঃখ। তাহাতে ভুঞ্জিতে অধিক বাড়ে দুঃখ ॥ পাশরিলে নারায়ণ সেই করতায়। মল মুত্রে মাংস রক্তে আকার তাহায় ॥ হেনমতে যৌবন গেল জরা পরবেশে। তবুত নাহিক মনে হরিনাম লেশে ॥ পুত্র পৌত্র কলত্র মধুর বাক্য শুনি। হরিষেতে বাঁচ মৃত্যু নিকট না জানি ॥ এতেক জানিয়া উদ্ধব না করিহ হেলা। ভবসাগর তরিতে বান্ধিয়া দিল ভেলা ॥ নারায়ণ পাদপদ্ম চিন্ত অনুক্ষণ। বলে মালাধর বসু তারণ কারণ ॥

পুনরপি উদ্ধব বলে করিয়া বিনয়। জানিনু উপদেশ আমি তোমার মায়ায় ॥ সাংখ্যযোগে চিত্ত মোর স্থির নহে মতি। কর্ম্মযোগ মোরে বল করিয়ে প্রণতি ॥ শুনিয়া উদ্ধব বোল বলেন নারায়ণ। কর্ম্মযোগ সঙ্গ তারে কহিল কথন ॥ মিথ্যা বিষয় হইতে স্বরূপে দেহ মন। ছাড় এত ভব জাল ভাব হরির চরণ। তাহে অনুগত হয়ে চিন্ত নারায়ণ। তবেত খণ্ডিব সব সংসার বন্ধন ॥ সুশর্ম্মা নামে বীর চিত্রা নামে প্রিয়া। অভিমানে অধমুখে আছেন শুতিয়া ॥ ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই সখী বসাইয়া। তার মধ্যে চিত্ত হরি কমল তুলিয়া ॥ প্রথমে অধোমুখে পদ্ম চারি দলে। ষটদলে পদ্ম তুলে ত্রিবেণীর স্থলে ॥ নাভি সরোজ মুখ আর রস দলে। ভাবত উদ্ধব মনে হৃদয়কমলে ॥ দ্বাদশ পত্রে সেহ ব্রহ্মেরে লীলায়। মধ্যেতে আনিয়া তপ্ত হেমেতে মিসায় ॥ মোহ বশে বসি কমল নাজায় বন্ধন। তবেত দৃঢ় নিগুঢ় আছে হরি সাধন ॥ হেলা না করহ তারে আছে বড়

দিল শরীর আপনার॥ আমাতে ভকতি হয়ে যোগে দেহ মন। গৃহ পুত্র সকল ত্যজি করহ ভাবন॥ জলের বিম্বুক হেন কেহ স্থির নয়ে। পথিকে পথিকে যেন পথ পরিচয়ে॥ বিষম ভাবনা এড়ি কর নিজ কর্ম্ম। কালেতে আকাঙ্ক্ষা কিছু না করিহ কর্ম্ম॥ সর্ব্বভূত হিতকর ছাড় সর্ব্ব অঙ্গ। হংস হইতে বন্ধ সংসারে আতঙ্গ॥ হংস ছাড়িবারে যদি উদ্ধব না পার। সাধুজন সঙ্গে করি মন স্থির কর॥ মন হৈতে সংসার নষ্ট কর মন দুর্ন্নিবার। মনবশ হৈলে বশ সকল সংসার॥ যথা হৈল তথা বৈসে তাহা নাহি গুণে। বিষয়ের লোভে মন ভ্রমে স্থানে স্থানে॥ বিষয়ে বিনাশ সব কিছু না গুনিল। ইন্দ্রিয় বশ হয়ে ব্রহ্ম পাশরিল॥ ক্ষণে ক্ষণে হয় তবে সংসারের সুখ। আনন্দ সাগর হইতে হইয়া বিমুখ॥ কহিয়ে পরম তত্ত্ব শুন এক মনে। মনের বিরোধ কর অনেক যতনে॥ মোর কর্ম্মে নত হৈয়া সর্ব্ব ভূতে দয়া। আমার ভকত হয়ে জিন মোর মায়া॥ সর্ব্বভূত হয়ে আমি দেখায়ু তোমারে। ভূত হিংসয়ে সেই হিংসয়ে আমারে॥ আমাতে চিত্ত নিবেসিয়া সবাতে আমা দেখ। আমাতে পাইবে তবে ব্রহ্ম পরতেক॥ গোসাঞীর বচনে উদ্ধব হৈল বশ। গুণরাজ খাঁন বলে যোগীর মন হরিষ॥

হিল্লোল রাগ॥

পুনরপি উদ্ধব তবে বিনয় করিল। তোমার বচনে মোর অজ্ঞান ঘুচিল॥ যত যত বুঝাহ তুমি তত বাড়ে সুখ। অমৃত পানে স কোন জন সে বিমুখ॥ হেনই বচন গোঁসাই আমাকে বল তবে। কোন কর্ম্মে কেমনে তোমায় পাবে॥ বিস্তার করিয়া গোঁসাই বলহ আমারে। তুষ্ট হয়ে হাঁসি তবে বৈল গদাধরে॥ আমাকে নিবেশিয়া মন আমাকে ভকতি। করিহ সকল কর্ম্ম কামে বিরক্তি॥ যার যেন কর্ম্ম তাহা বিধাতা সৃজিত। তাহা হইতে আন পথে না করহ চিত॥ যার যাহে আচার তাহে চিত্ত মজাইয়া। পাইবে আমার পদ সংসার ত্যজিয়া। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি। মুখ বাহু উরু পদে ক্রমে উৎপত্তি॥ যজন যাজন বেদ ধ্যান অধ্যাপন। দান পরিসর্য্যা গৃহ কর্ম্মঠ ব্রাহ্মণ॥ সাধুজন যজন যাজন না লব। অন্নে তুষ্ট হয়ে দ্বিজ ভিক্ষাত করিব॥ যজন পঠন দান এই ভিন্ন কর্ম্ম। পূজা রাখি বৃত্তি করি ক্ষত্রির

সে ধর্ম্ম॥ যুদ্ধে ভঙ্গ নাহি দিব তরাস ত্যজিব। প্রজারে পালিব আর যজ্ঞ রাখিব॥ যজন যাজন দান তিন কর্ম্ম বৈশ্য॥ কৃষি আর বাণিজ্যেতে পুষিব মনুষ্য। শূদ্র আদি তিন জাতি ব্রাহ্মণ সেবন। তাহা সবা তুষিয়া রাখিব জীবন॥ সংক্ষেপে কহিনু চারি জাতির আচার। ইথে থাকে যেই ভক্ত সেইত আমার॥ ব্রহ্মচর্য্য বানপ্রস্থ সন্ন্যাস আশ্রম। ক্রমে ব্রাহ্মণকে বলাব উত্তম॥ উপনয়ন দিনে দ্বিজ যাব গুরু স্থানে। সংযত করিয়া বেদ পড়িবে একমনে॥ গুরু গুরুপত্নী সেবা করিব এক মনে। গুরু যে বলিবে তাহা করিব তৎক্ষণে॥ তিনসন্ধ্যা স্নান করি সন্ধ্যাত পালিব। গুরু আজ্ঞা লয়ে ভিক্ষা করিয়া ভুঞ্জিব॥ হেনমতে বেদপাঠ করিব ব্রহ্মচারী। গুরুকে দক্ষিণা দিয়া সমবৃত্তি করি॥ তথা হইতে আসি গৃহে কুলের কুমারী। সুশীলা নির্দ্দোষা গুণবতী বিভা করি॥ গৃহস্থ আশ্রমে মন করিবে আচার। পঞ্চ যজ্ঞ করি পঞ্চ ঋণে হব পার॥ যথাকালে তর্পণ যথাকাল ধরি। করিবা মনুষ্য কার্য্য পিতৃ কার্য্য আচরি॥ নানা যজ্ঞ দেবতা ব্রাহ্মণে আরাধনে। দেব ঋষি প্রিয় হব নর সাবধানে॥ অতিথি পাইলে তারে ভক্ষ্য ভোজন পানে। সন্তোষ হইয়া পার হইব সে ঋণে॥ যার ঘরে অতিথি করয়ে উপবাস। লক্ষ লক্ষ কাল তার নরকে নিবাস॥ অতিথি হইয়া যারে বৈমুখ হয়ে। তার ধর্ম্ম নষ্ট হয় তার পাপ লয়ে॥ ইহা জানি অতিথি পূজা শুন নরপতি। অতিথির মুখে আমার বড়ই পিরীতি॥ দেব আচরণ করিব ভাল মতে। সুখে পার হইব ব্রাহ্মণ রজ হৈতে॥ ঋতুকালে নিজ পত্নী উপগত হৈয়া। প্রজাপতি ঋণে পার হবে পুত্র জন্মাইয়া॥ আর তিন আশ্রমে যাহার মনে মনে। প্রাণ রক্ষা করে হেন গৃহস্থ আশ্রমে॥ সবার বিষয় হয় গৃহস্থ আশ্রম। যথা তথা কেলি হয় সবার মিলন॥ শ্রদ্ধাশীল সত্যবাদী সর্ব্বজনে হিত। মুক্তিপদ পেয়ে করে গৃহস্থ চরিত॥ তবে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম করি আচরণে। স্ত্রী পুত্র এড়িয়া বনে করিব গমনে॥ সংহতি বা পত্নী লয়ে তপস্যা করিব। ফল মূল আহারে দিবস গোঙাইব॥ গাছের বাকল পরি নদী জল পানে। এমন সংযোগে করি দিবস বঞ্চনে॥ ক্ষিতিতে পাড়িয়া শয্যা কুড়াইয়া খান। দেবঋষি পিতৃ কার্য্য করি সে কার্য্য করিব॥ বৃক্ষের বাকল পরি নদী জল পানে। হেনমতে বানপ্রস্থ আশ্রম বিধানে॥ তবে সে সন্ন্যাসী হয়ে লোভ মোহ ত্যজে। দণ্ড কমণ্ডলু লয়ে ভিক্ষা করি ভুঞ্জে॥ এক ঠাঞী

না থাকিব ভ্রমির দেশে দেশে। সতত স্বাধ্যায় চিত্ত ব্রহ্ম উপদেশে॥ মনে না করিব পুত্র সকল বাসনা। একলা ভ্রমিব সদা ব্রহ্মের ভাবনা॥ সংক্ষেপে কহিনু উদ্ধব এই চারি ধর্ম্ম। আচার রাখিলে পাবে পরম তত্ত্ব ব্রহ্ম॥ আচার রাখিলে আয়ু রহে চিরকাল। আচার রাখিলে সুখ সম্পদ বিশাল॥ লোভ মোহ কাম ক্রোধ এ চারি জিনিব। যথা তথা হরিকথা তথা চিত্ত দিব॥ সম্পদ ক্ষণেক পরে বিপদ বিস্তর। ধন উপার্জ্জন হেতু দুঃখ নিরন্তর॥ ধনবান চিত্ত কভু স্থির নয়। অগ্নি পানি চোর দস্যু গুণে রাজ ভয়॥ যথা তথা থাকে মন ধনকে চিন্তিয়ে। ধন শোক পাইলে লোক আপনে নষ্ট হয়ে॥ ধন তাজি যেই থাকে সেই মহাবীর। নাহি শোক নাহি চিন্তা নির্ভয় শরীর॥ বরাটিকা হেতু চিন্তা ঘন ঘন বাড়ে। কোটী ব্রহ্মাণ্ডের নাথ তাঁর চিন্তা ছাড়ে॥ কেবা কিবা না বাঞ্ছয়ে কার কিছু নয়। যার যেই কর্ম্ম থাকে সেই তার হয়॥ এত বলি লোভ তাজ ব্রহ্মে দেহ মন। অবশ্য করিবে গোঁসাই উদর ভরণ॥ মোহ জিনিবার তরে সহজ উপায়। সংসার অসার কেহ দেখিতে না পায়॥ পুত্র পেয়ে পিতা মাতা কত স্নেহ কৈল। পিতৃ মাতৃ মলে কেহ সঙ্গে নাহি গেল॥ যত যত মোহ করি তত শোক বাড়ে। পুত্র শোকে ধন শোকে লোকে দেহ ছাড়ে॥ মোহ হৈতে হয় আপন বুদ্ধি বল ক্ষয়। আপনাকে ধিৎকার কেহ মৈত্র নয়॥ গৃহ পুত্র লয়ে বিষম মোহজাল। ইহাতে মজিলে শোক বাড়য়ে বিশাল॥ মনে মনে গুণি তাজ মায়া মোহ বন্ধ। পাইবে পরমব্রহ্ম অতুল আনন্দ॥ কাম জিনিবারে শুন উপায় আমার। বিবেক করিয়া বস্তু আছয়ে সবার॥ মহাদেব কৈল ভস্ম কাম আছে কায়। চিত্তের বিকার করি আপনা বাড়ায়॥ মাংস রক্ত পুঁজ মেদ একত্র করিয়া। চামে ঢাকাইল গোঁসাই স্ত্রী মায়া সৃজিয়া॥ অমেধ্য সদৃশ বস্তু তাহা নাহি গুণি। স্ত্রী বশে কাম তত্ত্বে ভুলে মহামুনি॥ কোপ হৈতে হয় যত তপের বিনাশ। ক্ষমা করি বস্তু আছে তাহার প্রকাশ॥ কোপ হৈতে কোপ বাড়ে শুন সর্ব্বজন। ব্রহ্মবধ স্ত্রীবধ গোবধ ঘটন॥ গুরু গর্ব্বিতে মন্দ বলে অব্যবহার। কোপ হৈতে সর্ব্ব লোক হয় ছার খার॥ সর্ব্ব লোকে এক ভাবি ভিন্ন না ভাবিহ। পরমাত্মায় নিজ আত্মা সদা থানা দিহ॥ আত্মার পীড়ায়ে হয় নরকে গমন। ইহা জানি করয়ে আত্ম-সম্বরণ॥ ক্ষমাকে ধরিয়া চিত্তে ক্রোধ ঘুচাইয়া। সুখেতে থাকিবে উদ্ধব

সংসার জিনিয়া ॥ সত্ত্ব রজ তম তিন গুণেতে সংসার। তিন গুণে মায়া-বদ্ধ প্রভৃতি সবার ॥ সবাকে ভ্রমাই আমি যেন কাষ্ঠ তন্ত্র। নিঃশেষ নির্গুণ আমি কহি মূল মন্ত্র ॥ এক আত্মা সবাকার কেহ ভিন্ন নহে। নিজ নিজ মায়া বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেহে ॥ উদ্ধবেরে গোসাই বুঝাইল যোগবাণী। শুনহ উদ্ধব বলি যোগের কাহিনী ॥ অষ্টাঙ্গ যোগের যোগী যত সিদ্ধ জনে। তাহাতে কহি যে তোরে শুন এক মনে ॥ যম নিয়ম আসন আর প্রাণায়াম। প্রত্যাহার ধ্যান ধারণা সমাধি অষ্ট নাম ॥ প্রথমে বলিব জৈমিনিয় ব্যবস্থা। তথি মন দিয়া ছাড় ভব ভয় বৃথা ॥ সন্তোষ তিতিক্ষা শোক ক্ষমা দয়া দান ॥ সন্তোষে করুণা করহ বুদ্ধিমান। সর্ব্বভূতে সম ভাব ধৈর্য্য সত্য-বাণী। অতি সুদৃঢ় ভক্তি রাখিহ আপনি ॥ মদন অহঙ্কার ত্যজি কর সুখে। পরদার পরনিন্দা পরধন তেজ্য ॥ অসূয়া পরস্ব দৈন্য কঠোর বচন। বৃথাবাক্য পরনিন্দা পর অকথন ॥ প্রতারণা না করিহ তেজিও অন্যায়। ভাল মন্দ না করিহ সবার বিনয় ॥ সাধু জন সঙ্গ করি মন করিহ স্থির। নানা তীর্থ ভ্রমিয়া মুক্তি করিবে শরীর ॥ ষট্‌কাল ত্রিকাল চান্দ্রায়ণ বিধি। উপবাস অনাহার ফলাহার আদি ॥ নানাবিধ তপস্যায় মন কর বশ। আমার ভাবনায় তুমি গোড়াও দিবস ॥ অত্যাহার না করিহ না করিহ অনাহার। পদ্মাসন সঙ্গীক আসন না কর ব্যবহার ॥ সুদৃঢ় করিয়া শুন মন কর শুদ্ধি। আকাশ গমন হয় অষ্ট মহাসিদ্ধি ॥ চির পরমায়ু হয় সর্ব্ব পাপ হরে। জরা মৃত্যু হরে সেই লীলা সহকারে ॥ শরী-রেতে আছে শত সংখ্যা নাড়ী। যেন ঘর বান্ধিবারে দৃঢ় করি ধরি ॥ তথির প্রধান আছে সুষম্না নামে। অতি সুলক্ষণ সেই মূল তত্ত্ব সমে ॥ ত্রিবেণী হইতে সেই ব্রহ্মচক্র পথে। সুজ্ঞাত হইয়া চক্ষুর আয়তে ॥ দ্বাদশ অঙ্গুলি যুক্ত পবনের চয়। দেহেতে মিশায় সে অভ্যাস অপার ॥ পুরক কুম্ভক আর রেচক প্রকার। হেনমতে কত আর নাড়ি চিত্রকার ॥ ইঙ্গলা পিঙ্গলা তাহে দোঁহে আছে বেড়ি। পিঙ্গলার দক্ষিণে বসি ইঙ্গলা আছড়ি ॥ সেই পথে গতাগতি বায়ু সবাকার। সুশম্না নামে বায়ু বহে বার বার ॥ পুরকে পুরিব বায়ু নাশিকার পথে। কুম্ভকে দ্বার বান্ধি বান্ধিব তাহাকে ॥ অল্পে অল্পে তেনমতে বায়ু নিশ্বাসিব। হেনমতে প্রাণায়াম নিত্য অভ্যা-সিব ॥ অভ্যাসের যোগে বশ করিয়া পবন। ষট্‌চক্র ভেদিবারে করিবে যতন ॥ সুশম্না নামে মেরু আছে যুড়িয়া ত্রিবেণী। পবন আহারে নিদ্রা

যায় কুণ্ডলিনী ॥ যার রঞ্জিয়া দেহ কুণ্ডল আকার। মুখ নিবারণ করি পবন আহার ॥ দুই নাক দুই চক্ষু শ্রবণযুগল। অধর উপস্থ গুহ্য নবদ্বার ঘর ॥ রুধিব উপস্থ গুহ্য আসন প্রবন্ধে। দুই হাতে যোগে ঊর্দ্ধ সাতদ্বার বান্ধে ॥ সব দ্বার নিরোধিয়া অভ্যাসের যোগে। অকিঞ্চনে পূরে বায়ু ত্রিবেণীর ভাগে ॥ সর্পবাণ মন্ত্রে বায়ু হুঙ্কারে জিনিব। তবে সে সাপিনী মুখ বিমুখ করিব ॥ ক্রমে ক্রমে সাপিনী ব্রহ্ম দেশ নিব। তথা হৈতে তাম্রকর শরীর বঞ্চিব ॥ হেনমতে অভ্যাস পবন করি বসে। ষট্‌চক্র ভেদ করি ব্রহ্ম পরকাশে ॥ প্রথমে অঘোর নামে চক্র চারিজন। অধিষ্ঠান নাম বর্ণ মাণিক গাঠন ॥ তাহাকে ভেদিলে সব দুর্গতি বিনাশে। দশদল চক্র তার নাভি ঊর্দ্ধে বৈসে ॥ তরুণ আদিত্য বর্ণ নামে মুনিপুরে। তাহাকে ভেদিলে জানি সকল সংসারে ॥ তাহার উপর দলে দ্বাদশ চক্র বৈসে। অনাহত নাম বর্ণ করিয়া প্রকাশে ॥ তাহার প্রসাদে ব্রহ্ম জ্ঞান সমাধিব। তার ঊর্দ্ধ ভানু তবে চক্র প্রকাশিব ॥ ষোল দল মধ্যে বিদ্যুত শুক্রপতি। তাহারে ভেদিলে হয় ব্রহ্মার মুরতি ॥ তার ঊর্দ্ধে ভ্রূর মধ্যে চক্র দুই সহোদর। জ্ঞান নামে বস্তু তার মুক্তির নিকর ॥ তাহাকে ভেদিলে হয় ব্রহ্মময় নর। ব্রহ্মদেশ পায় তবে সহস্রেক দল ॥ অধমুখে শুনে ঊর্দ্ধ মুখ করি। তাহার প্রসাদে সুধাময় ব্রহ্ম ধারি ॥ তবেত আনন্দময় সাগরে মজিব। জরা মৃত্যু রোগ শোক কিছু না কব ॥ হেনমতে প্রাণায়াম শরীর বাড়িয়া। চিরকাল থাকে যোগী মর নিয়া ॥ অধিষ্ঠান দৈব দৃষ্টি ধরে প্রকৃতি। প্রাণায়ামে বাড়ে সব ধরে য্য মূর্ত্তি ॥ প্রাণায়ামে মন বশ উদ্ধব করিয়া। প্রত্যাহার মন দেহ ইন্দ্রিয় ত্যজিয়া ॥ অতএব খণ্ডাইব বিষয়ের গতি। নিশ্চয় করিব মন ইন্দ্রিয় মুকতি ॥ শুনিতে না শুনে কানে দেখিয়া না দেখে। নাসিকায় আছে রন্ধ্র জিহ্বায়ে নাই ভক্ষে ॥ পবন আলয়ে কর্ম্ম সর্ব্বত্র বিভাগে। প্রত্যাহার বিষয়ের মনের বিয়োগে ॥ নাসিকার রন্ধ্রে তবে দৃষ্টি নিবেশিয়া। নানাপ্রকারেতে মন সুস্থির করিয়া ॥ একভাবে মন করি নিশ্চল হইব। হৃদয় মনেতে তবে আনন্দ হইব ॥ অধমুখে শুদ্ধিত হৃদয়ে পদ্ম থাকে। প্রাণায়ামে তাহাকে করিল অধমুখে ॥ হুঙ্কারের তেজে পদ্ম প্রকাশ হইব। তার মধ্যে কর্ণিকায় আপনি বিয়াব ॥ চারিদিকে অগ্নি মধ্যে রত্ন সিংহাসন। তথিতে চিন্তিব রূপ কমললোচন ॥ বিশ্বরূপ পরব্রহ্ম ধেয়াইতে পারি। চতুর্ভুজ রূপে আমা চিন্তহ শ্রীহরি ॥ নির্গুণ নির্লেপ আমি আনন্দ স্বরূপ।

কৃপা দৃষ্টে ভক্ত জনে করি আমি রূপ ॥ সূর্য্য কোটী প্রকাশ বিমল শ্যামকান্তি। বদন কমলচন্দ্র মণ্ডল বিধরতি ॥ নানারত্নে ভূষিত কিরিটী শোভে শিরে। মকর কুণ্ডল দুই কর্ণে শোভা করে ॥ চন্দ্রের কিরণ যেন বদন প্রকাশে। ক্ষীরোদের কণা যেন মন্দ মন্দ হাসে ॥ চারিভুজ মৃণাল কমলকরতল। অঙ্গদ বলয়া আদি অতি মনোহর ॥ মুকতার হার পীত বসন ভূষিত। মেঘে বক পাতি যেন উজ্জল তড়িত ॥ শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম চারিভুজে শোভে। ব্রহ্মার উৎপত্তি স্থান মনোহর নাভে ॥ কোটী সূর্য্য মেখলা চৈত্র কটীদেশে। পীতবাস পরিধান মনোহর বেশে ॥ পরশে কমলোদ্ভব নখ মুনিগণ। ব্রহ্মাদি দেবগণ মস্তক ভূষণ ॥ কনক চম্পক কান্তি বামে লক্ষ্মী দেবী। দুর্ব্বাদল শ্যামকান্তি দক্ষিণে পৃথিবী ॥ ধ্যানাকৃষ্ট মুনিগণ সনকাদি পৃষ্ঠে। সম্মুখে গরুড় স্তুতি করে করপুটে ॥ চতুর্ভুজ সব যত পারিষদগণ। অতি শোভা করে গোসাঞী পদ নিরীক্ষণ ॥ হেনরূপ আমা যদি ধ্যান করি লয়। সর্ব্বাঙ্গ দেখিবে মোর অনাস্ত হৃদয় ॥ অন্যেরে না যাব মোর রহিব দৃষ্টিপাতে। ভাবনা করি যে মন নিশ্চয় তাহাতে ॥ সঙরিয়া সকল অঙ্গ দেখে একে একে। যা দেখে তা দেখে মন অন্য নাহি দেখে ॥ পদতল হইতে একে একে অঙ্গ ত্যজি। গোসাঞীর হাস্য চন্দ্রে মন গিয়া মজি ॥ ক্ষীরোদ মথিয়া যেন অমৃত তুলিল। হাঁসবক্ত্র হৈতে মহাজ্ঞান উপজিল ॥ আনন্দ সাগরে যোগী করে যোগ খেলা। ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ব্রহ্মাসনে মেলা ॥ ভাবিতে ভাবিতে হব লোমাঞ্চ শরীর। ক্ষণেকে বাহিয়ে পড়ে নয়নের নীর ॥ ঢাক ঢোল মহাশব্দ বাজয়ে তার কানে। ব্রহ্মর্ত্তে মজায়ে মন কিছু নাহি শুনে ॥ স্বর্গ বেশ্যা আসি আলিঙ্গন দেয় তারে। তথাপি নাহিক ভাব সমভাব অধিকারে ॥ নানা বাদ্য কৌতুক করাই সম্মুখে। এক দৃষ্টে ব্রহ্ম তত্ত্বে কিছু নাহি দেখে ॥ নানা রস ভক্ষ তবে গিয়া দেহ পুরে। না বুঝি ভেদ কভু তিক্ত কি মধুরে ॥ পারিজাত সৌগন্ধি ঘর্ষ তার মুখে। ভাল মন্দ জ্ঞান নাহি একভাবে থাকে। হেনমতে ইন্দ্রিয় সকল করি বশ। পরম সমাধি থাকে পেয়ে ব্রহ্ম রস ॥ উন্মত্ত রবির ভরে স্বরূপ হইয়া। নানা স্থানে থাকে যোগী ব্রহ্মে মন দিয়া ॥ উদ্ধব কহিনু তোরে এই যোগ কথা। এই পথে মন দেহ ছাড় ভব কথা ॥ এসব পরম তত্ত্ব ধরিহ দৃঢ়মতে। কহিও সুজন বরে ভক্ত অনুগতে ॥ না কহিও পাষণ্ডীরে যে দেব হিংসা করে। আসক্ত দুর্জ্জন যেই আমা পরিহরে ॥

বলিও সতত যে আসিবে ভকতে। কহিও শুনাও তারে আমার চরিতে॥ তবে মোর পদ পাবে নাকর বিস্ময়। উদ্ধব চলহ তুমি আপন নিলয়॥ এত বলি দিয়া বিদায় উদ্ধবেরে। চলিল গোসাঞী তবে নিজ অভ্যন্তরে॥ এতেক গোসাঞীর বাক্য শুনিয়া উদ্ধব। ত্যজিল পরিবার সব এড়িল বৈভব॥ থাকিব যাবৎ গোসাই পুরী দ্বারকাতে। হেন চিন্তি উদ্ধব রহিলা তথাতে॥ নানাসুখে বাড়য়ে লোক যে বৈসয়ে তথা। স্বর্গে বড় পারিজাত পুষ্প আছে তথা॥ দেবগণের যত যত রত্ন আছিল। দ্বারকা আসিয়া সব একত্র হইল॥ না হইল মরণ কার চিন্তা ভয় শোক। কাহা হৈতে পরাভব না হইল লোব॥ দ্বারকার মহিমা বলিব কোন জন। অবতার যথা করিলা নারায়ণ॥ গোসাঞীর পুত্র পৌত্র যতেক কুমারে। কোনজন গণনা করিতে না পারে॥ কুমার পড়াইতে আইল যত দ্বিজগণ। তিনকোটী আশিলক্ষ তাহার গণন॥ নিত্য নিত্য তথা সুখে বাড়য়ে কুমার। আছে দয়া গুণবন্ত বিক্রমে বিশাল॥ অক্ষয় অব্যয় হইল দ্বারকার লোক। না জানিল জরা মৃত্যু না জানিল শোক॥ হেনমতে গোসাঞী বঞ্চিল সেই পুরে। পঞ্চ বিংশতি অতি শতেক বৎসরে॥ শুন শুন লোক যত কৃষ্ণ অবতার। হেলাতে তরিবে সবে এ ভব সাগর॥ ভক্তজনে অনুকূল হয় নারায়ণ। ধরিল মনুষ্য তনু ব্রহ্ম সনাতন॥ সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া লোক নির্গুণ নিরাকার। লোক শিখাইয়া লোক হইল অবতার॥ হেনমতে তবে প্রভু দ্বারকায় থাকে। অক্ষয় অব্যয় যদুকুল তথা দেখে॥ পৃথিবীর ভার হরিবারে কৈল জন্ম। মারি সকল দৈত্য যতেক কৈল কর্ম্ম॥ যত কিছু হরিলেন পৃথিবীর ভার। ৫২ যদুবংশ হৈতে হইল অপার॥ দেবগণ আসিয়াত কৈল নিবেদন। তা সবায় সকল কহিলা নারায়ণ॥ আমার প্রভাবে কেহ না পারে মারিতে। অনিবারে বাড়ে যদুবংশ নিতি নিতে॥ এত বলি ব্রহ্মশাপ পূর্ব্ব লক্ষ কৈল। যদুবংশ হরিবারে গোসাঞী ভাবিল॥ ব্রহ্মশাপ ঘুচাবারে কেহ যদি পারে। তবু না ঘুচাল লোক বুঝাবার তরে॥ শরীর সুস্থির নহে অবশ্য বিনাশ। ব্রহ্মশাপ ঘুচাবারে করিলা প্রকাশ॥ হেনবেলা মোহ পড়ে দেখে সর্ব্ব লোকে। হৃদয়ে বাড়িল চিন্তা বড় দুঃখ শোকে॥ আকাশে গ্রাসিল রাহু চন্দ্র দিবাকরে। ভূমিকম্প হৈল ধ্বজ ভাঙ্গে ঘরে ঘরে॥ উল্কাপাত সতত আকাশে পড়িল। নির্ঘাত শব্দেতে কানে তালাত লাগিল॥ ধূমকেতু উদয়

হৈল গ্রহে গ্রহে রণ। সর্ব্বক্ষণ সুথাইল দ্বারকার জল॥ কাষ্ঠ শিলা নির্ম্মিত প্রতিমা বিদরে। কোন কোন প্রতিমা অট্ট হাস্য করে॥ বিনি বায়ে ভাঙ্গি পড়ে দেবতা মন্দিরে। কপোত পেচক পড়ে প্রতি ঘরে ঘরে॥ কুক্কুর কাঁদয় শিবা উর্দ্ধ মুখে ধায়। চতুষ্পথে দেবগণ কান্দে উভরায়॥ সঘনে লোচনে হয় জলপাতে। বিক্রিত ভূষণা নারী বুলে পথে পথে॥ এতেক উৎপাত তথা যবে হইল। দ্বারকা নগরী জলে টলমল কৈল॥ তা দেখিয়া উদ্ধব খণ্ডরে নারায়ণে। গৃহ পুত্র এড়িয়া নড়িলা তপোবনে॥ যত আর ছিল সব গোসাঞীর ভকত। গোসাঞী চিন্তিয়া সবে গেলা সেই পথ॥ একদিন গোসাঞী কপটে বলিল। বড়ই অনিষ্ট হেতু উৎপাত হৈল॥ যাই চল সবে মোরা প্রভাস তীর্থ তীরে। স্নান দান করিয়া করিব প্রতিকারে॥ বৃদ্ধ বাপ মায়ে আর উগ্রসেন রাজা। দ্বারকায় থাকুক রাখহ সব প্রজা॥ অনিরুদ্ধ পুত্র বজ্র পৌত্র আমার। তিন বৃদ্ধ সঙ্গে হেথা থাকুক কুমার॥ স্ত্রী মাতৃ এড়িয়া সকল যদুগণে। সত্বরে করহ সবে প্রভাস গমনে॥ এত আজ্ঞা সবাকারে কৈলা নারায়ণ। গেল তবে বসুদেব দৈবকী ভবন॥ দোঁহারে প্রবোধ কৈল কহি তত্ত্ব বাণী। নারদ কহিল মোরে এই কথা শুনি॥ সে সব বচন দোঁহে মনেতে করিয়া। ছাড়হ সংসার সুখ ব্রহ্মে মন দিয়া॥ আমি নহি পুত্র তুমি নহ মোর পিতা। যার যেই কর্ম্ম ফল হবে তার তথা॥ কার কেহ নহে সব সংসার অস্থির। ব্রহ্ম মাত্র আছে এক অক্ষয় শরীর॥ দেখাইতে শুনাইতে তারে নারে কোন জনা। আপনি প্রকাশ হয় করিতে ভাবনা॥ যাবৎ দুঃখিত হয়ে তবে নাহি ভজে। তাহা ত্যজি আন ঠাঞী মন নাহি ভজে॥ আমরা প্রভাস যাব কর সন্নিধানে। সময়ে থাকিহ সবে ব্রহ্ম সাধনে॥ বাপ মায়ে প্রণাম করিয়া দামোদর। দারুকে বলিল রথ আনহ সত্বর॥ উগ্রসেন রাজাকেত রাজ্য সমর্পিল। রথে চড়ি প্রভাসেতে গোসাঞী চলিল॥ ভাই বলভদ্র স্থানে গিয়া করি অনুমানে। ভার খণ্ডাইতে পথ হইলাম দুজনে॥ পৃথিবীর ভার হরিলাম দুষ্ট জনে মারি। যদুবংশে ততোধিক পৃথিবী ভার হরি॥ আমা দোঁহার প্রভাবে অবধ্য যদুগণ। দিনে দিনে বাড়িল ভার হইল দ্বিগুণ॥ জন্ম লেয়ে পৃথিবীর নাহি কৈল কাজ। উপায় করহ মরুক যদুবংশ আজ॥ দুই ভাই নিভৃতে করিল অনুমান। রথে চড়ি প্রভাসেতে করিল পয়ান॥ তার পিছে নড়িল সকল যদুগণ। দ্বারকায় রহিলা কেবল নারীগণ॥ সত্বরে

পাইল গিয়া প্রভাস তীর্থ বরে। যার যেই বিধান সেই স্নান দান করে॥ মধুপান করিয়া তবে সবে তথা রহি। হেনমতে গোঁসাই মায়া তেনমতে মোহি॥ অন্যান্যে সকল বিষয় ভেদ উপজিল। মধুপানে মত্ত হয়ে বচ বাচ্য কৈল॥ কেহ কারে নাহি সহে সবে বলে মন্দ। ঠেলাঠেলি মারামারি যুদ্ধ অনুবন্ধ॥ কুমারে কুমারে যুদ্ধ হৈল অতিশয়। মারিতে মারিতে সবার অস্ত্র হৈল ক্ষয়॥ অস্ত্র শাপে মুষল বরিল যেই ঠাঞি। উষি-তৃণে একাকার হইল তথাই॥ সেই পরশে যদুবংশ ক্ষয় হইল। প্রদ্যুম্ন কুমার আদি কত সে রহিল॥ প্রদ্যুম্ন অক্রূর গদ অনিরুদ্ধ বীর। কৃতব্রহ্মাণ্ড দেব হইলা অস্থির॥ তবে তারা জন কত কুবুদ্ধি ভাবিয়া। গোসাঞী মারিতে তবে চলিল ধাইয়া॥ গোসাঞীর মায়াতে কোন জন হয় স্থির। নানা অস্ত্র মারিল তবে প্রভুর শরীর॥ তা সবারে মারিতে তবে গোসাঞী হৈল মন। এক অস্ত্রে নিল তবে সবার জীবন॥ সবে যদি মৈল দেখি কেহ তথা নাই। দারুক সহিত তথা ভ্রময়ে গোঁসাই॥ দেখিল সমুদ্র কূলে এক বৃক্ষ আছে। যোগে বসি বলদেব নিজ তনু ছাড়ে॥ তার দেহ হৈতে এক নাগ বাহিরিল। মহাকায় শুক্লবর্ণ তাহাকে দেখিল॥ সহস্র মস্তকে নাগ অনন্তের কায়। নানা শিঙ্গি গুণস্তুতি করি তথায় বাসুকী প্রভৃতি সর্পগণেতে বেড়িল। দিব্য যত বস্ত্র সব শ[illegible] ভূষিল॥ সূর্য্য কোটী প্রতাপ করিয়া মহীতলে। দেখিতে দেখিতে [illegible] সমুদ্রের জলে॥ সে সব দেখিয়া গোসাঞী দারুক সারথি। ভ্রমি যাত এক তরু তলে কৈল স্থিতি॥ হেনকালে চারি অশ্ব লৈয়া সেই রথে। বৈকুণ্ঠ পুরিতে যায় লয়ে সেই পথে॥ তবেত দারুকে গোসাঞী বলিল উত্তর। সত্বরে চলহ তুমি দ্বারকা নগর॥ হের যত দেখ যদুকুলের বিনাশ। বল-ভদ্র যোগ গিয়া করিহ প্রকাশ॥ আমিত ছাড়িয়া প্রাণ যাব নিজপুরে। কহিও সকল বসুদেব দৈবকীরে॥ আর আর যত জন দ্বারকাতে আছেন। বন্ধুজন সকলে বলি করাইও চেতন॥ বসুদেব দৈবকীরে বিশেষ বলিহ। সংসারের এই দশা কিছু না গুনিহ॥ উৎপত্তি হৈলে লোক অবশ্য মরয়। নাহি বুঝে লোক সব আমার মায়ায়॥ নারদের বচন দোঁহে মনেতে ভাবিয়া। ত্যজিহ সংসার সুখ ব্রহ্মে মন দিয়া॥ এসব উত্তর তা সবারে বুঝাইহ। সত্বরে অর্জ্জুন স্থানে আপনি যাইহ॥ পৃথিবী ছাড়িব আমি পঞ্চ বাসরে। প্রলয় হইবে পরে দ্বারকা নগরে॥ পারিজাত সুধর্ম্মা যাইবে স্বর্গপুরে। কলিকাল প্রবেশ

করিব মহীতলে॥ হেথাকে সত্বরে তুমি আনিহ অর্জ্জুনে। যার যেই বিধিমত করাইও তখনে॥ মথুরায় রাজা করাইও বজ্র মহাবীরে। স্ত্রীগণ লৈয়া যাইহ হস্তিনানগরে॥ এত করি তুমি তবে আমাকে ভাবিয়া। ছাড়িহ শরীর তবে ব্রহ্মে মন দিয়া॥ এত বলি দ্বারকায় দারুক পাঠাল। শরীর ছাড়িতে তরু শাখায় বসিল॥ এক শাখায় যায় গিয়া আর শাখায় বৈসে। এক পা বাহির আর পাও তরুদেশে॥ হেনকালে আইল নামে তথা ব্যাধ জরা। মুষলের লৌহ আছয়ে স্থানে তার॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা দেখে আচম্বিতে। হরিণের কর্ণ যেন চরণ লোহিতে॥ হরিণীর কর্ণ বুঝি বাণ এড়িল। ব্রহ্ম-শাপে লৌহ গিয়া চরণ বিন্ধিল॥ হরিণীর লোভে ব্যাধ সত্বরে ধাইল। মৃগ নহে চতুর্ভুজ শরীর দেখিল॥ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখি নীল কলেবরে। শত সূর্য্য সম তেজ পীত বস্ত্র ধরে॥ কিরিটী কেয়র শোভে কস্তুর ভূষণ। শ্রীবৎসাদি বক্ষে শোভে কমললোচন॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারিহাতে। বনমালা ভূষিত দেখিলা জগন্নাথে॥ দেখিয়া সম্ভ্রমে ব্যাধ প্রণাম করিল। যোড়হাতে নিজ অপরাধ মানি নিল॥ অনেক অধর্ম্মে আমি হরিণীর আশে। তোমাকে না জানি আমি কৈনু বড় দোষে॥ সংসারের নাথ তুমি সকল বিদিত। জানিয়ে করহ যেই হয়ত উচিত॥ এত তার বচন শুনিয়া কৃপাময়। স্বস্থ হয়ে থাক তুমি না করিহ ভয়॥ মোর হেন মূর্ত্তি তুমি দেখিলে নয়নে। নাহিক তোমার দোষ পাবে ভাল স্থানে॥ হেনকালে পুষ্প বৃষ্টি ব্যাধের উপরে। রথ আনি তারে লয়ে গেলা স্বর্গপুরে॥ গোসাঞীত নিজ দেহ ছাড়িয়া তখনে। প্রবেশ করা-ইল লয়ে জ্যোতির্ম্ময় স্থানে॥ বুঝহ সংসারের লোক গতির অস্থির। নারীর মোহ ছাড়ে যেই সেই মহাবীর॥ শুনহ সংসার লোক বুঝ মন দিয়া। হরি বিনে কিছু নহে এ ভবে রহিয়া॥ এত বলি সব লোক যোগে দেহ মন। গুণরাজ খাঁন বলে বন্দি নারায়ণ॥

দারুক দেখিল তথা যদুকুল ক্ষয়। বিষাদিত হয়ে তবে মনেতে ভাবয়॥ যাঁহার কটাক্ষে সংসার উদ্ধার হয়। ব্রহ্মশাপে কৈল তিঁহো যদুকুল ক্ষয়॥ যাঁর নামে হরে ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ। তাঁর কুল বিনাশ করিল ব্রহ্মশাপ॥ এতেক বুঝিয়া তবে গোসাঞীর লীলা। সংসার অসার যেন জলবিন্দু কলা॥ যত যত সংসারে করিয়া মোহজাল। সকল অজ্ঞান হেতু বিবাদ বিশাল॥ এত চিন্তি গোসাঞীর আদেশ মনে করি। দারুক সত্বরে গেলা দ্বারকা নগরী॥ গোসাঞীর পদতলে তনু ছাড়ি দেহে। তাঁর আজ্ঞা প্রকাশিতে প্রাণ

মাত্র রহে ॥ দ্বারকা দেখিল সবা নাই অতি বিপরীত। পূর্ব্ব পুরুষ চিহ্ন নাই অলক্ষ্য চরিত ॥ কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া উগ্রসেন স্থানে। কহিল সকল যদুকুলের নিধনে ॥ বুঝাইল বসুদেব দৈবকী রোহিণী। কহিল গোসাঞীর যত উপদেশ বাণী ॥ বজ্র পড়ে হেন শুনি দারুক বচন। চিত্রপুত্তলী সম হইল সর্ব্বজন ॥ সবার জীবন হরি ছাড়িয়া চলিল। ভূমেতে পড়িয়া সব চেতন হরিল ॥ আঁখি বুজি কেহ কেহ হাহাকার ছাড়ে। দারুকের স্থানে গিয়া আছাড়িয়া পড়ে ॥ কেহ গা আছাড়ে কেহ কেহ মাথা খুঁড়ে। কেহবা আছাড় খেয়ে ভূমীতলে পড়ে ॥ হরিল চেতন সবে গড়াগড়ি যায়। শ্বাস মাত্র প্রাণ শরীরে আছয় ॥ সত্বরে দারুক চিন্তে গোবিন্দ চরণ। হস্তিনাতে গিয়া তবে আনিল অর্জ্জুন ॥ গোসাঞীর আদেশ শুনি অর্জ্জুন সুধীর। বড় ধৈর্য্য কৈল তিঁহো আপন শরীর ॥ যেই যেই আদেশ কৈল দেব নারায়ণ। তাহাতে করিতে বীর সুস্থ কৈল ম[illegible] ॥ একে একে সবাকারে তুলি বসাইল। শাস্ত্রদৃষ্ট আছয়ে সবারে বুঝাইল [illegible] সবাকে লৈয়া তবে প্রভাস তীর্থ স্থানে। সবাকারে কৈল দাহ শাস্ত্রের [illegible]ধানে ॥ বলদেব সঙ্গে রেবতী সুন্দরী। অগ্নি প্রবেশিয়া গেলা পা[illegible] নগরী ॥ রুক্মিণী আদি করি অষ্ট রমণী। গোসাঞীর তত্ত্ব শুনি প্রবে[illegible] অগ্নি ॥ হেনমতে সবাকার যে যাহার নারী। সবে অগ্নি প্রবেশিল [illegible]মী অনু-সারি ॥ বসুদেব দৈবকী রোহিণী তিন জন। অগ্নি প্রবেশিয়া তারা ছাড়িল জীবন ॥ সবাকারে নমস্কার করিয়া অর্জ্জুনে। জলক্রীড়া শ্রাদ্ধ দান করাইল তখনে ॥ এত সব সবাকার কর্ম্ম সমর্পিয়া। বজ্রবীরে করিল রাজা মথুরায় গিয়া ॥ গোসাঞীর আদেশ তবে দারুক শুনিয়া। তপস্যায় নড়িলা উত্তর মুখ হৈয়া ॥ গোসাঞীর আছিল যত আর নারীগণ। দারকা হৈতে তাহা লৈয়া এড়িল অর্জ্জুন ॥ গোসাঞীর আদেশে তবে পরিবার নড়িল। সমুদ্রের জল উঠি দারকা পুরিল ॥ গোসাঞীর মন্দির মাত্র জলে না ডুবিল। সকল ব্যাপিয়া সব সমুদ্র রহিল ॥ কৃত্তিকা নক্ষত্রে কার্ত্তিক পৌর্ণমাসী। তথিতে গোসাঞীর ঘর সমুদ্র প্রকাশি ॥ তা দেখিয়া নর পায় গোসাঞীর স্থান। লক্ষ্মী সঙ্গে গোসাঞীর সদা অধিষ্ঠান ॥ আগে আগে নড়িলা গোসাঞীর নারীগণ। হাতে ধনুক লয়ে নড়িলা অর্জ্জুন ॥ হেনকালে সেই পথে গোয়ালা দৈত্যগণ। তাহা দেখি মিলিলা তবে করি অনুমান ॥ এত অনুমানি সব গোয়ালা দৈত্যগণে। উতু নড়ি করি যায় দেখিল অর্জ্জুনে ॥ নারীগণ

মধ্যে গিয়া নারীগণ নড়ে। কার হাতে কার গায় কারও কাপড়ে॥ পাঁচ সাত নারী ধরিল এক এক জনে। নারীগণ ধরিল অর্জ্জুন বিদ্যমানে॥ দেখিয়া অর্জ্জুন বীর কোপ বড় কৈল। দস্যুগণ মারিবারে মন দৃঢ় কৈল॥ গাণ্ডিব ধনুক নিল করিবারে রণ। ধনুকেতে চড়া দিতে করিল যতন॥ হেলায় বিন্ধিত যাতে কোটি কোটী বাণ। তাহা মিথ্যা গেল দেখি হাঁসে দৈত্যগণ॥ নানা শক্তি করি তবে দিল তথি গুণ। গুণ ধনুকেতে দিয়া দিল বড় টান॥ আকর্ণ পুরিতে নারে পাইল অপমান॥ শক্তি করি বাণ যুড়ি এড়িল আপন॥ বজ্র সম অস্ত্র সব অর্জ্জুন এড়িল। দস্যুগণের পায়ে ঠেকি ভূমেতে পড়িল॥ যত যত বাণ এড়ে অর্জ্জুন মহাবীর। অর্জ্জুনের বাণে দৈত্য করায় অস্থির॥ যত বাণ কোপে ছাড়ে গায়ে নাহি ঠেকে। তা দেখিয়া অর্জ্জুনের অহঙ্কার টুটে॥ মহাদেব তুষিলা যে বাণে মহাশয়। নবনাস্তক বজ্র মারি কৈল ইন্দ্রের বিজয়॥ ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি সৈন্য কুরুসেনা। যে বাণ কুড়িয়া থুইল জগতে ঘোষণা॥ দেবাসুর যক্ষাসুর গন্ধর্ব্ব সকল। যত বাণ এড়িল সেই হৈল বিফল॥ অব্যয় তূণ যাহা আছিল অর্জ্জুনে। শূন্য হৈল সব তূণ দস্যুগণের রণে॥ দিব্য অস্ত্র পড়িল যতেক স্থানে স্থানে। তাহার প্রতাপ করে এতিন ভুবনে॥ তা দেখি অর্জ্জুন তবে হইলা বিস্ময়। সে সব শক্তি আমার নিল মহাশয়॥ গুনিতে গুণিতে তাহা পাইল কোন জনে। ধনুকের বাড়ি মারি সব দৈত্যগণে॥ দৈত্যগণে পরশ যত গোসাঞীর নারী। পাষাণ শরীর হয়ে সবে প্রাণ হরি॥ দস্যুগণ হৈতে ভঙ্গ পাইল অর্জ্জুনে॥ বিস্ময় হইয়া বীর মনে মনে গুণে॥ সব রাজ চক্র যিনি দ্রৌপদী পাইল॥ ইন্দ্র জিনি খাণ্ডবে হুতাশন তুষিল॥ যার যুদ্ধে মহাদেব সন্তোষ পাইল। দেবগণে নিরন্তর চরণে মাইল॥ একাকী জিনিল সব গন্ধর্ব্ব সমাজে। বিমুক্ত করিল দুর্য্যোধন কুরুরাজে॥ ভীষ্ম আদি কুরু সেনা সকল জিনিয়া। বিরাটের গরু আনি দিল একা হৈয়া॥ কুরুগণ আদি সব সৈন্য সাগরে। করিয়া বিবিধ কর্ম্ম তথি পাইনু পরে॥ কোথাহ না পাইনু আমি হেন পরাভবে। হেন বুদ্ধি সকল সেই গোসাঞী প্রভাবে॥ সেই সব অস্ত্র আমার পবন সমান। সেই ধনু সেই আমি সেই আমার বাণ॥ যত যত আমার হইল পরাক্রম। সকল হরিয়া নিল প্রভুর একর্ম্ম॥ কৃষ্ণ বিনে সব মোর হইল বিফল। অব্রাহ্মণে দিলে যেন নাহি পায় ফল॥ তেত্রিশ সে আমার আজি তেজ বাণী হৈল॥ তাঁহা-

বিনে হীন লোকে করয় বিকল ॥ সে সকল বল বুদ্ধি হরিল গদাধর। এখন কি করিব উপায় নাহি আর ॥ এতেক শুনিয়া মনে নড়িল অর্জ্জুন। ব্যাসের আশ্রমে বীর গেলেন তখন ॥ আগে গিয়া অর্জ্জুন তাঁহাকে দেখিয়া। দণ্ডবৎ প্রণাম কৈল বিস্ময় করিয়া ॥ আশীর্ব্বাদ দিয়া ব্যাস অর্জ্জুনে তুলিল। বিমলা কুরূপ হীন তেজ না দেখিল ॥ বিস্ময় পাইয়া তবে জিজ্ঞাসা করিল। কুশল পুছিয়া তারে আসনে বসাইল ॥ কেন আজি তোমায় যে দেখি বিপরীত। বিস্ময় বিমনা চিন্তা শোকেতে বিস্মৃত ॥ আজি কিনা কৈলে বিপ্র দেবের সেবন। দুর্জ্জন সেবন কিম্বা সুজন নিন্দন ॥ শরণাগতেরে কিবা না করিলে রক্ষা। অতিথিরে আজি কিবা নাহি দিলে ভিক্ষা ॥ অনিত্য করিলে কিবা পরদার সেবা। প্রতিশ্রুত হয়ে দ্বিজে নাহি দিলা কিংবা ॥ গুরু সেবা না করিলে করি অপকর্ম্ম। পরহিংসা কৈলে কিবা বিনিলে নিজ ধর্ম্ম ॥ আজ্ঞা করিয়া কিবা মারিতে নারিলে। পরধনলোভে কিবা মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ॥ পাষণ্ড আলাপে কিবা গোসাঞী পাসরিলে। অথবা কি পাপ আজি অর্জ্জুন করিলে ॥ হীন লোক হৈতে কিবা পাইলা পরাভব। বিমনা বিস্মৃত তোমা দেখিযে পাণ্ডব ॥ এসব উত্তর যবে ব্যাস দেব কৈল। কাঁদিতে কাঁদিতে তবে অর্জ্জুন কহিল ॥ যত কিছু বৈলে মুনি সব সমঝিল। ত্রৈলোক্যের নাথ হরি পৃথিবী ছাড়িল ॥ তাঁর অনুগ্রহে সব ত্রৈলোক্যের লোক। নারিল আমাকে রণে করিতে বিমুখ ॥ দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব মনুষ্য যত বীর। যাঁর অনুগ্রহে মোরে কেহ নহে স্থির ॥ পাত্র মিত্র বান্ধব অমর করি রাখি। যেই যুদ্ধে আমারে আপনি কৃষ্ণ দেখি ॥ সেই জন আমারে এড়ি গেলা নিজ স্থান। হরি হরি দৈব কেন ধরয়ে পরাণ ॥ লীলায়েত গাণ্ডিব তাঁহার আজ্ঞায় টানি। যাঁহার সন্ধানে বাণে ত্রিভুবন জিনি ॥ তাঁহাকে ত্যজিতে হৈল আমার বড় বৃথা। হীন লোক সংগ্রামে আমাকে জিনে হেথা ॥ আমার বল পরাক্রম তোমাকে গোচর। এক রথে জিনিলাম সকল সংসার ॥ হেনলোকে জিনিল তাঁহার অনুগ্রহ বিনে। সেই রথ ধনুক তবু জিনে হীন জনে ॥ আমারে জিনিয়া ক্ষত্র দস্যু নরগণে। হরিয়ে লইল মুনি কৃষ্ণ নারীগণে ॥ ইহার কারণ মুনি না পারি বুঝিতে। গোসাঞীর স্ত্রী হরে দস্যুগণেতে ॥ সংসারে আমারে নিগ্রহ কে করিল। কেবা মোর সিঞ্চিল বুদ্ধি বিক্রম বল ॥ অর্জ্জুনের বচন শুনি ব্যাস মুনিবর। না

কর বিষাদ বীর মন কর স্থির॥ সর্ব্বভূতময় হরি সর্ব্বধর্ম্মময়। সবাকার আত্মা হরি উৎপত্তি প্রলয়॥ তিঁহো তেজ তিঁহো বল পরাক্রম রণ। সবাকার প্রাণ তিঁহো দেব নারায়ণ॥ নির্গুণ নির্লেপ হরি অব্যয় অনন্ত। সুদর্শন রূপ তিঁহো আদ্যঅন্ত॥ সংসার কারণ তিঁহো তাঁহাতে সংসার। তাঁহা হইতে জন্ম হয় তাঁহাতে সংহার॥ কালচক্র রূপে গোসাঞী সংসার ভ্রমায়। কাহে জিয়াইয়া কাহে মার কাহাকে বড়ায়॥ কেহ কেহ জীয়ে কেহ কেহ মরে। কাল রূপে হরি সবাকার মন্দ করে॥ তাঁহার মায়ায় বন্ধ সকল সংসার। তাঁহা ত্যজি কর্ম্ম করে দুরাচার নর॥ পৃথিবীর ভার হরি ব্রহ্মার কারণে। কৃষ্ণ অবতার কৈল দেব নারায়ণে॥ তুমি তার এক অংশ নামে নররূপ। তোমার সাচিব্য করি করিল বিরূপ॥ পৃথিবীর ভার হরি দেব কৈল কাজ। আপনার স্থানে তিঁহো গেলা দেবরাজ॥ ত্রৈলোক্য প্রসন্ন তিঁহো ত্যজ বুদ্ধি বল। সকল ত্যজিয়া হরি গেলা নিজ স্থল॥ কাহে না জানিলে তুমি কাহে না হেরিলে। যেমতে না চিনিলে তেমত পাইলে॥ নাকর বিষাদ শোক ত্যজ পরিহার। তাঁহাতে মিশায়ে চিত্ত আপন উদ্ধার॥ ঠেকিল গোসাঞীর স্ত্রী দৈত্যগণ হাতে। পড়িল যেনমতে তাহা শুন একচিত্তে॥ পূর্ব্বে যত স্বর্গে অপ্সরা বিদ্যাধরী। পৃথিবী যাইতে ব্রহ্মা সবাকারে আজ্ঞা করি॥ দেবকাজ কারণে গোসাঞী অবতার। সবে লয় জন্ম গিয়া কহিয়ে সবায়॥ ব্রহ্মার বচনে তবে সব নারীগণ। পৃথিবীতে তবে সবে করিল গমন॥ হেনকালে আসি তথা অষ্টবক্র ঋষি। স্নান করি স্বর্গ গঙ্গা জলেতে প্রবেশি॥ তাহা দেখি নারীগণ করিলা ভকতি। নানা প্রকারে তাঁরে করাইল প্রীতি॥ তুষ্ট হয়ে মুনিবর বর দিল তারে। পৃথিবীতে জন্ম স্বামী পাইবে গদাধরে॥ বর পেয়ে তুষ্ট হয়ে যায় নারীগণ। সেই স্থানে হৈতে তবে উঠিলা তপোধন॥ তথা দেখিল তারে বিপরীত বেশ। অষ্ট স্থানে বাঁকা দেখি জানু জঙ্ঘাদেশ॥ অষ্ট কর্ম্ম করণ মস্তক এক মূলে। সর্ব্বাঙ্গ দেখিতে বাড়িল কুতূহলে॥ স্ত্রীজাতি সহজে চপলা নারীগণ। হাস্য করি উপহাস করিল তখন॥ তাহা দেখি মুনিবর কৈল বড় কোপ। নারীগণে তবে দিল নিদারুণ শাপ॥ পৃথিবীতে জন্মিয়া হবে গোসাঞীর নারী। এই পাপে লৈবে সব দৈত্যগণে হরি॥ এত শাপ বাণী তবে মুনির শুনিয়া। নারীগণ বলে তবে প্রণতি করিয়া॥ স্বভাবে চপলা আমরা হই স্ত্রীজাতি। ভাল মন্দ বিচার না করিলে মোর প্রতি॥ এ শাপ দারুণ আমা সবা অনুচিত।

ক্ষমাকর মুনি তোমার এ শাপ বিপরীত ॥ এতেক কাকুতি তবে স্ত্রীগণের শুনি। সদয় হৃদয় তবে বলে মহামুনি ॥ আমার বাক্য ব্যর্থ নহে শুনহ স্ত্রীগণ। অবশ্য হরিবে তোমা সবে দৈত্যগণ ॥ পরশে পাষাণ তবে হবে তত-ক্ষণে। পুনরপি আসিবে সবে নিজ নিজ স্থানে ॥ তাহা সবারে প্রসাদ করিয়া মুনিবর। নিজ কীর্ত্তি নির্ব্বাহ করয়ে গঙ্গাতীর ॥ মুনি প্রদক্ষিণ করি সব নারীগণে। পৃথিবীতে জন্মিলা রাজরাজ ভুবনে ॥ কলিকাল প্রভাশুন্ত প্রবেশ করয়। বল বুদ্ধি তেজ আয়ু সবাকার ক্ষয় ॥ অল্প শস্য সব লোক অল্প বুদ্ধি বল। এক পোয়া ধর্ম্ম হব অধর্ম্ম প্রবল ॥ সত্য তপোধন চারি পোয়া ধর্ম্ম। সকল ছাড়িয়া লোক করিব কুকর্ম্ম ॥ ব্রাহ্মণ ছাড়িবে বেদ শূদ্র ধর্ম্মাচার। অমর্য্যাদা হব লোকে করি অব্যবহার ॥ পৃথিবী হরিব শস্য মেঘ হরিব নীর। ঘৃতে গন্ধ না থাকিব গাভি হরিবে ক্ষীর ॥ অস্ত্র তেজ না থাকিব মন্ত্র না থাকিব। সর্ব্বলোক ক্রোধ হব তামসিত ভাব ॥ বাপ মা নিন্দিবে পুত্র নিন্দিবে জ্যেষ্ঠ ভাই। ব্রাহ্মণ না পূজিবে বিপ্রে করিবে বড়াই ॥ ভার্য্যা না মানিব স্বামী করিবে দুরাচার। পর পুরুষ লইয়া করিবে ঘর দ্বার ॥ পৃথিবী সঙ্কোচ হব অধর্ম্ম আচার। নীচ জন ঘরে হব লক্ষী অবতার ॥ সাধু জন দুঃখ পাবে নীচ পাবে সুখ। দুঃখ ভাবি লোক হব ধর্ম্মেতে বিমুখ ॥ তপ না করিব দ্বিজ সত্য না পালিব। যজ্ঞ নাকরিব সদা মাগিয়া বুলিব ॥ পঞ্চবিংশতি বৎসর লোক পরমায়ু। দ্বাদশ বৎসরে লোক যৌবন গুড়উ ॥ সপ্ত অষ্ট বৎসরে গর্ভ ধরিবেক নারী ॥ এক গর্ভে অপত্য হইবে তিন চারি ॥ শ্বশুর শাশুড়ীকে কেহ না মানিব। যৌব-নের ভারে নারী চলিতে নারিব ॥ কুরূপা হইব নারী জাতি কুলক্ষণ। কেশ-মাত্র হইবে নারীর আভরণ ॥ গুরু গর্ব্বিত কোন নারী না মানির। শাশুড়ি লঙ্ঘিয়ে বধূ গৃহিনী হইব ॥ এক ঘট কপর্দ্দকে লোক বলাইব ধনি। এক বট দান দিলে সবেত বাখানি ॥ ক্রয় বিক্রয় লোক করিব নানাছলে। কপট ব্যবসা লোক করিবে নির্ম্মলে ॥ ম্লেচ্ছ জাতি রাজা হব প্রজা না পালিব। যার যত ধন থাকে সকলি হরিব ॥ ধন দেখিয়া রাজা প্রজার দণ্ড নিব। প্রজাকে হিংসিয়া রাজা ধনলোভি হব ॥ দস্যুরূপ হয়ে কেহ দিনে ডাকা চুরি। রাজ-ধর্ম্ম না পালিব অধর্ম্ম আচরি ॥ সবজাতি কলিযুগে হৈল একাকার। ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান না থাকিবে কাহার ॥ পাত্রমিত্র অমাত্য বলবন্ত হব যেই। রাজাকে মারিয়া দণ্ড করিবেক সেই ॥ এমন কুৎসিত হব সবে দুরাচারী। স্বজাতি

একাকার হব ঘর দ্বার ছাড়ি ॥ সত্য যুগে সহস্র বৎসর তপস্যায়। কলিকালে একদিনে তত পুণ্য হয় ॥ অল্পধর্ম্ম করিব তারে প্রশংসয় ॥ অল্পাশ্রমে অল্প-তপে সব সিদ্ধি হয় ॥ সত্য দানে ত্রেতায় দ্বাপরে অর্চ্চয়। সর্ব্ব ধর্ম্ম কলিকালে হরিনাম পায় ॥ কলিকালে অনেক দোষ শাস্ত্রেতে লিখিল। এক দিনের ধর্ম্মে লোক কলি নিস্তারিল ॥ হরিনাম গঙ্গাস্নান কলিতে বড় ধর্ম্ম। কলিকালে তারিলে ঝাট পাই পরব্রহ্ম ॥ বল বুদ্ধি হীন লোক নহিব মন শুদ্ধি। আচার ছাড়িব লোক হইবে কুবুদ্ধি ॥ কলিকালে অল্প শস্য অল্প আয়োজন। তপ যজ্ঞ মন হরিব কলির কারণ ॥ ধর্ম্মের সঙ্কোচ হব লোকের অপকার। কৃপাকরি হব প্রভু কল্কি অবতার ॥ প্রচারিব বেদধর্ম্ম পথ সদাচার। লোক সব মানি-বেক কল্কি অবতার ॥ চন্দ্র সূর্য্য দুই বংশ নৃপতি দুজনে। কলাপ নগরে যোগ করিব সাধনে ॥ সেই দুই জনে তবে করাইব রাজা। ধর্ম্ম স্থাপিতা সবারে পালিবেক প্রজা ॥ হেনমতে গোসাঞী সবাকে রক্ষা করি। দান যজ্ঞ আদি নানা ধর্ম্ম অবতরি ॥ সত্য সত্য বলি আমি শুনহ অর্জ্জুনে। থণ্ডাহ সকল পাপ ভজ নারায়ণে ॥ তপ যজ্ঞ দান ত্যজ সব আশ। হরি ভাবি কর পরব্রহ্ম পরকাশ ॥ হরি হৈতে হরিনাম কলিতে ব্রহ্মজ্ঞান। যাঁহাকে সেবিলে হয় সকল পাপ নির্ব্বাণ ॥ শুনিয়া কলির তত্ত্ব প্রচার ভুবনে। কল্কি অবতারে করে ম্লেচ্ছ নিধনে ॥ দিব্য অঙ্গে দিব্য অস্ত্র ধরিয়া গোসাঞী। ম্লেচ্ছ নিধন প্রভু করিবে সেই ঠাঞি ॥ গোসাঞীর আজ্ঞা হৈল যত যত কথা। যুধিষ্ঠির নৃপ-তীরে কহ গিয়া তথা ॥ পরীক্ষিতে রাজ্য দিয়া ছাড়হ সমস্তে। যোগে মন দিয়া সবে যাহ উত্তরেতে ॥ এতেক বিধানে ব্যাস কহিল অর্জ্জুনে। প্রণাম করিয়া গেলা বিষাদিত মনে ॥ হস্তিনানগরে গেলা যুধিষ্ঠির স্থানে। প্রণাম করিয়া কহে করুণ নয়নে ॥ দ্বারকা বসতি কথা কহিল রাজারে। পৃথিবী ছাড়িয়া কৃষ্ণ গেল নিজ পুরে ॥ শুনিয়া এসব কথা সবে বিষাদিত। শরীরের মোহ ছাড়ি নিবারিল চিত ॥ হেনকালে উদ্ধব সকল তীর্থ করি। ধৃত-রাষ্ট্র সম্ভাষিতে গেলা হস্তিনানগরী ॥ পুত্রবধূর শোক রাজা উদ্ধবে কহিয়া। উদ্ধবের আগে রাজা কাঁদে লোটাইয়া ॥ ধৃতরাষ্ট্র রাজা দেখি উদ্ধবের দয়া হৈল। জ্ঞান তত্ত্ব কথা কহি বিবেক জন্মাইল ॥ বুঝাইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের গোচরে। ধৃতরাষ্ট্র লয়ে গেলা অরণ্য ভিতরে ॥ তার পাছে চলিলা গান্ধারী কুন্তি দেবী। প্রভুর বচন তারা এক মনে সেবি ॥ অরণ্যে থাকিয়া ধৃতরাষ্ট্র নৃপবরে। যোগ অগ্নি জ্বালিয়া দাহিলা কলেবরে। গান্ধারী কুন্তি সেই

অগ্নি প্রবেশিল। দিব্য মূর্ত্তি ধরিয়া স্বর্গেতে চলিল ॥ তথা যুধিষ্ঠির রাজা শোকাকুল হৈয়া। বৃদ্ধ রাজা গান্ধারী কুন্তিকে না দেখিয়া ॥ বিষাদে বিহ্বোল রাজা বন্ধু জন লঞা ॥ অন্ন পানি না খাইয়া থাকিল বসিয়া ॥ হেনকালে ব্যাস মুনি আইল তথাই। কহিলেন তত্ত্ব যত বলিলা গোসাঞী ॥ বিষম সংসার. হৈল পাপ ব্যবহার। সবে স্বর্গপুরী চল ছাড়িয়া সংসার ॥ এতেক বলিয়া ব্যাস গেলা নিজ স্থানে। পরীক্ষিতে অভিষেক করিলা তখনে ॥ যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই [illegible] সংহতি। উত্তরাভিমুখে সবে করিলেন গতি ॥ হেনমতে যুগের শেষ ধর্ম্ম রাখিবারে অবতার কৈল হরি পৃথিবী ভিতরে ॥ যাঁহার আজ্ঞায় ইন্দ্র সৃষ্টি পালন হরি। যাঁর আজ্ঞায় চন্দ্র সূর্য্য প্রকাশ সঞ্চারি ॥ দিবারাত্রি মাস পক্ষ সম্বৎসর কাল। সংসার পালিতে আজ্ঞা সকল তাঁহার ॥ সব ঘটে থাকি সেহ সকল করায়। কেহ তাঁরে নাহি দেখে তাহার মায়ায় ॥ সূক্ষ্ম রূপ ব্রহ্মপদ ভাবিতে না পারি। সকল হৃদয়ে গোসাঞী রূপ তনু ধরি ॥ গোসাঞীর তনু চিন্তি পাই ব্রহ্মজ্ঞানে। একান্ত হইয়া প্রভুকে ভাব একমনে ॥ সবাতে আছয়ে হরি এমন ভাবিহ। আপনা হইতে ভিন্ন কাকে না দেখিহ ॥ নিজ আত্মা পর আত্মা যেই তাঁরে জানে। তার চিত্তে কভু নাহি ছাড়ে নারায়ণে ॥ কর্ণধার বিনে যেন নৌকা নাহি যায়। তেমতি প্রভুর মায়া সংসারে ভ্রময় ॥ ইহা বুঝি পণ্ডিত ভাই স্থির কর মন। এক ভাবে চিন্ত প্রভু কমললোচন ॥ যত বুদ্ধি যত শক্তি যত মোর চিত। ভাব মত রচিল কিছু কৃষ্ণের চরিত ॥ যত কর্ম্ম কৈল প্রভু নর রূপ ধরি। চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা আদি বলিতে না পারি ॥ ভক্ত অনুকম্পায় প্রভু ধরি নর কায়। সে তনু চিন্তিয়া ভক্ত ব্রহ্মপদ পায় ॥ অল্প বুদ্ধি অল্প মতি অল্প মোর জ্ঞান। প্রভুর চরিত্র কিবা করিব বাখান ॥ অনেক আছয় শাস্ত্র বেদ পুরাণ। বিস্তর কহিল তায় প্রভুর বাখান ॥ সাধারণ লোক তাহা বুঝিতে না পারে। পাঁচালি প্রবন্ধে কৈল প্রভু অবতারে ॥ বিষম বিষয় বশে সবার বন্ধন। ইহার আলাপে হয় সকল ভঞ্জন ॥ এ কথা শুনিতে যাহার হয় মতি। ইহা হৈতে তার হয় বৈকুণ্ঠে বসতি ॥ অহর্নিশী লোক সব আছে মিছা কাজে। অবশ্য শুনিবে ইহা দিবসের মাঝে ॥ শুনিতে শুনিতে হব মন যে নির্ম্মল। ঘরে বসি পাবে নর সর্ব্ব তীর্থ ফল ॥ পুরাণ পড়িতে নাহি শূদ্রের অধিকার। পাঁচালি পড়িয়া তার এ ভব সংসার ॥ তার আগে পড়হ যাহার শুদ্ধমতি।

শুনিতে শুনিতে তার কৃষ্ণে হবে মতি॥ পাষণ্ড নিন্দুক জনে কভু না শুনাইহ। যোড়হাতে বলি আমি বচন পালিহ॥ স্ত্রী পুরুষ শিশুগণে শুন এক মনে। শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কথা অতি সাবধানে॥ বন্ধ্যা স্ত্রী শুনিলে হয় পুত্রবতী। দরিদ্র খণ্ডিবে যদি শুনে একমতি॥ রোগ শোক নাশ হয় সর্ব্ব দুঃখ হরে। বন্ধন মুক্ত হয় যদি থাকে কারাগারে॥ তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন। চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥

গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান। গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খাঁন॥ সত্যরাজ খাঁন হয় হৃদয়-নন্দন। তারে আশীর্ব্বাদ কর যত সাধুজন॥ দন্তে তৃণ ধরি বলি সভালোক ঠাঞী। যদি দোষ থাকে গ্রন্থে ক্ষমা ভিক্ষা চাই॥ কায়স্থকুলেতে জন্ম কুলীনগ্রামে বাস। স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস॥ তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন। বদন ভরিয়ে হরি বল সর্ব্বজন॥ ধর্ম্ম মোক্ষ দুই হবে ইহাকে শুনিলে। ইহা বৈ ধন আর নাহি কলিকালে॥ তপ জপ যজ্ঞ দান যত ফল পাও। তাহা হৈতে অধিক সুখ ঘরে বসি গাও॥ স্ত্রী পুরুষ শিশু সব শুন সাবধানে। শ্রীকৃষ্ণ বিজয় গুণরাজ খাঁন ভণে॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শরণং॥ শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দায় নমঃ॥ শ্রীশ্রীভগবতে বাসুদেবায় নমঃ॥ শ্রীশ্রীবেদব্যাসায় নমঃ॥

ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বিজয় সমাপ্ত।

সম্ভ্রান্ত শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত কর্তৃক, ১৮১ নং মাণিকতলা, ষ্ট্রীট কলিকাতা, রামবাগান, ভক্তিভবন হইতে প্রকাশিত।